বালক

৫ম বর্ষ। জানুয়ারী, ১৯১৬। ১ম সংখ্যা।

ছাত্র-শিবিরে।

সে দিন জুলাই-মাসের একটী রবিকরোজ্জ্বল দিবস। সে দিন এমনই নির্ম্মল বায়ু বহিতেছিল যে, দূরবর্ত্তী বস্তব্যূহও নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল! তরুলতার হরিদ্বর্ণ, গগনের নীলিমা ও জলের ঔজ্জ্বল্য মিশিয়া ঈশ্বরের নিজের হাতের আঁকা একখানি সুন্দর ছবির মত দেখাইতেছিল। এক তড়াগের তীর-সন্নিকটে একটী নিম্নভূম ও সমতল দ্বীপ রহিয়াছে: দ্বীপটির এখানে সেখানে কয়েকটি করিয়া গাছ রহিয়াছে, গাছগুলির ছায়ায় অনেক তাম্বু গাড়া আছে। মুক্ত তড়াগের তীরে লোকের একটী জনতা কেহ কেহ চীৎকার করিয়া তাহাদের ক্রীড়াসম্বন্ধে কোন কথা লইয়া মহাতর্ক বাধাইয়া দিয়াছে। কয়েক জন ভদ্র মহিলা ও পুরুষ নিকটেই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বালকদিগের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছেন। এখানে ওখানে সেই জনতার এক-একটী কুণ্ডলীমধ্যে এমন একএকটী তরুণ যুবককে দেখা যাইতেছে, যাহাদিগকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজনতার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অন্য বালকেরা আসিয়া কোন.কিছু করিবার জন্য তাহাদের কাছে অনুমতি চাহি-

দেখা যাইতেছে। সেই জনতার মধ্যে বালকের সংখ্যাই বেশী, তাই সেই জনতাটি সর্ব্বদাই চাঞ্চল্যপ্রকাশ করিতেছে। কতক-গুলি বালক পরস্পরের সঙ্গে খেলা করিতেছে, তরুণ ভল্লূ-শাবকেরা যেমন ভাইএ ভাইএ খেলাচ্ছলে লড়িতে থাকে, এই স্থানের কতকগুলি বালকও তেমনই হাসিমুখে লড়ালড়ি করিতেছে, কোন কোন বালক মুখ হাঁ করিয়া অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ কোন বালককথিত একটী রসপূর্ণা কাহিনী সাগ্রহে শুনিতেছে, তাহারা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব আছে, কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণেরই নিমিত্ত, তেছে কিম্বা তাহাদের কোন তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য তাহা-দিগকে মুরুব্বী ধরিতেছে। কতকগুলি নৌকা তীরে উঠান রহিয়াছে। আর একটী "ডক" বা পোতরক্ষণ-স্থান ও তত্রত্য উচ্চ মঞ্চটি দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, উহা সন্তরণ ও নিমজ্জনের জন্য কল্পিত।
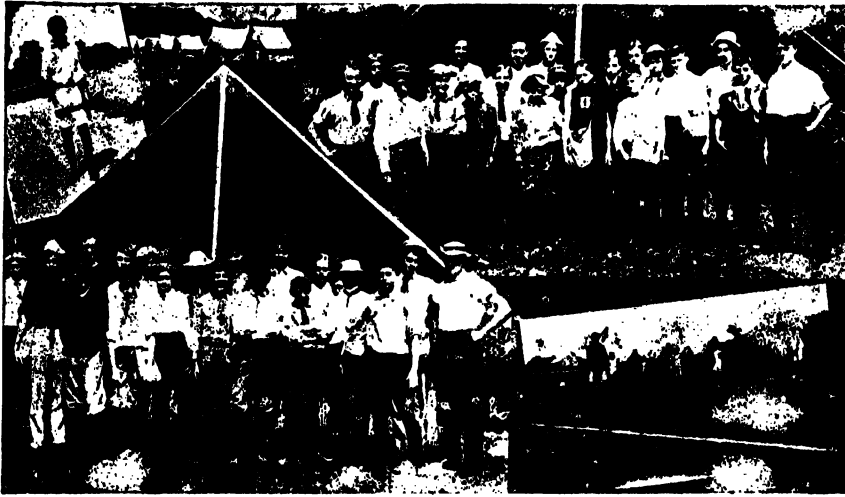
দূরে তড়াগের স্থির নীরে একটী ক্ষুদ্র নৌকা সাদা পাল খাটাইয়া যেদিকে বায়ু বহিতেছে, সেই দিকে ভাসিয়া যাইতেছে। সহসা কে চীৎকার করিয়া উঠিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক তরণীটিকে

দেখাইল। একটীমাত্র লোক সেই নৌকায় ছিলেন, বোধ হইল, তাঁহার কিছু বিপদ্ হইয়াছে, কারণ পাইলটি ঢিলা হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি দাঁড়াইয়া তাহা যথাবিন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দেওয়াতে লোকটি তাল সাম্‌লাইতে পারিলেন না, হাওয়ায় পাল ফুলিয়া উঠিল, নৌকাটি উল্‌টিয়া গেল, ফলে লোকটি জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ভদ্র মহিলা ও পুরুষেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবকদিগের মধ্যে একজন দুই কি তিনবার তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহসা যেন মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া কয়েকজন অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ বালক একটী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আসিয়া দাঁড় হাতে করিল, কেহ কেহ এদিকে ছুটিয়া গেল, কেহ কেহ ওদিকে ছুটিয়া গেল এবং, চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, তীরোত্তোলিত একটী বড় নৌকার দুইপাশে দুই সারি বালক আসিয়া দাঁড়াইল। আর একবার বংশীধ্বনি হইল, সেই সঙ্গে কয়েকটিমাত্র আদেশও দেওয়া হইল, অমনি নৌকাটি জলে প্রায় লাফাইয়া পড়িল, ছেলেরা নৌকার মধ্যে লাফাইল এবং, লিখিতে যতটা সময় যাইতেছে, তাহার অপেক্ষা ঢের কম সময়ের মধ্যে, সকলে দাঁড় ধরিল, তাহার পর যন্ত্রে যেমন নিয়মিতভাবে কার্য্য চলিতে থাকে, তেমনই সুশৃঙ্খলে ছেলেদের হাতের দাঁড়গুলি উঠিতে ও পড়িতে এবং তাহাদের পৃষ্ঠ ও হস্তের মাংসপেশীগুলি ফুলিতে লাগিল। তখন তরণীখানি যেন প্রায় উড়িয়াই মজ্জমান লোকটির দিকে ধাবিত হইল। লোকটির কাছে পঁহুছিলে, দুইজন বালক জলে লাফাইয়া পড়িল ; অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা লোকটিকে ধরিয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল। নৌকাটি আবার তটাভিমুখে ফিরিল এবং পুনরায় আটটি দাঁড়ের তাড়নায় ডকের দিকে ছুটিয়া আসিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল, কে যেন সেই তরণীটিতেই জীবনসঞ্চার করিয়া দিয়াছে ! যেই নৌকার গলুই তটসংলগ্ন হইল, অমনই চালকেরা তীরে লাফাইয়া পড়িল। লোকটিকে আনিয়া ঘাসের উপরে শোওয়ান হইল, তাহার পর সেই জলমগ্নবৎ ব্যক্তিটির উপরে পুনরুজ্জীবনের কৌশলগুলি প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ফলে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই যেন প্রাণহীন দেহটিতে জীবনসঞ্চার হইল, লোকটি সটান দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখ দেখিয়া লোকে চিনিল যে, তিনি ডাক্তার-সাহেব।

যাহা হউক, এইরূপে আমি ওয়াওয়াইয়াণ্ডা-শিবিরের প্রথম পরিচয়-লাভ করি। এই শিবির দেখিবার ও ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি এইখানে আসি। শিবিরে ছাত্রদিগকে যে যে বিষয় শিখান হয়, তাহার একটি দেখাইবার জন্যই জলমগ্ন ব্যক্তির ঐ জীবনরক্ষণ-ব্যাপারটি আগন্তুকদিগকে দেখান হইল। নিউ জার্সি ষ্টেটের খ্রীষ্টীয় যুবক-সমিতির মিঃ চার্লস, আর, স্কটের তত্ত্বাবধানে ১০০ জন ছাত্র ছুটির দুই মাস এই হ্রদসন্নিহিত দ্বীপে যাপন করিতে আসিয়াছে, এই বালকদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহাদের বয়স বারো-বৎসরের ন্যূন নহে এবং যাহারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাহাদের বয়স সতের-বৎসরের বেশী হইবে না। রাত্রিকালে ছেলেরা তাঁবুতেই ঘুমায়, প্রত্যেক তাঁবুতে ৭।৮ জন ছেলে ঘুমায়, সেই তাঁবুটির একজন বালক-তত্ত্বাবধায়ক আছে। খট্টাগুলি তাঁবুর দুইধারে দুই সারিতে দুই থাক করিয়া (অর্থাৎ একটির উপরে আর একটি করিয়া) সজ্জিত, মধ্যে দড়ি টাঙান আছে, তাহাতে ছেলেদের কাপড়চুপড় টাঙান থাকে, তাহার তলায় তাহাদের বাক্সগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। তাঁবুর দুই প্রান্ত সমস্ত রাত খোলা থাকে, ছেলেরা প্রচুর কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যায়, তখন বনস্থলীর বিমল বায়ু আসিয়া তাহাদের গায়ে লাগিতে থাকে, এই বিমল বনবায়ু মারাত্মক রাজযক্ষ্মা-রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। প্রতি প্রভাতে মাঠের শিশির শুকাইতে না শুকাইতেই এবং সূর্য্য মাথায় উঠিতে না উঠিতেই, ছেলেরা উঠিয়া অল্পক্ষণের জন্য তড়াগের শীতল জলে সাঁতার কাটিতে যায়। তাহার পর আসিয়া শাস্ত্র-পাঠ ও প্রার্থনা করে। তাহার পর সমস্ত দিন তাহারা নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত থাকে শিবিরগুলির "বাসি পাট" হইয়া গেলে, প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ে তখন সকলে একটি পারাণি নৌকায় চড়িয়া মহাদ্বীপ বা বৃহদ্ভূমিতে গমন করে। পারাণি নৌকাটি একটি চ্যাপটা তলাওয়ালা বৃহৎ বহিত্র, উহাতে ২৫।৩০জন বালকের স্থান-সংকুলান হয় এবং উহকে গুন টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সকলের শেষে যে ছেলেটি এই নৌকায় চড়ে, তাহাকে উহা আবার পরের বালকদলকে আনিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়। মহাদ্বীপে একটি প্রকাণ্ড, প্রচুর আয়তনবিশিষ্ট ও দারুনির্ম্মিত কামরা আছে, সেইখানে বালকেরা দিনে তিনবার গিয়া আহার করিয়া আসে। আহার্য্য একজন পাচকের দ্বারা পাক করান হয় বটে, কিন্তু বালকদিগকে পালা করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হয়—তাহারা জল আনে কাঠ কাটে, খাদ্য-পরিবেষণ করে ও বাসন ধোয়। ধনী-নির্দ্ধ

বড়-ছোট সকল ছেলেকেই এই সেবকতা করিতে হয়। প্রাতরাশের পর সেই দিনকার আদিষ্ট কার্য্যগুলির কথা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হয়। অমুক ছাত্রদল বেসবল্ খেলিবে, তমুক ছাত্রদল বনের মধ্যদিয়া বহুদূর বেড়াইয়া আসিবে, অপর এক ছাত্রদল নিকটবর্ত্তী কোন একটি পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, আর একটি ছাত্রদল শিবিরস্থলী পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন করিবে। এইপ্রকারে দেওয়া হইয়া থাকে। দলপতিরা সর্ব্বদাই ইঁহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে বিপদ্‌হইতে রক্ষা, আমোদ-উপভোগ করিতে সাহায্য ও মন্দহইতে দূরে রাখিয়া থাকেন। সমস্ত ক্ষণই ছেলেরা মুক্ত বায়ুতে থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকে, ইহার ফলে বিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী অধ্যয়ন-বর্ষে যখন তাহাদিগকে গৃহে বা বিদ্যা-মন্দিরে প্রায় অধিকাংশ সময়ই আবদ্ধ থাকিয়া অনবরত অধ্যয়ন করিতে হইবে,

বিভিন্ন ছাত্রদল বিভিন্নপ্রকারে প্রমোদিত হইতে কিম্বা বিভিন্ন আদিষ্ট কার্য্য করিতে গমন করে। প্রত্যেক দলেই একজন করিয়া যুবক দলপতির কার্য্য করে, তাহারা স্ব স্ব দলস্থ বালকেরা কোন বিপদে না পড়িয়া যাহাতে আমোদ-উপভোগ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করে।

নৌ-চালন, সন্তরণ, মৎস্যধারণ, বেস্‌বল-খেলা, বন-ভ্রমণ, পুস্তকপাঠ, লিখন, অধ্যয়ন—এই সকল ও অন্যান্য অনেক-ব্যাপারে শিবিরস্থ ছাত্রদিগের সময় সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ থাকে। তথায় ছাত্রদিগের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও তাহাদিগের আগ্রহোদ্দীপক পুস্তকপূর্ণ একটি অত্যুৎকৃষ্ট পাঠাগার আছে। যে সমস্ত ছাত্র কোন পঠনীয় বিষয়ে অপরিপক্ক, তাহাদিগের জন্য তথায় একটী বিদ্যালয়ও আছে, উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাহারা তথায় প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া যাপন করিয়া অপরিপক্ক বিষয়ে পরিপক্কতা-লাভ করিবার সুযোগ পায়। সন্তরণ, গ্রন্থিবন্ধকরণ, পক্ষিবিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জ-বিজ্ঞান, নৌ-চালন, জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন-রক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ও তথায় শিক্ষা

তখনকার জন্য তাহাদের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।

কিন্তু ছেলেরা সুধু আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্যই শিবিরে আইসে না। এই শিবির-জীবনের মূলনীতি এই—আমোদ ভাগ করিয়া ভোগ কর; যে ছেলে তাহার সঙ্গীদের সাহায্য করিতে চায় না, সে ছেলে নিজে আমোদ-উপভোগ করিবার যোগ্য নহে। সেইজন্য সময়ে সময়ে শিবিরে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে যে, যে সমস্ত ছেলে শিবিরে আসিতে পারে নাই, তাহাদিগকে কি করিয়া সাহায্য করা যায়। শিবিরস্থ বালকদিগের মধ্যে এইরূপ সব বিষয়ের আলোচনাও চলিতে থাকে, আমরা যখন বিদ্যালয়ে, আফিসে, কারখানায় পড়িতে বা কাজ করিতে ফিরিয়া যাইব, তখন আমরা কিরূপে অন্য বালকদিগের জীবন ও চিন্তা নির্ম্মল রাখিতে, তাহাদিগের কু-অভ্যাস ছাড়াইতে, তাহাদের জীবনের আদর্শ উচ্চ করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি, কেমন করিয়াই বা আরও অনেকানেক বালকদিগকে সাহায্য করিতে পারিব? সেবার ভাবেই শিবির-জীবন অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। এই সকল
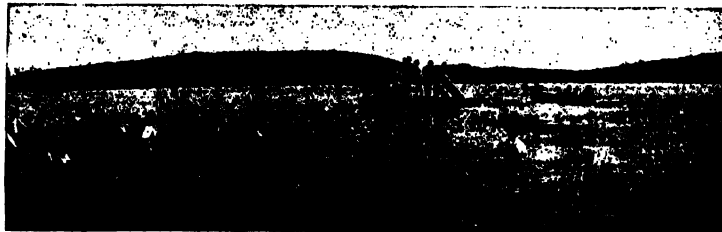
বালকেরা খ্রীষ্টিয়ান, সুতরাং মহাদ্বীপস্থ ভোজনের ঘরে বালক যীশুর একখানি ছবি টাঙান আছে এবং এই শিবিরের আদর্শক-বাক্য এই—"সঙ্গীকে সাহায্য কর।"

এই ছাত্র-শিবিরে ছেলেদের হর্ষোৎফুল্ল মুখ ও সবল শরীর দেখিয়া এবং কি করিয়া ঈশ্বরের ও সহমনুষ্যের সেবা করিতে পারে, ইহা লইয়া সাগ্রহে ও গম্ভীরভাবে তাহারা যে আলোচনা করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া, আমি অতীব আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। একটী বিষয় আমার মনে খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, আমি দেখিয়াছিলাম, যে ছেলেটি অন্যকে সাহায্য করা, সেবকতা এবং জীবন ও চিন্তাসম্বন্ধে বাগাড়ম্বর করিয়াছিল, অন্য ছাত্রেরা তাহাকে সন্দেহের চোকে দেখিয়াছিল। শিবিরের ছাত্রেরা বুঝিতে পারিয়াছিল, কোন বালক যে, কোন বিষয়ে আন্তরিক ও অকপট, তাহা তাহার বাক্যবাহুল্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় নাই, কার্য্যেতেই সপ্রমাণ হইয়াছে। ফলতঃ যে স্বল্পভাষী বালকটি অল্প কথা কহিয়া তাহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল, সেই বালকই, যে বালক অনেক কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথায় ও কাজে কোন মিল ছিল না, তাহার অপেক্ষা অন্য ছেলেদের নিকটহইতে অনেক অধিক শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

বিদায়।

["বালকে"র সদ্যঃ অবসরপ্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় সম্পাদক রেভারেণ্ড জে, এম, বি ডন্‌ক্যান এম-এ, বি-ডি, মহোদয়ের বিদায়-গ্রহণ-উপলক্ষে।]

১

মুছিয়া ললাটহ'তে তপ্ত ঘর্ম্মনীর
বিরাম লভিতে আজি ব্যস্ত কর্ম্মবীর।
বিদায়-গ্রহণ-ক্ষণে সৌম্যাননে হাসি,'
বারেক বিনত রহি' মর্ম্ম-বেদনায়,
মেঘ-রৌদ্রমাখা মুখে প্রতিভা প্রকাশি',
কি যেন লুকা'তে মুখ পলকে ফিরান,
চন্দ্র যথা মেঘ-আড়ে চকিতে লুকায়!
"বিদায়"! কি কথা শুনি! কা'র বিষবাণ
আসিয়া বাজিল বুকে? শ্বসি'ছে সমীর
বিদায়, বিদায়! ওই উষসীর রবি
মিলা'ল রুধিরে রঞ্জি' জাহ্নবীর নীর!
কে আজি আঁকিয়া দিল বিদায়ের ছবি
বিশ্বময়? নদীকূলে, পিকতানে, হায়,
কে গায় কেবলি আজি বিদায়, বিদায়?

২

"বিদায়" তিনটি বর্ণে বিরচিত শব্দ,
কি বেদনা বহে বুকে, দহে কি বিরহে!
ক্ষুদ্র ওই শব্দ শোকে করে নরে স্তব্ধ,
আঁখিপাতে আনে অশ্রু, দুখে বুক দহে!
ওই সে শবদ ক্ষণে জাগায় গো স্মৃতি,
উদ্দীপিত করি' দেয় প্রাণপূর্ণা প্রীতি।
এক মুখ বুকময় ঘুরাইয়া ফেরে,
সে মুখের কথা, কীর্ত্তি, রঙ্গ, আলাপন,
শত শ্রম, শত ত্যাগ, আত্ম-বিস্মরণ
হিয়ায় ফুটা'য়ে তুলে, রাখে স্মৃতি ঘেরে'।
তাই তো শ্রবণে পশি' ও শবদ-সুর
মুচড়িয়া দেয় আশু বিরহীর হিয়া।
তবু প্রিয়হ'তে প্রিয়ে কে দিবে ছিঁড়িয়া?
প্রেম নাহি জানে ভিন্ন নিকট ও দূর।

দানানন্দ।

(গল্প।)

কোন সময়ে কোন এক গ্রামে একজন লোক একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বা পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না; তাঁহার ভাই-ভগিনীরা সকলেই মারা পড়িয়াছিলেন। কেবল একজন বুড়ী ঝি তাঁহার কুটীর ঝাটি দিত এবং বিছানা ও অন্ন-পাক করিত। সে-ছাড়া এই নিঃসঙ্গ লোকটিকে দেখিতে-শুনিতে আর কেহই ছিল না।

তবু তিনি অসুখী ছিলেন না। তাঁহার একটী কুকুর ছিল, তিনি যখন কোথাও বেড়াইতে বাহির হইতেন, কুকুরটি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তাঁহার পড়িবার ঘরটি সুন্দর সুন্দর বহিতে ভরা ছিল, সেই বহিগুলি পড়িয়া তিনি পবিত্র আনন্দ-লাভ করিতেন। তাঁহার কুটীর-সংলগ্ন উদ্যানটি সারা বৎসরই ফুলের সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধে সুন্দর ও সুরভি হইয়া থাকিত। ফুলগাছ-গুলিকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন, তাই তিনি সেগুলিকে নিজেই যত্ন করিতেন। তাহাছাড়া তিনি সেই বাগানের বুলবুলি,

টুনটুনি, চড়াই, চন্দনা, শালিখ, ফিঙা, প্রভৃতি পাখীদের জন্য খাবার ছড়াইয়া রাখিতেন, পাখীরা তাঁহাকে ভয় করিত না, তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার হাতহইতে খাবার খুঁটিয়া খাইয়া যাইত।

তবু তাঁহার বোধ হইত যে, তাঁহার জীবনে যেন কিছুর অভাব আছে। কি যেন একটী বস্তুর তাঁহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই বস্তুটি যে কি, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেন না, তবে তাঁহার এইরূপ মনে হইত যে, সেই জিনিসটি পাইলে, তাঁহার ক্ষুদ্র সুখ সম্পূর্ণতা-লাভ করিবে, তাঁহার নীরব জীবন তুষ্টিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই তিনি নিশাকালে নীরবে বসিয়া সেই প্রহেলিকাময় বস্তুটি যে কি, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেন।

একদা এক শীত-সায়াহ্নে তিনি তাঁহার কুকুরটিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন নয়, তিন-চারটে পয়সা দিলে, ওদের আজ, বোধ করি, অনেকটা কষ্ট ঘু'চ্‌ত।"

সে রাত্রিতে অনেকক্ষণপর্য্যন্ত ভদ্রলোকটির চোখে ঘুম আসিল না। সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থাতেই তিনি যেন স্বপ্ন দেখিলেন, একটী দরিদ্র শ্রমজীবী সপরিবারে শ্রান্তদেহে, ক্লান্তপদে, ছিন্নবসনে ও সাশ্রুনয়নে তাঁহার পাশ কাটাইয়া কষ্টে হাঁটিয়া যাইতেছে।

দেখিয়া তিনি আবার আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন, "গোটাকতক পয়সা দিলে আজ ওদের অবস্থা অন্য-রকম হ'ত।"

তাহার পরদিনই ভদ্রলোকটি কুকুরটিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া লইয়া সেই দরিদ্রদিগের আবার দেখা পাইবার আশায় বেড়াইতে বাহির হইলেন।
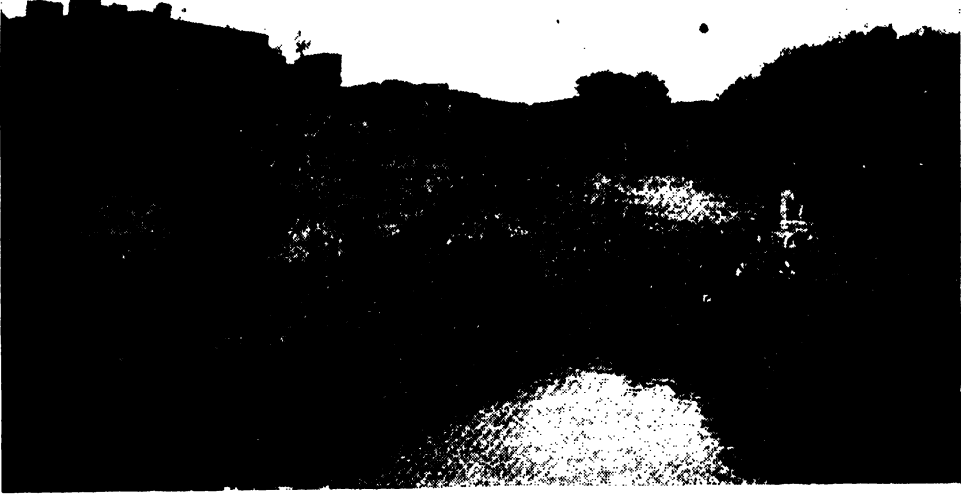
যে, এক মজুর ও তাহার স্ত্রী কর্ম্মক্লান্ত হইয়া ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে ধীরপদে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। পুরুষটির বাহুতে তাহার শিশু-কন্যাটি কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে স্ত্রীলোকটির মাথায় ঝুড়ি, পীঠে একটী পুত্র বাঁধা, আরও দুইটি ছেলে ও একটী মেয়ে ক্লান্ত-চরণে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কষ্টে চলিয়া আসিতেছে।

এই কাহিনীর নায়ককে অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়া গেলে, নিঃসঙ্গ লোকটি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা; বেচারাদের বড়ই কষ্ট, ওদের কিছু দিলে হ'ত। ভারি গরীব ওরা, বোধ করি, গোটাকতক পয়সা দিলেই ওদের মলিন মুখে হাসি ফুট্‌'ত। হা ধিক্ আমাকে, যখন ওরা আমার কাছ দিয়ে চ'লে গেল, তখন এ বুদ্ধিটা আমার যোগা'ল না কেন? বেশী

বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "আজ যদি আমি ঠিক তা'দেরই দেখা না পাই, অন্য কোন ঠিক সেইরকমই গরীব লোকের দেখা পা'ব, গোটাকতক পয়সা পেলেই তা'দের কতই না আহ্লাদ হ'বে!"

কিন্তু সেদিন তাঁহার কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সে রাত্রিতে তিনি বাস্তবিকই বড় মনের অসুখে রহিলেন, তাঁহার অভ্যাসমত পড়িতে, লিখিতে, কিছুই করিতে পারিলেন না; কেবলই চুপ করিয়া বসিয়া বিষণ্নমনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

পরে তিনি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "কাল আর আমি অলি-গলিতে বেড়া'ব না, বড় রাস্তায় বেড়া'তে যা'ব।

সেখানে নিশ্চয়ই অনেক গরীব লোককে যেতে দে'খ্‌বে। তা'রা দু'-চারটে ক'রে পয়সা পেলে, খুশী হ'য়ে যা'বে। কবি ঠিক ব'লেছেন,—'সুখ দিলে, সুখ মিলে!'"

পরদিন তিনি তাঁহার কুকুরটিকে লইয়া বড় রাস্তায় বেড়াইতে গেলেন। তথায় অল্পক্ষণ বেড়াইতেই, তিনি দেখিতে পাইলেন, এক শ্রমজীবী সপরিবারে কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। ভদ্রলোকের কুকুরটি তাহাদের দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, তিনি কুকুরকে ডাকিয়া লইলেন।

মজুর তিক্তস্বরে বলিল, "আমাদের দেখে কুকুর যে, চেঁচা'বে, তা'তে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। পেটে অন্ন নেই, গায়ে কাপড় নেই, আমাদের ঠিক যেন চোরেরই হাল হ'য়েছে।"

ভদ্রলোকটি দেখিলেন, মজুরটির ও তাহার স্ত্রীর আকার-প্রকার ভদ্রলোকের মত। ছেলেরা মায়ের চীরাঞ্চল টানিয়া মা ক্ষিদে পেয়েছে, মা ক্ষিদে পেয়েছে বলিয়া কাঁদিতেছে। তাই ভদ্রলোকটি ভাবিলেন, "একে পয়সা দিলে চ'ল্‌বে না, একটা আধুলি দিই।" পকেটে হাত দিয়া তিনি চারিটি দু-আনী বাহির করিয়া চারিটি ছেলেমেয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, খাবার কিনে খাও গে।"

মজুর এই দাতৃত্ব দেখিয়া প্রথমে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া রহিল; পরে দাতাকে আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

তখন ভদ্রলোকটি সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, স্বামী-স্ত্রীকেও দু'টো দু'আনী দিলে বেশ হ'ত। ওরাও রাতথেকে, বোধ করি, অনাহারে আছে।"

মনঃক্ষোভে তিনি বড়ই বিষণ্ণভাবে বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক অনাথা বিধবা মলিন-বদনে, মলিন বসনে একটী অপোগণ্ড শিশুকে বুকে করিয়া আর একটির হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে পথের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ভদ্রলোকটি তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলেন, "মা, আজ এইটি ভাঙিয়ে খরচ চালিও; ছেলেরা সব দুধ খায়, না? এক টাকায় হ'বে তো?"

বিধবার মলিন মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ সে হতভম্ব হইয়া রহিল, পরে কহিল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, বাবা, তুমি চেরজীবী হও। এক টাকা দিয়েছ, ঢের দিয়েছ; আর কত দেবে? এতে আমার এক হপ্তা চ'লে যা'বে। বেঁচে থাক, বাবা, তুমি রাজ-রাজেশ্বর হও, তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।"

এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আহ্লাদে ভদ্রলোকটির হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে রাত্রিতে শয়নকালে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "কত অল্প খরচে অমূল্য আনন্দ-লাভ করা যায়! আজ দেড়টাকা-খরচ ক'রেছি, তা'তে এত সুখভোগ ক'রেছি যে, জীবনে শত শত টাকা-খরচ ক'রে সেই সুখ-কেনা যায় কি না, সন্দেহ। আমি যখন তা'দের দু'আনী, টাকা দিয়েছিলেম, তখন তা'রা অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। ঐ বিস্ময় এক মহাবস্তু। গরীবকে অবাক্ ক'র্‌তে আমার ভাল লাগে। এটি একটী ভারি সুবিধা যে, সামান্য এক-আধ টাকায় কোন গরীব লোকের মনথেকে নৈরাশ্য দূর করা যায়।"

সেই-অবধি ভদ্রলোকটির জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে সুখময় হইয়া উঠিল। এখনও তিনি বই পড়েন, পাখীদের খাওয়ান, ফুলগাছগুলির যত্ন করেন, কুকুরটির সহিত খেলা করেন। সে সবে যে আনন্দ পান, তাহার অতিরিক্ত একটী আনন্দের উৎস তাঁহার নিজের মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন।

স্বপ্নে দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের আনন্দোজ্জ্বল আননগুলি তাঁহার নেত্রসমক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের আশীর্ব্বচন-নিচয় তাঁহার শ্রুতিবিবরে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল।

পরদিন দাড়ি কামাইতে কামাইতে ক্ষুরটি নামাইয়া রাখিয়া, সাবানের ফেনময় মুখে দর্পণে নিজ মুখ-প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "টাকা-আধুলি দিলে লোকে যদি অত খুশী হয়, গিনি-মোহর দিলে না জানি কত বেশী খুশী হ'বে। এক-একটা মোহর পেলে, এই গরীব লোকেরা নিশ্চয়ই হাতে যেন স্বর্গ পা'বে।"

অতঃপর তিনি পথে কোন দুঃখী লোককে দেখিলেই তাহার হাতে একটী গিনি গুঁজিয়া দিয়া সেই বিস্ময়বিহ্বল ব্যক্তির "রাজাবাবু ভগবান্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন" শুনিতেন। ঐ আশীর্ব্বাণীটি সততই তাঁহার কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইত। এই সময়ে না তিনি খুব বুড়া হইয়াছিলেন, না খুব ধনী ছিলেন।

বুড়াবয়সপর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া রহিলেন। জরাহেতু যখন দূরে হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম হইলেন, তখন তিনি একটী ছোট টাট্টু-ঘোড়া ও টমটম্ কিনিলেন। সেই টমটম্ হাঁকাইয়া তিনি পথে পথে ঘুরিয়া অনাথ ও আতুরদিগকে গিনি বিলাইয়া বেড়াইতেন। বৃষ্টি-বাদলের দিনেই তিনি বেশীক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বৃদ্ধা দাসী যদি বলিত, "বাবু, ঝড়-ঝাপ্টার দিনে বাড়ীতে কেউ শত্রু এলে তা'কে কেউ বা'র ক'রে দেয় না, আর আপনি কি না সেই দুর্য্যোগে পথে পথে টো টো ক'রে বেড়ান!"

বৃদ্ধ উত্তর করিতেন, "আহ্লাদী, তুই জানিস নে, ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লা'গ্‌লে চেহারা দে'খ্‌তে ভাল হয়। আমি বুড়ো হ'য়ে প'ড়'ছি, যতদিন পারি, জোয়ান থা'ক্‌ব, এই আমার ইচ্ছে।"

তাঁহার মহাপ্রস্থান-কালে অন্তিম শ্বাস-গ্রহণ করিতে করিতে তিনি জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে বাসরে কত কাঙাল!" এই কাঙালেরা অন্তিম সময়ে নিশ্চয়ই এই মহাত্মাকে "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, রাজা বাবু"—এই কথা বলিয়াই চিরবিদায় দিতে আসিয়াছিল।

চুল ও নখ।

আমাদের শরীরের অনেকাংশে গাত্রচর্ম্মে এক বিশেষপ্রকারের ছোট ছোট ছিদ্র আছে; এই ছিদ্রগুলির মধ্যহইতে দুইপ্রকারের দুইটি বস্তু উদ্ভূত হয়, সেই দুইটি জিনিসের কথা আমরা সকলেই জানি। এই দুইটি জিনিস নিকৃষ্ট জীবের শরীরে যত অধিক-পরিমাণে উদ্ভূত হয়, মনুষ্যের শরীরে তত অধিকপরিমাণে জন্মে না; এই জিনিস-দুইটি কি কি?—চুল ও নখ। আমাদের নখগুলি বড় চমৎকার বস্তু, কারণ উহারা বিড়াল বা বাঘের থাবার নখর ও ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ন্যায় বস্তু। ঘোড়ার ক্ষুর তাহার পায়ের মাঝের আঙুলের নখ-ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহারা—ঠিক ইহারা নয়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নখসহ অন্যান্য আঙুলগুলি হারাইয়াছে।

বহু জীবের পক্ষে এই হস্ত ও পদাঙ্গুলির নখ বা নখর বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। কেহ কেহ তদ্দ্বারা শিকার ধরিয়া আহার করে, কেহ কেহ তাহার সাহায্যে হাঁটে, কেহ কেহ উহার সহায়তায় কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করে; কিন্তু আমরা আর তত নখরের আবশ্যকতা-অনুভব করি না। আমাদের শরীরের আরও কোন কোন অঙ্গেরও আর আমরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করি না, কেননা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে; নিকৃষ্ট জীবেরা যে স্থানে দন্ত ও নখরের ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়, আমরা আমাদের বুদ্ধি-প্রয়োগদ্বারা সে স্থলে দন্ত ও নখের কার্য্য সারিয়া লই। তবু আমাদের নখ রহিয়া গিয়াছে; আমাদের নখগুলি এখন এত দুর্ব্বল ও পাৎলা হইয়া পড়িয়াছে যে, বিশেষ কোন উপকারে আইসে না, তাহা হইলেও তাহাদের ইতিহাস কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। উহারা প্রথমে চর্ম্মাভ্যন্তরে জন্মে, পরে বাহিরে বিকশিত হইয়া পড়ে; যে সমস্ত দেহছিদ্রহইতে উহাদের উদ্ভব হয়, সে সমস্ত ছিদ্রের কোন ক্ষতি না করিয়াও উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দেহহইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। যদি তোমরা ক্রিকেট খেল, কিম্বা নাও খেল, তবু হয় তো কোন কারণে কোন সময়ে তোমাদের করাঙ্গুলির কোন নখ চিপ্‌টিয়া যাইতে পারে। যদি বড় বেশী চিপ্‌টিয়া যায়, উহাতে কালশিরা পড়ে। উহাদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, সেই আঙুলের কোন শোণিতাধারের হানি হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে সেই নখতলে রক্তপাত হইয়াছে। অল্পকাল পরে সেই নখটি খসিয়া পড়ে, তখন আবার একটী নূতন নখ সেই আঙুলে গজায়; কিন্তু যদি কোন বিশিষ্ট অঙ্গুলিকুহরের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই আঙুলে আর কখনই নখ গজায় না।

হয় তো তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ, কখন কখন নখের উপরে লম্বা লম্বা দাঁড়ি কিম্বা সীতা অর্থাৎ জুলি দেখা দেয়। কোন অসুখহইতে উঠিলে পর, আমাদের সমস্ত নখে এই রকম চিহ্নপ্রকাশ হইতে পারে; এই দাঁড়িগুলির প্রত্যেকেরই উচ্চতা সমান হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অসুখের সময়ে শরীরের রক্ত ভাল ছিল না, সুতরাং যে সমস্ত কুহরহইতে নখোদ্গম হইয়া থাকে, তৎসমুদয় যথাবিধানে কার্য্য করিতে পারে নাই; সেইজন্যই নখোপরি ঐ দোষ দেখা দিয়াছে। ক্রমে যত নখ বাড়িতে থাকে, ঐ লাঞ্ছনা-নিচয় তত নখাগ্রে গিয়া পড়ে, শেষে অন্তর্হিত হয়। কাহারও নখোপরি এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার অসুখ আছে বা হইয়াছিল। নখের এই লাঞ্ছনা দেখিয়াই কোন কোন চালাক লোক কাহারও কাহারও কাছে বলে, আমি তোমার হাত দেখিয়া সব বলিয়া দিতে পারি!

চর্ম্মহইতে আর একটী বস্তুর উদ্গম হইয়া থাকে—চুলও চর্ম্ম-জাত। যে সমস্ত মৌলিক উপাদান চুল ও নখে পাওয়া যায়, উপচর্ম্মেও সেই সমস্ত পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। চুল বা লোম বহু কার্য্যে লাগে। বিড়ালের ন্যায় কোন জীবের রোম তাপপ্রসূ। আমাদের গাত্র-রোম মস্তকে ভিন্ন অঙ্গের অন্যত্র এত বিরল যে, উহা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আইসে না। এখন আমাদের নখ ও চুল আমাদের সুধু এই উপকারটুকু করে যে, সমগ্র প্রাণিজগতের সহিত আমাদের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, ইহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমাদের শরীরের প্রায় সর্ব্বাংশই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমে আবৃত,

কিন্তু হাতের তলায় ও পায়ের চেটোয় রোমমাত্র নাই, কোন মানুষেরই আঙুলের শেষ-গ্রন্থিতে রোম দেখা যায় না। আমাদের শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী রোমোদ্গম হইতেছে, আমাদের ভ্রূ ও চক্ষুর পল্লবের পক্ষ্ম। উহা আমাদের চক্ষুযুগলকে ধূলি-হইতে রক্ষা ও দেখিতে সুশ্রী করে। নাসারন্ধ্রের মধ্যজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমগুলিও ধূলিবারক। পুরুষমানুষের মুখমণ্ডলে কেন রোমোদ্গম হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; উহার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না।

যদি আমরা আমাদের বাহুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহা বাহুর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অভিমুখে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, বৃষ্টির সময়ে কেহ যদি হাত-পা গুটাইয়া বসে, তাহা হইলে ঐ রোমগুলির সাহায্যে বৃষ্টির জলকণাগুলি শরীরহইতে ছিটকাইয়া পড়ে। বাহুর চুলগুলি ককোণির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। পায়ের রোমগুলি হাঁটুর বিপরীতদিকে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু আমরা কখন নগ্ন দেহে হাত-পা গুটাইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে বাধ্য হই না, তাই আমাদের পক্ষে দেহের রোমোদ্গমের এই নিয়ম হয় তো তত আবশ্যক নাও হইতে পারে। তথাপি আমাদের শিরার ঢাকনীগুলি (valve) এমন ভাবে ব্যবস্থিত যে, আমরা যেন হাতে ও পায়ে হাঁটিতে পারি। ইহা জানা যেমন কৌতূহলজনক, রোমোদ্গমপ্রণালী জানাও তদ্রূপ কৌতূহলবর্দ্ধক।

আসল গাত্র-চর্ম্মের কোন বিশিষ্ট স্থলহইতে রোমোদ্গম হয়। আসল চর্ম্ম কোনপ্রকারে নষ্ট হইলে চর্ম্মে দাগ হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের শারীরিক কোন কষ্ট না হইতে থাকিলেও, আসল চর্ম্ম আর কখন হয় না। দাগ চর্ম্ম নহে। গায়ের কোন দাগে কখন রোম জন্মে না, এবং যখন শরীরের অন্যান্য স্থান ঘর্ম্মার্দ্র হইয়া উঠে, তখনও শরীরের দাগগুলি শুষ্কই থাকে, কারণ দাগে কখন ঘর্ম্মগ্রন্থি থাকে না। শরীরের যে বিশিষ্ট স্থানহইতে রোমোদ্গম হয়, সেই স্থানগুলির নির্ম্মাণকার্য্য জটিল ও মনোহর। প্রত্যেক রোমে দুইটি স্তর আছে, ক্ষুদ্র রোমকন্দের (hair bulb) কূপদ্বারা ঐ স্তরগুলি গঠিত হয়, ঐ রোমকন্দহইতেই রোমোদ্গম হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক রোমেরই তত্ত্বাবধান আবশ্যক, নতুবা উহা ভঙ্গপ্রবণ হইয়া অবশেষে ভাঙিয়া যায়। এইজন্য প্রত্যেক রোমের নিমিত্ত বিশিষ্ট গ্রন্থি—সচরাচর দুইটি করিয়া গ্রন্থি থাকে, তাহাহইতে একপ্রকারের স্নেহ-পদার্থ নিঃসৃত হইয়া রোমটিকে কোমল ও নমনীয় করিয়া রাখে, তাই রোমটি খণ্ড খণ্ড হয় না। তাহাছাড়া প্রত্যেক রোমমূলে এক-একটী মাংসপেশী আছে, উহা সংকুচিত হইলে, রোমটিকে ঊর্দ্ধমুখে টানিয়া খাড়া করিয়া রাখে। আমরা শুনিয়াছি, ভয়ে বা ক্রোধে লোকের মাথার চুল খাড়া হইয়া যায়। এইরূপ ঘটনা, সচরাচর না ঘটিলেও, ঘটা অসম্ভব নহে। বিড়াল ও শজারু যে, ক্রোধে অঙ্গের রোম (শজারু তাহার কণ্টক) খাড়া করিয়া থাকে, ইহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি।

মানুষে কচিৎ এই মাংসপেশীর ব্যবহার করে, বস্তুতঃ কোন মানুষই স্বেচ্ছায় ঐ মাংসপেশীর ব্যবহার করিতে পারে না। এই রোমাঞ্চও আমাদের এক অতীত শক্তির নিদর্শন। বিড়ালে এই শক্তিটি এখনও আছে। রোমাঞ্চের সম্ভবতঃ এই একটি কার্য্যকারিতা ছিল যে, এতদ্দ্বারা রোমস্তোমকে পরিষ্কৃত রাখা যাইত। অন্যকে ভয়প্রদর্শনও রোমাঞ্চের আর একটী সার্থকতা। বিড়াল, শজারু প্রভৃতি জীব এই অভিপ্রায়েই অনেক সময়ে শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া থাকে।

বিভিন্নজাতীয় জীবে মস্তকের কেশের বিভিন্নতা দেখা যায়। অধিকাংশ মনুষ্যেরই কেশ সরল ও দীর্ঘ; কিন্তু কাফ্রির মাথার চুল অন্যপ্রকার। তাহার মাথার চুল খর্ব্ব ও পশমের মত, ঐ চুল আড়াআড়ি কাটিয়া অনুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা দেখিলে, দেখা যায় যে, উহার আকার অন্যপ্রকারের। এই কেশের আকারের বৈলক্ষণ্য-দ্বারা একজাতীয় মনুষ্যহইতে অন্যজাতীয় মনুষ্যকে যেমন পৃথক্ করা যায়, কেশের বর্ণ-পার্থক্যদ্বারা তেমন পৃথক্ করা যায় না।

দাঁতের কথা গতবৎসরের "বালকে" আলোচনা করা গিয়াছে। দন্তও চর্ম্মের বহির্ব্বিকাশছাড়া আর কিছুই নহে। মাছের দাঁত দেখিলে, দাঁতের গোড়ার কথা টের পাওয়া যায়। তাহার মুখ-গহ্বরে দেখা যায়, মুখগহ্বরের প্রান্তস্থিত মাংস বহির্বিক্ষিপ্ত হইয়াই তাহার দন্তোদ্গম হইয়াছে। আমাদের মুখ-গহ্বরে দেখা যায় যে, মুখের প্রান্তস্থিত চর্ম্ম ভিতরমুখে বাঁকিয়া গিয়া দাঁত হইয়াছে। পাখীদের ছাড়া মাছের উপরের শ্রেণীর তাবৎ প্রাণীরই দাঁত এই-রূপে উঠিয়া থাকে। তোমরা হয় তো জান না, পৃথিবীর আদিম যুগের পাখীদের দাঁত ছিল, কিন্তু এখন কোন পাখীর দাঁত নাই, তাহার বদলে তাহাদের চঞ্চু আছে। পক্ষিচঞ্চুও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মুখগহ্বরের প্রান্তস্থিত মাংসের বহির্ব্বিকাশ-ছাড়া আর কিছুই নহে।

অনেক নিকৃষ্ট জীব গাত্রচর্ম্মের সহায়তায় নিঃশ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসবর্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত জীবের গাত্রচর্ম্ম এত পাৎলা যে, বহির্বায়ু, যাহা তাহাদের ফুসফুসে যায়, ও দেহস্থ বায়ুর আগমন ও গমন সত্য সত্যই তাহাদের শরীরের উপরিভাগ দিয়া ঘটিতে পারে। বেঙ গাত্র-চর্ম্মের সাহায্যেই শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু গাত্র-চর্ম্মের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি না, তবে ঘর্ম্মগ্রন্থির সাহায্যে যে, একটু-আধটু শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, তাহা বলিতেছি না।

যাবৎ উপচর্ম্ম অবিকৃত থাকে, তাবৎ গাত্র-চর্ম্মে জলভেদ করিতে পারে না। তবে কোন বস্তু বসা বা তৈলে দ্রব করিয়া স্বেদগ্রন্থির সাহায্যে শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করান যায়। এইপ্রকারে

বহুবিধ ঔষধ শরীরমধ্যে গৃহীত হইতে পারে। কড-মৎস্যের যকৃতজাত তৈল এইরূপে শিশুদিগকে সেবন করান যায়। মুখ-দিয়া খাওয়াইলে, তাহারা হয় তো ঐ তৈলবমন করিয়া ফেলিবে। এইরূপে কোন শীর্ণ শিশুকে আশ্চর্য্যরূপে স্থূলকায় করা যাইতে পারে। চর্ম্মের ভিতর দিয়া ঔষধ-প্রয়োগের আর একটী উপায় হইতেছে—তাড়িতের সাহায্যগ্রহণ। তাড়িতের সাহায্যে নানা-প্রকার ঔষধ চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। চর্ম্মের কোন
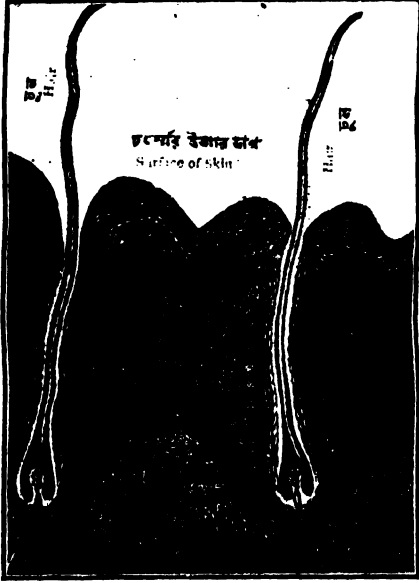
অংশকে সহজেই শীতসংস্পর্শে বিকারপ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ চর্ম্মের সেই অংশে ঠাণ্ডা লাগিলেই, সমস্ত শরীরে এমন ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইবে যে, রোগ হইবে। চর্ম্মকে শীতসংস্পর্শে ঐরূপ বিকারশীল করিবার সহজ উপায় হইতেছে, উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা। মানুষের দেহচর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা পাৎলা ও দুর্ব্বল অংশ হইতেছে, মুখের চর্ম্ম, কিন্তু মুখ আমরা ঢাকিয়া রাখি না, তাই মুখে ঠাণ্ডা লাগিলেও আমাদের সর্দ্দি হয় না। হাতের চেটো প্রায় অনাচ্ছাদিত থাকে, কিন্তু হাতের চেটো ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আমাদের অসুখ হয় না। পায়ের তলার চামড়া সব চেয়ে পুরু ও শক্ত, মুখ-চর্ম্মের উহা একেবারে বিপরীত। শীতপ্রধান দেশে ও সভ্যসমাজে লোকে ঐ চর্ম্মকে আবৃত করিয়া রাখে, তাই তদ্দেশীয় ও তৎসমাজের লোকের পদতলের চর্ম্ম শীতসংস্পর্শে বিকৃত হয়। ফলে এই হয়, তাহাদের পদতলে ঠাণ্ডা লাগিলেই, তাহাদের সর্দ্দি হয়।

সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখার দরুণই যে, তাহাদের পদতলের চর্ম্ম অত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক জন্ লক দুইশত বৎসরেরও পূর্ব্বে এই সত্যটির নির্দ্দেশ করিয়া যান। আমাদের দেশের ইতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা প্রায় খালি পায়ে ও 'আদুড়' গায়ে থাকে, কিন্তু তাহাদের ঠাণ্ডা লাগে না এবং তাহা-দের শীত আমাদের অপেক্ষা কম লাগে। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, যতক্ষণ আমরা গাত্র-চর্ম্মকে উহার নিজকর্ম্ম করিতে দিই, ততক্ষণ উহা বেশ শীতবাতসহিষ্ণু থাকে। যখন আমরা উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া, গরম রাখিবার আবশ্যকতা আছে কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া, গরম করিয়া রাখি, তখনই উহা আত্মরক্ষণের শক্তি হারায়। এই কথাটি শরীরের সকল অঙ্গ ও সকল কর্ত্তব্য-সম্বন্ধেই সত্য। যদি কোন সবলপদ ব্যক্তি খোঁড়ার লাঠিতে ভর দিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার পায়ের জোর কমিয়া যাইবেই; যদি কোন ব্যক্তির খাদ্য বরাবর তাহার দেহের বাহিরে পরিপাক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার খাদ্য-পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাইবেই; যদি কেহ প্রতিরাত্রি-তেই ঔষধ খাইয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে পরে সে বিনা ঔষধে কিছুতেই ঘুমাইতে পারিবে না; যদি কেহ বরাবরই কাহারও জন্য কিছু ভাবিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার চিন্তাশক্তি লোপ পাইবেই; যদি কেহ তাহার গাত্রচর্ম্ম শীত-ভয়ে আবৃত রাখে, তাহা হইলে তাহার গাত্রচর্ম্মের শীতসহ যুঝিবার শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। যদি কাহারও দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, এবং যদি সে যতটুকু তাহার দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তির চস্মা-ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টিশক্তি আরও কমিয়া যাইবে।

সর্ব্ববিষয়ে ইহাই একটী জটিলতাহীন মহানিয়ম। তবু আমরা সকলেই এই নিয়মটি কখন কখন ভুলিয়া যাই। আমরা যদি এমন করিয়া আমাদের খাদ্য-পাক করাই যে, তাহাতে দন্তের ব্যবহার করিতে হইবে না, আমাদের দন্ত তবে অকালে পড়িয়া যাইবে না কেন? আমরা যদি বরাবর উত্তোলন-যন্ত্রের সাহায্যে দোতলায়-তেতলায় উঠি, তাহা হইলে যেদিন উত্তোলন-যন্ত্রটি বিকৃত হইয়া যাইবে, সে দিন উপরে উঠিতে হাঁফাইব না কেন? শরীরের সর্ব্বাঙ্গ-সম্বন্ধেই এই কথাটি সত্য যে, প্রচেষ্টাই প্রাণপ্রসূ। সুপ্রসিদ্ধ ইতালিদেশীয় চিত্রকর লিও নার্ডো ডা ভিন্সি একবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন,—"হে ঈশ্বর, তুমি শ্রমমূল্যে মনুষ্যকে সমস্তই উত্তম বস্তু দিয়াছ।" এই কথাটি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। যে সমস্ত লোক বড় বেশী "তোয়াজী," রোদ, বাতাস বা শীত সহিতে পারে না, তাহাদের সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। তাহাদিগের গাত্রচর্ম্মকে তাহারা শ্রম করিতে দেয় নাই, তাই তাহাদের গাত্রচর্ম্ম দুর্ব্বল ও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে।

চর্ম্মসম্বন্ধে আরও কয়েকটী অত্যাবশ্যক কথা আছে, সেগুলির সম্বন্ধে আমরা এখনও কিছু বলি নাই। চর্ম্ম স্পর্শ-জ্ঞানলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র। উহা আমাদিগকে নানা বিষয়ের অনুভূতি-প্রদান করে, আমরা অনেক সময়ে মনে মনে এই ভুল ধারণা-

পোষণ করিয়া থাকি যে, সেই বিভিন্ন অনুভূতি-নিচয় এক অভিন্ন অনুভূতিরই রূপান্তরমাত্র, কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। উদাহরণস্বরূপ দেখ, চাপ বা স্পর্শজনিত যে অনুভূতি, তাহা যন্ত্রণা বা তাপতারতম্য-জনিত যে অনুভূতি, তাহাহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

যদি আমরা আসল গাত্র-চর্ম্ম—বিশেষ করিয়া হাতের ও পায়ের আঙুলের তলার চামড়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, স্পর্শজন্য ঐ সকল স্থানের চর্ম্মের গঠন বিশিষ্টপ্রকারের। স্নায়ুগুলি আঙুলগুলির ডগার অভিমুখে প্রধাবিত, এবং ডগায় পহুঁছিয়া সেই স্নায়ুচয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেহের যথায় যথায় আমাদের এই স্পর্শাঙ্গগুলি সংখ্যাতীত হইয়া রহিয়াছে, তথায় তথায়ই আমাদের স্পর্শানুভূতি অতি তীব্র। আঙুলের ডগের স্পর্শানুভূতি অতি তীব্র, তাই আঙুলের ডগে স্পর্শাঙ্গের যেন জাল বুনা রহিয়াছে। ঠোঁটের চর্ম্মে ও জিহ্বার অগ্রভাগেও এই স্পর্শাঙ্গের বাহুল্য দেখা যায়। দুইটি বিন্দু খুব কাছাকাছি থাকিলে, তর্জ্জনীর চর্ম্মদ্বারা দুইটি বিন্দুই অনুভূত হইবে, কিন্তু যদি ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যস্থিত ব্যবধান বিশগুণ বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃষ্ঠচর্ম্মদ্বারা আমরা উহাদিগকে একটীমাত্র বিন্দু বলিয়া অনুভব করিতে পারি। কপালের ও করতলের চর্ম্ম লঘুতম ভারানুভব করিয়া থাকে, কিন্তু চিবুকের চর্ম্ম সেই ভারের বিশগুণ বেশী ভারও অনুভব করিতে পারে না।

শীত-তাপের অনুভূতি স্পর্শানুভূতিহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং উহাদের অনুভবজন্য চর্ম্মে বিভিন্নপ্রকারের স্নায়ু-মণ্ডলী আছে। সীসক-পেন্সিলের সূচ্যগ্রমুখের ন্যায় কোন ঠাণ্ডা জিনিস যদি তুমি তোমার গালে বুলাও, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে, উহা তোমার গালের কোন জায়গায় বেশী ঠাণ্ডা, কোন জায়গায় কম ঠাণ্ডা লাগিতেছে, কোন তপ্ত বস্তুদ্বারা কপোল-স্পর্শ করাইলেও এইরূপই অনুভূত হইবে। শরীরের চর্ম্মে নানা বিশিষ্ট স্থল আছে বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থানে চাপ অনুভূত হয়, স্পর্শ অনুভূত হয় না; কোন স্থানে স্পর্শ অনুভূত হয়, চাপ অনুভূত হয় না; কোন স্থানে শৈত্য অনুভূত হয়, তাপ অনুভূত হয় না; কোন স্থানে তাপ অনুভূত হয়, শৈত্য অনুভূত হয় না।

শেষ কথা এই, চর্ম্মে যন্ত্রণার অনুভূতি স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নপ্রকারের যন্ত্রণাজনিত বিকার-অনুভব করে। শরীরের চর্ম্ম শরীরের অভ্যন্তর অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা-বিকার-অনুভব করে। যন্ত্রণা-অনুভবজন্য স্বতন্ত্র স্নায়ুমণ্ডলী আছে। কোন কোন লোকের এই স্নায়ুমণ্ডলী কোন কারণে বিকৃত হইয়া কার্য্য-করণ-ক্ষমতা হারাইয়াছে, তাই তাহাদের করতলে শীত-তাপের স্পর্শ-অনুভব হইলেও, পিন্ ফুটাইয়া ও চিম্‌টি কাটিয়া কোন যন্ত্রণানুভব করান যায় না। অতএব চর্ম্মকে সুধু স্পর্শেন্দ্রিয় না বলিয়া চাপ, তাপ ও যন্ত্রণার ইন্দ্রিয় বলা উচিত। সচরাচর লোকে বলে, মনুষ্যের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, কিন্তু মনুষ্যের পাঁচের অনেক বেশী ইন্দ্রিয় আছে। একা চর্ম্মই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের সাধন। ইহাও সম্ভব, আমরা চর্ম্মের কোন অংশ সংকুচিত ও কোন অংশ প্রসারিত করিয়া আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান—মাথা কোথায় আছে, পা কোথায় আছে, ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া মস্তিষ্ককে সাহায্য করিতে পারি। তাহা হইলে, চর্ম্ম অন্যান্য কার্য্য-ছাড়া এই কার্য্যটিও করে, উহা আমাদিগকে কোন কিছুর অবস্থান-সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। এই জ্ঞানটি না থাকিলে, আমাদের বাঁচা ভার হইত। করতলে যে দাগগুলি থাকে, হাত মুঠা করিলে যেখানে যেখানে ভাঁজ পড়ে, তাহা তাহারই দাগ; উহাদের দ্বারা অন্য কিছুই অভিব্যক্ত হয় না। করতলের লাঞ্ছনা দেখিয়া যাহারা লোকের ভাগ্য-নির্ণয় করিবার ভাণ করে, তাহারা সুধু বোকারই চোখে ধূলি দিবার চেষ্টা করে। কোন লোকের করতলের কোঁচ্‌কানির অপেক্ষা তাহার ধুতির কোঁচ্‌কানি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে আরও বেশী কথা বলা যায়।

প্রবীণ ও নবীন।

রাখিল আঁচলে নিজ আবরিয়া সিন্ধু
উনিশ-শ' পনরর শেষ পাংশু ইন্দু—
প্রবীণ বরষ গেল, আইল নবীন।
প্রবীণে তোমরা, আহা, দিওনাক খোঁটা,
পার ফেল তা'র তরে অশ্রু এককোঁটা!
নবীনে নেহারি' আহ্লাদে যে আটখানা!
নাহি বুঝি তোমাদের কাহারই জানা,
ও এসে' কমায়ে দিল জীবনের দিন?
তবু ওরে হাসিমুখে কর অভ্যর্থনা;
তবু পর নব বাস, মাত নব রঙ্গে
মাতা-পিতা ভাই-ভগ্নী-সখা-সখী-সঙ্গে!
তবু বিভু-পাদ কর সানন্দে বন্দনা।
আশা আলেয়ার আলো, সদা দূরে র'বে,
আজি তুমি সুখী নও? কালি বুঝি হ'বে!

ঐশ্বর্য্য ও দৈন্য

[গাথা।]

দুইটি বালকে বিধি দিলেন পাঠা'য়ে
লভিতে জনম এই অবনি-মাঝারে ;
একটি জন্মিল এক ধনীর আগারে,
অন্যটি জন্মিল পথে এক তরুচ্ছায়ে।
ধনী তা'র পুত্রে হেরি' করিল আশিস্,
"সসাগরা ধরাপতি হোক সুত মোর!"
হেরি' পুত্রে দীন-নেত্রে দেখা দিল লোর,
কহিল, "এ মুখে অন্ন দিও জগদীশ!"
ধনীর পুত্রটি হ'ল সবল, সুন্দর,
বিত্তগর্ব্বে মত্ততার দিইত সে সাক্ষ্য!

বিশ্ব-পথে হইল সে পথহারা যাত্রী,
হারা'ল সে জীবনের শোভা, ঘ্রাণ, বর্ণ!
বসুর ঘরের শেষে হ'য়ে ঘৃণ্য পশু,
হারা'ল সে হতভাগ্য অসময়ে অসু!
দরিদ্রের পুত্র নিত্য চষে নিজ ক্ষেত্র,
প্রতি দিবা-অন্তে শ্রান্ত কিন্তু সুস্থকায়ে
অরপে ভকতি-অর্ঘ্য ভগবান্-পায়ে।
হইলে বয়সে যুবা, যা'রে তা'র নেত্র
দিয়েছিল এঁকে বুকে, তাহারেই করি'
ভালবেসে পরিণয়, সারাটি জীবন

"বাঁচ, পার যত দিন"—আদর্শক-বাক্য
এই তা'র মুখে শ্রুত হ'ত নিরন্তর।
যে আনন্দ বহুবর্ষ শ্রম করি' লোকে
ভুঞ্জিবারে পায়, তা' সে ধন-মহিমায়
ভুঞ্জিতে লাগিল যেন পলকে, পলকে ;
অর্থবলে যশস্বী সে হ'ল বসুধায়!
আনিল বিবাহ করি' রূপসী রমণী,
দেখে, দেখে বেড়া'ল সে কতশত দেশ ;
তবু যথা কেয়া-ঝাড়ে সুপ্ত রহে ফণী,
তা'রে ঘেরে' র'ল তথা অতৃপ্তি অশেষ।
দর্শনে, স্পর্শনে জ্বালা ধরাইল স্বর্ণ,
বামাকুল হ'ল তা'র বিরক্তির পাত্রী,

তাহারেই করি', মরি, প্রীতি-বিতরণ,
সুখে, দুখে হাসিমুখে রহে তা'রে ধরি'।
দুহুঁ-চিত্ত-বীণা তাই সমস্বরে বাজে!
অভাব তাহার অল্প, ধর্ম্মমত তা'র
সু-সরল—'জীবনের রাখ পূর্ণ ভার
বিধাতারি 'পরে, কভু পড়িবে না লাজে'
অভাব ছিল না তাই, লঘু ছিল ভার ;
তাই সে একদা অতি হইয়া স্থবির,
অধরে লইয়া হাসি, চোখে হর্ষ-নীর,
আশায় বাঁধিয়া বুক গেল ভব-পার।
হে পাঠক, এই দুই মনুষ্য-মাঝারে,
সকল শুনিয়া, তুমি ধনী বল কা'রে?

মায়া-কোষ।

তরুণ যাদুকর কাহারও নিকটহইতে একটি সিকি চাহিয়া লইয়া, চারিদিকেই মাপে চার-ইঞ্চি-পরিমিত এমন একটি চৌকা কাগজ মেজের উপরে বিছাইবে। অনন্তর তাহার ঠিক মাঝখানে সিকিটি রাখিয়া কাগজখানিকে বেশ সুচারুরূপে পাট করিয়া সিকিটি কাগজে মুড়িবে। ইহাতে তাহার কাহাকেও কিছুমাত্র ঠকান হইবে না, সিকিটি সে সত্যসত্যই কাগজে মুড়িবে। অতঃপর কাগজের পুলিন্দাটি মেজহইতে উঠাইয়া সে অন্য কাহাকেও তাহাতে ফুঁ দিতে বলিবে, কিম্বা সে নিজেই দিবে। তাহার পর যখন সে মোড়কটি আবার খুলিবে, তখন দেখা যাইবে, সিকিটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তখন সিকির মালিকের মুখ অবশ্য শুকাইয়া যাইবে এবং সে ভাবিতে থাকিবে, সিকিটি না দিলে, ভাল হইত। তখন যাদুকর আবার মোড়কটি মুড়িবে, আবার তাহাতে ফুঁ দিবে, পরে আবার খুলিলে, দেখা যাইবে, সিকিটি আবার দেখা দিয়াছে! তখন সিকির মালিকের মুখ আবার আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

১নং চিত্র।

কোন কোন ছেলের সম্বন্ধে লোকে সময়ে সময়ে এই মন্তব্যপ্রকাশ করিয়া থাকে যে, "ওকে দে'খ্‌লে যত বোকা মনে হয়, ও তত বোকা নয়", ঐ কাগজের টুক্‌রাটির সম্বন্ধে এমনই কোন একটি মন্তব্যপ্রকাশ করিলে, অন্যায় হয় না। ঐ কাগজের টুক্‌রাটিকে দেখিয়া যত সাদাসিধা মনে হয়, উহা বাস্তবিক তত সাদাসিধা নয়। প্রত্যুত, ঐ কাগজটিতেই কৌশল করা আছে। যাদুকর নিজের হাতে ঐ কাগজটি প্রস্তুত করিলে, আমোদ পাইবে। এইরূপে সে কাগজটি প্রস্তুত করিবে—

প্রথমে সে একখানি সাধারণ চিঠীর কাগজকে মাঝামাঝি কাড়িয়া একর্দ্ধ কাগজ লইবে। ঐ কাগজখানিকে সে দুই ভাঁজ করিয়া মুড়িবে। তাহার পর সে এক তীক্ষ্ণমুখ সূচীর সাহায্যে দুই ভাঁজ কাগজেই এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করিয়া চারিটি ছিদ্র করিবে। চারিটি ছিদ্রেরই মধ্যে দুই ইঞ্চি করিয়া ব্যবধান থাকা চাই, এবং ছিদ্র-চতুষ্টয়ের সাহায্যে কাগজে যেন একটি সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত হয় (১ নং চিত্র দেখ)। তাহার পর কাগজখানিকে দু'-আধখানা করিয়া একটুক্‌রা কাগজের প্রান্তগুলি কেন্দ্রাভিমুখে ভাঁজ কর, তখন সূচীকৃত ছিদ্রগুলি কাগজের প্রান্তগুলিকে কতদূরপর্য্যন্ত ভাঁজ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। ভাঁজকরা কাগজটি তখন একরকম খামের আকার-ধারণ করিবে। ঐ খামটিকে আবার কাগজে সূচীদ্বারা অঙ্কিত সমচতুর্ভুজমধ্যে আঠাদিয়া সাঁটিয়া দাও। তখন সেই কাগজ-দুইটির এক পার্শ্ব ৩নং চিত্রের আকার-ধারণ করিবে, কিন্তু উল্টাইলে সাধারণ একটুক্‌রা কাগজের মত দেখাইবে।

২নং চিত্র।

যাদু দেখাইবার সময়ে ঐ উল্টাদিক্ দর্শকদিগকে দেখাইবে, সাবধান হইবে যেন, তখন তোমার পিছনে কোন ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে চালাকি ধরা পড়িয়া যাইবে। তাহার পর, কাগজখানির ঐ পীঠ উপরে রাখিয়া উহাকে টেবিলের উপরে স্থাপন করিবে। সিকিটিকে কাগজের ঠিক মধ্যস্থলে রাখা হইলে, সূচীর ছিদ্রের দাগে দাগে কাগজখানিকে ভাঁজ করিবে, তাহা হইলে কাগজের দুইদিকেই দুইখানি খাম প্রস্তুত হইবে। কাগজখানিকে যদি বেশ পরিষ্কৃতভাবে ভাঁজ করা হয়, তাহা হইলে উহার দুই-পাশে যে দুইটি খাম আছে, তাহা কেহ টের পাইবে না। কাগজটির উপর কাহাকেও ফুঁ দিতে দিবার সময়ে অন্য পাশ উল্টাইয়া লইবে, ফলে যখন কাগজের ভাঁজ আবার খুলা হইবে, তখন যেদিকে সিকিটি নাই, সেই দিক্‌কারই খামের ভাঁজ খুলা হইবে। তাহার পর, যখন আবার উহাতে দ্বিতীয় বার ফুঁ দেওয়া হইবে, তখন উহার অপর দিক্ উল্টাইয়া লইতে হইবে, আর তখন খামের ভাঁজ খুলিলে সিকিটি বাহির হইয়া পড়িবে।
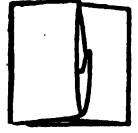
কিন্তু এই কাগজের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন দর্শকদিগকে দেখিতে দিলে, চলিবে না। পাকা যাদুকরের মত এই কাজটি করিতে চাহিলে, প্রথমে যাদুকরকে উহা ডাইন-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-দ্বারা ধরিতে হইবে। কাহাকেও উহাতে ফুঁ দিতে দিবার সময়ে, তোমাকে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে উহাকে উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়া উহার বহিঃস্থ প্রান্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা ধরিতে হইবে, তখন কাগজখানি দর্শকদিগের অলক্ষ্যে ডিগবাজী খাইবে। যখন ফুঁ দিবার জন্য লোকের মুখের কাছে কাগজটি লইয়া যাওয়া হইবে, তখনকার সেই হস্ত-সঞ্চালনকালে কাগজটিকে ডিগবাজী খাওয়ানই সুবিধাজনক, তখন বৃহত্তর সঞ্চালন ক্ষুদ্রতর সঞ্চালন-কার্য্যকে অলক্ষিত রাখিতে পারিবে। সিকিটির পুনরুদ্ধারকালেও ঐরূপ কৌশল-প্রয়োগ করিতে হইবে।

সিকিটির পরিবর্ত্তে আনী ও দু'আনীরও ব্যবহার করা চলিবে। আবার সিকিটিকে একেবারে লোপ না পাওয়াইয়া দু'আনী বা আনীতে পরিণতও করা যাইতে পারিবে, তখন

পিছনকার থামে আগেহইতে দু-আনী বা আনী লুকাইয়া রাখিতে হইবে।

একটী কাগজ একাধিকবার ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে এই দোষ জন্মিবে যে, লোকে বুঝিবে, কাগজটিকে পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে দর্শকদিগকে তত বেশী তাক লাগান যাইবে না।

৩নং চিত্র।
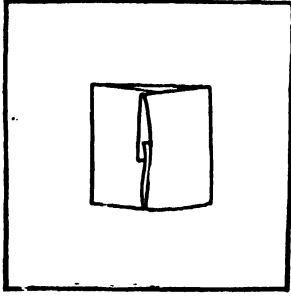
উপরিলিখিত প্রণালী এই যাদুটি দেখাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সরল উপায়। একটুক্‌রা কাগজের বদলে রা কাগজ-ব্যবহার করিলে, এই যাদুটি আরও উৎকৃষ্টভাবে দেখান যাইবে। এই কাগজ-তিনখানির মধ্যে একখানি মায়াকোষের অপেক্ষা ছোট, এবং আর একখানি বড় হওয়া চাই। ক্ষুদ্রতম কাগজখানিকে আমরা ১নং কাগজ, মায়াকোষকে ২নং কাগজ এবং বৃহত্তম কাগজকে ৩নং কাগজ বলিব। ১নং ও ৩নং কাগজ সাধারণ কাগজ, তবু ১নং কাগজের ঠিক অনুরূপ একটুক্‌রা কাগজকে ভাঁজ করিয়া ২নং কাগজের থামের মধ্যে পূর্ব্বহইতে পুরিয়া রাখিতে হইবে। বাজি দেখাইবার সময়ে ১নং কাগজের দুই পীঠ তাচ্ছিল্যের সহিত দর্শকদিগকে দেখাইয়া পরে তাহাতে সিকিটি মুড়িবে, তাহার পর সিকিসুদ্ধ সেই কাগজটিকে তুমি ২নং কাগজের উপরে স্থাপন করিবে, তাহার পর ২নং কাগজকে ৩নং কাগজে মুড়িবার পূর্ব্বে উহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত কৌশলে উল্টাইয়া লইবে। ইহাতে আসল কাজটি সিদ্ধ হইবে। ৩নং কাগজের মোড়ক খুলিয়া যখন ২নং কাগজের মোড়ক খুলা হইবে, তখন তাহাহইতে পূর্ব্বে মুড়িয়া রাখা খালি কাগজের মোড়কটি বাহির হইয়া পড়িবে। তাহা কোন দর্শকের হাতে দিয়া তাহাকেই মোড়কটি খুলিতে বলা চাই, তখন দেখা যাইবে, তাহাতে সিকিটি নাই। ১নং ও ৩নং কাগজ সাধারণ কাগজ বলিয়া কাহারও এ সন্দেহ হইবে না যে, ২নং কাগজে কোন কৌশল করা হইয়াছে।

সারকাসে সরকার

আখ্যায়িকা।

সরকার সারকাসে।

গহরগঞ্জের মেলায় একটি সারকাস আসিয়াছে। একটি ছোট ছেলে, তাহার মুখে বসন্তের দাগ, চোক-দুইটি খুব ডাগর ডাগর, সেই সারকাসের সংশ্লিষ্ট এক পান, বিড়ী, লিমনেড, চীনাবাদাম প্রভৃতির বিক্রেতাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এক পয়সায় মোটে এই ক'টা চীনেবাদাম দিলে? বড্ড কম দিলে যে, আর গোটাকতক দেবে না?" এই বলিয়া সে একবার দোকানের রাশীকৃত ভর্জ্জিত চীনাবাদামের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইল, তাহার পর তাহার কোঁচার খুঁটে গৃহীত কয়েকটি চীনাবাদামের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

দোকানদার বালকের পয়সাটি ক্ষুদ্র একটী কাঠের বাক্সের ছিদ্রের মধ্যে গলাইয়া দিয়া উত্তর করিল, "আরে বাপ রে! আর কি দেওয়া যায়?"

বালক তাহার সওদার প্রতি আর একবার সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সব চেয়ে বড় চীনাবাদামটিতে কামড় দিল, তখন গভীর হতাশায় তাহার মুখমণ্ডল আঁধার হইয়া উঠিল; সে দোকানদারের মুখপ্রতি সাগ্রহে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পচা চীনেবাদামগুলো বদ্‌লে দেও না কি?"

দোকানদারের চিরমেঘময় মুখমণ্ডলে কখন যে হাস্য-বিদ্যুতের বিকাশ হয়, তাহা বলিয়া বোধ হয় না, এখন কিন্তু তাহাতে একটু যেন হাসি ফুটিল। বালকের কোঁচার খুঁটে গোটাদুই চীনাবাদাম ফেলিয়া দিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

বালক তাহার বড় বড় চোক-দুইটি বিস্ফারিত করিয়া মুহূর্ত্তেকের নিমিত্ত দোকানদারের মুখপ্রতি তাকাইয়া রহিল, যেন সেই দোকানদার তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল; তাহার পর সযত্নে আর একটী চীনাবাদাম কোঁচার খুঁটহইতে হাতে তুলিয়া লইয়া উত্তর করিল, " ছাতু সরকার।"

"ছাতু! তোমার নাম ছাতু? আচ্ছা নাম তো"!

"হ্যাঁ, আমার নামটা যেন কেমন একরকমের। আমার নিজের পছন্দ হয় না। ছাতুই যে আমার আসল নাম, তা'

আমার মনে হয় না; তবে গাঁয়ের ছোঁড়ারা আর হর-মামা আমাকে ঐ ব'লেই ডাকে।"

খরিদদারের ভীড় নাই, সুতরাং দোকানদার ছাতুকে লইয়া একটু মজা করিবার জন্য আবার জিজ্ঞাসিল, "হরমামা কে?"

"উনি সত্যি সত্যি আমার মামা নন, তবে সবাই ওঁকে 'হরমামা' ব'লেই ডাকে, তাই আমিও ডাকি, আর ওঁরই বাড়ীতে আমি থাকি।"

"তোমার বাপমার কাছে থাক না কেন? তেনারা কোথায়?"

"তা' জানি না। তাঁ'দের কথা আমি কিছুই জানি না, আর হরমামা বলেন, তাঁ'রাও আমার কথা কিছুই জানেন না। এই আবার একটা পচা চীনেবাদাম বেরুল, আবার দু'টো চীনে-বাদাম দেবে?"

সরকার-বাবাজিউ আবার দুইটি চীনেবাদাম পাইল। সে দুইটি বাঁ-হাতের মুঠায় রাখিয়া, কোঁচার খুঁটটি বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টিপিয়া খুঁটের চীনাবাদামগুলি ডাইন হাত-দিয়া নাড়িতে নাড়িতে সে বলিল, "কে জানে? হয় তো এই চীনাবাদামগুলি সবই পচা। এগুলো কামড়ে এঁটো ক'র্‌বার আগে যদি তুমি কি চীনেবাদামটের তরে দু'টো ক'রে চীনেবাদাম ধ'রে দাও, আর এগুলো ফেরৎ নাও তো কেমন হয়?"

এই কথা শুনিয়া দোকানদারের বড় আমোদ-বোধ হইল, সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া সরকারকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোঁচড়ে ক'টা চীনেবাদাম আছে?"

সরকার গণিয়া উত্তর দিল, "আটটা।"

"আচ্ছা, তোমাকে যদি ওর বদলে ষোলটা বাদাম দেওয়া যায়, তা'লে তুমি আবার তা'র ভেতরথেকে পচা বাদাম বদ্‌লা'তে চাইবে না তো?"

"না; যদি ষোলটাই পচা হয়, তবুও আর আমি দু'টি ঠোঁট্ এক ক'র্‌ব না।"

"আচ্ছা, তোমার কাছে যে আটটা আছে, তা' তোমারই থাক, তা'-ছাড়া তোমাকে আরও ষোলটা বাদাম আমি দিচ্ছি। কিন্তন্ তোমারে আমি আর বাদাম বে'চ্‌ব না। এরকম কারবারে আমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যা'বে!"

সরকার অণুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া দোকানদারের কাছ-হইতে ষোলটি বাদাম লইল, তাহার পর একটা উইএর ঢিবির উপর বসিয়া সেগুলির সদ্‌গতি করিতে করিতে সারকাসের সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখিতে থাকিল। সারকাসটি সবে আজ ভোরে মেলায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে, এখনও তাম্বু খাটান হইতেছে। ছাতু তাহার প্রথম গাড়ীর গ্রামে প্রবেশহইতে পাড়ায় পাড়ায় গিয়া হ্যাণ্ডবিল বিলান, প্ল্যাকার্ড মারা, ব্যাণ্ড বাজাইয়া বেড়ান-পর্য্যন্ত সবই দেখিল। আজ বিকালে এই সারকাস খুলিবে।

দোকানদার খরিদদারের অভাব দেখিয়া কার্য্যাভাবে ছাতুর সহিত আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিবার ইচ্ছা করিল। তাই সে জিজ্ঞাসিল, "তুমি যা'র বাড়ীতে থাক, তোমার সেই হরমামা করে কি? চাষ-বাস?"

"না, তিনি আমাদের এই গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার। আমি যখন কেলাসে ব'সে ঢুলি, তখন তিনি ঠক্ ক'রে বইএর বাড়ি আমার মাথায় এক ঘা ঠুঁকে দেন, আর তিনি বলেন, আমি 'বার হাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি,' তা'র মানে, আমি যত না বড় হ'য়েছি, তা'র সাতগুণ ভাত ধ্বংসাই। আমার ঢুলুনি ধ'র্‌লে, মামা যখন এসে আমার মাথায় বইএর বাড়ি লাগান, তখন আমার রাগ হয়; কিন্তু তিনি খাওয়ার কথা যা বলেন, তা' মিছে নয়, আমি বেজায় খাই। কি করি, ক্ষিধে যে পায়। আমার দিন-রাতই ক্ষিধে পায়। যত দিন না আমের সময় আসে, তত দিন আমি যা' খেতে পাই, তা'তে যেন আমার পেট ভরে না। আমের সময়ে কিন্তু আমি কাউকে ক্ষিধে পেয়েছে, ক্ষিধে পেয়েছে ব'লে জ্বালাতন করি না।"

"তুমি কি তবে পেট ভ'রে খেতে পাও না?"

"বোধ হয় পেয়ে থাকি; কিন্তু হরমামা বলেন, আমাকে তিনি এক খানার ধারে কুড়িয়ে পান, আমি তখন পেটের জ্বালায় ট্যাঁ ট্যাঁ কচ্ছিলেম, সেই ট্যাঁ ট্যাঁ আমি এখনও ক'রে থাকি। এই সারকাস দে'খ্‌তে আ'স্‌বার জন্যে আমি তাঁ'র কাছে চার-গণ্ডা পয়সা চেয়েছিলেম, তিনি বল্লেন, অজন্মার সময়ে তিনি আমাকে একটি পয়সার বেশী দিতে পা'র্‌বেন না। সেই পয়সাটি দিয়ে তিনি আমাকে কিছু কিনে খেতে বলেন, বলেন এই সারকাসে দে'খ্‌বার মত কিছু নেই। একপয়সায় একরেক চীনে-বাদাম পাওয়া গেলে বেশ হ'ত।"

"তা' হলে চীনেবাদাম খেয়ে তোমার পেট ছেড়ে যেত।"

"তা' হয় তো যেত। হরমামা বলেন, যদি আমি তত খেতে পাই, তা'লে খেয়ে পেটের অসুখ ধরাই। একবার আমার সেই-রকম খাওয়াটা খেয়ে দে'খ্‌তে ইচ্ছে করে।"

ছাতু খুব খর্ব্বকায়। তাহার গোলাকার মাথায় একটোকা কটা চুল। তাহার শ্রীমুখখানি, আগেই বলিয়াছি, বসন্তহেতু বুটিকাটা, তবে মুখখানি বদমাইসের মুখের মত নয়, ভালমানুষেরই মত। উইএর ঢিবিতে বসিয়া দুলিতে দুলিতে সরকার বারবার দোকানদারের চীনাবাদামগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতে লাগিল, কোন সদয়-হৃদয় দোকানদার তাহা দেখিলে, ছাতুকে কিছু চীনাবাদাম বকশিস দিত, কিন্তু ধনঞ্জয় ধাড়া সেরকম সদয়-হৃদয় লোক নয়, সে ছাতুকে আর একটিও চীনাবাদাম খাইতে দিল না।

সরকার কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া দুলিতে থাকিল, তাহার

পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "আচ্ছা, তুমি আমাকে আর একপয়সার চীনে-বাদাম ধারে দেবে? বড় হ'লে আমি পয়সাটা শোধ ক'রে দেব।"

এই চমৎকার প্রস্তাবের উত্তরে ধনঞ্জয় স্বধু অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

ইহাতে ছাতুর মুখটা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, বোধ করি, তখনই সে পিছনে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাই আরক্তিম মুখখানি লুকাইবার স্বযোগ পাওয়া গেল।

তখন ধনঞ্জয় কহিল, "তোমার হরমামা নিশ্চয়ই তোমাকে খুব খাটায়, খাটায় না কি?" এই বলিয়া যে জলীয় পদার্থটিকে সে লেমনেড বলিয়া বিক্রয় করে, তাহাতে দুই ফালি পাতি-লেবু নিঙ্‌ড়াইয়া দিল।

"আমার তো তাই মনে হয়; কিন্তু তিনি বলেন, আমি যে খাটুনিটুকু খাটি তা'র মজুরীতে একটা পাখীরও পেট ভরে না, যে সব ছোঁড়ার বাপ-মা নেই, তাদের যেমন খাটা উচিত, আমি তেমন খাটি না। আমার খেতেই কত সময় যায়, তাই আমি বেশী খা'টতে পারি না। আচ্ছা, তুমি যখন খুশী, তখন সারকাস দে'খতে যেতে পাও?"

"নিশ্চয়ই; কারণ তাঁবুর ভেতরেও আমি একটা দোকান পাতি।"

ইহা শুনিয়া ছাতু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিতে লাগিল, এইরকম একটা চীনাবাদামের দোকানের মালিক হওয়া আর সর্ব্বদা সারকাস দেখিতে পাওয়া কি সৌভাগ্যের কথা! প্রকাশ্যে সে স্বধু কহিল, "বেশ তো!"

"তোমার কি এইরকম একটা দোকানে থা'কতে ইচ্ছে হয়?"

"ইচ্ছে হয়? থা'কতে পেলে আমি বত্তে যাই, দু'দিনে ফুলে উঠি!"

"ফুলে ওঠাটা যে, তোমার পক্ষে বড় বেশী স্ববিধের কথা, তা' আমি ব'লতে পারি নে, কারণ তোমার বয়সের ছেলের যতটা মোটা হওয়া উচিত, তুমি এখন ততটাই মোটা আছ। তবু তোমাকে আমি একবার দোকানে রেখে দে'খতে চাই।"

কথাটা শুনিয়া ছাতুর চোক বিস্ময়ে, যতদূর সম্ভব, বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তাহার নয়ন-সমক্ষে একটি স্বখ চিত্র প্রকট হইল। সে বলিয়া উঠিল, "কি! কি ব'ল'ছ?"

"হ্যাঁ, আমি দিনকতকের জন্যে তোমাকে আমার দোকানে রেখে দে'খতে চাই; একটা ছোঁড়া ছিল, কিন্তু সেটা এমনই আহাম্মক যে, যে সহরথেকে আমরা এখানে এসেছি, সেই সহরথেকে কোথায় সট্‌কে'ছে, আমি এখন একাই দোকান চালাচ্ছি।"

ইহা শুনিয়া পলাতক বালকের প্রতি সরকারের বড়ই ঘৃণা জন্মিল। এমন স্বখ ছাড়িয়া ছোঁড়াটা কি দুঃখে পলাইয়া গিয়াছে? কিন্তু সে বাঙনিষ্পত্তি করিল না, ধাড়া আর কি বলে, তাহা শুনিবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

ধনঞ্জয় কহিল, "দেখ, আমি আমার দোকানের ছোঁড়াদের বড়ই ভালবাসি, যে ছোঁড়াটা পালিয়েছে, সেটার জন্যে এখনও আমার মন কেমন কচ্ছে; কিন্তু সেটা একেবারে নিমকহারাম ছিল, তা'বত, তা'কে আমি বেধড়ক খাটাই।"

ছাতু কহিল, "সে যদি হপ্তাখানিক হরমামার কাছে থা'কত, তা'লে টের পেত।"

ধাড়া কাতরস্বরে কহিতেই থাকিল, "ছোঁড়াটার বাপ-মা কেউ ছেল না, আমিই তা'র বাপের মতুন ছিলেম। দু'বেলা পেটভরে খেতে দিতেম, কাপড় চোপড় পেত, রোজ দু'পয়সা ক'রে জলপানি দিতেম, তা'ছাড়া ফি মাসে নগদ একটি ক'রে টাকা তা'র হাতে দিতেম।"

"সেই টাকা নিয়ে সে যা' খুশী, তা'ই কিনে খেতে পেত?"

"তবে আর তা'কে কি ক'রতে সেই টাকাটি দিতেম? সে ভারি খ'রচে ছিল, কোন কোন সময় একদিনেই টাকাটা ফুঁকে দিত, আমি তা'কে কিছু ব'লতেম না। তা'র হাতে কিছু না থা'কলে, কখনও কখনও আমি বরং ২।৪ পয়সা এটা-সেটা কিনে খেতে দিতেম, তবু সে এমন বেইমান, চ'লে গেল।"

এমন দয়ালু লোকের কাছথেকে সেই হতভাগা ছোঁড়াটা কেন চলিয়া গেল, ইহা ছাতু ভাবিয়া পাইল না। পলাতক বালকের প্রতি তাহার বড়ই ক্রোধ জন্মিল, তথাপি সে সেই সময়ে ধাড়ার চীনাবাদামের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতে ছাড়িল না। ধাড়া তাহার চাহনি দেখিল।

সে যেমন সদয় লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছিল, সত্যই সে সেইরূপ লোক বলিয়া হউক অথবা ছাতুর সহানুভূতি-আকর্ষণের অভিপ্রায়েই হউক, সে তখনই ছাতুর হাতে একমুঠা চীনাবাদাম গুঁজিয়া দিল। ধাড়া কি উদ্দেশে তাহাকে ফের এক-মুঠা চীনাবাদাম দিল, তাহা ছাতুর ভাবিয়া দেখিবার অবসর হইল না, সে পুলকিতচিত্তে খোসা ছাড়াইয়া চীনাবাদামগুলিকে বদনে দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে সে ধাড়ার প্রতি সহানু-ভূতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার কাহিনী কর্ণাধঃকরণের অবকাশ পাইতে লাগিল।

ধাড়া তেমনই মর্ম্মাহত হওয়ার স্বরে কহিতে থাকিল, "ছোঁড়াটাকে প্রায় কিছুই ক'রতে হ'ত না, সমস্ত দিনই খেলিয়ে বেড়া'ত, কেবল আমি যখন দুপুর বেলা চাট্টি খেতে যেতুম, তখন একটু দোকানে ব'সত, আর কখন-সখন এটা-সেটা ফাই-ফরমা'স

খা'ট্‌ত, তা'ও সেই নেমক-হারামের বড্ড বেশী কাজ ব'লে মনে হ'ল, আমাকে কিছু না ব'লে ক'য়ে পিট্টান দিলে।"

এই বলিয়া ধাড়া সরকারের সহানুভূতি লাভাশায় তাহার প্রতি তাকাইল, ছাতু কিন্তু চীনাবাদামগুলি ক্ষিপ্রহস্তে বদনে পূরিয়া অদন করিতে এতই ব্যস্ত যে, মাথা নাড়াইবারও সুবিধা পাইল না।

ধাড়া কহিল, "আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি এই সামান্য কাজ অক্লেশে ক'র্‌তে পা'র্‌বে। তোমাকেই তাই আমি যদি এই কাজটি দি, তা'লে তুমি কি খুশী হও ?"

"ভারি খুশী হই!"—অতি কষ্টে মুখভরা চীনাবাদাম তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিয়া সরকার সানন্দে এই উত্তর দিল, "ও! ভারি খুশী হই!"

"তা'লে, বাবা, তোমাকেই আমি রা'খ্‌লেম, তুমি আজ রাতেই আমার সঙ্গে এই গাঁ ছেড়ে যা'বে, এই তোমাতে আমাতে পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'ল, কেমন ?"

"হ্যাঁ।"

সরকার পলাতক।

অতঃপর আনন্দে ও বিস্ময়ে ছাতুর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না। সে ধাড়ার কাছে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তখনই তাহার কাজ করিয়া দিতে সুরু করিল।

তাহা দেখিয়া ধাড়া আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, না, না, পাগল! এখন কি কাজ করে? তোমার মামা দে'খ্‌তে পেলে তোমার পালাবার পথ একেবারে বন্ধ হ'য়ে যা'বে।"

ছাতু উত্তর দিল, "মামা দে'খ্‌লে কিছু ব'ল্‌বেন না; কারণ তিনি অনেকবার আমাকে ব'লেছেন যে, কুক্ষণে তিনি আমাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন।"

"না, না, বাবা, কাজ কি ?" এই বলিয়া ধাড়া ছাতুর পীঠ চাপড়াইয়া তাহার হাতে একখানি সারকাসের টিকিট দিয়া বলিল, "তুমি আজ রাত ন'টার সময় সারকাস দে'খ্‌তে এস। তা'র পর কালথেকে তোমার মামা তোমার আর 'পাত্তা' পা'বে না।"

তখন ছাতুর যেরকম ইচ্ছা হইতেছিল, ঠিক সেইরকমটি যদি সে করিত, তাহা হইলে হয় তো সে গিয়া ধাড়ার পায়ের ধূলা লইত, কিন্তু ততটা বাড়াবাড়ি করা ধাড়ার কিরকম লাগিবে, ইহা ভাবিয়া সরকার আত্মসম্বরণ করিল, কেবল সে বারবার এই প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল যে, সে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে আসিয়া আজ রাতে ধাড়ার সহিত দেখা করিবে।

তাহার ইচ্ছা ছিল যে, সে আরও খানিকক্ষণ তথায় থাকিয়া, তাহাকে কিরকম কাজ করিতে হইবে, তাহার একটু আঁচ পাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ধাড়া তাহাকে বলিল, আর তাহার বেশীক্ষণ তথায় থাকা উচিত হইবে না; কেননা তাহা হইলে সে যখন পলাইবে, তখন কাহাদের সঙ্গে পলাইয়াছে, তাহার মামা তাহা আন্দাজ করিতে পারিবে।

তাম্বুর চারিপার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা চিত্তাকর্ষক বস্তু দেখিয়া ছাতুর মনে এইরকম একটা ভাব হইল, যেন সে-ই সারকাসের মালিক, ফলে সারকাসের প্রতি বস্তুর প্রতি তাহার দ্বিগুণ টান হইল, সব জিনিস সব জায়গায় যেন ঠিকঠাক সাজান হয়, এইরূপ একটী বলবতী ইচ্ছায় জীবনে সে এই প্রথমবার খাইবার কথাটি ভুলিয়া গেল! সে এখন সারকাসের লোক, সারকাসে যে সমস্ত চমৎকার খেলা দেখান হয়, সে তাহা প্রত্যহ বিনা পয়সায় দেখিতে পাইবে; সারকাসের সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশ-বিদেশে ঘুরিবে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

(ক্রমশঃ।)

বিগত ডিসেম্বর-সংখ্যায় প্রকাশিত "মজার অঙ্ক"-নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধটির লেখকের নাম শ্রীহরিদাস ঘোষ। বিগত নবেম্বর-মাসে প্রকাশিত চিত্র-প্রতিযোগিতার উত্তর আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে। "বালক-সম্পাদক।

বালক।

৫ম বর্ষ। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬। ।২য় সংখ্যা।

দয়া।

একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল; সে যখন এক-রত্তিটি, তখন তা'র বাবা-মা হু'জনেই মারা প'ড়েছিল; তাই সে তা'র কাকার বাড়ীতে থা'কৃত যে গ্রামে মেয়েটি থা'কৃত, তা'র কাকা সেই গ্রামের মধ্যে খুব বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিল। তা'র কোঠা-বাড়ী, অনেক গরু-বাছুর, মরাই-ভরা ধান, সিন্দুক-ভরা টাকা ছিল। তা'র বাড়ীতে অনেক লোক জোন খা'ট্‌ত। তা'র স্ত্রী খুব বড়লোকের মেয়ে ছিল, সে তাই বিয়ের সময় অনেক টাকা যৌতুক পেয়েছিল; আর তা'র বেশ ফুট্‌ফুটে হু'টি মেয়ে হ'য়েছিল।

মেয়েটির কাকা কিন্তু তা'কে হু'চক্ষু পেড়ে দে'খ্‌তে পা'র্‌ত না; এর হু'টি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, মেয়েটি বড় হুখিনী ছিল; দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটির মনে বড় দয়া ছিল। লোকে ব'ল্‌ত, যে যত বেশী হুঃখী হ'ত, সে তত বেশী তা'র দয়া পেত। এইজন্যে লোকে তা'র আসল নাম যে, মালতী, তা' ভুলে গিয়েছিল, তা'রা তা'র নাম দিয়েছিল—দয়া। ফলে লোকে মালতীর নাম ক'র্‌লে, সে কে, কি বৃত্তান্ত কিছুই ব'ল্‌তে পা'র্‌ত না, কিন্তু দয়ার নাম ক'র্‌লে, সকলেই বু'ঝ্‌ত গাঁয়ের মোড়ল হারাধন দত্তর ভাই-ঝীর কথা হ'চ্ছে। হারাধন দয়াকে বাড়ীতে আমল দিত না, সে তা'কে এক বামুন-বাড়ীতে দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে পাঠিয়েছিল, সে সেখানে বাসন-কোশন মা'জ্‌ত, আর বামুনের বাড়ীর এঁটোকাঁটা খেয়ে, যেখানে সেখানে প'ড়ে রাতে ঘুমোত। তবু তা'র কোন ভাবনা-চিন্তে ছিল না, সে রাতে বেশ অঘোরে ঘুমোত।

পোষমাসে পোষপিঠের দিনে হারাধন দত্তর বাড়ীতে খুব খাওয়া-দাওয়া হয়, এক কুৎসিত চেহারার বুড়ী ভিখিরী সে দিন দত্তজার বাড়ী হু'টো পিঠে চাইতে গিয়ে গিন্নির কাছথেকে খুব মুখনাড়া শুনে, মুখটি চুপ ক'রে, হুঃখ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পথ দিয়ে চ'লে যা'চ্ছে, এমন সময়ে দয়া তা'র কথা শু'নে তা'কে বামুনদের বাড়ী ডেকে আ'ন্‌লে; বামুনদের বাড়ীর বুড়ো-ঝী তা'র কদাকার চেহারা দে'খে তা'কে ডাইনী-ফাইনী কত কি ব'লে গা'ল দিয়ে

দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে, দয়া তা'কে এক গাছতলায় বসিয়ে আপনি যে এঁটো-কাঁটা খেতে পেয়েছিল, তাই তা'কে এনে খেতে দিলে। বুড়ীর খাওয়া হ'লে, দয়া তা'র ছেঁড়া কাঁথাটা পেতে তা'কে এক অশথ-গাছতলায় শোওয়ালে, তা'র পর কতক কাটকুটো কুড়িয়ে এনে, তা'তে আগুন ধরিয়ে বুড়ীকে পোষমাসের কন্‌কনে শীতের হাতথেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। বুড়ী শিগিগরই আরামে ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল। দয়া তা'র পাশেই শুয়ে ঘুমোল। ভোর হ'তেই বুড়ী দয়াকে একটিও কথা না ব'লে চ'লে গেল।

সমস্ত দিন তা'র আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। সন্ধ্যেবেলাই কিন্তু বুড়ী আবার এসে দয়ার কাছে হাজির হ'ল।

দয়া আবার তা'কে নিজের এঁটোকাঁটা খাইয়ে, কাট কুড়িয়ে, আগুন ক'রে, সেঁকেশুঁকে গা গরম ক'রে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, বুড়ী যত ক্ষণ জেগে ছিল, দয়ার ওপর চ'টে উঠে অনবরত গালমন্দ দিচ্ছিল, দয়া তা'র সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিলে ; বরং বুড়ী যত গা'ল দিচ্ছিল, দয়া ততই তা'র যত্ন-আয়িত্তি কচ্ছিল। ভোরে বুড়ী আবার হঠাৎ দয়ার ওপর চ'টে উঠে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তা'কে গা'ল দিয়ে চ'লে গেল। দয়া হেসে আপনার কাজে চ'লে গেল। এইরকম ছ'সন্ধ্যে বুড়ী দয়ার দয়া পেয়েও তাকে শাপমন্যি দিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

সাতদিনের দিন সন্ধ্যে-বেলায় বুড়ী আবার এসে হাজির হ'ল, সেদিন তা'র সঙ্গে একটা বিশ্রী কেলে কুকুরও সে এনেছিল। সেদিন বুড়ী এসে তা'র তোব্ড়ান গালে এক গাল হেসে দয়াকে ব'ল্লে, "এই ছুঁড়ি ! শোন্, আজ আমি তোর পাতকুড়োন ভাতটাত খেতে আসি নি। আজ আমি একটা দরকারে চোদ্দকোশ দূরের একটা গাঁয়ে চ'লেছি। আমার এই কেলে-কুৎসিত কুকুরটা আমার এক বালাই হ'য়েছে, একে কেউ রা'খতে চায় না, তুই রাখ্।" এই ব'লে বুড়ী চোকের পলকে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। দয়া কুকুরটাকে নিয়ে এক ভাঙা গোয়াল-ঘরে বেঁধে রা'খ্লে, কুকুরটা বেজায় খেঁকী, কিন্তু সে দয়াকে কামড়াতে-টামড়াতে চেষ্টা ক'র্লে না। দয়া তা'কেও তা'র পাতকুড়োন খাবারথেকে কিছু খেতে দিলে, তা'র পর গোয়াল-ঘর উঁচিয়ে কতকগুলি বিচালি কুড়িয়ে এনে তা' পেতে কুকুরটাকে শোওয়ালে, সে মন্দ তাইতে বেশ গুড়ীসুড়ী মেয়ে শুয়ে ঘুমোতে লা'গ্ল। দয়া তা'রই পাশে বিচিলিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে প'ড়্ল।

ভোরেই বুড়ী-ঝী, সৈরভী, দয়াকে এসে জিজ্ঞেস ক'র্লে, "হ্যালা দয়া, কাল রাত্তিরে এই গোয়াল-ঘরটায় এত আলো হ'য়েছিল ক্যানে ? মিষ্টি গলায় কথাই বা কচ্ছিল কে ?"

দয়া ব'ল্লে, "সে কি, ঠানদি, এখেনে আবার আলো কোত্থেকে হ'বে ? চাঁদের আলো প'ড়েছিল হয় তো। আর মিষ্টি গলায় কথাই বা কইবে কে ? তুমি নিশ্চয় স্বপন দেখেছ।"

কিন্তু রোজ রাতেই লোকে দে'খ্ত, ভাঙা গোয়াল-ঘরে চমৎকার আলো হ'য়েছে, আর কা'রা সব মিঠে গলায় কথা কই'চে।

একদিন তাই সৈরভী-ঝি দুপুর-রাতে বিছানা-থেকে উঠে প'ড়ে পা টিপে টিপে এসে দয়া যে ভাঙা গোয়াল-ঘরে কুকুরটাকে নিয়ে শুত, সেই গোয়াল-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়া'ল। এসে সে দে'খ্লে, দয়া অঘোরে ঘুমুচ্ছে, আর কুকুরটা ঘরের এককোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। খানিক পরে সে যা' দে'খ্লে, তা'তে তা'র সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উ'ঠ্ল ! সে দে'খলে, লাল মখ্মলের ওপর শল্মা-চুম্কীর সাচ্চা কাজ-করা পোষাক-পরা কতকগুলি বেঁটে বেঁটে লোক এসে, সেই ঘরের ভেতর গিয়ে কুকুরের কাছে তটস্থ হ'য়ে দাঁড়া'ল, তা'তে কুকুরটা যেই চোক মেলে চাইলে, অম্নি সেই লোকেরা সকলে তা'কে ঘাড় হেঁট ক'রে সেলাম ক'র্লে। তা'র পর যে লোকটা সব-চেয়ে জম্কালো পোষাক-পরা, সে সেই কুকুরটাকে ব'ল্লে, "রাজকুমার, ভোজাগার প্রস্তুত ; আর কি ক'র্তে আজ্ঞা হয় ?"

তা'তে সেই কুকুরটা ব'ল্লে, "ভোজাগার ঠিক হ'য়েছে বটে ? বহুত আচ্ছা ! এইবার ভাল-রকম খাবার-দাবারের যোগাড় কর গে। এবার আমি আর রাজকুমারী একজন অচেনা লোকের সঙ্গে ভূরি-ভোজনে ব'স্ব, দেখো, যেন কোন কিছুর ত্রুটি না হয়।"

"যথা আজ্ঞা, রাজকুমার।"—এই ব'লে সেই সবচেয়ে জম্কালো পোষাক-পরা বেঁটে লোকটি অন্য বেঁটে লোকদের নিয়ে গোয়াল-ঘরের এক ঘুলঘুলীর ভেতর দিয়ে বা'র হ'য়ে গেল। তা'রা বিদেয় হ'বার অল্পক্ষণ পরেই, সেইরকম লাল মখ্মলের জম্কালো পোষাক-পরা বেঁটে একদল সুন্দরী মেয়ে সেই গোয়াল-ঘরে কোথাথেকে ঢুকে সেই কুকুরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্লে, "রাজকুমার, সজ্জাগার সাজান হ'য়েছে, আর কি ক'র্তে আজ্ঞা হয় ?" তা' শুনে সেই কুকুরটা আবার বল্লে, "সজ্জাগার সাজিয়েছ বটে ? বেশ ক'রেছ। এবার তবে এক কাজ ক'রে ফেল, ভাল ভাল পোষাক সেই ঘরটিতে সাজিয়ে দাও। আমি আর রাজকুমারী একজন অচেনা লোকের সঙ্গে ভূরিভোজনে ব'সব, দেখো, যেন কোন কিছুর টান না পড়ে, বুঝেছ ?"

"যে আজ্ঞে !" মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে জম্কালো পোষাক প'রে এসেছিল, সে এই কথা ব'লে আর সমস্ত মেয়েদের নিয়ে আবার কোথা দিয়ে সেই ভাঙা গোয়াল-ঘরথেকে বা'র হ'য়ে গেল। তা'র পর কুকুরটা আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল, দয়া ঘুমের ঘোরে পাশ ফি'র্লে, তখন তা'র গায়ে চাঁদের আলো এসে প'ড়্ল। সৈরভী-ঝি এই সব কথা তা'র পরদিন গিন্নিকে বল্লে। গিন্নির তা'র কথায় বিশ্বাস হ'ল না, তিনি সৈরভীকে খুব ঠাট্টা ক'র্লেন। কিন্তু সৈরভী কথাগুলো এমন ক'রে ব'ল্তে লা'গ্ল যে, গিন্নির মনে একটু ধোঁকা হ'ল। তিনি কাউকে কিছু না ব'লে সেইদিন রাত দু'টো-আড়াইটের সময়ে পা টিপে টিপে সেই ভাঙা গোয়াল-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়া'লেন। তখন তিনি বু'ঝ্লেন, সৈরভী মিছে-কথা বলে নি। কথাগুলো কর্ত্তাকে ব'লবার জন্যে গিন্নির মুখ চুল্কোতে লা'গ্ল, তাই তিনি ভোর না হ'তেই, কর্ত্তাকে তুলে, সব কথা হুবহু ব'লে গেলেন। কর্ত্তা শুনে হা হা ক'রে হেসে উঠ্লেন, ব'ল্লেন, "তুমি আজ কি খেয়ে ঘুমিয়েছিলে ?"

তা' শুনে গিন্নি একটু মনমরা হ'য়ে বল্লেন, "তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'ল্ছি, আমার একটিও কথা মিছে নয়।"

কর্ত্তার মনে একটু সন্দেহ হ'ল, তিনিও তাই তা'র পরদিন রাত-দুপুরে ভাঙা গোয়াল-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। ভোরে উঠে তিনি এক মতলব ঠাউরে ভারি খুশী হ'য়ে কুকুরটাকে গোয়াল-ঘরথেকে এনে ভাল ভাল ক'টুকরো পাঁঠার মাংস খেতে দিলেন। কুকুরটা মাংসর দিকে চেয়েও দে'খলে না। রেগে উঠে কর্ত্তাকে কামড়া'তে গেল। কর্ত্তা তখন প্রাণের ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

সেদিন দুপুর-রাতে দয়া চাঁদের আলোয় অঘোরে ঘুমুচ্ছে, এমন সময়ে সেই কদাকার বুড়ী এসে তা'কে জাগিয়ে বল্লে, "দয়া, আজ আমি বাড়ী ফি'র্‌ছি; তুমি আমার কুকুরটাকে খুব যত্ন ক'রেছ, কাল আমার বাড়ীতে খুব খাওয়া-দাওয়া আছে, আমি চাই, তুমিও আমাদের সঙ্গে কাল চাট্টি খাও। ওঠ, চল, যাই, ঐ দেখ, আমাদের সব লোকজন এসে প'ড়্‌ল।"

তখন দূরে খুব মিষ্টি বাঁশীর আওয়াজ পাওয়া গেল। দয়া

অন্তিম প্রার্থনারত, সুপ্রসিদ্ধ মিশনরী-বীর ও আফ্রিকার অন্যতম আবিষ্কারক মহাত্মা

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন

(১৯১৩ সালের মে-মাসের "বালকে" ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পড়িয়া দেখ।)

উঠে সে দিকে চেয়ে দেখে, ভারি চমৎকার রোশনি ক'রে, দামী দামী পোষাক প'রে একদল লোক বাঁশী বাজা'তে বাজা'তে আ'স্‌ছে। তা'দের পোষাক আলোতে ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ ক'র্‌ছে, তা'দের দিকে তাকা'তে গেলে, চোক ঠিক্‌রে যায়! সেই দল যখন কাছে এল, তখন দেখা গেল, সেই দলে সুন্দর সাজান গোটাকতক রথ আছে, তা'র মধ্যে যে রথটি সবচেয়ে ভাল সাজান, সেটি খালি।

কুকুরটা লাফিয়ে সেই রথের উপরে গিয়ে উ'ঠ্‌ল; বুড়ী দয়ার হাত ধ'রে তা'কেও সেই রথে তুলে দিলে, তা'র পর নিজে তা'র পাশে গিয়ে ব'স্‌ল।

তখন চমৎকার একটি কাণ্ড ঘ'টে গেল! দয়া দে'খ্‌লে, বুড়ী আর বুড়ী নাই, পরমসুন্দরী একটি মেয়ে হ'য়ে গিয়েছে আর সেই কুকুরটাও আর নোংরা কেলে কুকুর নাই, একটি সুন্দর পুরুষ হ'য়ে গিয়েছে!

তখন সেই সুন্দরী যুবতী বল্লেন, "আমি পরীরাজ্যের রাণী, আর উনি আমার স্বামী।"

তখন সেই সুপুরুষ যুবকও বল্লেন, "দেখ, দয়া, আমাদের হু'জনে এই তর্ক হ'য়েছিল যে, জগতে আর ভাল লোক কেউ আছেন কি না। উনি ব'লেছিলেন, আছে, আমি বলেছিলেম, নাই। তর্কে আমি হেরে গিয়েছি, জগতে এখনও তুমি র'য়েছ, তাই আমাকেই খরচপত্র ক'রে তোমাকে ভোজ আর উপহার দিতে হ'বে।"

বেচারা দয়া অবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছিল, সে সুধু আপনার প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ লাল ক'রে মাথা নীচু ক'রে রইল।

সাতদিন, সাতরাত দয়া পরীরাজ্যে রইল। এই ক'টি দিন আর রাত তা'র খুব আনন্দেই যে কা'ট্‌ল, তা' বলাই বাহুল্য। আটদিনের দিন সকালে পরীরাজকুমারী দয়াকে নিজের হাতে চমৎকার ক'রে সাজিয়ে, ভাল ভাল খাবার খাইয়ে, আদর ক'রে, চুমো দিয়ে এক চমৎকার সাজান রথে তুলে দিলেন, সেই রথটি সোণা-রূপো-হীরে-জহরতে ঠাসা ছিল।

রথটি বামুনদের বাড়ীর নাচ-দরজায় এসে থা'ম্‌ল। সারথী দয়াকে রথথেকে তা'র সব জিনিস-সমেত নামিয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল।

দয়া আর এখন কারুর বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে না, তা'রই বরং এখন কত দাসদাসী! দুখিনী দয়া এখন বড়লোক হ'য়েছে, সুখ তা'র উ'থ্‌লে উ'ঠ্‌ছে।

জিজ্ঞাসা।

পাথর কি সজীব পদার্থ?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে, "সজীব পদার্থ" বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা প্রথমে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জীবজন্তু ও উদ্ভিদেরা এমন কতকগুলি কাজ করে, যাহা পাথরে করে না। পাথর বৃদ্ধি পায়, উহা বর্দ্ধিত হইয়া বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল আকার-ধারণ করে, কিন্তু উহা শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ ও বর্জ্জন করে না, পৃথিবীর অতি নিকৃষ্ট জীবেও যে কয়েকটি শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে তাহার একটিও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সাধারণ অর্থে প্রস্তর "সজীব পদার্থ" নহে।

কিন্তু কেবল ঐ কথা বলিলেই, প্রস্তরসম্বন্ধে সব কথা বলা হইল না। প্রস্তরে এমন কয়েকটি পদার্থ আছে, যে সমুদয়ের দ্বারা জীবদেহ গঠিত হইয়া থাকে, আবার জীবদেহ চূর্ণ করিয়া এমন কয়েকটি পদার্থ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা প্রস্তর প্রস্তুত হইতে পারে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

"সিলিকন"-নামক মৌলিক পদার্থটি প্রস্তরে, বালুকায় ও কর্দ্দমে পাওয়া যায়, এই "সিলিকন"-দ্বারা "সজীব পদার্থ" গঠিত হয়, যবের খড়ে কিছু পরিমাণে "সিলিকন" পাওয়া যায়। প্রস্তর ও "সিলিকন"-সম্বন্ধে যে কথা সত্য, বহু তথাকথিত জড়পদার্থ-সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য, কেননা আজও এই কথা বলিলে, কোন মিথ্যা কথা বলা হয় না যে, জড়পদার্থই "সজীব পদার্থের" প্রসূতি। কেননা জড়পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়াই "সজীব পদার্থেরা" "সজীব" এই গৌরবময় উপাধি-রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে।

২

পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কি আরও দ্রুতবেগে ঘুরিত?

এই প্রশ্নটির কেহই নিশ্চিত উত্তর দিতে পারে না, কেননা পৃথিবী শীতল হইবার পূর্ব্বে আমরা কেহই পৃথিবীতে ছিলাম না, সুতরাং তখন পৃথিবী কি করিত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে বৈজ্ঞানিকেরা এমন কয়েকটি অকাট্য যুক্তি-সংগ্রহ করিয়াছেন, যৎসমুদয়ের সাহায্যে তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে চাহেন

যে, পৃথিবীর গতি-বেগ ক্রমশঃ নিশ্চিতরূপে কমিয়া যাইতেছে; এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বহু পূর্ব্বে পৃথিবীর গতি-বেগ দ্রুততর ছিল। পৃথিবী একবার সম্পূর্ণরূপে আপনা আপনি ঘুরিলে, একটি দিন হয়। এরূপ হইতে পারে যে, প্রতি শতাব্দীতে পৃথিবী কয়েক সেকেণ্ড করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। সার জর্জ্জ ডারউইন-নামক এক বৈজ্ঞানিক আঁক কষিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন সময়ে পৃথিবী এখনকার চেয়ে চার ঘণ্টা কম সময়ে একবার আপনা আপনি ঘুরিত, আর উত্তরকালে কোন সময়ে পৃথিবীতে ৩০ ঘণ্টায় বা তদূর্দ্ধ সময়ে দিন হইবে। একথাটিতে কিন্তু সন্দেহ করিবার নানা কারণ আছে।

পৃথিবীর গতি-বেগ শ্লথ হইবার কারণ এই, চন্দ্রের দ্বারা (কিয়ৎপরিমাণে সূর্য্যেরও দ্বারা) পৃথিবীর উপরে নানা প্রবাহ সমুত্থিত হইতেছে। পৃথিবী শৈত্যলাভ করিবার বহুপূর্ব্বেও এই প্রবাহনিবহ বিদ্যমান ছিল, সন্দেহ নাই। তখন এই প্রবাহনিবহে, এখনকার মত এত জল না থাকিলেও, নানা দ্রব পদার্থ ছিল, সেই পদার্থগুলি এখন জমিয়া ভূপ্রস্তরে ও পৃথিবীর বহিরাবরণীতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রবাহসমূহ এখন পৃথিবীসহ সংঘর্ষিত হইয়া উহার গতি-বেগে বাধা দিতেছে, তাই উহার গতি ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়িতেছে।
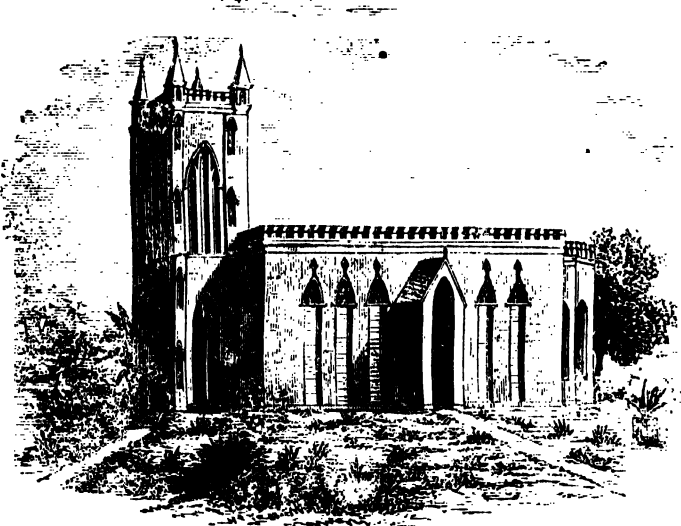
৩

আগুনে লোহা একেবারে পুড়িয়া ছাই হয় না কেন?

কোন কিছু যখন একেবারে পুড়িয়া যায়, তখন তাহা অম্লযান-নামক একপ্রকারের বায়ব পদার্থের সহিত মিশিয়া এক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় মাত্র। কখন কখন ঐ যৌগিক পদার্থটি বায়ব আকার-ধারণ করিয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়, তাহাতে আসল জিনিসটি যেন উবিয়া যায়, আবার কখন কখন ঐ যৌগিক পদার্থটি এমন কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, যাহা সহজেই ভাঙিয়া পড়ে।

আগুনের কাজ কি জান? এমন অনেক জিনিস আছে, যে গুলিকে উচিতমত উত্তপ্ত না করিলে, তাহারা অম্লযানের সহিত মিশ্রিত হয় না। আগুন সেই সমস্ত জিনিসকে এমন উত্তপ্ত করিয়া দেয় যে, তাহারা অম্লযানের সহিত মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে, আর তখনই তাহারা, সাধারণী ভাষায় বলিতে হইলে, বলিতে হইবে, পুড়িতে আরম্ভ করে।

একথা সত্য নয় যে, আগুনে লোহা নিঃশেষে পুড়িয়া যায় না। সাধারণ উত্তাপে লোহা বড় ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে। উত্তাপ খুব চড়াইয়া দিলে, লোহাও পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। বিনা উত্তাপেও লোহা ক্ষয় পায়, আর্দ্র বায়ুতে রাখিলে, লোহায় মর্চ্চ্যা ধরে, ঐ মর্চ্চ্যা অম্লযানযুক্ত লৌহ ছাড়া আর কিছুই নহে।

৪

আলো আলো দেয় কেন?

এই প্রশ্নটী শুনিলে মনে হয়, প্রশ্নটি বড় বোকার মত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রশ্নটি বাস্তবিকই বেশ বুদ্ধিমানের মত করা হইয়াছে। আমরা জানি, যাহাকে আমরা আলো বলি, তাহা ঈথরের তরঙ্গগতি ছাড়া আর কিছুই নহে; আবার, যাহাকে আমরা ধ্বনি বলি, তাহাও বায়ুতে আর এক প্রকারের তরঙ্গগতি-ছাড়া আর কিছুই নহে। তবুও, যদি আমরা পারি, এই প্রশ্নটির আমাদিগকে উত্তর দিতে হইবে - একপ্রকার তরঙ্গগতি আমাদের মস্তিষ্কে আলোকের চেতনা ও অন্য-অন্যপ্রকার তরঙ্গগতি ধ্বনির চেতনা উৎপন্ন করে কেন? বায়ুর তরঙ্গগতিদ্বারা আলোক ও ঈথরের তরঙ্গগতিদ্বারা ধ্বনি সঞ্জাত হয় না কেন?

এই প্রশ্ন-দুইটির উত্তরে আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, মস্তিষ্ক ঐ ভাবেই গঠিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক জেম্‌স যেমন বলিয়াছেন, আমরাও তেমনই অনুমান করিয়া বলিতে পারি যে, চক্ষুহইতে যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে গিয়া পঁহুছিয়াছে, সেগুলি মস্তিষ্কের শ্রুতিকেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইতে পারে, এবং কর্ণহইতে যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে গিয়াছে, সেগুলি মস্তিষ্কের লোকনকেন্দ্রে ধাবিত হইতে পারে, অথবা আমরা ইহাও অনুমান করিয়া বলিতে পারি যে, কোন স্থানে ঐকতান-বাদ্য শুনিতে গিয়া আমরা সুর দেখিতে ও বাদকদিগের এবং বাদ্যযন্ত্রগুলির সঞ্চালন শুনিতে পারি। ঐ কথা বলা যা', আর যাহাদিগকে আমরা আলোক ও ধ্বনি বলি, মস্তিষ্কের যে যে অংশের সহিত তাহাদিগের সংস্রব, তাহাদিগকে সেই সেই অংশের ক্রিয়ার ফল বলাও তা'ই।

কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে যুগ্মানুভূতি জন্মে, ইহাদের মস্তিষ্কের একাংশ, ধর শ্রুতিকেন্দ্র, উত্তেজিত হইলে, লোকনকেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনি আলোকোৎপাদক বলিলে, মিথ্যা বলা হয় না। এরূপ লোকে মৃদঙ্গ-নিনাদ শুনিলে, বুঝি, রক্ত বর্ণ দেখে, মুরলী-ধ্বনি শুনিলে, বুঝি, পীতবর্ণ দেখে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু সত্য সত্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

৫

আকাশ যখন নির্ম্মেঘ থাকে, তখন আকাশের মেঘগুলি কোথায় যায় ?

আমরা জানি, জলহইতে মেঘ হয়, হাওয়ায় জল অনেক আকারে ভাসিতে পারে। উহা মেঘে পরিণত হইলে, তরল বিন্দুর আকার-ধারণ করে। কুয়াসার দিনে আমাদের প্রশ্বাস-হইতে এরূপ অনেক তরল বিন্দু বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। যে দিন আকাশ নির্ম্মেঘ থাকে, সে দিনও জল আকাশেই ভাসিতে থাকে। তবে সূর্য্যের উত্তাপহেতু ও উপরিস্থ বায়ুর তড়িৎঘটিত অবস্থার জন্য, বায়ু সমস্ত জলটাকে বায়বাকারে আপনাতে ধারণ করে।

এই বায়বাকার জল বা বাষ্প বায়ুরই মত স্বচ্ছ। বস্তুতঃ অম্লযান, যবক্ষারযান প্রভৃতির ন্যায় বাষ্পও বায়ুর একটী উপাদান। নির্ম্মেঘ দিবসেও আকাশ জলশূন্য থাকে না; জলের মধ্যে ডুবিয়া চোখ খুলিলে, আমাদের যে অবস্থা হয়, নির্ম্মেঘ দিবসে আমাদের সেইরূপ অবস্থাই হয়, কিন্তু আমরা ইহা তত অনুভব করিতে পারি না। আকাশে যদি সর্ব্বদা জলকণা ভাসিতে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সূর্য্যের উত্তাপে জ্বলিয়া মরিতাম। আকাশে ভাসমান জলকণা তাপ-রোধ করে, কিন্তু উহা আলোক-রোধ করে না।

৬

যে সব জিনিস বুড়াদের জন্য ভাল, সে সব জিনিস ছেলেদের জন্য ভাল নয় কেন ?

ছেলেতে ও বুড়াতে সত্য সত্যই বড় বেশী তফাৎ নাই, যে সব জিনিস খাইলে, ছোট ছেলেদের বড় বেশী অনিষ্ট হয়, সে সব জিনিস খাইলে, বুড়াদের যে, একেবারেই অনিষ্ট হয় না, এ কথা সত্য নয়। তবে এ কথা সত্য, যে সব জিনিস ছেলেদের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করে, সে সব জিনিস বুড়াদের তেমন কিছু করিতে পারে না।

এইরূপ হইবার তিনটী কারণ আছে। প্রথম কারণ এই, ছেলেদের শরীর বুড়াদের শরীরের চেয়ে ঢের ছোট, সুতরাং উহা বুড়াদের দেহের অপেক্ষা ঢের কম বিষ-সহনক্ষম। দ্বিতীয় কারণ, বিষ কি করিয়া সহিতে হয়, তাহা মনুষ্যদেহকে শিখিতে হয়, শিখিতে সময় লাগে। তাই ছেলেরা তামাক, সুরা প্রভৃতি আদৌ সহিতে পারে না। এমন কি বুড়ারাও প্রথম দিন যখন ঐ সকল বিষ-সেবন করিতে প্রয়াস পায়, তখন বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে। তৃতীয় কারণটী কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। জীবেরা যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই তাহারা বিশেষরূপ বিষবিকার-অনুভব করে; কারণ বৃদ্ধি-পাওয়াটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকার চেয়ে সূক্ষ্ম ও দুরূহ কার্য্য, এইজন্য বর্দ্ধনশীল দেহ স্বভাবতঃ সমধিক সূক্ষ্ম হয়, তখন উহা কেবল একপ্রকারেই সুস্থ থাকে, কিন্তু অসুস্থ নানাপ্রকারে হইয়া পড়ে।

নীলু-খুড়ো

পল্লীযুবক—"যে ক'গাছি চুল আছে মাথায় তোমার,
সব সাদা ধবধবে শোণের আকার,
তোমাকে দেখে তো লাগে, তুমি বড় বুড়ো,
তবু তুমি মজবুত কেন এত, খুড়ো ?"

নীলু-খুড়ো—"শুন্তে চাও, বাবা ? শোন, ক'র্‌ছি না ঠাট্টা,
যৌবনটা কারু নয় মৌরুশী পাট্টা।
আমি তা' জান্তেম বেশ জোয়ান বয়সে,
তাই আমি আজও আছি আপনার বশে।"

পল্লীযুবক—"তোমার সুখের দিন চলে গেছে, খুড়ো !
যম এসে তোমারে তো করে তাড়াহুড়ো !
তবুও আমরা কেন দেখি না তোমায়
সেকালের তরে কেউ কর্ত্তে হায়, হায় ?"

নীলু-খুড়ো—"জোয়ান বয়সে রোজ রা'খ্‌তেম মনে,
বাঁচি যদি, বুড়ো আমি হ'বই জীবনে,
ক'র্‌তেম কাজ ভেবে কি হ'বে আখেরে,
তাই দুঃখ পা'র্‌ছে না ফে'ল্‌তেই ফেরে !"

পল্লীযুবক—"খুড়ো, আর ক'দিন বা তুমি দুনিয়ায় ?
তবু তো তোমার দেখি ফূর্ত্তি না ফুরায় !
ম'র্‌বার কথা হ'লে কাঁপে কত বুড়ো,
তুমি তা'তে কেন খুব খুশী হও, খুড়ো ?"

নীলু-খুড়ো—"ঈশ্বরকে নিত্য তা'র পাগ্‌ড়ীর চূড়ো
ক'রে, বাবা, রেখে থাকে তোমাদের খুড়ো,
তাই তো ঈশ্বর আজও দয়া ক'রে তা'র
থা'ক্‌তে দিচ্ছেন তাঁ'র পায়ের গোড়ায়।"

রগড়ের যাদু।

এমন কতকগুলি যাদু আছে, যেগুলি দেখাইতে তত সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয় না, অথচ সেই যাদুগুলি দেখাইয়া লোকদের বেশ আমোদিত করা যাইতে পারে।

ধর, একটী সাধারণ মেজের উপরে একগেলাস জল রাখিয়া গেলাসটিতে রুমাল ঢাকা দিয়া আমি দর্শকদিগকে বলিলাম, আপনারা দেখিবেন, আমি রুমাল না উঠাইয়া গেলাসের জল-পান করিয়া ফেলিব। তাহার পর টেবিলের নীচে গিয়া গেলাসের জল শুষিবার ভাণ করিতে থাকিলাম, পরে বাহিরে আসিয়া একজন দর্শককে বলিলাম, আপনি রুমাল তুলিয়া দেখুন দেখি, আমি জলপান করিয়াছি কি না। সে যেই রুমাল-খানি তুলিবে, আমি অমনই গেলাসের জল-পান করিয়া ফেলিয়া বলিব, দেখুন, আমি রুমাল না তুলিয়া গেলা-সের জল-পান করিয়া ফেলিলাম! দর্শকেরা তাহা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে!

এই বালকটি সন্তরণে একটি পুরস্কার পাইয়াছে।

আর একটী রগড় এইরূপে করা যাইতে পারিবে। আমি আমার পকেটহইতে ২টি আনী বাহির করিয়া একজন দর্শককে আর একটী আনী আমার হাতে দিতে বলিব। সে তাহা দিলে, আমি সেই আনী-তিনটী এইরূপে গণিতে থাকিব, এক, দুই তিন, সবসুদ্ধ চার আনা। সে দর্শক আনীটী দিয়াছে, সে অবশ্য বলিবে, না, তিন আনা। আমি আবার গণিব, এক, দুই, তিন—চার আনা। সেই দর্শক আবার বলিবে, না, তিন আনা। আমি তখন বিস্মিত হওয়ার ভাণ করিয়া আবার আনী-তিনটী গণিয়া বলিব, এই তো চার আনা। সে আবার আমার কথার বিরুদ্ধ কথাই বলিবে, তখন আমি বলিব, আচ্ছা, আমার যদি ভুলই হইতেছে, তাহা হইলে আনীটী আমি কি লইতে পারি? সেই দর্শকের তাহাতে অবশ্যই কোন আপত্তি হইবে না। তখন আমি বলিব, আমার ভুল হইতেছিল, আনীটী আমি লইলাম! তখন আমার চালাকী বুঝিতে পারিয়া দর্শকেরা হাসিয়া উঠিবে!

আর একপ্রকারের যাদু আছে, তাহা দেখাইলে, দর্শকেরা যেন হতভম্ব হইয়া যাইবে। একটী বড় এনামেলের বাটি একটী টেবিলের উপরে স্থাপিত করিয়া ২।৩ জন দর্শককে তাহার ভিতরে দুই-তিনটী আনী ফেলিতে বলিব, তাহার পর বাটিটিতে একখানি রুমাল চাপা দিয়া কিছুক্ষণ বাগাড়ম্বর করিতে থাকিব, তখন চুম্বকের কি অদ্ভুত শক্তি এই বিষয়ে খানিকক্ষণ বক্তৃতা করিতে পা-পারিলে, মন্দ হইবে না। অতঃপর এক-জন দর্শককে একটী আনী বাটির মধ্য-হইতে বাহির করিয়া সেই আনীটীকে কোন প্রকারে চিহ্নিত ক-রিতে বলিব। আ-নীটী চিহ্নিত হইলে, কয়েক জন দর্শককে সেই আনীটী বিশেষ করিয়া চিনিয়া রাখিতে অনুরোধ করিব, তখন অবশ্য আনীটী হাতে হাতে ঘুরিতে থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আমি একজনকে রুমাল-দিয়া আমার চোখ বাঁধিতে অনুরোধ করিব। আনীটী কয়েকজন দর্শক বিশেষ-ভাবে চিনিয়া লইলে, আমি টেবিলের বিপরীতদিকে মুখ

ফিরাইয়া একজন দর্শককে সেই আনীটীকে আবার টেবিলের বাটির মধ্যে ফেলিয়া রুমাল চাপা দিতে বলিব, সে তাহা করিলে, আমি চোখ-বাঁধা-অবস্থায় দাঁড়াইয়া দর্শকদিগকে বলিব, আমি এখন চিহ্নিত আনীটী বাটির রুমাল না তুলিয়া, বাটির মধ্যে কেবল হাত পূরিয়া, এই চোখ-বাঁধা অবস্থায় বাহির করিব। ইহা শুনিয়া দর্শকেরা মোটেই আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, আমি তখন কথামত চিহ্নিত আনীটী বাহির করিয়া দর্শকদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিব।

এই যাদুর কৌশলটী বড় সোজা। প্রথমে যখন বাটিতে ২।৩টী আনী ফেলিয়া বাগাড়ম্বর করিতে থাকি, তখন সেই আনী-গুলি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কিন্তু যে আনীটীকে বাহির করিয়া আনিয়া, চিহ্নিত করিয়া লোকের হাতে হাতে ঘুরান হয়, তাহা লোকের হাতে হাতে গরম হইয়া উঠে, তখন সেই গরম আনীটীকে অনুভব করিয়া বাহির করিয়া আনা একটুও কঠিন কাজ নয়।

সম্পাদকের দপ্তর।

বিদ্‌ঘুটে নয়এর কোটার নামতা।

"আঃ! নয়এর কোটার নামতাটা ভারি বিদ্‌ঘুটে, কিছুতেই মুখস্থ হ'চ্ছেনা; দূর! আর পারি নে।"

এই বলিয়া রোরুদ্যমান রাম তাহার শ্লেটখানি মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া তাহার চোখের জল-সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কারণ তাহার মত "ধেড়ে" ছেলেকে কাঁদিতে দেখিলে, লোকে কি বলিবে? আজ বৈকালবেলা অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে যাইবার তাহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বাবা বলিয়াছেন, নামতা মুখস্থ না করিয়া সে খেলিতে যাইতে পাইবে না।

গত মাসে মাসিক-পরীক্ষায় রাম আঁকে খুব কম নম্বর পাইয়াছিল, কাজেই এ মাসে তাহাকে খুব মন-দিয়া বাড়ীতে পড়িতে হইবে। ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, শ্রুতি-লিখন, হস্তলিপি, বাঙ্গালা প্রভৃতির চেয়ে আঁকই রামের বড় বেশী শক্ত ঠেকিত, আবার আঁকে নয়এর কোটার নামতা মুখস্থ করা তাহার প্রায় অসাধ্য-বোধ হইতেছিল।

যাহা হউক, ঘরের মেঝ্যায় শ্লেটখানি ফেলিয়া রাম এতই অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিল যে, আর একজন কে যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে টেরই পাইল না। আগন্তুক বালক হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বা, রাম, বেশতো তুমি! আমরা তোমার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি এখানে ব'সে, হাঁ ক'রে আকাশ-পাতাল কি ভাব্‌ছ?"

রাম মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গী হরি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বাষ্পগদ্গদস্বরে উত্তর দিল, "আজকে আমার খেল্‌তে যাওয়া হ'বে না। হতচ্ছাড়া ন'এর কোটার নামতাটা আগে মুখস্থ করা চাই, তোমরা আজ যাও।"

হরি বলিল, "সে কি! তুমি না গেলে আজ আমাদের খেলাই যে বন্ধ হ'য়ে যা'বে। ন'এর কোটার নামতাটা মুখস্থ হ'চ্ছে না? কতখানি হ'য়েছে, একটুও কি হয় নি?"

রাম উত্তর দিল, "আদ্ধেক হ'য়েছে, কিন্তু আর আদ্ধেক কিছুতেই মুখস্থ হ'চ্ছে না।"

হরি বয়সে রামের চেয়ে এক বৎসরের বড়। সে বলিল, "এই? এরির জন্যে এত ভাব্‌না প'ড়ে গিয়েছে? আচ্ছা, দেখ, আমি তোমাকে মিনিট-দশেকের মধ্যে সমস্তটা মুখস্থ করিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু, রো'স, আগে আমি তা'দের যেতে ব'লে আসি।"

অল্পক্ষণ পরে হরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শ্লেট-পেন্সিল হাতে নাও, যতদূরপর্য্যন্ত মুখস্থ ক'র্‌তে পেরেছ, ততদূর প্রথমে শ্লেটে লিখে ফেল।"

রাম অতি পরিস্কৃতভাবে শ্লেটে লিখিল—

৯	৯	৯	৯	৯
১	২	৩	৪	৫
৯	১৮	২৭	৩৬	৪৫

হরি তাহা দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা, বেশ! পাঁচ নমে কত লিখেছ?"

রাম। ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)।

হরি। ৪৫ (পঁয়তাল্লিশের) পাঁচ আগে চার পরে লি'খ্‌লে, কত হয়?

রাম। ৫৪ (চুয়ান্ন)।

হরি। ৫এর পরে ৬, ৬নম্ ৫৪,৪৫এর উল্টো ৫৪; একথা-গুলো মনে রা'খ্‌তে পার কি?

রাম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "বা! বেশ মজা তো, এ আমার বেশ মনে থা'ক্‌বে।"

হরি। বেশ, এবার আর এক ঘর পিছিয়ে যাও। ৪ নম্ ৩৬, ৩৬কে উল্টোলে কত হয়?

রাম। ৬৩ (তেষট্টি)।

হরি। ৬এর পরে কি?

রাম। ৭।

হরি। ৭ নম্ তবে কত?

রাম (সহর্ষে)। ৩৬এর উল্টো ৬৩!

হরি। এও মনে থা'ক্‌বে তো?

রাম। হ্যাঁ, বেশ মনে থা'ক্‌বে!

হরি। আর এক ঘর পেছনে গেলে কি পাওয়া যায়?

রাম। ২৭।

হরি। ২৭এর উল্টো কি?

রাম। ৭২।

৮নম্—২৭ এর উল্টো—৭২, ৯নম্—১৮ র উল্টো—৮১, আর ন'দশে তো নব্বই!

হরি গুরুমহাশয়ের মত গম্ভীর হইয়া বলিল, "পাঁচ মিনিট-টাক এই নামতা মুখস্থ কর, তা'র পর আমি তোমার পড়া নেব।"

রাম মন-দিয়া মুখস্থ করিতে লাগিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে নয়এর কোটার নামতা মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তাহার পর হরিকে বলিল, "বেড়ে চমৎকার ফিকির! কে তোমাকে এই ফিকির শিখিয়েছে?"

হরি বলিল, "কেউ না। আমি নিজেই একদিন দে'খ্‌লেম, নএর কোটার নামতার প্রথম আঙ্কের গুণফল উল্টে লি'খ্‌লে,

ভাল করে পড়িলেই, ভাল থাকে মন;
ভাল মনে ভাল লাগে খেলাটি কেমন!

হরি। ৭এর পরে কি?

রাম। ৮।

হরি। ৮ নম্ তবে কত?

রাম। ৭২! ওহো বুঝেছি, আর তোমায় ব'ল্‌তে হ'বে না। ন'এর কোটার নামতা তবে এই হ'বে—

৯ ৯ ৯ ৯ ৯
১ ২ ৩ ৪ ৫
৯ ১৮ ২৭ ৩৬ ৪৫

৬নম্—৪৫এর -৫৪, ৭ নম্—৩৬এর উল্টো—৬৩, দ্বিতীয় আঙ্কের গুণফল পাওয়া যায়।

রাম বলিল, "সব ক'টা কোটার নামতা যদি এইরকম ক'রে মুখস্থ ক'রার সুবিধে পাওয়া যেত, তা' হ'লে বেশ হ'ত।"

হরি হাসিয়া বলিল, "নএর কোটার নামতাটা মুখস্থ করা তবে তত শক্ত নয়, কি বল?"

একটী সাতবৎসরবয়স্ক ছোট ছেলে লুচি খাইতে বড় ভাল বাসিত, সুযোগ পাইলে, সে ধামাকে ধামা লুচি পার করিত। একদিন তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে খাইতে বসিতে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে অমুক! তুই কি কখন পেট ভ'রে লুচি খেতে পেয়েছিস্?"

নাতি। হ্যাঁ, ঠাকুর্দ্দা, অনেকবার আমি টের পেয়েছি আমার পেট ভ'রেছে।

ঠাকুরদাদা। কি ক'রে টের পেয়েছিলে?

নাতি। যতক্ষণ না পেট কামড়ে ওঠে, ততক্ষণ খেতেই থাকি, পেট কাম্‌ড়ে উঠ্‌লে আর এক খানা লুচি খেয়ে বু'ঝ্‌তে পারি, পেট ভ'রেছে!

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। বসন্তর টিকে নিলে যে, কারুর কিছু উপকার হয়, এ আমি বিশ্বেস করি নে।

চিকিৎসক। কেন, সকলেই তো টিকে নেয়, তোমার টিকের ওপর এত অবিশ্বাস হ'বার কারণ কি?

বৃদ্ধা। কারণ আছে; আমার ভাই টিকে নিয়ে তা'র পনরদিন পরেই গাছ-থেকে প'ড়ে ম'রেছে!

এক ডাক্তার একটি নূতন ঔষধ-আবিষ্কার করিয়া এই-রূপ বিজ্ঞাপন-প্রচার করিয়া-ছিল—

কাসারি!

আর কাসিও না, কাসারি
কাস-রোগে ধন্বন্তরি!
মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

একজন লোক সেই বিজ্ঞা-পন দেখিয়া একশিশি কাসারি কিনিয়া লইয়া গেল; কিন্তু তিনদিন পরে ঔষধ-বিক্রে-তার দোকানে আসিয়া বলিল, "কাসারি কাস-রোগে ধন্বন্তরি, না ঘোড়ার ডিম! জুচ্চুরি ক'রবার আর জায়গা পাও নি? শিশিকে শিশি ওষুধ খেয়েও আমার রোগ যেমন তেমনই আছে। দাও, আমার টাকাটি ফিরিয়ে দাও, নইলে ভাল হ'বে না ব'ল্‌ছি!"

ডাক্তার। কি সর্ব্বনাশ! শিশিকে শিশি ওষুধ খেয়েছেন? বলেন কি, খেয়েছেন? লোকের জুতোর তলা ভিজে সর্দ্দি হয়, তাই জুতোর তলায় লাগা'বার জন্যে শিশিতে যে "রবার সলিউশন" ছিল!

নিম্নলিখিত কৌশল-অবলম্বন করিলে, দর্শকদিগকে সর্ব্বদাই খুব আমোদ দিতে পারা যায়। যে সেই কৌশলানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, সে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে। কৌশলটা এই:—কতকগুলি লোক একত্র হইলে, তাহাদের মধ্যহইতে একজনকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে নিজের নাম-স্বাক্ষর করিতে পারে কি না? যখন সে উত্তর করিবে, "হ্যাঁ পারি," তখন তাহাকে একটা পেন্সিল আর একখানা কাগজ দাও। কাগজটা ভাঁজ করিয়া লম্বা ও সরু করিতে বল। তাহার পর সেই লম্বা কাগজ-খানা তাহার কপালে ধরিয়া উহার উপরে পেন্সিল-দিয়া, যত শীঘ্র পারে, তাহাকে তাহার নাম-স্বাক্ষর করিতে বল। যদি সে ইতস্ততঃ না করিয়া ঐরূপ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাগজের বামদিক্‌হইতে লিখিতে আরম্ভ করিবে। ইহা দেখিয়া দর্শকেরা খুব আমোদ পাইবে। কারণ আয়নার মধ্যে কোনও হস্ত-লিপির প্রতিবিম্ব যেরূপ উল্টা দেখায়, তাহার স্বাক্ষরও সেইরূপ উল্টা হইবে। তাহার পর নিজের উল্টা স্বাক্ষর দেখিয়া, লেখকের মুখে যে আশ্চর্য্য ভাব দৃষ্টিগোচর হই-বে, তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে নিশ্চয়ই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিবে।

কি পড়্‌ছ ল'য়ে করে, ওহে খগবর?
কেন বা হয়েছে আজি এত পাঠপর?
দুলা'য়ে পুলকে তা'র পুচ্ছের পালখ
উত্তরিল পাখী, "পড়ি বাঁধান 'বালক'!

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ বা ইংলণ্ডের রাজকুমার যখন-দেশে ছিলেন, তখন প্রাতঃ-কালীন ভোজনের পূর্ব্বে তিনি প্রতিদিন ছয় মাইল দূরে পদব্রজে বেড়াইতে যাইতেন। এখনও তিনি, অবসর পাইলেই, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রেও সেরূপ বেড়াইতে গিয়া থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এইরূপ বেড়াইয়াও তিনি কি যথাকালে শয়ন করিতে যাইতে পান? তিনি উত্তর করেন যে, না, তাহা করা অসম্ভব, কারণ প্রতিরাত্রিতেই তিনি তাঁহার পিতা, মাতা ও ভগিনীর নিকটে পত্র লিখেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে কামানের গোলা পড়িতে থাকিলেও, তিনি আত্ম-রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়াস পান না। কেবল একটী কথা তিনি শুনেন। কেহ যদি বলে যে, তিনি

ধরা পড়িলে, ইংরেজদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া গমন করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, যুদ্ধে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তিনি তাহা হইলে সহাস্যবদনে উত্তর করেন, "তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ বাড়ীতে আমার অনেক ভাই আছে।"

কেশরীর কথা।

পৃথিবীতে ন্যূনপক্ষে ছেচল্লিশটি মার্জ্জারজাতীয় পশু দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যভারতীয় বা আফ্রিকার সিংহ, সুন্দরবনের নরভুক্ ব্যাঘ্র, আমাদের গৃহে পালিত আমিষ-অপহারক বিড়ালেরই লোভন নহে। কিন্তু তাহার কেশর-শোভিত মুণ্ড এক ভয়াবহ সৌন্দর্য্যের আধার। সিংহীর কিন্তু কেশর নাই, তবুও সে বলে বা বিক্রমে তাহার বল্লভেরই অনুরূপ।

রূপান্তরমাত্র। ঐ মার্জ্জারজাতীয় জীবের মধ্যে সিংহ, বলে না হউক, বিক্রমে শ্রেষ্ঠ। সিংহ যত গর্জ্জন করে, ব্যাঘ্র তত করে না। সিংহ পোষ মানে, ব্যাঘ্র পোষ মানে না। ব্যাঘ্র ছিব্‌লা, সিংহ গম্ভীর। সিংহ আত্মরক্ষার্থে, শাবকদিগের প্রাণরক্ষার্থে ও আহার-সংগ্রহার্থে হিংসা করে, কিন্তু ব্যাঘ্র অকারণেও হিংসা করিয়া থাকে। সিংহকে দেখিলে, মানুষের হৃদয়ে তাহাকে পালন করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শার্দ্দূল-পালনে কাহারও তত ইচ্ছা জন্মে না। সিংহের অপেক্ষা ব্যাঘ্রই বরং সুশ্রী, তবু ব্যাঘ্র তাহার দুঃস্বভাববশতঃ মানুষের প্রীতির পাত্র নয়। সিংহের প্রকৃতিতে যে উদারতা, মহত্ত্ব ও

এই চিত্রলিখিত ঘটনা বুঝিতে চাহিলে, পাঠকদিগকে ১৯১৩ সালের মে-মাসের "বালকে" ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পড়িয়া দেখিতে হইবে।

গাম্ভীর্য্য দেখা যায়, তাহাই তাহাকে, বোধ করি, "পশুরাজ" এই অভিধা-প্রদান করিয়াছে। সিংহের গাত্রবর্ণ মেটিয়া, লোচন-

আফ্রিকার সিংহেরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আকার-ধারণ করে। সাধারণ সিংহ তাহার নাকের ডগহইতে লেজের গোড়াপর্য্যন্ত লম্বে ছয় ফুট্ হয়, এবং তাহার লাঙ্গুলটির দৈর্ঘ্য তিন ফুটের কম হয় না। তাহার পদ-চতুষ্টয় স্থূল, খর্ব্ব ও খুব মজবুত। পায়ের থাবা বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ। তাহার পদ-নখরগুলি সে সচরাচর বিড়ালের মত প্রচ্ছন্ন রাখে, কেবল কাহাকেও আক্রমণ-কালে বহির্নিঃসৃত করিয়া থাকে। যে সিংহ লম্বে ছয় ফুট, তাহার খাড়াই ৩॥০ ফুটের কম হয় না। আফ্রিকার সিংহ ভারত-কেশরীর অপেক্ষা কৃষ্ণকায়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা ইহাদিগকে কৃষ্ণ-কেশরী কহিয়া থাকে। ইহারা নাকি ভারতের পশুরাজদিগের অপেক্ষা রুদ্রমূর্ত্তি ও রুক্ষস্বভাব। আফ্রিকার সিংহেরা ভারতীয়

সিংহদিগের অপেক্ষা সমধিক সুশ্রী ও বৃহৎকায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে কখন কখন আট ফুটও হয় এবং ইহাদের লাঙ্গূলের দৈর্ঘ্য ৪ফুট্ হইয়া থাকে। ইহাদের খাড়াইও চার ফুটের কম হয় না।

সিংহ হরিণের মত দ্রুতগামী জীব নহে, ইহাতে মার্জ্জার-প্রকৃতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। মুক্ত স্থানে ইহা কোন জীবকে পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারে না। গৃহপালিত মার্জ্জারের ন্যায় ইহা কচিৎ ধাবমান হয়। বিড়াল যেমন ওৎ পাতিয়া থাকিয়া ইন্দুর-শিকার করে, সিংহও তেমনই ঝোপ-ঝাড়ে লুকাইয়া থাকিয়া কোন জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন মুক্ত স্থানে যখন কোন পশুকে ইহার শিকার করিবার প্রয়োজন হয়, তখন ইহা কয়েকবার ঝম্প দিয়া সেই পশুর নিকটবর্ত্তী হয়, এবং তাহার পশ্চাদ্দিক্‌হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। সিংহের চোখও বিড়ালের চোখের মত। তবে তাহার চোখ-দুইটি খুবই বড়, তাহাতে তাহার এই সুবিধা হয় যে, সে অনেকখানি আলোক নিজ নয়নে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইতে পারে। ইহার ফলে সে অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায়। শিকারীরা যদি দেখেন যে, সিংহ দিনমানে রণ দিতে তত প্রস্তুত নয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, কারণ সিংহ সুযোগ না বুঝিলে, আক্রমণ করিতে চাহে না।

"আফ্রিকায় পঞ্চবর্ষব্যাপী মৃগয়া"-নামক গ্রন্থের লেখক বলেন, "সিংহীর বাচ্ছা হইলে, সিংহ নির্ভীক হইয়া উঠে, তখন নিতান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে অসংখ্য মনুষ্যের সম্মুখীন হইতে ভয় পায় না। একদা আমি "বেসলেকা"-অঞ্চলে আড়াইশত লোক সঙ্গে লইয়া হস্তী-শিকার করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, এক সিংহ অকুতোভয়ে আমাদের সম্মুখীন হইতেছে! সেই পশুরাজকে দেখিয়া আমার আড়াইশত অনুচরই পীঠটান দিল! আমি আমার চারিটি শিকারী কুকুরকে ছাড়িয়া দিলাম, তাহারা সিংহের সম্মুখীন হইয়া ভয়ানক ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। সিংহ যখন দেখিল যে, তাহার ভয়ে আড়াইশত মনুষ্য অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তখন সে কুকুরদের চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে আপন শাবকদিগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যে দিকে সিংহী পলাইতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া গুরুগম্ভীর পদবিক্ষেপে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি তখন একা, তাই আর তাহাকে ঘাঁটাইলাম না, আমার কুকুর-চারিটিকে ডাকিয়া লইলাম এবং সেই মহাপরাক্রান্ত পশুরাজকে অক্ষতদেহে ফিরিয়া যাইতে দিলাম।"

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখন তাই তাম্বুর দড়িগুলাও ছাতুর পক্ষে দেখিবার মত জিনিস হইয়া দাঁড়াইল, যে সমস্ত মুটিয়া-মজুর তাম্বুতে খাটিতেছে, তাহাদেরও মুখগুলি ছাতুর যেন চেনা বন্ধুর মুখ বলিয়া মনে হইতেছে, এখন সারকাসের কোন কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা দেখান, তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে চীনাবাদাম বিক্রীত হইতেছে, সেদিকে পদচালনা না করা তাহার পক্ষে তো একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই তো কালিহইতে সেখানে বসিয়া খরিদদারদিগকে চীনাবাদাম, পাণ, বিড়ী, সরবৎ, চা, লেমনেড, সোডা প্রভৃতি বেচিবে, সে দোকান তো, বলিতে গেলে, তাহারই। আবার তাহার এই শুভাদৃষ্টের কথাগুলি তাহার সঙ্গীদের কাছে গিয়া বলিতে না পাওয়াতে, তাহার মুখ চুলকাইতেছিল। কিন্তু আজিকার দিনটা চুপ করিয়া থাকিলেই, কালি পূর্ণানন্দভোগ; তাই আজ সে তাহার বন্ধুদের কাছে পাছে কোন কথা বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে তাহাদের সহিত একটিও কথা কহিতে সাহস পাইতেছিল না।

সেদিন দুপুরবেলা সে বাড়ীতে ভাত খাইতে গেল না। হৃদয়ের আবেগে দুই-তিনবার চীনাবাদামওয়ালার দোকানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, এবং প্রত্যেকবারই দোকানদারের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকারে মাথা নাড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে অবশ্য একবার দুই-একটি দরকারী জিনিস আনিবার জন্য বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে সে ধাড়ার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া গেল। ধাড়া তাহার পীঠে হাত চাপ্‌ড়াইয়া, তাহাকে একটা "কদমা" খাইতে দিল এবং তাহার ঘোলাটে, টেরা এবং চস্‌মা-পরা চোকে সরকারকে চোকও ঠারিল, তাহাতে ছাতু একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইল।

সেই রাত্রিতে কিন্তু ছাতুর মন হঠাৎ দমিয়া গেল। যেখানে সে থাকিত, সেখানে সে সুখে ছিল না এবং সারকাসে সে সুখে থাকিতে পাইবে, এইরূপ আশা করিতেছিল, তবু রাত্রিবেলা সে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, কারণ তাহার মনে হইতেছিল, সে যে কাজ

করিতে যাইতেছে, তাহা অন্যায় কাজ। এই সময়ে যদি তাহার "মামা" তাহাকে দুই-একটি সদয় কথা বলিত, তাহা হইলে সে হয় তো পলাইত না।

সে রাত্রিতে সে বড় কিছু খাইতে পারিল না, ইহা দেখিয়া তাহার "মামা" বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "এ কি রে! আজ যে ব্রহ্মার মন্দাগ্নি হয়েছে, দে'খ্'ছি—কিছুই খেলিনে কেন, অসুখ ক'র্'ছে বুঝি?"

"না, অসুখ হয় নি, সারকাসে বেজায় খেয়েছি।"

"ওহো, সেই পয়সা-দুটো বুঝি খরচ করা হ'য়েছে? আর তা'তে সের-দুত্তিন যাচ্ছেতাই বুঝি পেয়ে খেয়ে পেট দমসম ক'রেছ?"

ছাতু মনে মনে ভাবিল, গোটাকতক চীনে-বাদামে যদি আমার পেট দমসম হ'ত, তা'লে আর ভাবনা ছেল না, মামা যেন কি!

অতঃপর মাতুল-মহাশয় আর তাহার প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য রাখিলেন না। সে ভাতের থালা ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া ফেলিল। বাড়ীর বিড়ালটা, বুধী-গাইয়ের সাদা বাছুরটা, দাঁড়ের চন্দনাটা তাহার চোক-দু'টি অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিল! তবু সে তাহার দুরভিসন্ধি-ত্যাগ করিল না। তাহার কয়েকটি প্রিয় বস্তু একটি ছোট বোচ্‌কায় বাঁধিয়া সে খিড়কীর দরজা দিয়া সারকাসের দিকে ছুটিল।

সারকাসে পঁহুছিলে, ধাড়া তাহার পুঁটলীটি হস্তগত করিল। অনন্তর তাহাকে আবার কিছু খাদ্য দ্রব্য দিতে চাহিল, কিন্তু, ছাতু সেই রাত্রিতে সবিস্ময়ে এই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত করিল যে, হৃদয়ের সহিত উদরের যোগ আছে, তখন সে বিষণ্ণ হইয়াছিল, তাই একটুও ক্ষুধা-বোধ করিতেছিল না, এজন্য ধাড়া যে খাদ্য দিতে চাহিল, তাহা সে খাইতে অসম্মত হইল। তবু ধাড়া তাহার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিতে লাগিল। ছাতু হৃদয়ের দুঃখ ভুলিবার জন্য কখন সারকাসের খেলা, কখন জীবজন্তুদিগকে দেখিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু কিছুই তখন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

তিন-চার বার জীবজন্তুদিগের খাঁচার কাছ দিয়া যাওয়ার পর, তাহার মনে হইল যে, একটা বৃদ্ধ বানর যেন তাহার দুঃখে বড় দুঃখিত হইয়াছে, কারণ সে তাহারই মত মুখ চূণ করিয়া বসিয়া আছে। তাহা দেখিয়া ছাতু সেই বানরের খাঁচার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে বানরটিও তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল।

তখন ছাতু তাহার কাছে তাহার হৃদয়ের দুঃখ-জ্ঞাপন করিতে লাগিল। বানর অবশ্য বাক্‌শক্তিহীন, কিন্তু ছাতুর তাহা মনে হইল না, তাহার বরং মনে হইতেছিল, বানরটি তাহার সব কথায় সহানুভূতিপ্রকাশ ও সম্মতি-জ্ঞাপন করিতেছে। ধাড়া আসিয়া তাহাকে না ডাকিলে, সে কতক্ষণ তাহার সহিত বকিত, জানি না।

৩

নৈশ অভিযান।

যে গাড়ীতে চড়াইয়া ছাতুকে লইয়া যাইবার কথা স্থির হইল, সেই গাড়ীটী বানরদের গাড়ী। ইহা দেখিয়া ছাতু ভাবিল, এটা একটা ভাল লক্ষণ। সমস্ত রাত সে তাহার গম্ভীর-প্রকৃতি বানর-বন্ধুর কাছে কাছেই থাকিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ জন্মিল; তাহার বর্ত্তমান দুঃখের সময় ইহাতে সে তাহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা-লাভ করিল। সেই শকটের চালক তাহাকে এই উপদেশ দিল যে, "তুমি আমার গাড়ীর কাছে কাছেই থাক, যেই আমাকে গাড়ীতে ঘোড়া যু'ত্‌তে দে'খ্‌বে, অমনি তুমি কোচ-বাক্সের উপর উ'ঠে ব'স্‌বে। কারুর জন্যে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আমার কুষ্ঠীতে লেখে না, বুঝেছ?"

"বুঝেছি।" এই বলিয়া ছাতু গাড়োয়ানের পিছনে

এমন লাগিয়া রহিল যে, সে ভাবিতে লাগিল, "আচ্ছা লোককেই আচ্ছা হুকুম দিয়েচি!"

শীঘ্রই সারকাস ভাঙিয়া গেল। তখন স্থানান্তরে যাইবার জন্য সারকাসের লোকেরা তাঁবুটাবু সব নামাইয়া ফেলিতে লাগিল। ছাতু অবাক্ হইয়া সেই সমস্ত দেখিতে লাগিল। তখন সে তাহার দুঃখের কথা ভুলিয়া গেল; ভুলিয়া গেল যে, সে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতেছে, এক কথায় সে তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃতই হইল। সারকাসে তখন যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা হইতেছিল, সে সমস্ত তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সারকাসহইতে দর্শকেরা বাহির হইতে না হইতেই, তাঁবু নামাইয়া ফেলার কার্য্য-আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। লোকে দূরহইতে দেখিলে, মনে করিতে পারিত, এখন এখানে কি একটা গোলমাল হইতেছে, কিন্তু আসলে সেরূপ কিছুই হইতেছিল না, সারকাসটীর স্থানান্তর-গমনের সমস্ত কার্য্যই সত্বর ও সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হইতেছিল।

ছাতুকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, গাড়ীবান্ শীঘ্রই তাহাকে আসিয়া জানাইল যে, যাইবার সময় হইয়াছে এবং তাহাকে কোচবাক্সের উপর তুলিয়া লইল।

তখন যে কাণ্ডকারখানা হইতেছিল, তাহা এতই উৎসাহজনক এবং কোচবাক্সহইতে পতন-নিবারণের প্রচেষ্টা তাহাকে এতই বেশী করিতে হইতেছিল যে, ছাতুর আর দুঃখ-চিন্তার কোনই অবকাশ রহিল না।

লম্বা একসারি গোযান ও অশ্বযান মন্থর-গমনে সেই গঞ্জটী অতিক্রম করিয়া চলিল। চিরপরিচিত গঞ্জের শেষ-কুটীরখানি যখন পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন ছাতু সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ করিল। গাড়ীবান্ এতক্ষণ তাহার সহিত একটীও কথা কহে নাই, এইবার সে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "গাড়ীর কোচবাক্সের উপর ব'সে থাকা ভারি ঠক্ঠকি, না খোকা?"

ছাতু সংক্ষেপে যেই উত্তর দিয়াছে—"হ্যাঁ," অমনি গাড়ীর চাকা একটা ঢিবিতে গিয়া লাগাতে, উহাতে বেশ একটু ঝাঁকড়ানি লাগিল এবং ছাতু উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার নিজের আসনে অবতারিত হইল, তখন সে বলিল, "হ্যাঁ, ঠিক ব'লেচ, কোচবাক্সের ওপর ব'সে থাকার মত ঝকমারির কাজ আর নেই; কিন্তু আমার নাম ছাতু সরকার।"

ইহার উত্তরে ছাতু শুনিল, শকট-চালকের কণ্ঠহইতে কি এক-প্রকার বিতিকিচ্ছিত শব্দ উঠিতেছে, আর তাহার এই ভয় হইল, বুঝি বা সেই গাড়ীবানের দমবন্ধ হইয়া যায়! কিন্তু সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, সেই বিতিকিচ্ছিত শব্দ এবং সেই কণ্ঠরোধের ন্যায় ভঙ্গী আর কিছুই নয় গাড়ীবানের হাসিবার চেষ্টামাত্র।

"তা' হলে তুমি চাও না যে, কেউ তোমাকে খোকা ব'লে ডাকে, কেমন কি না?"

"আমার নাম ছাতু, আমাকে তুমি ছাতু ব'লেই ডেক।"

"আচ্ছা, তাই হ'বে। বাড়ীথেকে পালিয়ে সারকাসের দলে যোগ দেওয়া তুমি ভারি ফুর্ত্তির কাজ মনে ক'রেচ বটে?"

একথা শুনিয়া ছাতু ভীত হইয়া উঠিল, একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া তাহার বানর-বন্ধুটিকে খাঁচার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর আস্তে আস্তে গাড়ীবানের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া ফুসফুস-শব্দে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ক'রে জা'নলে যে, আমি বাড়ীথেকে পালিয়ে যাচ্ছি? সে তোমায় ব'লেছে না কি?" এই বলিয়া সে পশ্চাৎদিকে কাহার প্রতি নিজ দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিল। ইহাতে গাড়ীবান্ ছাতু কোন্ লোকের কথা বলিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার পর অধীরভাবে ছাতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কা'র কথা ব'ল্‌চ?"

ছাতু। ঐ যে বুড়ো লোকটা খাঁচার মধ্যে র'য়েছে, আমি ওর কথা ব'ল্‌চি। যদিও ও আমাকে মুখে কিছু বলে নি, তবুও ও'র ভাব দেখে বু'ঝ্‌তে পে'রেছিলাম যে, আমি বাড়ীথেকে পালিয়ে যাচ্ছি, ও তা' বু'ঝ্‌তে পেরেছে। গাড়ীবান্ খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া ছাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ তাহার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া, রক্তাক্তমুখে, নিঃশব্দে, আবার সেই দম্-আটকান-গোছ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"তুমি ঐ বুড় বাঁদরটার কথা ব'ল্‌চ বটে? তুমি মনে ক'র্‌ছ, ঐ বুড় বাঁদরটাই আমাকে তোমার বাড়ীথেকে পালাবার কথা ব'লে'ছে? ও আমাকে কোন কথা ব'ল্‌তে পারে না, বলেও নি। যে লোকটা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিরেট বোকা, সেও তোমার কাণ্ডকারখানা দে'খে ব'লে দেবে যে, তুমি এখন বাড়ীথেকে সটকা'চ্চ।"

পাছে গাড়ীবান্ আবার সেইরকম করিয়া হাসে, এই ভয়ে ছাতু খুব সাবধানে এই কয়েকটী কথা বলিল, "ওর সঙ্গে আজ রাতেই আমার প্রথম দেখা হ'য়েচে। ওর ভাব দে'খে আমার মনে হ'ল যে, ও আমার ভাব বু'ঝ্‌তে পেরেছে, তাই আমি ওকে সব কথা বলেছিলেম, কিন্তু আমার ওকে দেখে মনে হয় নি, ও এমনি কাঁচাখোলা লোক যে, একজনের কথা আর একজনকে ব'লে দেবে।

(ক্রমশঃ।)

বিদায়-শোকাশ্রু।

বালকের রচনা।

[রেভাঃ জে, এম্‌, বি, ডন্‌কানের বিদায়-উপলক্ষে।]

এ নব বরষে নূতন সঙ্গীত
উঠি'ছে ভুবন-পুরে ;
তা'রি মাঝে কেন বিদায়-রাগিণী
বাজে গো করুণ-স্বরে ?

২

নব বর্ষাগমে নূতন উৎসাহে
সকলে ভাসি'ছে সুখে,
সুধু কি "বালক" বরষিয়া অশ্রু
দাঁড়াইবে ম্লান মুখে ?

৩

সরল হৃদয় হে বীর মহান্‌ !
চারি বর্ষ অকাতরে
কত স্নেহ-দিয়া রচিয়া "বালক"
দিয়াছ বালক-করে।

৪

প্রতিযোগিতায় কত ছবি দিয়া
দিয়াছ আনন্দরাশি,
কত বালকের অন্ধকার মুখে
ফুটাইয়া দেছ হাসি।

৫

উৎসাহেতে কাজে মাতা'য়েছ কত
আলস্যরত বালকে ;
রচিয়া "বালক" কতই বালকে
আনিয়াছ আশালোকে!

৬

আজি

যোগ্য জনকরে, অর্পি কার্য্য-ভার
চলিলে সমুদ্র-পারে,
আমরা কেবল তব স্মৃতি স্মরি'
ভাসিব নয়নাসারে।

৭

হে বিদেশী বন্ধু, দু'দিনের তরে
আসিয়া মোদের মাঝে,
স্নেহরাশি-দিয়া বাঁধিলে সকলে,
ধন্য হ'লে নিজ কাজে।

৮

হে অপরিচিত! চিরপরিচিত
হ'লে আপনার গুণে ;
সুধু স্মৃতি রেখে আমাদের হৃদে
চলিলে আপন স্থানে।

৯

তোমার অভাবে "বালক" তোমার
রহিবে কেমন ক'রে ?
তাই নব বর্ষে ভুলি সুখানন্দ
ভাসে সে নয়ন-নীরে।

১০

আজিকে তোমায় দিইতে বিদায়
পরাণ কাঁদি'ছে কেন ?
দু'দিনের তরে লোহার শৃঙ্খলে
কেন গো বাঁধিলে হেন ?

১১

যত দিন র'বে চিহ্ন "বালকে"র
সকল বালকে মিলে'
তোমারি মহিমা, তব গুণরাশি
গায়িবে গো কুতূহলে!

১২

বিদায়-শোকাশ্রু,— ভক্তি-উপহার
ল'য়ে "বালকে"র দ্বারে
দাঁ'ড়ায়েছি আজ পরাইতে তব
মহিমা-মণ্ডিত শিরে।

কি লিখিব ? আঁখি-জলে বুক ভেসে যায়,
সমুদ্র পারের বন্ধু, বিদায়, বিদায়!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বীরের কাণ্ড।

ছাত্রেরা সব গণ্ডগোলে ক্লাসটী ভ'রে তুল্লো,
কীল, ঘুসি, চীৎকারে কেউ নয়কো তা'দের তুল্য!
ছেলের দল কোমর বেঁধে লাগিয়ে দিল যুদ্ধ,
নেত্র করি' রক্তবরণ পরাণ মহাক্রুদ্ধ!
কেউ কা'রে বই মা'র্‌ছে ছু'ড়ে, সবাই মহাব্যস্ত,
পৃষ্ঠে কারো, গণ্ডে কারো প'ড়্‌ছে বেগে হস্ত!
বক্তৃতায় কণ্ঠ সবার উ'ঠ্‌ছে মেতে উচ্চ,
ধরার মাঝে সবাই বড়, নয়কো কেহ তুচ্ছ!
মার খেয়ে কেউ কাঁদ্‌ছে চুপে ভার ক'রে তা'র আস্য,
সঙ্গে তা'র রঙ্গভরে উ'ঠ্‌ছে কলহাস্য!
এমন সময় ধীরপদে কে প'শ্‌ল গিয়ে কক্ষে,
ছাত্রেরা সব পলায় ছুটে, আঁধার দেখে চক্ষে!
গুরুমশায় এলেন ঘরে গম্ভীর ক'রে মূর্ত্তি,
ছাত্রগণের বক্ষোমাঝে থা'ম্‌ল তয়ে স্ফূর্ত্তি!
বিষমরাগে চাহেন গুরু কটমটিয়ে নেত্র,
হাতের মুঠে পীঠের 'পরে পড়্‌ল বেগে বেত্র!
বীরের দল পালিয়ে যেতে পথ খুঁজে আর পান্‌ না,
প্রবলবেগে করুণস্বরে জু'ড়ে দিলেন কান্না!

শ্রীসন্তোষকুমার রায়।

১৯১৫ সালে নবেম্বর-মাসের ভুল ছবির উত্তর

এইবারকার ভুল ছবিগুলির উত্তর কেহই একেবারে ঠিক করিয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ ভুলগুলি মোটামুটিভাবে ধরিয়াছে। কিন্তু কাহারও উত্তর ঠিক সম্পূর্ণ নহে। ঘড়ীর সম্বন্ধে ভুলটীর তো কেহই সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারে নাই। চিত্রকর বলেন, ছবিগুলিতে এই ভুলগুলি আছে—

১। কাঁচির ফলা-দুইটা উল্টা করিয়া বসান হইয়াছে, সুতরাং ঐরূপ কাঁচির দ্বারা কাপড় বা কিছু কাটা যাইতে পারে না।

২। বালক-পুস্তকের নাম ও সাল মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা না হইয়া চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে।

৩। ছুরিটির ফলা বাঁটটীর অপেক্ষা দীর্ঘতর।

৪। চা-দানীর নলটী অযথারূপে ছোট। এ কারণ চা-দানীটীতে অর্দ্ধেকের বেশী জল ধরান যায় না।

৫। বোল্‌টুটীর প্যাঁচ উল্টাদিকে কাটা হইয়াছে।

৬। ঘড়ীটীতে এই দুইটী ভুল আছে :—

(ক) যখন দশটা, তেইশ মিনিট, কুড়ি সেকেণ্ড, তখন ঘন্টার কাঁটাটা ঠিক দশটার উপরে থাকিতে পারে না, দশটা ও এগার-টার প্রায় মাঝামাঝি এক জায়গায় থাকিবে।

(খ) সেকেণ্ডের কাঁটাটী ৪৮ আটচল্লিসের ঘরে রহিয়াছে, এদিকে মিনিটের কাঁটা দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, তখন ২৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড হইয়াছে. ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।

"বালক"-সম্পাদক।

বালক

৫ম বর্ষ। মার্চ্চ, ১৯১৬। ৩য় সংখ্যা

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই কথা শুনিয়া গাড়ীবান্ আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিঃশব্দ হাস্য-হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে লাগিল। ছাতু এবার আর তাহার হাসি দেখিয়া কোনপ্রকার অস্বস্তি-অনুভব করিল না, কারণ তাহার এইপ্রকার হাসি দেখা ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া আসিতেছিল। হাস্যান্তে গাড়ীবান্ কহিল, "তোমার মত আজগুবী ছোকরা এই আমি প্রথম দে'খ্‌লুম।" ছাতু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি একটু আজগুবীরকমের বটে, অন্য ছোঁড়ারা যেমন, আমি ঠিক তেমনটী ন'ই। এরকম হ'বার মানে আছে, আমার খিদেটা কিছু বেশীরকমের।"

ইহার উত্তরে গাড়ীবান্ আর কিছু বলিল না, সস্নেহে ছাতুর দক্ষিণ-স্কন্ধের উপর নিজের বামহস্তটী স্থাপন করিয়া, তাহার দক্ষিণ-হস্তটী রাশসমেত পকেটে পূরিয়া, একটী প্রকাণ্ড গুড়ের বাতাসা বাহির করিয়া ছাতুর হস্তে ধরাইয়া দিল।

এখন ছাতুর মনোদুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল, ফলে তাহার ক্ষুধা আবার পূর্ব্বাবস্থা-লাভ করিয়াছিল, তাই সে সেই বাতাসাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাইয়া ফেলিল।

তাহা দেখিয়া গাড়ীবান্ কহিল, "তোমার মত এত ছোট ছেলের এত তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নয়, কোন্ দিন কি গলায় আট্‌কে যা'বে, আর তুমি দম্‌বন্ধ হ'য়ে ম'রে যা'বে।" এই বলিয়া সে তাহাকে আবার একটী বাতাসা খাইতে দিল।

ইহার উত্তরে ছাতু কেবল তাহার মাথাটি নাড়িল এবং দ্বিতীয় বাতাসাটি প্রথমটিরই মত শীঘ্র খাইয়া ফেলিল। সেই বাতাসা-টির শেষ-কামড়টি যখন সে বকের মত গলা করিয়া, এক-প্রকার বিচিত্র শব্দোৎপাদন-পূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল, তখন গাড়ীবান্ অতি-কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিল।

অনন্তর ছাতু কহিল, "আমার কখন খেতে খেতে দম্‌বন্ধ হ'বে না। এরকম ক'রে খেয়ে আমার অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে। হর-মামা বলে, আমি ইঁট-পাটকেল গিলে হজম ক'রে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু আমার তা' মনে হয় না।"

এ কথার উত্তরে গাড়ীবান্ আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। ছাতু তাই জড়সড় হইয়া কোচবাক্সের উপর বসিয়া সাগ্রহে পথের নৈশ দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিল। প্রত্যেক গাড়ীর তলে একটী করিয়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার আলোকরশ্মি পথে বহু অগ্রে গিয়া পড়িতেছে,

তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, একদল জোনাকী একটির পশ্চাতে আর একটী এইরূপে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া যেন কি এক নৈশ অভিযানে গমন করিতেছে। পথের উভয়পার্শ্বস্থ দীর্ঘাকার বৃক্ষগুলি অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে, আর শকটসমূহহইতে যে ক্যাঁচকোঁচ ইত্যাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে, ভূতেরা যেন মনের উল্লাসে তান ধরিয়াছে!

ক্রোশের পর ক্রোশ গাড়ীগুলি এইরূপে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গাড়ীবান্ রাসভ-কণ্ঠে বিচিত্র গান ধরিতেছিল। সে গান শুনিয়া ছাতু ভয়ে চমকিয়া উঠিতেছিল। পরিত্যক্ত সারকাসের স্থানহইতে গন্তব্য স্থান ১৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, গাড়ী চড়িয়া এই পথ-অতিক্রম করা ছাতুর পক্ষে অসীম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং ছাতু গাড়ীতে কুঁকড়ি মারিয়া শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তন্দ্রা আসিতে না আসিতে গাড়ী মাটীর ঢিবিতে লাগিয়া অথবা গর্ত্তে পড়িয়া এমন অবস্থা দাঁড় করাইতেছিল যে, ছাতুর, নিদ্রা যাওয়া দূরে থাকুক, কোন গতিকে আঁকড়িয়া-মাকড়িয়া দু'হাতে ধরিয়া চলিত হইতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সে মাটীর সঙ্গে জমিয়া যাইবে।

তাহার এই বীভৎস্ব ব্যাপার দেখিয়া সঙ্গী গাড়ীবান্ বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল, তাহাতে ছাতু মর্ম্মপীড়িত হইয়া মনস্থ করিল আর সে ঘুমাইবে না।

কথোপকথনে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে ভাবিয়া ছাতু সঙ্গী গাড়ীবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

গাড়ীবান্ তাহার হাতের রাশগুলি যত্নপূর্ব্বক একত্র করিতে করিতে ছাতুকে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া লইয়া বলিল, "আমি যতদূর জানি, আমার কোন নাম আছে বলিয়া মনে হয় না।"

ছাতু এই সমস্যাতেই এত মাথা গুলাইয়া ফেলিল যে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং চিন্তা করিয়া বলিল, "লোকে যখন তোমার সহিত কথা কয়, তখন তোমাকে কি বলিয়া ডাকে?"

গাড়ীবান্। তাহারা আমাকে 'বুড়' ব'লে ডাকে, আর আমি এই নামে এত অভ্যস্ত হ'য়েছি যে, আমার আর অন্য নামের দরকারই হয় না।

ছাতু "বুড়র" সঙ্গে বেশী আলাপ করিবে মনে করিল, তাহা কিন্তু "বুড়র" পক্ষে প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া ক্ষান্ত দিল। এমন সময়ে ছাতু তাহার পরিচিত বুড় বানরকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিল, "আমি বুড় লোকটাকে জিজ্ঞাসা ক'র্ব, সে যদি জানে এবং কথা ক'য়ে ব'ল্‌তে পারে, তা' হ'লে সমস্ত কথা আমাকে ব'ল্‌বে।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় ছাতু বলিল, "এত লম্বা পথ গাড়ী চ'ড়ে যেতে কেমন মজা লা'গ্‌'চে, না?"

গাড়ীবান্ বিজ্ঞের মত উত্তর করিল, "দু'-এক বছর সবুর কর, তখন আর এটা এত মজা লা'গ্‌বে না। বিশ-ত্রিশ মাইল রাতভর গাড়ী চ'ড়ে যাওয়া আর দিনভর হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে কেমন সুখ হয়, বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে।"

তাহাকেও কি এত পরিশ্রম করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া ছাতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছি; আচ্ছা, তোমরা পেট ভ'রে খে'তে পাও ত?"

বুড় পায়ের উপর পা দিয়া সুস্থ এবং গম্ভীরভাবে বসিয়া গুরুর মত উপদেশ দিবার ছলে বলিতে লাগিল, "ঠিক! যতদিন আমি সারকাসে আছি,—আমিই ছেলেদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। তা'দের ভাল উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু কারুর কিছু উপকার হয় নি, সকলেই দিনকতক থেকে সারকাসথেকে পালিয়েছে। ছাতু, তুমি মনদিয়ে শোন আর স্মরণ রেখ, যেখানেই আমরা যাই, সেখানেই যে হোটেলে রকমারী খাবার পাওয়া যায়, তা' নয়, আর প্রথমেই যে খাবার তয়ের হ'ক না, আমাদের সকলকেই একসঙ্গে সেই খাবার দেয়, তা'থেকে যত পার খাও আর যা' পার পকেটে পুরে নিয়ে এস।"

ছাতু। তাই যদি হয়, তা' হলে সারকাসে থাকা বেশ মজা, আমি তাই চাই।

বুড়। "তা' হ'লে তুমি টেঁক্‌তে পা'র্‌বে!" এই বলিয়া সে গাড়ী রাস্তার একপার্শ্বে রাখিয়া বলিল, "আজকে রাত্রে যাওয়া এইপর্য্যন্ত খতম।"

ছাতু জানিতে পারিল, তাহারা সহরের আর অল্প দূরে আছে। এই স্থানহইতেই গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ, সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিবে।

'বুড়'র কথামত ছাতু একটা ঘোড়ার পুরাতন কম্বলে নিজের দেহ আবৃত করিয়া গাড়ীর ছাদে শুইয়া পড়িল। দিবারাত্র পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে শুইতে না শুইতেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

৪

সারকাসে প্রথম দিন।

ছাতুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রথমতঃ বুঝিতেই পারে নাই যে, সে কেন এবং কিরূপে এখানে আসিল। দেখিল, অনেক দূর ব্যাপিয়া শকটশ্রেণি রাস্তার একপার্শ্বে রহিয়াছে, মনুষ্যগণ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মলিন ধূলায় ধূসরিত গাড়ী, হাতী, উট, ঘোড়া, লোক, লস্কর, সকলে নূতন সাজে সজ্জিত হইয়াছে। হস্তিশ্রেণী বিচিত্র মখমল-সাজে শোভিত হইয়া, রাজপরিচ্ছদলাঞ্ছিত বেশে বিভূষিত মাহুতগণের আদেশ-পালনের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান

রহিয়াছে। কদাকার উষ্ট্রশ্রেণীও এখন "কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ" নহে, বিচিত্র কারুকার্য্যনির্ম্মিত পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া হস্তিশ্রেণী-কেও লজ্জা দিতেছে। সারকাসে অশ্বের পরিচ্ছদের তুলনা নাই। এখানেও শতসংখ্যক সুশোভিত অশ্বশ্রেণী স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরা-মুক্তালাঞ্ছিত পরিচ্ছদে পরিশোভিত চালকগণের অধীনে শোভা পাইতেছিল। শকটশ্রেণী বিচিত্র কাচযুক্ত, তাহাতে প্রভাত-অরুণ-কিরণস্পর্শে মনোহর, নয়নরঞ্জন ভাতি প্রতিফলিত হইতে লাগিল; রঙ্গীন পতাকায় শকটশ্রেণি এবং পতাকাধারী লোকে নির্জ্জন পথ আজ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। যাত্রা করিতে আর অল্প সময় বাকী আছে বুঝিতে পারিয়া ছাতু তাহার শয্যাস্থানহইতে উঠিল। প্রথমে যখন সে তাহার দেশে সার-কাসের আবির্ভাব দেখিয়াছিল, তখন তাহা তাহার যেমন মনোরম, আনন্দদায়ক বোধ হইয়াছিল, আজ আর সেরূপ মনে হইল না। চক্ষু রগড়াইয়া ছাতু তাহার ঘুম ভাল করিয়া ভাঙ্গিয়া লইল এবং 'বুড়'র আদেশমত নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে মুখ-হাত ধুইতে গেল। সারকাসে এখনও তাহার দশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয় নাই, ইহার মধ্যেই সারকাসের নূতনত্ব তাহার মনহইতে গিয়াছে। যদিও সে কখন বাপমায়ের আদর পায় নাই, তথাপি তাহার মাতুলের যত্ন, বর্ত্তমান অবস্থাহইতে অনেক পরিমাণে সুন্দর বলিয়া মনে হইল। এখন সে বাড়ী ফিরিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।

পুষ্করিণীর ধারে গিয়া সে দেখিল, কতকগুলি ছোট ছোট বালক সারকাস দেখিবার জন্য গ্রামহইতে আগ্রহ করিয়া আসি-য়াছে এবং তাহারই দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

বালকগণ যখন তাহাকে প্রথমে দেখিল, তখন তাহার মধ্যে একজন বলিল, "এদের দলে একজন ছোট ছেলে দেখ, আমি এর সঙ্গে কথা কহিব।"

ইহাতে ছাতুর মনে গর্ব্ব-অনুভব হইল এবং তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবার জন্য মুখ ধুইতে বিলম্ব করিতে লাগিল। তাহারা সলজ্জভাবে নিকটে আসিয়া যখন দেখিল যে, ছাতুও তাহাদের মত একটী জীব, কারণ সে তাহাদের মতই পুকুরে মুখ ধুইতেছিল, তখন ভয়ে ভয়ে উক্ত বালক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে?"

ছাতু তাহাদিগকে সাহস দিবার মানসে উত্তর করিল, "কি হে?"

বালক। তুমি কি সারকাসে থাক?

ছাতু সন্দেহসূচক স্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

তাহার এই উত্তরে বালকগণ যেন চমকিয়া উঠিল, প্রশ্নকারী বালকটী ঈর্ষ্যার দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা'লে তোমার সময়টা বেশ মজার কা'ট্‌চে।"

ছাতু চিন্তা করিল, সেও গতকল্য এরূপ ভাবিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহাদিগকে কিন্তু তাহা বুঝিতে দেওয়া হইবে না।

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে ঠাণ্ডা ক'রবার জন্য বুঝি এরা বেঙ খেতে দেয়?"

খাবার কথা শুনিয়া ছাতুর ক্ষুধা পাইয়া উঠিল। সে বেঙের কথায় কর্ণপাত না করিয়াই বলিল, "আরে ভাই, খেতে পেলেই হ'ল, বেঙ ত বেঙ, আমি যা' তা' খেতে পারি।" বেঙ খাইবার কথাতেই বালকেরা ধারণা করিয়া লইল যে, বাস্তবিক বেঙ খায় বলিয়াই সারকাসের লোকেরা এমন অদ্ভুত খেলা দেখাইতে পারে, আর সেইজন্যই ছাতুকে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিল।

ছাতু তাহার খাদ্যের সম্বন্ধে নূতন সঙ্গীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইবে, এমন সময়ে ধনঞ্জয় ধাড়ার কঠোর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল এবং ছুটিয়া গিয়া ধাড়ার আদেশমত প্রথম দিনকার কাজ-আরম্ভ করিল।

ছাতু বাটীহইতে পলাইয়া আসিবার পূর্ব্বে ধাড়ার যে আনন্দপূর্ণ, হাস্যবদন মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, আজ আর তাহাকে সে মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইল না। ধাড়ার দৃষ্টি কর্কশ, বচন কর্কশ, এমন কি, তাহার সমস্ত কার্য্যই কর্কশ, অল্প সময়ের মধ্যেই ছাতু তাহা বুঝিতে পারিল।

ছাতু কাজে সাহায্য করে নাই এবং তাহাকে ডাকিবার জন্য ধাড়ার সময় নষ্ট হওয়ায়, ধাড়া ছাতুকে যথোচিত গালাগালি দিল। পূর্ব্বে ছাতু কল্পনাতেও এরূপ ব্যবহার চিন্তা করিতে পারে নাই।

ছাতুকে কি করিতে হইবে, তাহা সে জানিত না এবং সে এই-মাত্র গাড়ী ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইতে গিয়াছিল, তাহার কাজ-কর্ম্ম-অবহেলা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না ইত্যাদি বলিয়া ছাতু নিজের দোষ-খণ্ডন করিবার বৃথা প্রয়াস পাইল। ইহাতে ধাড়ার ক্রোধের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল।

ধাড়া রাগে অধীর হইয়া বলিল, "তুমি কি, বাপু, পুকুর কেটে মুখ ধুচ্ছিলে? এত সময় যদি মুখ ধু'তে লাগে, তা' হ'লে আর অন্য কাজ ক'রে কাজ নাই। দাঁড়াও, বদন এমনি বিগ্‌ড়ে দোবো যে, আর মুখ ধু'তে হ'বে না, তখন বু'ঝতে পা'রবে আমার নাম ধনঞ্জয় ধাড়া!"

ছাতু ধাড়ার কতদূর আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝিতে না পারিয়া রাগান্বিত হইয়া উত্তর দিল, "তুমি কি মনে কর যে, আমি ময়লা ধূলা-লাগা মুখ পরিষ্কার না ক'রেই তোমার কাজ-আরম্ভ ক'রব? ধূলা-কাদা-লাগা হাতে খাবারের জিনিষে হাত দিলে, কত দিন তোমার খদ্দের থা'কবে?"

"আমাকে উপদেশ দিতে গুরু-ঠাকুর এলেন আর কি? তো'কে শিগ্‌গির কি ক'রে বুঝোতে পারি, তা'র শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা ক'র্‌চি।

আমি অনেক ধাড়ি বদমায়েস সিধে ক'রেছি, একটু দাঁড়া, তো'র বচন ঝাড়া বের ক'র্‌চি।" এই কথা বলিয়া ধাড়া ছাতুর গলা ধরিয়া অষ্টেপৃষ্ঠে বেত লাগাইতে লাগিল। চেঁচাইলে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখানয় ছাতু যন্ত্রণায় অস্থির হওয়া সত্তেও একটুও টুঁ-শব্দ করে নাই। ইহাতে ধাড়ার ক্রোধ-বৃদ্ধি হইল এবং সে দ্বিগুণ জোরে ছাতুকে বেত মারিতে লাগিল। যদি 'বুড়' গাড়ীবান্‌ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে সেইদিনই ছাতুর অস্তিত্ব লোপ পাইত।

ধাড়ার হস্তহইতে বেত্র কাড়িয়া লইয়া এবং তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে রাখিয়া 'বুড়' বলিল, "ধাড়া, তুমি আবার ছেলে ঠেঙানর অভ্যেস ধ'রেছ?"

ধাড়া অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও বুড়'র হাত ছাড়াইতে পারিল না, কিন্তু রাগে বলিতে লাগিল, "ও বেটা আমার যখন তাঁবেদার, তখন আমি যা' খুশী তাই ক'র্‌ব"।

বুড়। তা' হ'বে না, আমি তোমার এ ছেলে-ঠেঙান অভ্যেস ছাড়া'বই ছাড়া'ব। একে হুকুম কর, হুকুমমত কাজ তামিল না ক'র্‌তে পারে, তো তাড়িয়ে দেও। তুমি মা'র-বার কে? ভাল চাও ত, আমার কথা শোনো, নইলে তোমার মহাদুর্দ্দশা ক'র্‌ব।" এই বলিয়া সে ভীত ধাড়ার গলা ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া দিল এবং ছাতুকে তাহার দৈনিক কাজে যোগ দিতে বলিল; আর বলিল, ধাড়া যদি বেত মারে, তাহার ব্যবস্থা সে নিজেই করিয়া দিবে।

ধাড়ার বেতের অপেক্ষা 'বুড়'র ব্যবহারে উপকার হইল। ছাতু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেখুন, আমাকে কি ক'র্‌তে হ'বে, জানি না।"

"বুড়" ধাড়াকে বলিল, "ছাতুকে কি ক'র্‌তে হ'বে, বুঝিয়ে দেও।"

ধাড়া বলিল, "ময়লা বাসনকোসন, গেলাস-টেলাস মেজে সাফ ক'র্‌তে হ'বে, থাকে থাকে সব খাবার সাজা'তে হ'বে, যেন আমরা সহরে গিয়েই বিক্রী-আরম্ভ ক'র্‌তে পারি।" এই বলিয়া ধাড়া একটা বড় সিন্দুক-ভর্ত্তি ময়লা বাসন মাজিবার জন্য ছাতুকে বাহির করিয়া দিল। ছাতু জল আনিল, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সাবান তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিল। ক্ষিপ্রতা-সহকারে বাসন মাজিতে লাগিল, কাজে পটুতা দেখাইতে লাগিল। ধাড়া যদিও মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে সে সন্তোষের ভাব কিছু দেখাইল না, গাড়ীগুলি নগরাভিমুখে চলিতে লাগিল। ছাতু তৎপরতার সহিত অনেক কার্য্য-সমাধা করিয়াছিল, অবশেষে ধাড়াকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল যে, পূর্ব্বের অন্যান্য ছেলের অপেক্ষা ছাতু অনেক ভাল। ছাতু এখন অনুতপ্ত হইয়াছে। বাড়ী ছাড়িয়া অন্যায় কাজ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু আর উপায় নাই, পলাইবার যো নাই, যদিও পলাইতে পারে, মামার বাড়ী যাইবার আর মুখ নাই, গেলে হয় ত তাড়াইয়া দিবে। ছাতু এসব বিষয় চিন্তা করিবার অনেক সময় পাইল। নিজেকে গৃহহীন ও বন্ধুহীন ভাবিয়া আজ তাহার চোক্‌ দিয়া জল পড়িল।

গাড়ী আসিয়া নগরে পঁহুছিল। জাঁক-জমকের কিছুই ত্রুটি ছিল না। কিন্তু মার-খাওয়া অবধি ছাতুর এ সব আর ভাল লাগিতেছিল না।

পথে যাইবার সময় ধাড়ার কিছু বিশ্রাম ছিল না, সে ক্রমাগত দ্রব্যাদির যোগাড়ে ছিল, উদ্দেশ্য সহরে পৌঁছিয়াই যেন সে কাজ চালাইতে পারে। গাড়ী পঁহুছিলেই, ছাতুর নিজের কাজ-আরম্ভ হইল। জল আনা, লেবু কাটা, সরবৎ তৈয়ার করা, বাহিরের দোকানহইতে মাল ভিতরে লইয়া যাওয়া এবং সারকাসের ভিতর-হইতে মাল বাহিরে আনা, ইত্যাদি কার্য্যের দরুণ এবং প্রাতে অনাহারে থাকায় ছাতু অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় দুপুরের সময় হোটেলে যাইয়া খাইবার সময় পাইল। হোটেলের সমস্ত লোক ছাতুর খাওয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, পর পর দু'দলের খাওয়া হইয়া গেল, তখনও ছাতুর একবারও খাওয়া হইল না। ছাতুর পেট আর পকেট যথেষ্ট ভর্ত্তি হইল।

আহারের পর ছাতু ফিরিয়া আসিলে, ধাড়া বলিল, "ও! খুব শিগ্‌গির এসেছ যে, তাড়াতাড়ি ক'রে খাও নি ত?"

ছাতু পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া বড় আনন্দে বলিল, "হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি খেয়েছি বই কি? আমি চেষ্টা ক'রে খুব শিগ্‌গির কাজ সেরে নিয়েছি।"

ধাড়া। হুঁ, বটে? আচ্ছা বকশিস্‌ শীগ্‌গিরই পা'বে।

ছাতু। তাড়াতাড়ি খেলে বাড়ীতে মামা বড় খুশী হ'ত।

ধাড়া ইহার উত্তরে কি বলিল, ছাতু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বুঝিল, তাহার মনিব কাহারও উপর কিছুর জন্য চটিয়াছে, তাই তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে ব্যস্ততার সহিত সব কাজ সারিয়া ফেলিতে লাগিল। গ্লাস ধোয়া, মাছি তাড়ান, খরিদ্দার ডাকা, খরিদ্দার-বিদায় করা ইত্যাদি কাজগুলি সে খুব চটপট্‌ করিয়া করিতে থাকিল। কিন্তু ধাড়ার মন কিছুতেই পাইল না।

(ক্রমশঃ।)

সুবাস-সার।

আমরা সকলেই জানি যে, ফুলহইতেই সুবাস সার প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর আমরা কেহ কেহ জীবনে কোন-না-কোন সময়ে ফুলহইতে সুবাস-সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও করিয়াছি—আমরা হয় তো এক বোতল জলে কয়েকটি গোলাপ বা বেল বা মল্লিকা-ফুলের পাঁপ্‌ড়ী ফেলিয়া বোতলটীর মুখ বন্ধ করিয়া অনেকবার নাড়াচাড়া করিয়া ফুলের সুবাস জলে মিশাইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছি। ঐরূপ প্রণালীতে ফুলের গন্ধ জলে মিশান যায় না। নিম্নে যে উপায়টির কথা লিখিত হইতেছে, সেই উপায়ে সুবাস-সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলে, যাহারা সুবাস-সার-ব্যবসায়ী প্রায় তাহাদেরই অবলম্বিত উপায়ে উহা প্রস্তুত করা হইবে।

সুবাস-সার প্রস্তুত করিবার জন্য যে সুগন্ধি কুসুমেরই দল-সংগ্রহ করি না কেন, যে কুসুম সদ্যঃপ্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই কুসুমেরই অনার্দ্র দল-সংগ্রহ করিতে হইবে। দলগুলি যদি শিশিরে বা ধারানীরে সিক্ত থাকে, তাহা হইলে সেগুলি একটি বারকোশে বা পরিষ্কৃত নূতন কুলায় বিছাইয়া কয়েক মিনিটের জন্য হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ দলগুলি শুকাইতে থাকিবে, ততক্ষণ সুবাস-সার প্রস্তুতের দ্বিতীয় কার্য্যটি আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সুবাস-সার প্রস্তুতের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট Lucca-তৈলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে Lucca-তৈল ইংরাজেরা আহারার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই উৎকৃষ্ট তৈলই এই সুবাস-সার প্রস্তুতার্থে আবশ্যক হইয়া থাকে, অন্য প্রকার Lucca-তৈল তত বিশুদ্ধ হয় না।

অতঃপর একটুক্‌রা জমাট তূলার পাত লইয়া তাহাহইতে এমন কয়েক টুক্‌রা চাক্‌তি কাট, যেগুলি একটি চৌড়া মুখবিশিষ্ট ⁄১।।০ আন্দাজ চাট্‌নী ধরে এমন চাট্‌নীর বোতলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে গলিয়া যাইতে পারে। একটি কাঁচির সাহায্যে উক্ত তূলার পাত-হইতে আবশ্যক আকারের চাক্‌তি বেশ কাটিয়া লওয়া যাইবে।

ইহার পর, একটি বেশ প্রমাণ আকারের "পুডিং" প্রস্তুত করিবার "ডিশে" কয়েক টুক্‌রা ঐ তূলাপাতের চাক্‌তি রাখিয়া পূর্ব্ব-কথিত Lucca-তৈলে ঐ চাক্‌তিগুলি জবজবিয়া করিয়া ভিজাও। এইরূপে আটটি বা একডজন তূলাপাতের চাক্‌তি Lucca-তৈলে উত্তমরূপে ভিজান হইলে, যে ফুলের পাঁপ্‌ড়ীগুলি শুকাইতে দিয়াছ, সে গুলি আন। পাঁপ্‌ড়ীগুলি হাতের কাছে আনিলে, চাটনীর বুয়ামটি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, তাহা সুপরিষ্কৃত কি না। এই সময়ে তুমি পাচক বা পাচিকাকে তোমাকে খানিকটা লবণও দিতে বলিবে। এইরূপে সমস্ত সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছাইয়া পাইলে, সুবাস-সার প্রস্তুতের আসল কার্য্যে হাত দিবে। প্রথমে বুয়ামের মধ্যে খানিকটা লবণ ছিটাইয়া দাও, তাহার পর সেই লবণ ফুলদলে আচ্ছন্ন করিয়া ফেল। ফুলদলগুলির উপরে পূর্ব্বে তৈলে সিক্ত করা একখানি তূলাপাতের চাক্‌তি বসাইয়া দাও। তাহার উপরে আবার খানিকটা লবণ ছিটাও, তাহার উপর আর একস্তর ফুলের পাঁপ্‌ড়ী বিছাও, তাহার উপর আবার একটি তৈলসিক্ত তূলা-পাত বসাও, এইরূপে ক্রমশঃ বুয়ামটি পূর্ণ করিয়া ফেল। অতঃপর বুয়ামটিতে বায়ু-প্রবেশের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এতদর্থে যে কাগজ তৈলার্দ্র হইলেও তদ্দ্বারা সছিদ্র হইয়া পড়ে না, এইরূপ কাগজ বোয়ামের মুখে আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ঐরূপ কাগজ দুই ভাঁজ করিয়া বুয়ামের মুখে বাঁধিয়া দেওয়াই নিরাপদ্।

ঐরূপ অবস্থায় বুয়ামটিকে এমন জায়গায় রাখিতে হইবে, যেখানে প্রচুর রৌদ্র আসে। এই কথা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে, ফুলদলগুলিতে যত বেশী রৌদ্র লাগিবে, ততই ঐ দল-সমূহ-হইতে উৎকৃষ্ট সুবাস-নিষ্কাশন করা যাইবে।

অন্ততঃ একপক্ষকাল এইরূপে সেই বুয়ামে রোদ খাওয়াইতে হইবে। অনন্তর বুয়ামের মুখহইতে কাগজ খুলিয়া লওয়া চলিবে। তখন সেই তৈলসিক্ত বৃত্তাকার তূলাপাতসমূহহইতে চাপ-দিয়া তৈল নিষ্কাশন করিতে হইবে। ঐ তৈলহইতে উৎকৃষ্ট সুবাস-সারের সুবাস পাওয়া যাইবে। যে ফুলের দল ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই সুবাস-সারে সেই ফুলেরই চমৎকার গন্ধ পাওয়া যাইবে। বুয়ামের অভ্যন্তরস্থ তূলাপাত, ফুলদল প্রভৃতি-হইতে সমস্ত তৈলটুকু নিষ্কাশিত করিয়া লইতে বড়ই বেগ পাইতে হইবে। একটি বড় চামচের দ্বারায় বুয়ামমধ্যস্থ বস্তুব্যূহ, যত দূর সম্ভব, টিপিয়া তৈল-নিষ্কাশনের চেষ্টা করিতে হইবে। ঐরূপে, যতটা পারা যায়, তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া, বুয়ামটি একটি এনামেলের গাম্‌লায় উল্‌টাইয়া রাখিলে, বাকী তৈলটুকু ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়িতে পারে। এইপ্রকারে প্রস্তুত সুবাস-সার যদি উত্তমরূপে ছিপিবদ্ধ শিশিতে রাখা যায়, তাহা হইলে বহুকাল অবিকৃত থাকে। এই সুবাস-সারের কয়েক ফোঁটা রুমালে ছিটাইয়া দিলে, সেই রুমালখানির সুবাস বাজারে যে সমস্ত সস্তা এসেন্স বিক্রীত হয়, তৎসমুদয়ের দ্বারা সুবাসিত কোন রুমালের সুবাসের অপেক্ষা অনেক অধিক সময় স্থায়ী হইবে।

একপ্রকারের কুসুমদলের দ্বারা সুবাস-সার প্রস্তুত করিতে শিখা হইলে, বিবিধ কুসুমদল মিশাইয়া সুবাস-সার প্রস্তুত করিতে

শিখিতে হইবে। বাজারে যে সমস্ত এসেন্স বিক্রীত হয়, তাহার একটিও বস্তুতঃ একফুলের এসেন্স নহে, পাঁচমিশালী ফুলদল-হইতে প্রস্তুত সুবাস-সার। গোলাপের দলের প্রত্যেক স্তরে কয়েকটি করিয়া ল্যাভেণ্ডার-ফুলের দল ছিটাইয়া দিলে, একটি ঘ্রাণ-তর্পণ সুবাস-সার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

একটি সমস্যা।

এক চাষার ৫০টা চারচৌকা বেতের ঝুড়ী ছিল, সেই ৫০টা ঝুড়ীর সাহায্যে সে এমন একটি ভেড়ার খোঁয়াড় প্রস্তুত করিয়াছিল, যাহাতে ১০০টি ভেড়া থাকিতে পারে। তাহার অনেকখানি ভেড়া চরিবার মাঠ ছিল, তাই সে স্থির করিল, আরও কতকগুলি ভেড়া হাটহইতে কিনিয়া আনিবে। হাটে গিয়া দেখিল, ভেড়ার দর খুব সস্তা হইয়া গিয়াছে, তাই সে আরও ১০০টি ভেড়া কিনিয়া ফেলিল। ফলে এই হইল যে, তাহার ভেড়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া গেল বলিয়া, তাহার খোঁয়াড়টা দ্বিগুণ বড় করিবার দরকার হইল। তাহার সঙ্গে তাহার এক বন্ধুও হাটে গিয়াছিল, সে তাহাকে খোঁয়াড় বড় করার কথা মনে করাইয়া দিল।

ইহা শুনিয়া সে বলিল, "ওহো! এ কথাটা আমি সত্যই ভুলে গিয়েছিলেম, তা' হ'ক, আর দু'টো ঝুড়ী কি'ন্‌লেই সব ভেড়াগুলোরই জায়গা হ'বে।"

বন্ধু। কি ব'ল্‌ছ তুমি? আর দু'টো ঝুড়ী কি'ন্‌লেই কি ক'রে সব ভেড়াগুলোর জায়গা হ'বে? তোমার ভুল হ'চ্ছে।

কিন্তু চাষা সত্য সত্যই আর দুইটিমাত্র ঝুড়ী কিনিয়া বলিল, "এতেই সব ভেড়ার যথেষ্ট জায়গা হ'বে।"

পরদিন সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইলে, সে বলিল, "ওহে খোঁয়াড়ে সব ভেড়ারই বেশ জায়গা হ'য়েছে, সেই দু'টো ঝুড়ী কেনাতেই খোঁয়াড়টা আকারে ডবল বড় হ'য়েছে।

এ কথায় বন্ধুর সন্দেহ হইল, চাষা তাই তাহাকে লইয়া গিয়া খোঁয়াড় দেখাইল। বন্ধু দেখিল, চাষা ঠিক কথাই বলিয়াছে, খোঁয়াড়ের আকার দ্বিগুণ হইয়াছে।

চাষা কি কৌশলে আর দুইটিমাত্র ঝুড়ী বেশী লইয়া দ্বিগুণ আকারের খোঁয়াড় বানাইয়াছিল, তাহা বলিতে পার কি?

করিমের বুদ্ধি।

(গাথা।)

করিম-মিঞা বড্ড গরীব, কষ্টে-সৃষ্টে আছে,
খাজনা কিছু বাকী তা'র জমীদারের কাছে।
ছেলে-মেয়ে গণ্ডা-চারে সংসার তা'র ভরা,
একা করিম কষ্টে তা'দের চালায় খাওয়া-পরা।
ভোর না হ'তে উ'ঠে করিম লাঙল নিয়ে হাতে
মাঠের দিকে চলে রোজই বলদ-জোড়া-সাথে।
হাড়ভাঙা কাজ ক'রে ফিরে দুপুর-বেলায় ঘরে,
আবার কাজে লাগে করিম খাওয়া-দাওয়ার পরে।
দশটা টাকা জমা'তে তবু নারে গো করিম-মিঞা,
ভাব্‌না সদা খাজনা-টাকা শু'ধ্‌বে সে কি দিয়া?
সে দিনথেকে করিম সদা ভয়ে ভয়ে ফেরে, :
প'ড়্‌লে চোখে জমীদারের প'ড়্‌তে হ'বে ফেরে!
আজকে ভোরে উঠেছে মিঞা মুখ দেখে বা কা'র?
ক্ষেতে যেতে দে'খ্‌লে ঘোড়ায় আ'স্‌ছে জমীদার!
ভয়ে মিঞার ধড়থেকে প্রাণ গেল যেন উড়ে!
ভা'ব্‌লে মনে, আজকে যেতে হ'বেই হাজত-ঘরে!
জমীদারের হাতথেকে আজ রক্ষা পাওয়া দায়,
এক্ষণি সে সাম্‌নে এসে প'ড়্‌বে হায়, হায়!
পালিয়ে যেতে করিম-মিঞা পথ খুঁজে না পায়,
হঠাৎ কি এক বুদ্ধি তাহার মাথায় এসে যোগায়।
এদিকে জমীদার-ম'শয় ভা'ব্‌ছে মনে মনে,
"এবারে তুমি করিম-মিঞা পালা'বে কেমনে?
সুদে আসলে গণ্ডাকড়ায় হিসাব নিব বুঝি,
না দিল পরে হাজত-ঘরে পাঠাব সোজাসুজি!"
করিম যেথা ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল পথ দিয়ে,
কর্ত্তাম'শয় ঘোড়ায় চ'ড়ে থামেন সেথা গিয়ে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে করিম ব'ল্লে, "রাজা-মশাই,
দে'খ্‌তে শু'ন্‌তে চ'ল্‌তে ফি'র্‌তে ঘোড়াটা তো খাসাই!
চালা'য়ে ঘোড়া, রাজাবাবু, দেখান একটিবার,
নয়ন ভ'রে দেখে নিই দৌড়টা কেমন তা'র।
করিম-মিঞার খোসামুদি লা'গ্‌ল বাবুর মনে,
গ'লে গেলেন তিনি তা'র বাক্য-আকর্ণনে!
চালিয়ে ঘোড়া উল্‌টা পথে দিলেন চট্‌পট্,
হাসিমুখে করিম-মিঞা স'র্‌ল ঝট্‌পট্!

শ্রীসন্তোষকুমার রায়।

বীর বালক

(অনূদিত।)

আজ তোমাদিগকে যে গল্প বলিতে যাইতেছি, তাহা, "লোম্বার্ডি"-নামক স্থানের স্বাধীনতা-লাভের জন্য ফরাসী ও ইটালীর সহিত অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধকালে, ১৮৫৯ সালে ঘটিয়াছিল।

জুন-মাসের এক প্রফুল্ল-প্রভাতে একদল "সালিউজো-অশ্বসাদী" শত্রুদিগের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। তাহারা সকল স্থানে শত্রুর অনুসন্ধান করিতেছিল। সেই অশ্ব-সাদীর দল একজন সার্জ্জেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল।

ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটী বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত কুটীর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কুটীর-দ্বারে একটী প্রায়

তাঞ্জাম।

দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া ছিল। সেই কুটীরের একটী গবাক্ষে ইটালী-দেশের একটী বৃহৎ পতাকা উড়িতেছিল। কুটীরে যাহারা পূর্ব্বে বাস করিত, তাহারা সেই পতাকাটী উড়াইয়া দিয়া শত্রুর ভয়ে সেই স্থান বহুপূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছিল। অশ্বারোহীদিগকে দেখিবামাত্র বালক তাহার টুপি উঠাইয়া তাহাদিগকে সম্মান-প্রদর্শন করিল। বালক দেখিতে বেশ সুন্দর ছিল ও তাহার চক্ষুদুইটীর নীলাভা তাহাকে আরও সুন্দর করিয়াছিল।

ঘোড়া থামাইয়া সার্জ্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এখানে এখনও রহিয়াছ? তোমার পিতামাতার সঙ্গে এস্থান ত্যাগ কর নাই কেন?"

বালক উত্তর করিল, "আমি পিতৃমাতৃহীন, নিতান্ত অসহায়, যুদ্ধ দেখিবার জন্য এখানে রহিয়াছি। ইটালীর বিজয় দেখিতে আমার বড়ই আনন্দ হয়।"

"তুমি কি কোন অষ্ট্রীয়াদেশের লোককে এখানহইতে যাইতে দেখিয়াছ?"

"এ তিন দিনের মধ্যে ত কাহাকেও দেখি নাই।" সার্জ্জেণ্ট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই কুটীরের ছাদে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই ছাদহইতে কেবল সম্মুখে অনন্ত-প্রসারিত মাঠ দেখিতে পাইলেন। সেই কুটীরের পার্শ্বে একটী অতি উচ্চ বৃক্ষ ছিল। সার্জ্জেণ্ট ভাবিলেন, "কেহ যদি এই গাছে উঠিত, তাহা হইলে শত্রু কতদূর অনুমান করিতে পারা যাইত।" সার্জ্জেণ্ট বহুক্ষণ কি ভাবিয়া বালককে বলিলেন, "বালক! তোমার দৃষ্টি কি খুব প্রখর?"

"আমার? ওঃ আমি একটা চড়াই-পাখীকে একমাইল দূরহইতে দেখিতে পাই।"

"তুমি কি এই গাছে উঠিতে পার?"

"গাছের উপর? ওঃ, এক মিনিটে।"

"তুমি গাছে উঠিয়া, দূরে যদি শত্রু-সৈন্য কিম্বা কিছু থাকে, ত দেখিয়া বলিতে পারিবে?"

"নিশ্চয়ই পারিব।"

"যদি তুমি আমায় এই সাহায্যটী কর ত আমি কি দিলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

"আমি আমার দেশের জন্য কাজ করিয়া আবার পয়সা নেব? ছিঃ! মনে রাখিবেন, আমিও "লোম্বার্ডি"-দেশবাসী।"

"বহুত আচ্ছা, গাছে উঠ।"

বালক, তৎক্ষণাৎ, বিনাবাক্যব্যয়ে গাছের একেবারে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডালে উঠিয়া গেল। বালককে অত উচ্চে উঠিতে দেখিয়া সার্জ্জেন্ট ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন,

"সাবধানে উঠ, বালক!"

বালক ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিতেছেন?"

সার্জ্জেন্ট বলিলেন, "কিছু না, সম্মুখে দেখ কিছু আছে কি না।"

বালককে গাছের উপরহইতে এত ছোট দেখাইতেছিল যে, সার্জ্জেন্ট তাহাকে খুব কষ্টেই দেখিতে পাইতেছিলেন। সার্জ্জেন্ট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?

বালক চীৎকার করিয়া বলিল, "দুই জন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

"কত দূরে?"

"প্রায় আধমাইল!"

"ডা'নদিকে কিছু কি দেখিতে পাইতেছ?"

বালক চীৎকার করিয়া বলিল, "দূরে যে বন আছে, উহার মধ্যে কি একটা জিনিস চক্‌চক্ করিতেছে। আমার বোধ হয়, উহা শত্রুদের কিরীচ।"

"শত্রুদের সৈন্য কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

"না, আমার বোধ হয় উহারা ঐ জঙ্গলে লুকাইয়া আছে।"

এক অজগর সাপ এক অশ্বারোহী সরকারী দূতকে গিলিয়া ফেলিতেছে।

সেই সময়ে একটী গুলি সোঁ করিয়া বালকের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়া সেই কুটীরের ছাদে লাগিল।

সার্জ্জেন্ট ব্যস্তভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বালক! শত্রুদল তোমায় দেখিতে পাইয়াছে। আমি আর কিছু চাই না, নামিয়া আইস, নামিয়া আইস।" বালক উত্তর করিল, "আমি কিছুমাত্র ভয় পাই নাই।" সার্জ্জেন্ট পুনরায় বলিলেন, "নামিয়া আইস। আচ্ছা, তোমার বামদিকে কি দেখিতেছ?" বালক জিজ্ঞাসা করিল, "বাম-দিকে?"

"হাঁ, হাঁ, বামদিকে।"

বালক বামদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে একটী বুলেট্ তাহার কাণ ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। সার্জ্জেন্ট অস্থিরভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র নামিয়া আইস।" বালক নির্ভীকচিত্তে উত্তর দিল, কোন ভয় নাই; বামদিকে আমি দেখিতেছি কতকগুলি—" আর বলা হইল না, কাপুরুষ শত্রুদলের একটী বুলেট্ আসিয়া সেই বীর, স্বদেশ-ভক্ত বালকের বীর-হৃদয়-ভেদ করিল। বীর বালকের মৃত-দেহ সার্জ্জেন্টের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

সার্জ্জেন্ট পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কাপুরুষ!"

পরে অশ্বহইতে নামিয়া বালকের কোন্ স্থানে গুলি লাগিয়াছে, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, উহা বালকের হৃদয়-ভেদ করিয়াছে। সার্জ্জেন্ট অশ্রু-গদ্গদ-স্বরে বলিলেন, "আহা! বেচারি মরিয়া গিয়াছে।"

সার্জ্জেন্ট বালকের মুখের দিকে তাকাইয়া দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "এরকম বীরত্ব কে এপর্য্যন্ত এদেশে দেখাইয়াছে? বীর বালক! যাও,

স্বর্গে বীরের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চস্থান আছে, সেই স্থান-অধিকার কর গিয়া।”

সার্জ্জেন্টের দুঃখ দেখিয়া সকল অশ্বারোহী সৈন্যেরই চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৎপরে সার্জ্জেন্ট কুটীরের ভিতর গিয়া ইটালীয় পতাকাটী বাহিরে আনিয়া, বালকের শব তাহার দ্বারাই আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তৎপরে সকলে সেই মৃত বীর বালককে সম্মান-প্রদর্শনার্থ স্ব স্ব টুপী খুলিল এবং তাহাকে সেই স্থানে ঐ অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল।

বালকের বীর-কীর্ত্তি অবিলম্বেই সমস্ত লোম্বার্ডিয়া-প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল, এবং যেই সে স্থান দিয়া সে দিন যাইতেছিল, সেই বালককে এক বিশ্ব-বিজয়ী বীরের সম্মান-প্রদর্শন করিয়া তাহার শব-দেহোপরি নানারকমের ফুল ছড়াইয়া দিতেছিল।

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র।

দেশী বায়ুমান যন্ত্র।

ধনী লোকের গৃহে আমরা বায়ুমান-যন্ত্র (ব্যারোমিটার) দেখিতে পাই। তদ্দ্বারা আমরা জল-হাওয়ার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। সেগুলি মূল্যবান্ বলিয়া ধনী লোকদিগের গৃহেই শোভা পাইতে দেখা যায়! ঠিক এইরূপ কার্য্যকারী যন্ত্র আমরা সহজে তৈয়ার করিতে পারি। ইহাদ্বারা, তাপমান যন্ত্রের ন্যায়, তাপের কমবেশী অনুসারে কিছু নির্ণয় করা হয় না! এই যন্ত্রে একপ্রকার তরল রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া হয়, তাহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বৃষ্টি-বাদলের ও ঝঞ্ঝাবাতের কথা জানিতে পারি।

এই যন্ত্রটী তৈয়ার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। নিম্নলিখিত উপায়ে সামান্য খরচে প্রত্যেকের ঘরে এমন একটী অত্যাবশ্যক বস্তু থাকিতে পারে।

রাসায়নিক দ্রব্য-বিক্রেতার দোকানহইতে ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট একটী টেষ্ট-টিউব দুই-তিন আনায় খরিদ করিতে পারা যায়। এই কাচ-নির্ম্মিত নলটী উর্দ্ধভাবে রাখিবার জন্য একটী কাষ্ঠের ষ্ট্যাণ্ড আবশ্যক, তাহা আমরা ইচ্ছা-অনুসারে দেয়ালের গায়ে, টেবিলের উপর অথবা অন্য কোন স্থানে রাখিতে পারি। এই কাষ্ঠের ষ্ট্যাণ্ডটী তৈয়ার করিতে আমাদিগকে বিশেষ মাথা ঘামাইতে হইবে না, কারণ যাহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইটীই করিয়া লইতে পারেন। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে মোটা পিচ্‌বোর্ডেও কাজ চলিতে পারে, তবে তাহা শক্ত হওয়া চাই।

নলটীকে (test tube) সোজাভাবে বসাইয়া নিম্নলিখিতপ্রকার রাসায়নিক পদার্থগুলিদ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে সাধারণ বেণিয়ার দোকানেও নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়, কিন্তু পরিস্রুত সুরা ডাক্তারখানা ভিন্ন পাওয়া যায় না। পরিস্রুত সুরা সাধারণের প্রাপ্যও নহে, সুতরাং নিম্নলিখিত দ্রব্য কোন ডাক্তারখানাহইতে তৈয়ার করিয়া লওয়াই ভাল।

দ্রব্যের তালিকা :—

কর্পূর ১২০ গ্রেণ
সোরা ৩০ গ্রেণ
নিসাদল ৬০ গ্রেণ
পরিস্রুত সুরা /০ একছটাক
জল /০ একছটাক।

ডাক্তারখানাহইতে উক্ত মিশ্র দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে, চারিআনাহইতে আট আনার মধ্যে পাওয়া যাইবে। বাড়ীতে তৈয়ার করিতে হইলে, উক্ত দ্রব্যগুলি নলটীতে নাড়িতে হইবে, যদি তাহাতেও না মিশে, একটু গরমজলে নলটী রাখিয়া পুনরায় নাড়িলেই স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যাইবে। সাবধানে থাকিতে হইবে, যেন অতিরিক্ত জল নলটীতে প্রবেশ না করে। মিশ্রণটী অন্য পাত্রে তৈয়ার করিয়া নলটীতে ঢালাই ভাল। পরে নলটীর মুখে ভাল করিয়া ছিপিদ্বারা আটিয়া লইবে, যেন ধূলা প্রভৃতি ময়লা প্রবেশ না করে।

এইবার যন্ত্রটী কার্য্যোপযোগী হইল। ইচ্ছানুসারে ঘরের যেখানে সেখানে রাখিয়া দেওয়া চলে। সূর্য্যকিরণহইতে তফাতে ছায়াযুক্ত উত্তরদিক্‌খোলা স্থানে যন্ত্রটী রাখাই ভাল। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রস্থিত তরল রাসায়নিক পদার্থটির বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে।

ঋতুর ভাব-পরিবর্ত্তনের চিহ্নগুলি নিম্নে লিখিয়া দিলাম। এই উপদেশগুলি যন্ত্রটীর সঙ্গে লিখিয়া রাখিলেই, ভাল হয়। যখন-তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসিয়া যন্ত্রটী দেখিয়া আনন্দ-অনুভব করিতে পারিবেন।

রাসায়নিক পদার্থের রঙ নিম্নলিখিতপ্রকার হইলে আবহাওয়া নিম্নলিখিতপ্রকার হইবে—

রাসায়নিক পদার্থ স্বচ্ছ হইলে—	সূর্য্যালোকদীপ্ত উজ্জ্বল দিন বুঝাইবে।
তলদেশে দানাবিশিষ্ট হইলে—	কুয়াসা হইয়াছে বুঝাইবে।
ঘোলাটে হইলে—	বৃষ্টি হইবে।
ঘোলাটে এবং তারার ন্যায় হইলে—	বজ্রপতন অবশ্যম্ভাবী।
উপরে সূতার ন্যায় ভাসিলে—	ঝড় হইবে।
বুদ্বুদ উপরে উঠিয়া ভাসিতে থাকিলে	ঊর্দ্ধাকাশে ঝড় হইবে।

সাহসিক শিক্ষানবীশ

সকল দেশে, সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন লোক অতি নিম্নাবস্থাহইতে অতি উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। নৌ-বিভাগেও এইরূপ ঘটনা বিস্তর ঘটে। আজ আমরা এক-জন দীন বালকের এইরূপ উন্নতির কাহিনী বলিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লিখিতে লেখনী-ধারণ করিলাম।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোন সময়ে এক বালক আইল অভ্ ওয়াই-টের বনচার্চ্চ-নামক স্থানে এক দরজীর দোকানের একটি বেঞ্চে বসিয়া ছিল। তখন তাহার প্রভু কোথায় গিয়াছিল, তাই সে তখন সেলাই ছাড়িয়া, পুরোবর্ত্তী পারাবারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তখন তাহার সেই দোকানে দর্জ্জির কাজ করিতে আর একটুও ইচ্ছা হইতেছিল না। সে পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক ছিল, ফলে সেই অঞ্চলের পাদ্রী-মহাশয় তাহাকে ঐ দর্জ্জীর দোকানে শিক্ষানবীশস্বরূপে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিল।

সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সে দেখিতে পাইল, কোন নৌবহরের একাংশ সেই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। দেখিয়া, মুহূর্ত্তেকও ইতস্ততঃ না করিয়া, বালক তাহার হাতের কাজ ফেলিয়া দোকানহইতে বাহির হইয়া গেল এবং সত্বরই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। তথাহইতে সে এক নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া, সেই নৌকাটি বাহিয়া, যত শীঘ্র পারিল, এ্যাড্মিরালের জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইল।

সেই সময়ে নৌজীবন বড়ই কষ্টকর ছিল, সহজে কেহ বড় জাহাজে কাজ করিতে যাইত না। কাজেই সীবনকারীর এই বালক শিক্ষানবীশ জাহাজে কাজ করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিবা-মাত্রই তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইল।

বালক শীঘ্রই সামরিক পোতের কার্য্যকলাপ দেখিবার অবকাশ পাইল, কারণ যে দিন সে জাহাজে কাজ করিতে গেল, তাহার পর-দিনই ব্রিটিশপোত-বহরের সেই অংশের সহিত এক ফরাসী পোত-বহরের একাংশের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তৎকালে বালক তাহার কর্ত্তব্যসমূহ যথাবিধানে পালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিলে পর, বালক দেখিল, কোন পক্ষেরই জয়পরাজয় হইতেছে না, তখন সে একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দে'খ্লে আমরা বু'ঝ্ব যে, আমাদের শত্রুর হার হ'য়েছে?"

নাবিক উত্তর দিল, "ঐ যে নিশানখানি ফরাসী এ্যাডমিরালের জাহাজের মাস্তলে পৎ পৎ ক'রে উ'ড়্‌ছে, ঐটি যখন নামান হ'বে, তখনই বোঝা যা'বে, ওদের হার হ'য়েছে।"

"এই! এই হ'লেই ওদের হার হয়?" এইমাত্র বলিয়া বালক যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানহইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

এখন এক জাহাজের সঙ্গে যখন আর একজাহাজের লড়াই হয়, তখন দুই জাহাজই অনেক দূরে দূরে থাকিয়া এ-উহাকে লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে থাকে, সেকালে কিন্তু এইরূপ হইত না, তখন দুই জাহাজই এ-উহার গায়ে আপন জাহাজখানি প্রায় লাগাইয়া লড়াই করিত, আর এক জাহাজের নৌসেনা অন্য জাহাজের উপর চড়াও হইবার চেষ্টা করিত। বালক তাই অন্যের অলক্ষ্যে ফরাসী জাহাজগুলির অধ্যক্ষের জাহাজের ডেকের উপর লাফাইয়া পড়িল। তখন সেই জাহাজে চারিদিকে ভারি গোল-মাল হইতেছে, তাই সে গোপনে সেই জাহাজের মাস্তলের উপর উঠিয়া, নিশানখানি খুলিয়া, আপন দেহে জড়াইয়া, নীচে নামিয়া আসিল, তখনও সে কাহারও নজরে পড়িল না।

তাহার এই দুঃসাহসের কাজ শত্রু বা মিত্র কাহারও দৃষ্টি-গোচর হইল না। অল্পক্ষণ পরে ইংরাজ নৌসেনারা দেখিল, ফরাসী নৌ-সেনানীর জাহাজের মাস্তলে নিশান নাই, ইহাতে তাহারা মনে করিল, ফরাসীরা পরাভব-স্বীকার করিতেছে, তাই তাহারা এত বেগে সেই ফরাসী জাহাজখানাতে গিয়া চড়াও হইল যে, ফরাসীরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ফরাসী গোলন্দাজেরা কামান ছাড়িয়া পলাইল, তাহার অল্পক্ষণ পরেই জাহাজখানি ইংরাজের অধিকারে আসিল। যুদ্ধে জয় ঘোষিত হইবামাত্রই সেই বালক শিক্ষানবীশ সেই নিশানজড়িত অবস্থায় সকলের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহা দেখিয়া জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল।

সেই বিস্ময়কর সংবাদটি সত্বরই চারিদিকে রটিয়া গেল। বালককে সেই নিশানসমেত ইংরাজ নৌ-সেনার অধ্যক্ষের কক্ষ্যায় লইয়া যাওয়া হইল। তিনি বালকের সাহসের প্রচুর প্রশংসা করিয়া সেইদিনই তাহাকে মিড্‌শিপ্‌ম্যানের পদ-প্রদান করিলেন। এইরূপ বালক যে, অতি শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি-লাভ করিতে লাগিল, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই ছিল না। এই বালকই ভবিষ্যতে এ্যাড্-মিরাল হপশন্-নামে সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠেন।

রঙ্গানুকৃতি

"দিবা অবসান হ'ল"।

হাডুডুডু।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হ'ল, কি কর, রে গোবর্দ্ধন?
খেলিবারে হাডুডুডু ক'রেছ কি আয়োজন?
ওই সূর্য্য অস্ত যায়,
দেখিয়ে দেখ না তা'য়,
পড়িয়ে কা'র মায়ায় দাঁড়া'য়ে আছ অমন?
যদি হাঁটু ছিঁড়্‌তে চাও,
তবে মাঠে ছুটে যাও;
খেল গিয়ে ছোল্‌কবাটি ছরকটি' মূলাদশন!

"শারদলতিকাসম"।

লুচি।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

শারদচন্দ্রিমাসম সুশ্বেত, সুগোল কায়।
বিধি কি সুখের নিধি লুচি নিরমিল হায়!
যদি রে এমনি হ'ত,
পথে লুচি প'ড়ে র'ত,
তুলি' আনি' অনুরাগে তোফা খাইতাম তা'য়,
অথবা পথেই তা'রে নামা'তাম গলায়!

জীবনের সদ্ব্যবহার।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে যে, কত অমূল্য রত্নের আকর রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই জীবন কত না সুযোগ, কত না আনন্দ, কত না সুখ এবং কত না কার্য্যকারিতায় পূর্ণ! তথাপি আমাদের কাহারও কাহারও কেমন এক স্বভাব জন্মিয়া যায়, আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত দীন বিবেচনা করিয়া নৈরাশ্যে পীড়িত হইতে থাকি। কিন্তু এ জগতে কাহারও জীবন ঐশ্বর্য্যবিহীন নহে। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এতটা করিয়া আঢ্যতা নিহিত আছে যে, আমরা সারা জীবন ধরিয়া আমাদের জীবনের ঐশ্বর্য্য-ব্যয় করিতে থাকিলেও, কখনও সেই ঐশ্বর্য্য ফুরাইয়া শেষ করিয়া ফেলিতে পারিব না। আমাদের ইচ্ছাই দরিদ্র। সেই সর্ব্বদা নৈরাশ্যপীড়িত হয়, সেই আমাদের ঐশ্বর্য্যসমূহের সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে।

এটি একটী খাঁটী সত্য। এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না দোষ আমাদের জীবনের নহে, দোষ আমাদের নিজেদেরই।

"বালকে"র পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহাদের মধ্যে হয় তো কেহ কেহ ভাবিয়া থাকে, আমি যদি কলিকাতায় গিয়া থাকিতে পাইতাম, তাহা হইলে মানুষের মত মানুষ হইতাম, এ পাড়াগাঁয়ে কি করিতে পারি? আবার যে সকল পাঠক কলিকাতায় থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় তো ভাবিতেছে, কলিকাতার এই ধূলি-ধূম ও যানবাহনের ঘর্ঘরের মধ্যে কাহারও মেজাজ ঠিক থাকে না, এখানে কোন কিছু করা প্রায় অসাধ্য। যদি শস্যশ্যামলা পল্লীপ্রকৃতির বক্ষে বাস করিতে পাইতাম, তাহা হইলে প্রভূত আত্মোন্নতি করিবার অবকাশ পাইতাম। এইরূপে কি নগরবাসী কি পল্লীবাসী আমরা অনেকেই অবস্থার প্রতিকূলতার দোহাই দিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি।

কিন্তু জীবনের আঢ্যতার সহিত গ্রাম্য, নাগরিক বা অপর কোন জীবনের কোনই সম্পর্ক নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবনের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য প্রতি জীবনেই নিহিত আছে। মানবজীবনমাত্রই আঢ্যতায় ভাস্বর। তথাপি আমরা যে দীন, হীন, লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া আছি, ইহার কারণ এই, আমরা আমাদের জীবনের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দিকে একবারও তাকাইয়া দেখি না। কেমন করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দ্বারমোচন করিতে হয়, কেমন করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য স্বার্থে ও পরার্থে ব্যয় করিতে হয়, তাহা আমরা কখন শিখিবার চেষ্টা করি নাই। আজিপর্য্যন্ত বহুলোকে আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃস্ব জানিয়াই ইহলোক-ত্যাগ করিতেছে। মৃত্যুকালেও তাহাদের মধ্যে তাহাদের রত্নভাণ্ডার অব্যবহৃতই রহিয়া যাইতেছে। আমার এই কথাগুলি যেন উপকথার মত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।

আমাদের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারে কি কি ঐশ্বর্য্য অব্যবহারে যেন পচিতেছে, এস, একবার আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। এক মানুষের সঙ্গ অপর মানুষের ঐশ্বর্য্য। মানবসমাজই মানবের এক মহৈশ্বর্য্য। এই মহৈশ্বর্য্য যতই ব্যয় করা যায়, ততই ইহা অক্ষয় বলিয়া বোধ হয়; অবশেষে দেখা যায় যে, জীবন ভরিয়া ব্যয় করিলেও, এই ঐশ্বর্য্য কখন নিঃশেষিত হইবে

না, পৃথিবীর নিখিল মনুষ্যের সঙ্গসুখ কোন্ মনুষ্য লাভ করিতে পারিয়াছে?

আবার, আমরা যদি সারা জীবন ধরিয়া কেবল মনুষ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বই করিতে থাকি, তাহা হইলে দেখিব, মানবজীবনের অপর যত বেশী জগতের নিখিল বস্তু ও বিষয়ের সহিত আপনাকে সম্পর্কান্বিত করিয়া তুলে, সেই মানুষ তত বেশী সম্পৎশালী হইয়া উঠে।

সুরেন্দ্র সমরেন্দ্রের প্রতি ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করিয়া থাকে। সমরেন্দ্র
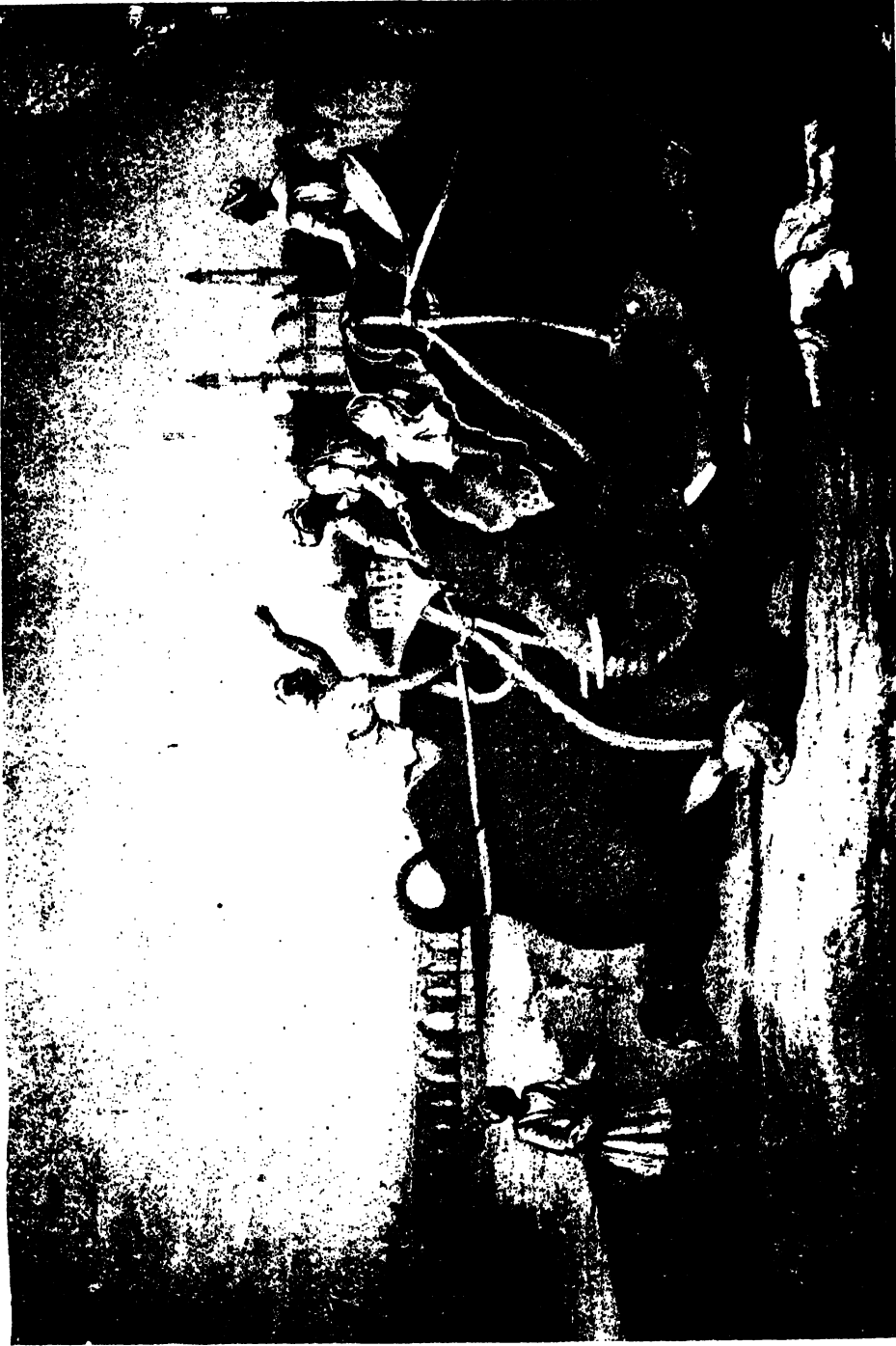
ঐশ্বর্য্যসমূহ, যথা—গ্রন্থপাঠ, বিজ্ঞানালোচনা, প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা, শিল্প-চর্চ্চা, সৌন্দর্য্যের উপাসনা প্রভৃতি অস্পর্শিতই রহিয়া যাইতেছে। তবে আমরা আমাদের দীন মনে করি কেন? হীরা-মতি-চুনি-পান্না, টাকা-আনা-পাই প্রকৃত ঐশ্বর্য্য নহে। যে মানুষ

বাক্‌পটু, গীতজ্ঞ, রসজ্ঞ, বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাশালী; সকলেই তাহার সহিত আলাপ করিতে ব্যাকুল, সকলেই তাহাকে সভ্য, ভব্য ও গুণী-জ্ঞান করিয়া সম্মান করিয়া থাকে; কিন্তু সুরেন্দ্র যদি সমরেন্দ্রের প্রতি ঈর্ষ্যা-প্রকাশ না করিয়া আপনাকে সমরেন্দ্রের ন্যায় করিয়া

তুলিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে পৃথিবীতে বহু সম্পদ্ ও সম্মানের অধিকারী হইয়া উঠিতে পারিত। সুরেন্দ্রে ও সমরেন্দ্রে পার্থক্য এইখানে যে, সমরেন্দ্র আত্মানুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু সুরেন্দ্র তাহার জীবনে উদ্যোগ ও উদ্যমশীলতার কোনই পরিচয় দেয় নাই। তাহার চক্ষু থাকিতেও, সে দেখে নাই; তাহার মন থাকিতেও, সে চিন্তা করে নাই; তাহার বাহু থাকিতেও, সে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই; তাহার হৃদয় থাকিতেও, সে কোন্ বস্তু বা ব্যক্তিকে ভাল বাসে নাই; ফলে তাহার জীবনের ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সে তাহার জীবনের উদ্যম, প্রখরানুভূতি, অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে সুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে যদি দৈন্যপীড়িত না হয়, তবে হইবে কে? সুরেন্দ্রের মনোযোগ কিছুতেই যেন নাই, পক্ষান্তরে সমরেন্দ্রের মন তৃণপুষ্পে, দূরাগত গীতে, নির্ঝরিণীর কুলুকুলু-নিনাদে, সন্ধ্যাকাশের বর্ণবিলাসে, প্রভাতের পবনহিল্লোলের সহিত যেন মিলিয়া-মিশিয়া থাকে। অনেকের সহিত তাহার সৌহৃদ্য, তাই অনেকের উপর তাহার পতিপত্তি। সুরেন্দ্র শ্রেণীর বইগুলি পড়িতেই ক্লান্তিবোধ করে, এদিকে সমরেন্দ্রের অবসরকাল কাশীদাস, কৃত্তিবাস, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুকবিকুলের সহিত সদালাপে হয় তো অতিবাহিত হয়। দুইএর জীবনে তবে পার্থক্য থাকিবে না কেন?

আত্মৈশ্বর্য্যের পরিচয়-লাভের কয়েকটি উপায় আছে—

(১) সৎগ্রন্থ-পাঠ (২) সময়ের সদ্ব্যবহার (৩) ভ্রমণ (৪) বিজ্ঞানালোচনা (৫) সেবকতা।

(১) হাতে যখনই কোন ভাল বই পাইবে, পড়িবে। বই পড়িলে, অন্য মানুষের নিকটহইতে দুইটি জিনিস আদায় করা যায়, তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও তাঁহার অভিজ্ঞতা। "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

(২) সময় একটী অমূল্য গজমুক্তা। জীবনের একটী মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিবে না। বরং জীবনে যতক্ষণ জাগ্রৎ থাক, প্রতি-মুহূর্ত্তই কর্ত্তব্যে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

(৩) যখনই সুবিধা পাইবে, তখনই ভ্রমণ করিবে। তোমার ক্ষুদ্র গ্রামটিতে প্রত্যহ বেড়াইলেও তাহার দর্শনীয় বস্তুর সবগুলি তুমি অল্পদিনে দেখিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সেই ভ্রমণের ফলে তুমি এত বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে যে, প্রতিদিনের যদি দিনলিপি লেখ (লেখা উচিত), তাহা হইলে দেখিবে, ৩৬৫ দিনে তুমি অন্ততঃ ১৩০টি বিষয় শিখিয়াছ।

(৪) বিজ্ঞান-শব্দের অর্থ কোন বিষয়ের বিশদ জ্ঞান। রাসায়নিকের রসায়নাগারে কেবল নহে, জগন্ময় বিজ্ঞান বিস্তৃত রহিয়াছে। জগতের মাত্র কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, এখনও অনেক বিষয়ের জ্ঞান অজ্ঞাত রহিয়াছে। তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকাশে যে মেঘের খেলা দেখ, তাহাও বিজ্ঞানবহির্ভূত নহে; তোমার পাদবিধৌতা তটিনীতরঙ্গ যে নিয়মে প্রত্যহ তোমার পাদপ্রান্তে পঁহুছিয়া "ছলাৎ-ছলন" করিয়া উঠে, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। জগৎ এখনও বহু বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে, তুমি ইচ্ছা করিলে, অন্ততঃ একটী বিষয় জগৎকে জানাইতে পার।

(৫) আমরা যে জীবনে নানা দুঃখ পাই, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের স্বার্থপরতা। যাহা আমরা কেবল একাই ভোগ করিতে চাই, তাহাই আমাদের দুর্ভোগ ঘটায়। আবার আপনাকে অন্যের জন্য ব্যবহার না করিতে পারিলে, জীবনটা নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। জীবনের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দিতে না জানিলে, নিতে পারা যায় না। নিতে না পারিলে, দৈন্য ঘুচে না। অতএব সেবকতা কেবলই ব্যয় নয়, সঞ্চয়ও বটে।

কবিতা-পাঠ

অনেকে কবিতা পড়িতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন ভাল বাসেন? কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আবার অনেকে কবিতা পড়িতে মোটেই ভাল বাসেন না, তাঁহাদিগকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন ভাল বাসেন না? কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কবিতাতে তিনটি বস্তু আছে—স্বর (tone), আকার (form) ও বর্ণ (colour)। যাঁহারা কবিতা পড়িতে ভাল বাসেন না, তাঁহাদের ঐ তিনটি বিষয়ের অনুভূতি নাই।

শব্দজাত সঙ্গীত। "Little Miss Netticoat in a white petticoat"—কেবল শব্দপুঞ্জ হইলেও, ইহার শিঞ্জন শ্রুতি-সুখকর। ছন্দের যতি, শব্দের সহিত শব্দের মিল কবিতা পাঠক প্রত্যাশাই করিয়া থাকে, তাহার সেই প্রত্যাশাটি পূর্ণ হইলে, তাহার মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠে।

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥"

ইহার ছন্দের শ্বাসপাত, শব্দের সহিত শব্দের সংযোগে যে ললিত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সেই ললিত-ধ্বনি এবং "কুটীরের" সহিত "সমীরের" মিল শ্রুতি ও চিত্ত উভয়ই বিনোদিত করিয়া থাকে।

যাহারা এই সকলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা-পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা কবিতাপাঠ করিয়া, কবির কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্ময়-জড়িত আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

"পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল ॥"

এই ছত্রদ্বয়ে গভীর ভাব না থাকিলেও, ইহার "পাখী সব করে রব" ও "কুসুমকলি সকলি" মানবমনকে যেন আনন্দে নাচাইয়া তুলে। কবিতাপাঠক যদি কবির শব্দ চয়ন-চাতুর্য্য ও

"কলমের গোলামীটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তা'র চেয়ে দুধ-ঘীটা শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

এই মীটা, মিঠা ও ঘীটার মিলেরও দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কবিতা পড়িতে শিখে, তবে প্রথমে সে কবির কুশল শব্দপ্রয়োগকৃতিত্বেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরাগী পাঠক হইয়া উঠিবে।

কবিতার বর্ণ কবিতায় শব্দের সুমধুর শিঞ্জন-ব্যতীত আরও একটি বস্তু আছে, অন্য কোন কুশল শব্দের দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া আমরা তাহাকে বর্ণ কহিয়াছি।

"কূর্ম্ম কমঠী কট উম্মিতে লটপট"

—এখানে এই শব্দগুলি যেন একটি বীভৎস চিত্র আমাদের নয়নের সমক্ষে আঁকিয়া তুলিতেছে। এই শব্দগুলিতে আমরা যেন একটা ভয়োৎপাদক বর্ণাভাস পাইতেছি।

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥"

এখানেও নীল বারিধিবেলাটি যেন আমাদের সম্মুখে এক লোচনলোভন বর্ণাভাস ফুটাইয়া তুলিতেছে। এই বর্ণাভাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও সুকবিতা-পাঠ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কবিতা পড়িতে বড়ই অনুরাগ জন্মিয়া যাইবে।

উচ্চৈঃস্বরে কবিতাপাঠ। পণ্ডিতপ্রবর কার্লাইল বলিয়াছেন —"We are all poets, when we read a poem well." যখন আমরা কোন কবিতা ভাল করিয়া পড়ি, তখন আমরা সকলেই কবি হইয়া উঠি।

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।"
"নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার!"

প্রভৃতি কবিতার সৌন্দর্য্য, ঐ কবিতাগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলে, চমৎকার ফুটিয়া উঠে। "দিশি দিশি কীরতি সজল কণজালমে'র সৌন্দর্য্য উচ্চাবৃত্তি-ভিন্ন উপলব্ধ করিবার উপায় নাই। সুতরাং কবিতার সৌন্দর্য্যোপলব্ধির আর একটি উপায় কবিতা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ।

প্রাচীন ভারতীয় রণ-পোত।

হ-য-ব-র-ল

(উপকথা।)

এক সময়ে এক দেশে এক দরিদ্র কৃষীবল বাস করিত। তাহার একটিমাত্র সন্তান—একটি কন্যা ছিল; কন্যাটি যেমন রূপবতী, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিল; কৃষক তাই তাহার দুলালী দুহিতার কথায় বড়ই গর্ব্ব করিত। একদিন সে রাজসভায় গিয়া তাহার কন্যার কথাপ্রসঙ্গে সাহঙ্কারে এই কথা রাজসকাশে বলিয়া ফেলিল যে, আমার মেয়ে খড় বুনিয়া সোণা করিয়া দিতে পারে। এখন, দেশের রাজাটি বড়ই পয়সাপিশাচ লোক ছিলেন, ঐ কথা শুনিয়া তাহার ভারি লোভ হইল, তিনি তাই চাষাকে হুকুম করিলেন, "কালই তুমি বেওজর তোমার কন্যাকে রাজ সভায় হাজির করিবে।" কৃষককন্যা রাজসভায় আনীতা হইলে, রাজা তাহাকে এক খড়ভরা প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া আরক্ত-লোচনে এই আদেশ করিলেন, "দেখ, তুমি যদি তোমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও তো, কাল রাত্রি-প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, এই খড়গুলা বুনিয়া সোণা করিয়া দিবে!"

এই অদ্ভুত আদেশ শুনিয়া কন্যাটির প্রাণ চমকিয়া উঠিল; সে সাশ্রুনয়নে রাজসকাশে নিবেদন করিতে যাইতেছিল যে, তাহার এইরূপ কোন অলৌকিক-শক্তি নাই, কিন্তু রাজা তাহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া সশব্দে সেই কক্ষ্যাদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। অভাগিনী বালিকা একাকিনী সেই ঘোরান্ধকারময় বিজন প্রকোষ্ঠমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়া রহিল।

তখন সে আর কি করে? সেই কক্ষ্যার এক কোণে বসিয়া অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন সে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে দেখিল, হাস্যোদ্দীপক চেহারার এক কদাকার বামন আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠদ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল বালিকার মুখপ্রতি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তাকাইয়া থাকিয়া বামন সহসা বলিয়া উঠিল,

"হে বালিকে, বামনের লহ নমস্কার;
আহা, কেন বরষিছ লোচন-আসার?"

এই কথার উত্তরে বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমাকে এই খড়গুলাকে সোণা করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া করিতে হয়, আমি তাহা জানি না, আপনি আমাকে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিতে পারেন কি?"

বামন উত্তর করিল,

"সোণাই করিয়া দিব, ভাবনা কি তা'র?
কি তুমি আমারে, বালা, দিবে পুরস্কার?"

বালিকা কহিল,

"যদি তুমি কর মোর এই উপকার,
এই মম কণ্ঠহার দিব উপহার।"

এই বলিয়া বালিকা তাহার স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহারটি বামনকে দেখাইল।

বালিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া বামন চরকা লইয়া খড়গুলি বুনিয়া এক প্রকাণ্ড হেম পিণ্ডে পরিণত করিল। পরদিবস প্রভাতে রাজা আসিয়া যেমন পুলকিত, তেমনই বিস্মিত হইল; কিন্তু সেই লোভী রাজার সেই স্বর্ণ দর্শনে স্বর্ণলাভ-লালসা আরও বাড়িয়া গেল, তাই সে সেই দুর্ভাগিনী বালিকাকে আরও সুকঠিন একটি কার্য্যের আদেশ দিয়া পুনরায় সেই কক্ষ্যামধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল। বালিকা হৃদয়ের দুঃখে ও হতাশায় ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময়ে সেই বামন পুনরায় সেই কক্ষ্যামধ্যে আবির্ভূত হইয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"যদি আমি ক'রে দেই একার্য্য উদ্ধার,
কি আমারে দিবে, বালা, আজি উপহার?"

বালিকা সাগ্রহে উত্তর দিল,

"দিব আমি, বন্ধুবর, আংটীটি আমার,
এ বিপদহ'তে মোরে কর সমুদ্ধার।"

ইহা শুনিয়া বামন বালিকার নিকটহইতে আংটীটি লইয়া একখণ্ড সুপ্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিল। পরদিন প্রভাতে রাজা আসিয়া সেই সুপ্রকাণ্ড স্বর্ণখণ্ড দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিল; ক্ষণপরেই কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করিয়া রুদ্রমূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক বালিকাকে লইয়া গিয়া এক বৃহত্তর প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করিয়া বলিল, "যদি তুমি এই ঘরের সমস্ত খড় বুনিয়া সোণা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার মহিষী করিব।"

বালিকা একাকিনী হইবামাত্রই বামন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"এই শুষ্ক শষ্পপুঞ্জে যদি আরবার
করি আমি, অয়ি বালা, সুবর্ণ-সম্ভার,
এইবার কিবা মোরে দিবা উপহার?"

বালিকা সখেদে বলিয়া উঠিল,

"কিছু নাই, বন্ধু, মোর কিছু নাই আর!"

ইহা শুনিয়া বামন বলিল,

"এখনি এ তৃণপুঞ্জ কৌশলে আমার
হ'য়ে যা'বে সমুজ্জ্বল সুবর্ণের ভার;

সেই স্বর্ণদানে হ'বে মহিষী রাজার,
বল, জ্যেষ্ঠপুত্র তব হইবে আমার?"

বালিকা মনে মনে ভাবিল, ছেলে প্রাণ ধরিয়া আমি কাহা-কেও দিতে পারিব না; কিন্তু ঐরূপ প্রতিজ্ঞা না করিলেই নয়, কাজেই ঐ প্রতিজ্ঞাই করিল। প্রভাতে রাজা আসিয়া আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণরাশি পাইয়া প্রতিজ্ঞানুযায়ী বালিকাকে নিজ মহিষী করিল।

কালে মহিষী একটি সুকুমার কুমার-লাভ করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমানা হইলেন, তখন তিনি বামনের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আর স্মরণে রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু বামন ছাড়িবার পাত্র নয়, সে একদিন তাঁহার সূতিকা-গৃহে আসিয়া দেখা দিয়া ছেলেটিকে দাবী করিয়া বসিল। মহিষী তখন পুত্রের মায়ায় বামনকে তাঁহার বহুমূল্য অঙ্গাভরণ দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই তাহা লইতে সম্মত হইল না, তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। শেষে কিন্তু রাণীকে বড়ই কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিল, "দেখ, তুমি যদি তিন দিনের মধ্যে আমার নাম বলিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার ছেলেকে আর দাবী করিব না।" সমস্ত রাত রাণীর ঘুম হইল না, তিনি, যত পারিলেন, নাম মনে করিতে লাগিলেন। সকালেই বামন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম?"

রাণী পুত্রের মায়ায় অসংখ্য নাম করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু একটি নামও খাটিল না; বামন সেদিন চলিয়া গেল।

পরদিনই সে কিন্তু আবার আসিয়া হাজির। রাণী সেদিন তাহার কাছে ভোদা, হাঁদা, পুন্‌কে, গুট্‌কে, বকু, ছকু এইপ্রকার সব হাস্যোদ্দীপক নাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেদিনও একটিও নাম খাটিল না।

তৃতীয় দিন ভোরে রাজান্তঃপুরের দ্বারে এক পাগল আসিয়া এই গানটি গায়িতে লাগিল—

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

"বুঝি না আমারে আমি, কে কা'রে বুঝে বা বল?
রেখে দাও বোঝাবুঝি, সোজাসুজি চ'লে চল!
আমি এট্টা মস্ত ষণ্ড,
খুঁজে মরি অশ্ব-অণ্ড;
আ রে! তা' কি খুঁজে পা'ব, সেটা যে হ-য-ব-র-ল!
ও চোখ-থাকিতে-কানা!
চোখের মাথাটা খা না!
হ'লে অন্ধ সব বন্ধ, খুঁজিবি মরমস্থল;
তখন আপনামাঝে
পা'বি সে হৃদয়-রাজে,
যতনে লইবি বুকে সে চারু চরণতল।"

পাগল ঐ গান গায়িয়া চলিয়া গেলে, বামন আসিল। আসি-য়াই রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম?"

রাণী থতমত খাইয়া বলিল, "পাগল।"

বা। না।
রা। ষণ্ড।
বা। না।
রা। অশ্ব-অণ্ড।
বা। না।
রা। হ-য-ব-র-ল!
বা। এঃ! কে ব'লে দিয়েছে!

এই বলিয়া বামন ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

প্রহেলিকা।

বালেন্দুর বিভা যেই রাঙায় আমায়,
অলি যেই গুঞ্জরিয়া পড়ে ঢলি' গায়,
সুধীর সমীর যেই মোরে শিহরায়,
অমনি ফুটিয়া উঠি সরসীর নীরে।
কি বলিব, মোর মুখে সদাই কু রয়!
মোর মাঝে বল রাজে, পদযুগে লয়!
মুখের কু ঘুচাইলে, মোর মূল্য হয়,—
কামিনীরা পরে মোরে করে ধীরে ধীরে।

কভু আমি শুভ্র, কভু নীল কান্তি ধরি;
কেহ যদি এক পদ লয় মোর হরি'—
কখন দাড়িম্ব হই, কভু বা বদরী;
বেদবর্ণে নাম মোর জানে গৌড়জনে।
দিলাম তো আমার গো পরিচয় যত,
কে আমি, কোথায় থাকি, কে জান বল ত?
তোমাদের কা'র আঁখি মোর পত্রমত?
সে আমার পরিচয় দিক এ ভুবনে।

বালক

৫ম বর্ষ।] এপ্রিল, ১৯১৬। [৪র্থ সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫

মেকি আনী।

বৃহৎ তাম্বুর দ্বার উন্মোচিত হইলে, ধাড়া ছাতুকে তাম্বুর ভিতরে গিয়া কাজ করিতে হুকুম করিল। তখন ছাতু সেই প্রথমবার বুঝিতে পারিল যে, তাহার আরও একজন মনিব আছে; এই কথা জানিতে পারিয়া তাহার আরও অধিক অস্বস্তি-বোধ হইতে লাগিল। যদি তাহার দ্বিতীয় মনিব তাহার প্রথম মনিবেরই মেজাজের লোক হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে আরও অধিক দুঃখ-কষ্ট আছে। ছাতু তাই ভাবিতে লাগিল, আর সে একদিনও তাহার প্রভু-দ্বয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে কি না।

তাম্বুর মধ্যস্থিত দোকানে যাইবার পূর্ব্বে ছাতু একবার তাহার বানর-বন্ধুর সহিত দুই-চারিটি প্রাণের কথা কহিয়া যাইবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু সে তাহার বন্ধুর খাঁচার কাছে গিয়া দেখিল, সেখানে ভারি ভিড় হইয়াছে, সেখানে এখন সে তাহার বন্ধুটির সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলে, সকলেই শুনিতে পাইবে। তাই ছাতু বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল

তাহার নৈরাশ্য এতই অধিক হইল যে, বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার চোক-দুইটিতে টল্‌টল্ করিতে লাগিল, পর মুহূর্ত্তেই তাহার সেই দুইটি অশ্রু-বিন্দু নিশ্চয়ই তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িত, কিন্তু এই সময়ে তাহার বৃদ্ধ বন্ধুটি হঠাৎ তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিল। ছাতু এইরূপ অনুমান করিল যে, তাহার বন্ধুটি তাহার প্রতি অতীব অনুরাগের সহিত দৃষ্টি-পাত করিতেছে এবং তাহার নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে, বানরটি তাহার উদ্দেশে একটি চোখও ঠারিল। ছাতুর এইরূপ বিশ্বাস হইল, বানরের চোখ-ঠারাটা কিছুতেই তাহার কল্পনা-মাত্র নহে, বরং এইরূপে চোখ ঠারিয়া বানর যেন তাহাকে তাহার এই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দিতেছে। তাই সেও বানরকে খুব নির্ব্বন্ধ ও গাম্ভীর্য্যসহকারে চোখ ঠারিল, তাহার পর আশ্চর্য্য সান্ত্বনা-লাভ করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করিল।

তাম্বুর অভ্যন্তরে ছাতুকে যে কার্য্য করিতে দেওয়া হইল, তাহা বাহিরের দোকানের কার্য্যসমূহহইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বড়ই কঠিন। তাহাকে একটি বারকোশে পাণ, চুরুট, লিমনেড্ প্রভৃতি সাজাইয়া দর্শকদিগের কাছে লইয়া গিয়া দেখাইতে ও

তারস্বরে চীৎকার করিয়া বিক্রেয় বস্তুগুলির গুণগান করিতে হইল। ধাড়ার যে অংশীদার তাম্বুর অভ্যন্তরস্থ দোকানে বসিত, সে ধাড়ার অপেক্ষা ভাল লোকও নহে, মন্দ লোকও নহে। ছাতু প্রথমবার তাহার নিকটে গেলে, সে তাহাকে এক বারকোশ-ভরা লিমনেড্-পূর্ণ গ্লাসদিয়া "লেম্‌নেড্—লেম্‌নেড্—টকমিষ্টি—খোশবুদার—ঠাণ্ডা, নাও, বাবুসব, এক-এক-আনা গেলাস!"—এইরূপ হাঁকিয়া হাঁকিয়া প্রতি দর্শকের কাছে লইয়া যাইতে হুকুম করিল।

ছাতু যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপেই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু যতবারই খোশবুদার লেম্‌নেডের খোশনাম গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততবারই কথাগুলি যেন তাহার গলায় আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল, আর সে দেখিল, ফুস্‌ফুস্-আওয়াজ-ছাড়া একটু উঁচুরকমের আওয়াজ তাহার গলাহইতে বাহির করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, সকল দর্শকই যেন তাহাকেই দেখিতেছে। ফলে তাহার নিজের গলার আওয়াজ শুনিয়া তাহার নিজেরই ভয় হইতে লাগিল।

প্রথমবার সারকাসময় লিমনেড্ ঘুরাইয়া যখন সে দোকানে ফিরিয়া গেল, তখন সে বিলক্ষণরূপে টের পাইল যে, তাহার দ্বিতীয় মনিবমহাশয় তাহার প্রথম মনিবেরই মত "সদয় হৃদয়"! এই প্রভুটির নাম সে একজন সারকাসের ভৃত্যের মুখে শুনিল, আদ্যনাথ আড্ডি (আঢ্য)। ইনি ছাতুকে বেশ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিলেন যে, যদি সে আজ কিছু বিক্রয় না করিতে পারে, তাহা হইলে ইনি তাহার দেহের অস্থি ও মাংস বিযুক্ত করিয়া দিবেন; ছাতুর এ কথায় সম্পূর্ণ ই বিশ্বাস জন্মিল।

আড্ডির ক্রোধপূর্ণ আদেশ পাইয়া ছাতু গুরুভারাবনত হৃদয়ে দ্বিতীয় বার লিমনেড্-বিক্রয় করিতে চলিল। এইবার সে চিঁচিঁ করিয়া "লেম্‌নেডের" গুণ গাইয়া কিছু বিক্রয় করিতে সমর্থ হইল। এইবার—অবশ্যই তাহার প্রহারিত কুক্কুরের ন্যায় কণ্ঠ জাহির করিবার গুণে নয়, দেখিলে করুণার উদ্রেক হয়, সম্ভবতঃ এমন মুখভঙ্গীর গুণেই—সে সৌভাগ্যবান্ হইয়া উঠিল, এবং ধাড়া এবং আড্ডি কোং তাহাকে যে পদার্থটি "লেম্‌নেড্" বলিয়া বেচিতে দিয়াছিল, তাহার সব গ্লাসগুলিই বেচিয়া আবার দোকানে ফিরিয়া গেল!

ইহা করিয়া সে অবশ্যই "আড্ডি"-মহাশয়ের কাছে কিছু প্রশংসালাভের প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সেই মহাপ্রভুর নিকটহইতে প্রভুর গালি খাইয়া অবাক্ সে হইয়া গেল! ইহার কারণ এই, সে কোন খরিদদারের নিকটহইতে একগ্লাস "লেম্‌লেডে"র মূল্যস্বরূপে একটি মেকি আনী, না জানিয়া, গ্রহণ করিয়াছিল। আঢ্যমহাশয় মনের আশ মিটাইয়া ছাতুকে প্রথমে গালি দিয়া, শেষে তাহাকে সেই মেকি আনীটি ফিরাইয়া দিয়া এই হুকুম করিল যে, প্রথম যে খরিদদার ছাতুকে একটি টাকা, আধুলি, সিকি বা দু'-আনী দিয়া, বাকীটা ফেরৎ চাহিবে, তাহাকেই যদি সে মেকি আনীটা গছাইয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে সে তাহাকে ছড়ি দিয়া পিটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবে এবং সে তাহাকে ইহাও জানাইল যে, এই এক আনা সে তাহার বেতন-হইতে কাটিয়া লইবে!

উহার উত্তরে বেচারা ছাতু তাহাকে বৃথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে আনী বা দু'-আনীর আসল বা মেকি বুঝিতে পারে না, কেননা সে তাহার হরমামার কাছহইতে কখনও একটি পয়সার বেশী পায় নাই, সুতরাং এজন্য তাহাকে দোষী করা আড্ডির উচিত নয়।

ইহার উত্তরে সে শুনিল, "তোকে আমি ছড় পিটে আসল-মেকি চেনা'ব, আর তুই যদি ঐ মেকি আনীটা ফের আমার কাছে আনিস, তা' হ'লে তোর হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় ক'র্‌ব।"

ছাতুর এ বোধটুকু ছিল যে, মেকিকে আসল বলিয়া চালান পাপের কাজ, তাই সে এইরূপ মনস্থ করিল, "আমার অদেষ্টে যা' হয়, হ'বে, আমি এই মেকি আনীটা চালা'বার চেষ্টা ক'র্‌ব না।" এই ভাবিয়া, যে লোকটা তাহাকে মেকি আনী দিয়াছিল, তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে, যে যে খরিদদারের কাছে সে "লেম্‌নেড"-বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই মুখ দেখিয়া দেখিয়া ফিরিতে লাগিল। অবশেষে একটা লোকের মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল যে, সেই লোকটাই তাহাকে নিশ্চয়ই সেই মেকি মুদ্রাটি দিয়াছে, তাই সে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "ম'শয়, আপনি আমাকে এই অচল আনীটি দিয়েছেন, এটি ব'দ্‌লে দিন।"

লোকটার মুখ দেখিয়াই বোধ হইবে যে, সে যেমন ধূর্ত্ত, তেমনই বদ্‌মায়েস! সে এমনই ভাণ করিতে লাগিল, যেন সে ছাতুর কথা শুনিতে পায় নাই। কাজেই ছাতু পূর্ব্বাপেক্ষা চীৎকার করিয়া তাহাকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিল।

লোকটা ভয়ানক রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ম'ল যা, হতভাগা, আমি তোকে দে'খ্‌তে পয়সা খরচ ক'রে এসেছি, না সারকাস দে'খ্‌তে এসেছি? তুই আমার সাম্‌নে যদি ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে থাকিস, তবে আমি তামাসা দেখি কি ক'রে, দূর হ'য়ে যা সাম্‌নেথেকে!"

ছাতু। এই পচা আনীটা ব'দ্‌লে দিলেই, আমি বিদেয় হই।

খরিদদার। আমিই তোকে ঐ মেকি আনীটা দিয়েছি, তা' তুই কি ক'রে জা'ন্‌লি? বেটা জোচ্চোর! জুচ্চুরি কর্‌বার আর জায়গা পেলি নি? দূর হ'য়ে যা সাম্‌নেথেকে ব'ল্‌চি, নইলে ভাল হ'বে না!

ছাতু ভাবিল, বুঝি বা মেকি আনীটার জন্য আড্ডির কাছে "উত্তমমধ্যম" খাইতেই হয়। সেই লোকটার সহিত তাহার বড়ই তর্কাতর্কি চলিতে লাগিল। শেষে সে কাঁদ কাঁদ হইয়া লোকটাকে খোশামোদ করিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, "দেখুন, আপনিই আনীটি দিয়াছেন, দিন, আনীটি ব'দ্‌লে, ম'শয়, নইলে আমার মনিব আমাকে বড্ড মা'র্‌বে, আর আনীটা আমাকে গচ্চা দিতে হ'বে। দয়া ক'রে আনীটা আমাকে ব'দ্‌লে দিন।"

এই বলিয়া অভাগ্য বালক কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। অন্য কতকগুলি দর্শক তাহাদের এই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল, ছোট একটি ছেলেকে একটা বয়স্ক লোক একটা আনী ঠকাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের আড্ডির প্রতি বড়ই ঘৃণার উদ্রেক হইতেছিল।

"যখন 'বালক' পড়ে বাবুজীর হাতে,
দিবানিশি মন তাঁ'র প'ড়ে থাকে তা'তে।
বলি না যতই বুলি, আমাদের 'পরে
পড়েনাক দৃষ্টি তাঁ'র তিলেকের তরে!
আরে, দাদা, 'বালক' কি ভিজ্জাছোলা -লঙ্কা
যে, তা' হাতে পেলে বাবু বাজায় গো ডঙ্কা?"
কি বুঝিবি, কাকাতুয়া, "বালকের" মর্ম্ম?
বুঝে তা' বালক-পাঠী খোকারাম শর্ম্ম!
ছড়া-গল্প-ছবিভরা "বালক"-রতন,
যে তা' দেখে, তুলি' লয় করিয়া যতন!

লোকটা তখনও ছাতুকে বিদায় করিয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সে দেখিল, অনেক লোক তাহার দিকে ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া আছে; তাহাছাড়া তাহার মন তো জানে যে, সেই তাহাকে মেকি আনীটা দিয়াছে, তাই সে তাহার পকেটহইতে একটি ভাল আনী বাহির করিয়া ছাতুকে দিয়া বলিল, "আমি তোকে সীসের আনীটা দিই নি, তবু তুই বেটা যে জ্বালাতন ক'র্‌ছিস, তাই তোকে এই ভাল আনীটা দিয়ে প্রাণ বাঁচা'লেম।"

ছাতু। ও কথা আপনি ব'ল্‌বেন না, আপনিই আমাকে এই আনীটা দিয়েছিলেন। এই আনীটা ব'দ্‌লে না পেলে, আমার মনিব আর আমায় আস্ত রা'খ্‌ত না; আজ আমাকে বেদম মার খেতে হ'ত।

এই বলিয়া ছাতু ভাল আনীটা হস্তগত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। এই ঘটনায় তাহার একটু সুবিধা হইল, সকল দয়ালু দর্শকেরই তাহার প্রতি বড়ই মমতা জন্মিল। তাঁহারা তাহার নিকটহইতে সব "লেম্‌নেড" কিনিয়া লইল। একজন সহৃদয় দর্শক তাহাকে উপরন্ত একটি দু'-আনী জল খাইতে দিল। ছাতু তাই আনন্দে অধীর হইয়া নাচিতে নাচিতে দোকানে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু ধাড়ার সুযোগ্য অংশীদার-মহাশয় ছাতুকে একটিও উৎসাহজনক কথা বলিল না, সে তাহাকে বরং অসন্তুষ্ট স্বরে এই কথা বলিল, "এবারথেকে অনুগ্গর ক'রে বেশ ক'রে চোখ-কাণ খুলে রেখে যেন কাজ করা হয়, এবার ফের যদি মেকি আনী-ফানী নিস্‌, তা' হ'লে আমি সহজে ছা'ড়্‌ব না!"

এ কথা শুনিয়া বেচারা ছাতুর বুকখানা যেন ধসিয়া গেল; কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টায় তাহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে সে বুঝিয়াছে, একটি কাজ তাহার সর্ব্বদাই করা চাই, সকল সময়েই তাহাকে হাড়ভাঙা মেহনৎ করিতে হইবে। তাহার পর, সুবিধা পাইলেই এই কাজে ইস্তফা দিয়া সরিয়া পড়িতে হইবে।

এইবার আড্ডি তাহাকে এক ধামা চীনাবাদাম বেচিতে দিল। সে তাহাই কাঁধে লইয়া সারকাসময় ফিরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শকেরা তাহার বিক্রেয় বস্তুর উৎকৃষ্টতার জন্য নয়, তাহার করুণ মুখাকৃতি দেখিয়াই তাহার নিকটহইতে চীনাবাদাম কিনিয়া তাহাকে উপকৃত করিতে লাগিলেন। কি কারণে তাহার অবিক্রেয় পদার্থগুলি বালক বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে, চতুর আড্ডিমহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া, যতবার বালক ফিরিয়া আসিতেছিল, ততবারই তাহাকে কঠিন কথা বলিয়া তাহার মুখটি চূণ করিয়া দিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই উপকার হইতেছিল যে, তাঁহার মালের খুব কাট্‌তি হইতেছিল।

সারকাসের খেলা-শেষ হইয়া গেলে, ছাতু দেখিল যে, সে দশ আনা পয়সা পাইয়াছে—এই পয়সাগুলি সদয় দর্শকেরা তাহাকে বক্‌শিশ্‌ দিয়াছিলেন। বার বার পকেটে হাত দিয়া ছাতু পয়সাগুলিকে অনুভব করিতেছিল, কারণ ঐ পয়সাগুলি তাহার বন্ধুর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দর্শকেরা সারকাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, আড্ডি ছাতুকে দিয়া গ্লাস প্রভৃতি ধোওয়াইতে লাগিল; তাহার পর ছাতু সারকাসের বাহিরের দোকানে যাইতে প্রস্তুত হইল। তখন তাম্বুর মধ্যে আর কেহই ছিল না, তাম্বুদ্বারে পঁহুছিয়া ছাতু দেখিল, তাহারি বন্ধু, সেই বৃদ্ধ বানরটি, তাহার খাঁচার এক কোণে বসিয়া ছাতুর সমস্ত কার্য্য-কলাপ দেখিতেছে।

তখন ছাতুর এমনই মনের ভাব হইল যে, যেন সে তাহার

দেশস্থ এক পুরাণো বন্ধুর দেখা পাইয়াছে। তাই সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া, বানরের পিঁজরার কাছে দৌড়িয়া গিয়া খাঁচার গরাদের মধ্যে তাহার একটি হাত ঢুকাইয়া দিল।

বৃদ্ধ বানর, যতদূর সম্ভব গম্ভীর-ভাবে, তাহার হাতটি ধরিল, তাহাতে ছাতুর আহ্লাদ দেখে কে!

ছাতু বানরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ বিকেল-বেলায় আমি যখন তোমার খাঁচার কাছ দিয়ে যাই, তখন এখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমি সাহস ক'রে তোমার সঙ্গে কথা কই নি। কিন্তু আমি তোমাকে ইসেরা ক'রে গিয়েছিলেম, তুমি তা' দেখেছিলে বোধ হয়?"

বানর কোন কথা কহিল না, কিন্তু মুখখানি এমনই বিকৃত করিল যে, ছাতু হাসিয়া ফেলিল; তাই বানর কথা না কহিলেও ছাতু তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল না, বরং তাহাকে এই কথাগুলি বলিল, "তুমি আমাদের গাঁয়ের গুপী গায়েনের কেউ হও কি? তোমার মুখখানা ঠিক তা'রই মুখের মত, কেবল তা'র তোমার মত গোঁফ নাই। দেখ, আমি তোমাকে ব'লতে এসেছি, বাড়ীথেকে পালিয়ে আমি ভারি ভুল ক'রেছি। আমি ভা'বতেম হরমামা লোক ভাল নয়, কিন্তু এখন দে'খছি, ধাড়া আর আড্ডি, তেনাকে টেক্কা দিয়েছে। ধাড়া যখন চোক পাকিয়ে আমার দিকে চায়, তখন ভয়ে আমায় আত্মাপুরুষ উড়ে যায়। শু'ন'চ"— এই বলিয়া ছাতু তাহার মুখখানি খাঁচার খুব কাছে লইয়া গেল, তাহার পর বানরকে উদ্দেশ করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সুবিধে পেলেই আমি এই সারকাসথেকে স'রে প'ড়্‌ব, তুমিও আমার সঙ্গে যা'বে কি?"

এই সময়ে বানর তাহার পশ্চাতের পা-দুইটিতে ভর দিয়া তাহার সম্মুখের একটি হস্ত বা পদ ছাতুর মাথার উপরে স্থাপন করিল। এতদ্দ্বারা ছাতু ইহা বুঝিল যে, বানর তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে। তাই সে অতিমাত্র উল্লসিত হইয়া বলিতে লাগিল, "বৈকেলবেলা যখন আমি তোমার কাছ দিয়ে যাই, তখন আমার মনে হ'য়েছিল, 'গুপী' নিশ্চয়ই আমার কথায় রাজি হ'বে।" এই বলিয়া সে তাহার পকেটহইতে সেই দশ আনা পয়সা বাহির করিয়া "গুপীকে" দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "আজ বিকেলে আমি পয়সাগুলো পেয়েছি, এইরকম ক'রে গুটিকতক টাকা জ'ম্‌লে, একদিন রাতে তোমাতে আমাতে পীঠটান দিয়ে কল্‌'কেতায় যা'ব, সেখেনে দু'জনে বেশ মজায় থা'ক্‌ব!"

বানর বহুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিতে অসম্মত হইয়া খাঁচার উপর দিকে উঠিয়া গেল এবং তথায় অন্যান্য বানরের সহিত একটি দোলনায় বসিয়া ভয়ানক কিচ্‌কিচ্ করিতে লাগিল।

ইহাতে ছাতু ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, আরে, গুপী, কর কি, কর কি? সবাইকে তুমি এ কথাটা ব'ল না, তা'লে ধাড়া টের পেলে, আমাদের দফা রফা ক'র্‌বে।"

বানর যেন এই কথা শুনিয়া ভীত হইল, তাই সে চুপ করিয়া দোলনায় বসিয়া রহিল। ছাতু তাম্বুর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "এই তো ভাল ছেলের কাজ, মুখটি বুজে থাক, তা'লে জো পেলেই চম্পট্ দেওয়া যা'বে।"

ইহা শুনিয়া সমস্ত বানরই কিচ্ কিচ্ করিয়া উঠিল, তখন ছাতুর এই ধারণা হইল যে, সে যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্ত বানরেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাই সে সভয়ে তাহার অপর মনিবের কাছে চলিয়া গেল।

৬

করুণ-হৃদয় নরকঙ্কাল।

ছাতু যেই তাম্বুর ভিতরহইতে বাহির হইয়া আসিল, অমনি ধাড়া তাহাকে সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "এই কুড়ের জাসু! অনেকটা সময় তো যো সো ক'রে কাটিয়ে এলি, এখন আমি যাই, চা'ট্ খেয়ে আসি, তুই ততক্ষণ দোকান দেখ্। আজ বিকেল-বেলা তুই খুব গাণ্ডে পিণ্ডে গিলেছিস্। আজ রাতটা অনাহারেই তোর থাকা উচিত, তা' হ'লে কি ক'রে চটপটে হ'তে হয়, তা' তুই শি'খ্‌বি।"

ছাতুর মণিবেরা তাহার সহিত যেরকম সকল ব্যবহার করিতেছিল, সেই সমস্ত ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে সে যত কষ্ট পাইতেছিল, ততই তাহার হৃদয় অল্প কষ্টসহ হইয়া উঠিতেছিল। আজ রাত্রিতে তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে, ইহা শুনিয়া তাহার মনে হইল, তা'র চেয়ে ধাড়া তাহাকে দু'-চার ঘা মারিল না কেন? দুঃখে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ধাড়া তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হোটেলে ভাত খাইতে গেল। তখন ছাতু দোকানের উপর উঠিয়া বসিয়া অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যে সুখস্বপ্ন দেখিয়া সে সারকাসে আসিয়া যোগ দিয়াছিল, তাহা ভাঙিয়া গেল, তৎপরিবর্ত্তে তাহার হরমামার প্রতি সে যে অকৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছে, এই অনুতাপের অনলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে তখন ভাবিতে লাগিল, আবার যদি সে তাহার হরমামার গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাহার ছোট মাথাটি তাহার সেই চিরপরিচিত ময়লা খোলওয়ালা ছোট বালিশটিতে রাখিয়া ঘুমাইতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে খুব ভাল ছেলে হইবার চেষ্টা করে।

সে যখন এইপ্রকারে অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে, তখন সে তাহার কনুইএর কাছে এক অতি সূক্ষ্ম-শরীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। তাহার পরিচ্ছদ অতীব বিচিত্র। এই অদ্ভুত আকৃতির অদ্ভুত বেশভূষিত লোকটাকে দেখিয়া ছাতু বুঝিল, এই ব্যক্তিই

এই সারকাসের "সজীব নরকঙ্কাল"! ফলে সে তাহার আয়ত লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া অবাঙ্মুখে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল।

লোকটা স্নেহসিক্ত স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে, বাবা? কাঁদ্‌ছ কেন? ধাড়া কি আবার আগেকার মত খেলা খেল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে?"

সেই স্নেহবাক্য শুনিয়া ছাতুর শোকসিন্ধু পুনরায় উথলিয়া উঠিল, সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর করিল, "ধাড়া আগে কি খেলা খেল্‌ত, তা' তো আমি জানি না; কিন্তু ওর মত বদ্‌মায়েস—ইতর লোক আমি আর ভূভারতে দেখি নি। এখন একবার যদি আমি হরমামার কাছে ফিরে যেতে পাই, তা' হ'লে এই সারকাসের সমস্ত হাতীতে মিলেও আর আমাকে ফিরিয়ে আ'ন্‌তে পা'র্‌বে না।"

"ও, তা' হ'লে তুমি বাড়ীথেকে পালিয়ে এসেছ বটে?"

ছাতু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমি বেশ বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছি যে, আমি ভয়ানক ভুল ক'রেছি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গুপীর সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়েছিলেম ব'লে আজ আর আমাকে রাতে কিছু খেতে দেবে না।"

নরকঙ্কাল ধাড়ার বসিবার আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুপী কে? সে কি তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ, সেই শুধু সারকাসের মধ্যে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়। কিন্তু তুমি ধাড়ার ব'স্‌বার জায়গায় ব'সেছ, সে এসে তোমাকে কি করে দেখো।"

নরকঙ্কাল। না, ধাড়া আমাকে কিছুই ক'র্‌বে না; কিন্তু গুপী কে? ও নামের কাউকে যে আমি জানি, তা' তো আমার মনে হ'চ্ছে না!

ছাতু। তা'র নাম গুপী কি না, তা' আমি জানি না। তা'র চেহারাটা, আমাদের গাঁয়ের গুপী গায়েনের মত ব'লে, আমি তা'কে গুপী ব'লে ডাকি।

এই কথা শুনিয়া নরকঙ্কাল গুপীর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না, কহিল, "ধাড়া কি তোমায় মেরেছে?"

"না। গাড়োয়ান 'বুড়' তা'কে মা'র্‌তে বারণ করাতে, সে আর আমাকে মারে নি; কিন্তু আজ রাতে সে আমাকে কিছু খেতে দেবে না; বলে, আমি কাজ ক'র্‌তে দেরি ক'রেছি, কিন্তু সত্যি আমি দেরি করি নি, কেবল গুপীর খাঁচার কাছে কেউ ছিল না দে'খে তা'র সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়ে এসেছি।"

"কোথা গেলে? ওগো—ওগো—ওগো—ও—ও!"

এই বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল। উহা নরকঙ্কাল বা ছাতুর কণ্ঠস্বর নহে, এক বিপুলকায়া রমণী নরকঙ্কালের ছবি যে তাম্বুর দ্বারে টাঙ্গান ছিল, সেই দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ঐরূপে চীলের মত আওয়াজ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে আবার হাঁকিতে লাগিল, "ওগো, শু'ন্‌ছ? এক্ষুণি তাঁবুর ভেতরে এস, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যা'বে, আর সমস্ত রাত খক্ খক্ ক'রে কেসে ম'রবে। এস, এস, শীগ্‌গির ভেতরে এস।"

নরকঙ্কাল তাহার উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ও কথা ব'ল্‌ছে, ও আমার ইস্তিরি, ভুঁদী। যেই আমি একটু বাইরে হাওয়া খেতে বা'র হই, অমনি ও অম্‌নি ক'রে চীৎকার ক'র্‌তে সুরু করে। ওটা ওর একটা ব্যামো ব'ল্‌লেই হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আমার কখন কাসি হয় নি, কিন্তু তা' ব'ল্‌লে কি হয়? ভুঁদীর নিজের শরীরে ব্যারামের অভাব সেই, তবু আমাকেই খালি ব্যারামে প'ড়্‌তে দেখে।"

ছাতু থতমত খাইয়া জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি! ঐ ঢাউস মেয়েমানুষ তোমার ইস্তিরি"?

নর-ক। হ্যাঁ। ওর ওজন আন্দাজ ৪৷৷৴০ মণ হ'বে।

ভুঁ। শু'ন্‌চো—ও—ও! আ'স্‌বে না তুমি ভেতরে?

নরকঙ্কাল প্রশান্ত-ভাবে উত্তর দিল, "না, আমার যেতে একটু দেরি আছে, তুমি বরং এখেনে এসে ধাড়ার নতুন ছোক্‌রাকে দে'খে যাও।"

"আঃ তোমাকে নিয়ে আর আমি পারি নে, হাড় কালী হ'ল।" এই বলিয়া ভুঁদী সেইরূপ বিপুল অবয়ব লইয়া যত শীঘ্র চলিতে পারিল, তত শীঘ্র চলিয়া ধাড়ার দোকানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন নরকঙ্কাল সগর্ব্বে তাহার পত্নীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ইনিই আমার ইস্তিরী—ভুঁদী, আসল নাম—ফুলকুমারী। ইনিই আমার—গুরুক্কু ভাষায়—অর্দ্ধাঙ্গিনী, ফুলু—ফুলমণি, বু'ঝেছ? তোমার নাম কি?"

"ছাতু—ছাতু সরকার।" (ক্রমশঃ)

রসনা-রহস্য।

আমি জিভ, জীবমাত্রেরই মুখে আমি আছি। তোমরা আমার কাছে এত বিষয়ের জন্য ঋণী যে, কোন দিনই আমার ঋণ-পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইতর প্রাণীরা আমার কাছে যত ঋণী, তোমরা মানুষেরা, আমার কাছে তা'র চেয়ে ঢের বেশী ঋণী। আমি যদি তোমাদের মুখে না থাকিতাম, তাহা হইলে তোমরা বোবা হইয়া থাকিতে, আমিই তোমাদের মুখে ভাষা যোগাই, তাই লাটিন-ভাষায় lingua কি না জিহ্বার আমি কখন ছোট, কখন বড়, কখন বা উত্তান অর্দ্ধবৃত্তাকার হইতে পারি। শুধু শিশুরা কাঁদিবার সময়ে নয়, তোমরাও চেঁচাইবার সময়ে আমাকে উত্তান অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত না করিয়া থাকিতে পার না। ভাল গাইয়েরা স্বর তুলিবার সময়ে আমাকে কেমন করিয়া বাঁকাইতে হয়, তাহা জানেন। আবার তোমরা যখন ঈ এই স্বরবর্ণটির উচ্চারণ করিতে চাও, তখন আমাকে ধনুকাকার করিয়া তুল। বিড়াল রাগিলে যেমন পীঠ বাঁকায়,

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ইংরেজ রণতরীসকলকে প্রত্যভিবাদন করিতেছেন।

মানেই ভাষা; ইংরাজেরাও পরভাষার অনুবাদে "foreign tongue" এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন।

আমি কি? আমি নানা স্নায়ুস্তোমের সমষ্টি। কতকগুলি স্নায়ু আমাতে লম্বালম্বি, আর কতকগুলি আড়াআড়ি প্রধাবিত হইতেছে। এই স্নায়ুসমূহের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে ও অপরের সহিত সংযোগে—এই দুই-প্রকারেই ব্যবহার করা যায়, এইজন্য আমি মুখের মধ্যে সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতে পারি; এইজন্যই আমাকেও তেমনই বাঁকান যায়। আমাকে দিয়া আগে কথা কওয়াইবার কোনই কথা ছিল না, তা'র সাক্ষী, ইতর প্রাণীরা আমাকে কথা কওয়ায় না, কিন্তু তোমরা চালাকি করিয়া আমাকে দিয়া কথাও কওয়াইয়া লইতেছে, এর জন্য আমার তোমাদিগকে বাহাদুরী দিতে ইচ্ছা হয়।

আগে আমি শুধু মুখের মধ্যে খাবার খুঁজিতাম, ঐ খাবার খুঁজাই তখন আমার কাজ ছিল। বানরদের মত যে সব প্রাণীদের দুই

গালের দুই পাশে দুইটি থলী আছে, তাহাদের খাবার থলীতে আমিই খাবার ভরিয়া দিই। তোমরা যখন "লজেঞ্চুস্" খাইতে পাও, তখন আমিই তাহা তোমাদের গালের এ-পাশে, ও-পাশে রাখিয়া দিই।

যখনই তোমরা কিছু গিলিবার চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের আমাকে ব্যবহার করিতে হয়। আমিই তোমাদের মুখের খাবার সব দাঁতগুলির কাছে লইয়া গিয়া তাহাদের চিবাইতে ও টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে দিই। আমি তোমাদের মুখের গ্রাস তালগোল পাকাইয়া, আমাদিয়া গড়াইয়া গলার মধ্যে ছুড়িয়া দিই। আমাকে না নাড়াইয়া যদি তুমি কিছু খাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি তোমার কত হিতৈষী।

আমিই আবার তোমার মুখ পরিস্কৃত রাখি, আর তুমি যাহা গিলিতে চাও না, তাহাকে তোমার গলার মধ্যে ঢুকিতে দিই না। যে মাছ তুমি খাইতেছ, তাহাতে কাঁটা আছে কি না, আমিই তাহা ধরিয়া দিই,—আমিই কাঁটাগুলাকে ঠোঁটের বাহির করিয়া দিয়া থাকি; সুতরাং আমিই তোমার কণ্ঠগহ্বরের দ্বারী। তোমার মুখের ভিতরটা আর ঠোঁটের বাহিরটা-ছাড়া আর আমি কিছু পরিষ্কার করি না বটে, কিন্তু ইতর প্রাণীদের আমি স্পঞ্জ, গামোছা, নখপরিষ্কারক বুরুষ, দন্তধাবনের যন্ত্র, একাধারে সব! বিড়ালকে তাহার ও তাহার ছানাদের সর্ব্বাঙ্গ আমাদ্বারা পরিস্কৃত করিতে দেখিলে, বুঝিতে পারিবে, আমি তাহার কতই না উপ-কারে আসি। তুমি যদি বিড়ালের মুখমধ্যস্থ আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, তাহার মুখে আমি কি কর্কশ হইয়া আছি। বিড়ালের আমি, তোমাদের আমির চেয়ে ঢের বেশী কর্কশ, ইহাহইতেই তোমাদের বুঝা উচিত, তোমাদের কিরকম খাবার খাওয়া উচিত। বিড়াল মাংসাশী জীব, এইজন্য তাহার মুখে মাংসভোজনার্থে আমি খরখরিয়া।

বাঘকে যদি তুমি তোমার বাহু চাটিতে দাও, তাহা হইলে আমি তোমার হাতহইতে রক্ত বাহির করিয়া দিব। তুমি যদি বাঘের মত কোন জীবের আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, আমার গায়ে পশ্চাদ্দিকে বাঁকান কতক-গুলি পদার্থ আছে।

তোমাদের কাছে আমি অপেক্ষাকৃত মসৃণ, কারণ তোমরা এমন জীব-পরম্পরাহইতে উদ্ভূত হইয়াছ, যাহারা নিশ্চয়ই নিরা-মিষাশী ছিল। জীবশালায় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, বাঘেরা আমার সাহায্যে হাড়হইতে মাংস ছিলিয়া খায়, তোমাদের মধ্যে আমি এত খরধার হইয়া নাই।

কিন্তু আমার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়করী কথা এই যে, আমি স্বাদেন্দ্রিয়। আমি বিশিষ্ট একপ্রকার বিন্দু-সমাচ্ছন্ন, এই বিন্দু-গুলিতে স্বাদগ্রহক্ষম স্নায়ুনিচয় মস্তিষ্কহইতে প্রধাবিত হইয়াছে। এই স্নায়ুগুলিকে স্বাদ-কন্দ (taste-bulb) কহে। এগুলিকে আমার দুই পাশে ও ডগায়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আমার পিছনে ঐ স্বাদকন্দের সংখ্যা অতি অল্প, কারণ আমার পিছনদিয়া আমি সুধু খাদ্যকে তালগোল পাকাইয়া কণ্ঠগহ্বরে ঠেলিয়া ফেলিয়াই দিয়া থাকি। আমার দেহের এক-এক অংশ এক-একপ্রকার স্বাদগ্রহণের উপযোগী। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে প্রধানতঃ চাররকমের স্বাদ আছে। তাই, বোধ হয়, আমাতে চারিপ্রকারের স্বতন্ত্র স্নায়ু ও স্বতন্ত্রশ্রেণীর স্বাদকন্দ আছে। ঐ স্বাদচতুষ্টয় সম্ভবতঃ এই—মিষ্টি, লোণা, টক আর তিত। এ-ছাড়া আর যে সমস্ত স্বাদ তোমরা অনুভূত করিয়া থাক, সেইগুলি, বোধ হয়, এই চারি স্বাদের দুইটির, তিনটির বা চারিটির সহিত গন্ধের সংমিশ্রণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গন্ধকে স্বাদহইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায় না, স্বাদমাত্রই, তোমরা হয় তো বুঝিতে পার না, গন্ধযুক্ত থাকে। যখন তোমাদের সর্দ্দি হয়, তখন তোমরা নতুন গুড়ের পরমান্নের তেমন রুচিকর আস্বাদ পাও কি?

আমি তবে সুধু বাগিন্দ্রিয় নহি, স্বাদেন্দ্রিয়ও বটি। কিন্তু স্বাদের উপকারিতা কি? তোমরা হয় তো বলিবে, স্বাদে সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই আদৌ তোমা-দিগকে সুখ দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্গীত শুনিলে কিম্বা কোন লোচনলোভন বস্তু দেখিলে, তোমরা আনন্দ পাও বটে, তবু চোক ও কাণের মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা ও শোনাই। স্বাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য খাদ্যাখাদ্যবিচার।

এই কারণে আমি তোমাদের দেহাভ্যন্তরের দ্বারী। আমি তোমাদের স্বাদেন্দ্রিয় আবার স্পর্শেন্দ্রিয়ও বটি। আমি যদি ছুঁইয়া টের পাই যে, এটা কাঁটা, ওটা হাড়, সেটা বিচি, তাহা হইলে আমি সেগুলিকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া মুখের ভিতরহইতে বিদায় করিয়া দিই!

তবে আমাকে যে কেহ ঠকাইতে পারে না, এ বড়াই আমি করিতেছি না। আমি না থাকিলে, তুমি নিশ্চয়ই বিষ খাইয়া মরিতে; আমি ঠকি সত্য, কিন্তু আমি জানিয়া-বুঝিয়া তোমার শরীরের মধ্যে বিষ ঢুকিতে দিই না। তোমার জ্বর হইলে, তুমি "কুইনিন" খাইতে চাও না, আমিও সেই তিক্ত পদার্থটাকে মোটেই পছন্দ করি না, তাই তাহাতে চিনি মুড়িয়া দেওয়া হয়! আমি তাহাতে ঠকি সত্য, কিন্তু সে ঠকাতে তোমার লাভ-বই লোকসান হয় না। তবে যখন কেহ চিনি মুড়িয়া বিষ দেয়, তখনই আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারি না।

মৌনব্রতী কন্যা

পুরাকালে বীরবাহুনামে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার গুণরাশিতে প্রজাবর্গ সকলে মুগ্ধ ছিল। নানাবিধ সদ্গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি যখন যাহা মনে করিতেন, খেয়াল-বশে তাহাই করিয়া ফেলিতেন, তাহার ফলাফলের বিষয়-চিন্তা করিতেন না।

তাঁহার ধনে পুত্রে সংসার উজ্জ্বল ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দ্বাদশটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; কিন্তু একটীও কন্যা না থাকায় তিনি বড় দুঃখিত ছিলেন। বিখ্যাত যাদুকর "বামনরাজা" রাজার এই মনোভাব জানিতে পারিয়া, একদা রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আপনি বহুপুত্রে পুত্রবান্, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনার একটীও কন্যা-রত্ন নাই, ইচ্ছা করিলে আপনি একটী অনিন্দ্য-সুন্দরী কন্যা-লাভ করিতে পারেন।"

রাজা বিনীতভাবে নিজের মনোদুঃখ জানাইয়া বলিলেন, "আমি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াও যদি একটী কন্যালাভ করিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি।"

যাদুকর রাজার এইরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার তাহা সাধ্য নয়, মুখে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু কাজ করা শক্ত।"

রাজা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমার কথাও যা', কাজও তা'। আমার এমন কিছু নাই, যাহা কন্যার পরিবর্ত্তে আপনাকে না দিতে পারি।

যাদুকর। প্রতিজ্ঞা করুন, আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবেন, তাহা হইলে আপনি একটী অতিসুন্দরী কন্যালাভ করিবেন। অবশ্য, সে প্রতিজ্ঞা কন্যার জন্মের পর পালন করিতে হইবে। এখন আপনি স্বীকার করিলেই চলিবে।

রাজা যাদুকরের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া সরল বিশ্বাসে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বলিলেন, "আপনি কন্যার বিনিময়ে যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।"

যাদুকর। কন্যা-জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দ্বাদশপুত্রকে হত্যা করিতে হইবে।
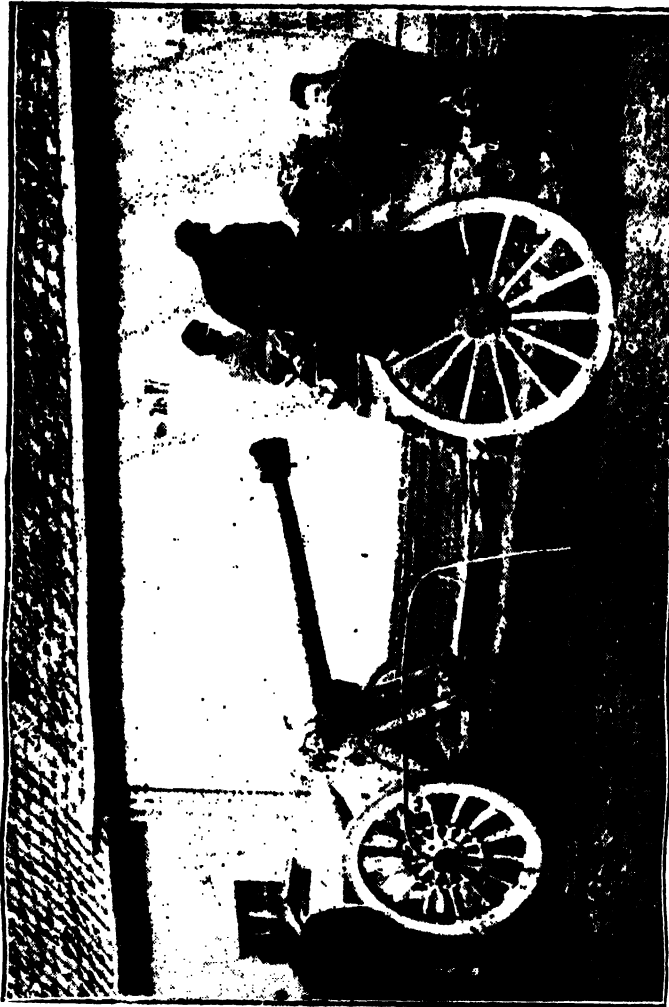
রাজা কন্যালাভের আশায় এত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি যাদুকরের প্রার্থনামত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অন্তঃপুরে রাণীর নিকট এই সংবাদ যথাসময়ে পঁহুছিল। রাণী কন্যার বিনিময়ে দ্বাদশ পুত্রকে বলি দিতে স্বীকার করিলেন না, কিন্তু রাজার আদেশ অন্যথা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, কাজেই দুঃখে, ক্রন্দনে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

রাণীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি সর্ব্বদা কাঁদেন কেন? আমরা কি তাহার কারণ জানিতে পারি না?" পুত্রবৎসলা রাণী মনোবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, পুত্রদের নিকট যথাযথ সমস্ত কাহিনী-প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গর্ভে যে কন্যা জন্মিয়াছে, তাহার জন্মের সঙ্গে তাহাদিগকে হত্যা হইতে হইবে, তাহাও জানাইয়া রাখিলেন।

রাজপুত্রগণ, মাতার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, রাণীকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিল। কন্যা

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা রাজধানী-ত্যাগ করিয়া রাজার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে, ইহা জানাইয়া রাখিল।

একদিন হঠাৎ রাজপুত্রগণ নিরুদ্দিষ্ট হইল।

যথাসময়ে রাণী কন্যা-প্রসব করিলেন। কন্যার রূপে রাজ-ভবন আলোকিত হইল। ক্রমশঃ রাজকন্যার রূপে ও গুণে, রাজসভাস্থ পারিষদগণ ও রাজ্যস্থ প্রজাবর্গ মোহিত হইল এবং পূর্ব্বশোক ভুলিয়া গেল।

বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। এখন আর রাজ-কন্যা বালিকা বা কিশোরী নহেন, সুন্দরী যুবতী। রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি লোকমুখে ভ্রাতৃগণের নিরুদ্দেশের কাহিনী শুনিতে পাইলেন। অন্যমনস্ক-ভাবে যাইতে যাইতে একদিন একটী অন্ধকারময় এঁদো ঘরে প্রবেশ করিয়া, ধূলিধূসরিত একটী বাক্স দেখিতে পাইলেন। আগ্রহের সহিত বাক্সটী খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারটী জামা রহিয়াছে, সেই জামাগুলি সঙ্গে লইয়া রাজকুমারী মাতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এত ছোট জামা কা'র? বাবার ত এত ছোট জামা হ'তে পারে না।"

মাতা কন্যার নিকট পুত্রগণের বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলেন। রাজ-কন্যা মাতার নিকট ভ্রাতৃগণের দুরদৃষ্টের বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রাজকন্যা স্বয়ংই যে, ভ্রাতৃগণের গৃহ-ত্যাগের হেতু শুনিয়া নিজেই তাহার প্রতিকারের সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন অতি প্রত্যূষে রাজবাটীহইতে বারটী জামা-সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতৃগণের উদ্দেশে বাহির হইলেন।

সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে একটী সুন্দর যুবককে দেখিতে পাইলেন। যুবক এক সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী নির্জ্জন বনপ্রদেশে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! এ বিজন অরণ্যে আপনি একাকিনী ভ্রমণ করিতেছেন কেন? যদি বাধা না থাকে আনন্দের সহিত আপনার কার্য্যে আমি সাহায্য করিতে পারি।"

রাজকন্যা স্বীয় ভ্রাতৃগণের নিরুদ্দেশের বিষয় যুবককে জানাইল এবং বলিল, "আমিই তাহাদের নির্ব্বাসনের কারণ, সেজন্য তাহার প্রতিকারকল্পে আমি নিজেই চিহ্নস্বরূপ তাহাদের পরিহিত জামা সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছি। জানি না এতদিন তাহারা জীবিত আছে কি না।"

এই বলিয়া রাজকন্যা যুবককে জামাগুলি দেখাইল। যুবক নিজেদের বাল্যকালের জামা দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং সেই যে রাজকন্যার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন, তাহা জানাইল। আদর-আপ্যায়নে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং সময়ে অন্যান্য ভ্রাতৃগণও আসিয়া একত্র মিলিত হইল। সুন্দরী যুবতী যে তাহাদিগের সহোদরা ভগিনী, ইহা জানিয়া তাহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল।

কুটীরে আবশ্যক দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে সংগৃহীত ছিল। পান-ভোজনে, আনন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। নির্ব্বাসনের ক্লেশ রাজ-পুত্রগণ কিয়ৎপরিমাণে ভুলিতে লাগিল।

একদিন এক উন্মুক্তস্থানে ভগিনী ও ভ্রাতৃগণে সমবেত হইয়া সান্ধ্য সমীরণ-সেবন করিতেছে, এমন সময়ে দূরে একটী শীর্ষে বারটী রজনীগন্ধা ফুল দেখিয়া, ভগিনী প্রত্যেক ভ্রাতাকে এক একটী উপহার দিবে ভাবিয়া, তুলিয়া আনিবার জন্য ছুটিয়া গেল।

রাজকন্যা যেমনই ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত করিয়াছে, অমনি যাদু-বিদ্যা-প্রভাবে বারটী ভাই বারটী কালপাখী হইয়া নিঃশব্দে উড়িয়া গেল, কুটীরটীও তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। রাজকন্যা তখন নিরুপায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

বিপদে হতজ্ঞান না হইয়া রাজকন্যা আশায় এবং সাহসে বুক বাঁধিয়া বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে যাদুকর "বামন-রাজা" দর্শন দিল, এবং রাজকন্যাকে তাহার ভ্রাতৃগণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিতে বলিল। রাজকন্যা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণের পুনঃপ্রাপ্তির উপায় যাদুকরকে জিজ্ঞাসা করিল। যাদুকর তাহা অসম্ভব বলিয়াই জানাইল, কারণ ইহার প্রতিকার অতীব দুরূহ ব্যাপার। রাজকন্যা সকল-প্রকার কষ্টই সহ্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া স্বীকার করায় সে বলিল, "সাত বৎসর যদি মৌনবতী অবস্থায় কাটাইতে পার, তাহা হইলে তোমার ভ্রাতৃগণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে।"

রাজকন্যা এখনহইতেই মৌনবতী হইয়া এক বৃক্ষশাখে আরোহণ করিয়া রহিলেন।

পরদিন এক রাজপুত্র শিকারে বাহির হইয়া বৃক্ষারূঢ়া রাজ-কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। রাজকুমারীর মনোরম কাকপুচ্ছের ন্যায় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সুন্দরভাবে গলদেশে ইতস্ততঃ বিলম্বিত, স্বর্ণের তারাকৃতি পদক ললাটে পরিশোভিত, সুন্দর কমনীয় কান্তি দেখিয়া রাজকুমার মোহিত হইলেন। রাজকুমারীকে বৃক্ষশাখা-হইতে অবতারিত করিয়া, তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করি-লেন। রাজকন্যা কোন কথা কহিলেন না।

রাজা তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া মহোৎসবে বিবাহ করিলেন।

রাজমাতা রাজকন্যার রূপে ঈর্ষান্বিতা এবং পুত্রকে তাহার একান্ত বশীভূত দেখিয়া বড়ই ক্রোধান্বিতা হইয়া, রাজ-কন্যার দোষ-অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই একটা-না-একটা অপরাধ রাজকন্যার ঘাড়ে চাপাইয়া রাজার নিকট

নালিশ করেন। রাজা বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া রাজকন্যার অপরাধের গুরুত্ব-লাঘব করিবার মানসে তাহাকে কথা কহিতে বলিলেন, কিন্তু রাজকন্যা কোনমতে কথা কহিলেন না। দীর্ঘ ছয় বৎসর-কাল একপ্রকার সুখে কাটিয়া গেল, রাজা রাজমাতার কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কিন্তু সপ্তম বর্ষ আর কাটে না, প্রতিদিনই একটা-না-একটা অপরাধ রাজকন্যার স্কন্ধে আছেই। অবশেষে রাজা বিরক্ত হইয়া হুকুম দিলেন, হয় রাজকন্যা কথা কহিয়া আপনাকে অপরাধমুক্তা করিবার চেষ্টা করুন, নচেৎ তাঁহাকে জীয়ন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। এরূপ আদেশেও রাজকন্যা বিচলিতা হইলেন না।

শ্মশানভূমিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল, রাজকন্যাকে অপরাধিনীর বেশে তথায় আনয়ন করা হইল। সমস্ত প্রস্তুত, রাজাজ্ঞাও প্রচারিত হইল, আর বিলম্ব নাই, তথাপি রাজকন্যা কথা কহিলেন না। এমন সময়ে, বারটী কাল পক্ষী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বারটী সুন্দর মনুষ্যদেহে পরিণত হইল। উপস্থিত জনগণ ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।

আজ মৌনব্রতের সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইল। রাজকন্যা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া আজ ভ্রাতৃগণকে ফিরিয়া পাইলেন। রাজা, রাজকন্যা এবং বারজন রাজপুত্র একত্রে জীবনের অবশিষ্ট কাল আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

অন্ধেরা কিরূপে পুস্তক-পাঠ করে?

আমরা জানি, অনেক অন্ধ পড়িতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তো চোখে দেখিতে পান না, তবে তাঁহারা কি করিয়া পড়েন?

Valentine Haüy-নামে এক সহৃদয় ভদ্রলোক অভাগ্য অন্ধদিগের নিরানন্দময় জীবন কি করিয়া আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন, ইহা সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। একদা তিনি এক সুবিজন, তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন রাজপথ দিয়া আনমনে কোথায় চলিয়াছেন। যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, সেই পথে এক অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। দেখিয়া সেই করুণ-হৃদয় মহাত্মার হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া গেল। তিনি তাহার পকেটে হাত দিয়া যে একটি মুদ্রা পাইলেন, তাহাই অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। অন্ধ, ভিক্ষুক হইলেও, অতিলোভী ছিল না, তাই সে তাহার দয়ালু দাতাকে ডাকিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি ভুল করিয়াছেন, আমাকে পেনি না দিয়া একটি ক্রাউন দিয়াছেন।" Haüy সেই অন্ধের হস্তপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সত্যই তিনি তাহাকে একটি ক্রাউনই দিয়াছেন। তখন তিনি অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত শীঘ্র কি করিয়া জানিতে পারিলে যে, আমি তোমাকে পেনি দিই নাই, ক্রাউন দিয়াছি?"

অন্ধ উত্তর দিল, "এ আর কি এমন আশ্চর্য্য কথা, মহাশয়, ক্রাউনটি আমার হাতে পড়িবামাত্রই আমি তাহাতে আঙুল বুলাইয়াই টের পাইয়াছি যে, এটা পেনি নয়, ক্রাউন।"

তখন Haüyর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন বিদ্যুৎ বিলসিয়া গেল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই অন্ধ ক্রাউনটিতে কেবল আঙুল বুলাইয়া টের পাইল যে, ইহা ক্রাউন, এইরূপ যদি তোলা হরফ হয়, তাহা হইলে অন্ধেরা অক্ষর, সন্ধ্যা প্রভৃতি সকলই পড়িতে পারিবে।"

ঐ সত্যটির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া Haüy সত্বরই অন্ধদিগের পড়িবার জন্য তোলা হরফের বর্ণমালার উদ্ভাবন করিলেন। এক অন্ধ বালক এক গির্জ্জার দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিত। Haüy তাহাকে লইয়া গিয়া তোলা হরফের বই পড়িতে শিখাইতে লাগিলেন। তোলা হরফের সাহায্যে সেই অন্ধ বালক বিস্ময়করী দ্রুততার সহিত বর্ণপরিচয়-লাভ করিল। সত্বরই Haüy তাঁহার সেই বালক ছাত্রের পুস্তকপঠন-পদ্ধতি এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া দেশবাসীদিগকে দেখাইতে সমর্থ হইলেন। অন্ধে অঙ্গুলির সাহায্যে বই পড়িতেছে দেখিয়া, দর্শকদিগের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না, তাঁহারা বালকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

Haüy-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অন্ধদিগকে বই-পড়ানর পদ্ধতি ত্রুটিশূন্য হইয়া উঠিলে, তিনি একটি অন্ধ-বিদ্যালয় খুলিবার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসাধারণের অনুকম্পা ও উৎসাহে সত্বরই বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইল। তখন Haüy প্রথম অন্ধ-বিদ্যালয়টির স্থাপনা করিতে সমর্থ হইলেন।

সিন্ধু-ঘোটক।

ছবিতে যে জীবটির মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছ, উহাকেই সিন্ধু-ঘোটক কহে, কিন্তু এই জীবটির ঘোটক এই নাম যে, কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

কেননা সিন্ধুঘোটকের মত কদাকার জন্তু পৃথিবীতে আর নাই। তাহার শরীরটি অতি প্রকাণ্ড, একটি পরিণত-অবয়ব সিন্ধুঘোটকের ওজন প্রায় সাতাইশ মণ, এবং তাহার ঐ বিপুল অবয়বের গঠন এমনই অসমঞ্জস যে, তাহাকে একটি তেলের চর্ম্মময় কুপারই সহিত তুলনা করা উচিত। ঐ বিপুল বপুটি চিম্‌ড়া, গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং মেটিয়াবর্ণের কর্কশ ও বিরল রোমময় চর্ম্মে আবৃত। উহার সম্মুখের পদ খুব ছোট, এবং উহার যে হস্তবৎ অঙ্গদ্বয় আছে, তদ্দ্বয় চেপ্টা ও দেহের ধড়ের সঙ্গে প্রায় সমকোণে স্থাপিত। পিছনের পদদ্বয়ে পদের উপরাংশ নাই, কেবল পাতা-দুইটিই আছে, সেই দুইটি যেন লেজের পরিবর্ত্তে শোভার জন্যই কল্পিত। জলে স্থলে কিম্বা বরফের উপর সিন্ধুঘোটককে চলিতে দেখিয়া যে হাসে না, তাহার মত নীরস লোক জগতে আছে কি না, সন্দেহ! কারণ সিন্ধুঘোটকের চলনের অপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক চলন আর হইতে পারে না।

সিন্ধু-ঘোটক।

সিন্ধুঘোটকের বাসস্থল উদীচ্যবৃত্তেই আবদ্ধ। এই জীবটির দৈর্ঘ্য ১৮ হইতে ২০ ফুট্ এবং ইহার দেহের বক্ষঃসন্নিহিত অংশের পরিধি ১০হইতে ১২ফুটপর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার করোটি অর্থাৎ মাথার খুলির গঠন বিচিত্র। ইহার মুখবিবরে নীচেকার চুয়ালে কৃন্তন-দন্ত ও শৌবন-দন্ত দেখা যায় না; তৎপরিবর্ত্তে উহার উপরকার চুয়ালে দুইটি প্রকাণ্ড শৌবন-দন্ত আছে, সেই দন্তদুইটি ভিতর মুখে ধীরে ধীরে বাঁকিয়া গিয়াছে। এই দন্তদ্বয়ের দৈর্ঘ্য কখন কখন ২ ফুট্‌পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, উহাদের গোড়ার দিক্‌কার বেড় সাত বুরুলপর্য্যন্ত হয়, এবং দন্তদ্বয়ের প্রত্যেকটির ওজন ।৫ সেরেরও অধিক হইয়া থাকে। এই জীবের ঐ দন্ত-দুইটি থাকিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, উহারা যখন জলহইতে বরফের উপরে আছাড়িয়া পড়ে, তখন যেন ঐ

দুইটি দন্ত বরফে গাড়িয়া পিচ্ছল বরফহইতে আবার জলে পড়িয়া যাওয়া নিবারণ করিতে পারে। তাহাছাড়া উহারা ঐ দন্ত-দুইটির সাহায্যে সিকতা ও কর্দ্দমহইতে শুক্তিবিশেষ, কীট প্রভৃতি খুঁড়িয়াও খাইয়া থাকে। সিন্ধুঘোটক মৃত তিমি-মৎস্যের পচা মাংস খাইতে ঘৃণা-বোধ করে না।

সিন্ধুঘোটকের নাসারন্ধ্র শুণ্ডে পর্য্যবসিত হয় নাই, উহা উহার মুখবিবরহইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহার কর্ণদ্বয় দুইটি রন্ধ্রমাত্র। উহার গ্রীবা খর্ব্ব এবং উহার অধরোষ্ঠ স্থূল। উহার দেহের কেশোৎপাদিকা শক্তি উহার ওষ্ঠেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ওষ্ঠটি ঘনসন্নিবিষ্ট, তীক্ষ্ণমুখ ও খোঁচা খোঁচা গুম্ফে আবৃত, এবং গুম্ফগুলি এমনই দীর্ঘ যে, সেগুলিকে দেখিলে শজারুর গায়ের কাঁটার কথা মনে পড়ে।

সিন্ধু-ঘোটকের আকৃতিটি অতীব ভয়াবহ হইলেও, উহা অতীব নিরীহ জীব; কেবল "লগ্নসারের" সময়ে সন্তানপ্রসব-স্থান-নির্ব্বাচন লইয়া মদ্দা সিন্ধুঘোটকে সিন্ধুঘোটকে মহাদ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়, এইজন্য এমন একটি মদ্দা ও বৃদ্ধ সিন্ধুঘোটককে দেখা যায় না, যাহার অঙ্গে কোনপ্রকার প্রহার-চিহ্ন নাই।

তথাপি সিন্ধুঘোটক সামাজিক জীব, এক-এক স্থানে শত শত সিন্ধুঘোটক একত্র বাস করে। কাপ্তেন কুক আমেরিকার উত্তর উপকূলে যে সমস্ত সিন্ধু-ঘোটক দেখিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"শত শত সিন্ধু-ঘোটক এ উহার গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া পড়িয়া থাকে, এবং এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে যে, দূরহইতে আমরা, বরফ না দেখিতে পাইলেও, উহাদের ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি যে, আমাদের জাহাজ কোন একখণ্ড বরফের সন্নিহিত হইতেছে। আমরা কখন একপাল সিন্ধুঘোটকের সকলকেই নিদ্রিত দেখি নাই, কেহ-না-কেহ জাগিয়া থাকিয়া চৌকি দিতে থাকে। যতক্ষণ না তাহাদের গুলী করা যায়, ততক্ষণ তাহারা পলাইবার কোনই চেষ্টা করে না। গুলী করা হইলে, এ উহার গায়ে পড়িতে পড়িতে সকলে বরফহইতে জলে গড়াইয়া পড়ে; জলে পড়িয়া সদ্যঃপ্রসূতা সিন্ধু-ঘোটকী তাহার বাচ্চাকে তাহার সম্মুখের দুই পদের মধ্যে ধরে।"

সিন্ধু-ঘোটকেরা যেমন তাহাদের অপত্যদিগের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করে, তেমন স্নেহ, বোধ করি, আর কোন জীবে করে না, উহারা স্ব স্ব সন্তানদিগের নিমিত্ত বড়ই কষ্ট-স্বীকার করিয়া থাকে। যে দন্তদ্বয় সিন্ধু-ঘোটকের জীবন-ধারণ-জন্য সবিশেষ আবশ্যক, সেগুলি সিন্ধু-ঘোটকের বাচ্চার যখন দুই বৎসর বয়স হয়, তখনও এক বা দুই বুরুলের বেশী বড় হয় না। যখন সিন্ধু-ঘোটকের একটা মদ্দা বাচ্চা তাহার মায়ের মতই আকারে বড় হয়, তখনও সে তাহার চিরধৈর্য্যশীলা জননীর স্তন্যপান করিতে থাকে, তাহাছাড়া তাহার মা আবার তাহাকে নানাপ্রকার খাদ্য, বালুকা ও বরফ-হইতে দন্তদ্বারা খুঁড়িয়াও, খাওয়ায়।

এক বিষয়ে সিন্ধুঘোটকেরা সবিশেষ সৌভাগ্যবান্, যে শীত-প্রধান অঞ্চলে তাহারা বাস করে, সেই শীতপ্রধান অঞ্চলে তাহাদের কোন মহাশত্রু নাই। শ্বেতভল্লুকেরা পারতপক্ষে সিন্ধু-ঘোটকের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ তাহারা বিলক্ষণ জানে যে, সিন্ধুঘোটকের রদযুগলের দ্বারা তাহারা সুধু খাবারই খুঁড়িয়া খায় না, আবশ্যক হইলে, তাহারা উহাদ্বারা শত্রুকেও বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া থাকে। তাহাছাড়া শ্বেতভল্লুকের থাবার নখর-প্রহারে সিন্ধু-ঘোটকের অঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন করাও সম্ভব নহে।

কিন্তু শ্বেতভল্লুকের দুষ্টবুদ্ধি সিন্ধু-ঘোটকের নাই; কখন কখন শ্বেতভল্লুক চুপিসাড়ে গিয়া রৌদ্রকিরণে সুপ্ত সিন্ধু-ঘোটককে সহসা আক্রমণ করে। যদি শ্বেতভল্লুক সিন্ধু-ঘোটকের স্কন্ধদ্বয়ের উপরে লাফাইয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহার থাবার আঘাত সিন্ধু-ঘোটকের করোটি সহিতে পারে না, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সে যদি আহত হইবার পূর্ব্বে জলে গড়াইয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহার পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার সম্ভাবনা বেশ থাকে। শ্বেতভল্লুক বেশীক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, কাজেই সিন্ধু-ঘোটক তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়।

এস্কিমো-জাতীয় মনুষ্যদের পক্ষে সিন্ধু-ঘোটক অতীব আবশ্যক জীব। উহার গাত্রচর্ম্মদ্বারা তাহারা ডোঙ্গা ছায়, সেই ডোঙ্গায় করিয়া এস্কিমোরা সীল ও সিন্ধুঘোটক শিকার করিতে গিয়া থাকে। সিন্ধু-ঘোটকের অস্থিদ্বারা এস্কিমোরা স্লেজের তলদেশ পিচ্ছল ও তাহাদিগের নানা অস্ত্রের বাঁট প্রস্তুত করে, উহার রদদ্বয়দ্বারা বর্ষার মুখ, প্রক্ষেপাস্ত্রের ভার ইত্যাদি নির্ম্মিত হয়। উহার নাড়ীগুলি চিরিয়া পাকাইয়া মাছ ধরিবার জাল ও ছিপের ডোর প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, কারণ এস্কিমোরা প্রধানতঃ মৎস্য খাইয়াই জীবন-ধারণ করিয়া থাকে। সিন্ধু-ঘোটকের মাংস এস্কিমোদিগকে প্রচুর খাদ্য যোগায়, এদিকে তাহার অঙ্গের বসা তাহার প্রস্তর-প্রদীপের ইন্ধনে পরিণত হয়, সুতরাং সিন্ধু-ঘোটক না থাকিলে, এস্কিমোদের জীবনধারণ অতীব ক্লেশকর হইয়া উঠিত।

বৈফল্য

পাখীরা আসিয়া মম মুক্ত জানালায়
সুললিত স্বরে কত গীত গেয়ে যায় ;
খু'লে রাখি খাঁচা আমি তাহাদের তরে,
কেহ ভুলে পশে না সে পিঞ্জর-ভিতরে !

মানস-মালঞ্চে মম গোপনে, বিজনে
কল্পনা-কুসুম কত ফুটে ক্ষণে, ক্ষণে ;
ফুটা'তে সে ফুলগুলি চাই কবিতায়,
ফুটাইতে পারি না গো, ক্ষণে ঝ'রে যায়

চুট্‌কী-চটক

শিক্ষক। নরেন! আজ প'ড়েছিলে ?

ছাত্র। হ্যাঁ, স্যার।

শিক্ষক। কতক্ষণ প'ড়েছিলে ?

ছাত্র। আজ্ঞে, তা' মনে নেই !

শিক্ষক। তবু ?

ছাত্র। আমি সকালবেলা বল-সেলাই কচ্ছিলুম, এমন সময় দাদা বাড়ী এসে ব'ল্‌লে, এই বুঝি তোর পড়া হ'চ্চে ? দাঁড়া, কেমন ক'রে প'ড়্‌তে হয়, তোকে শেখাচ্চি। এই ব'লে দাদা এক ধাক্কা মা'র্‌লে। আমি কতক্ষণ প'ড়েছিলুম, তা' মনে নাই। মা এসে হাত ধ'রে তু'লে ব'ল্‌লেন, 'আর প'ড়ে থাকে না, বেলা হ'য়ে গেছে, ভাত খেয়ে ইস্কুলে, যা'। আমি তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ইস্কুলে এলুম। মা ব'ল্‌লেন, 'এমন পড়া দু'একবার প'ড়্‌লে বাছা আমার আর বাঁচ্‌বে না'।

২

একদিন বাবা মাকে ব'ল্‌লেন, "তুমিই ছেলেটার মাথা খে'লে।" মা বাবাকে অনেক বোঝা'লেন, কিন্তু বাবা কিছুতে বু'ঝ্‌লেন না।

আমি ইস্কুলে এসে ছেলেদের সব দেখালুম, মাথায় কোন জায়গায় কামড়ানর দাগ আছে কি না ?

সকল ছেলেদের নিকটই শু'ন্‌লুম, আমার মাথায় কোন দাগ নাই। নিজেও মাথায় হাত দিয়ে দে'খ্‌লুম, মাথায় কোন কামড়ানর চিহ্ন নাই।

বাড়ী এ'সে বাবাকে ব'ল্‌লুম, "বাবা, আপনি ত বড় মিথ্যা কথা বলেন, মা ত আমার মাথা খান নাই, তা' হ'লে ত আমি জা'ন্‌তে পারতুম ! এই যে আমার সমস্ত মাথাটাই র'য়েছে !"

বাবা বল্লেন, "হাঙ্গরে কাম্‌ড়া'লে, লোকে জলে থা'ক্‌তে জা'ন্‌তে পারে না, জ্বালাও ধরে না, যখন ডাঙ্গায় ওঠে, তখনই বিষ চড়ে। যখন বয়স হ'বে, সংসার ঘাড়ে প'ড়্‌বে, তখনই বু'ঝ্‌তে পা'র্‌বে, মা কতটা মাথা খেয়েছে।"

৩

বোসেদের রামকে আজ মাষ্টার-মহাশয় গাধা বলিয়াছিলেন, সে জন্য আজ সে সমস্ত দিন কাঁদিয়াছে, কাহারও সঙ্গে কথা কহে নাই। কত কি বিড় বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে বাড়ী গিয়াছে "হ্যাঁ মা ! আমরা ত গাধার দুধ খাই, যা'র দুধ খাওয়া যায়, তা'র নাম ক'র্‌লে এত কান্না পায় কেন ?"

৪

পরেশনাথ-বাবু অনেক দিন পরে পশ্চিমে চাকরী করিয়া, ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন। বাড়ীতে খুড়ি-মা ও এগার-বারবৎসর বয়স্ক একটী খুড়তাত ভাই থাকে। ছেলেটীর নাম যতীন। বিধবা খুড়ী মনে করেন, তাঁহার পুত্রের ভাল পড়া হইতেছে, কেননা বালক যতীন মাকে ফাঁকি দিবার জন্য যা' তা' বড় বড় করিয়া বকিয়া যাইত। বিধবা মনে মনে তাই অহঙ্কার-পোষণ করিত। ভাসুরপোকে পুত্রের গুণগ্রাম এবং বিদ্যাবত্তা জানাইবার জন্য বিধবার মনে বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। পরেশনাথকে প্রতিদিন ছেলেটীর পড়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বাবা পরেশ, অনেকদিন বাদে বাড়ী এসেছ, খোকার কেমন পড়াশুনা হ'চ্চে একবার দেখ না,

তোমরা ভিন্ন আমার আর কে দে'খ্‌বার আছে, বল?" পরেশবাবু অনুরুদ্ধ হইয়া যতীনের পড়া ধরিতে বসিলেন। বিধবা কাছে বসিয়া একমনে শুনিতে লাগিলেন।

পরেশবাবু। যতীন, কড়াঙ্কে, পুণ্‌কে, শিখেছ?

যতীন। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

পরেশবাবু। বল, দেখি, বাহান্ন কড়া?

খোকা। আজ্ঞে, ১২ গণ্ডা ১৪ কড়া।

পরেশবাবু। আচ্ছা, বল, দেখি, আঠার পণ ক' কাহন ক' পণ?

খোকা। আজ্ঞে, তের কাহন, ষোল পণ।

রাগে পরেশবাবু গর গর করিতে লাগিলেন, পড়া আর ধরিতে ইচ্ছা করিলেন না।

বিধবা ছেলের তড়্‌বড়্ উত্তর শুনিয়া মনে করিলেন, ছেলের মুখে কিছু আট্‌কায় না, সমস্ত মুখস্থ—ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছু বলিতে হয় না। পুত্রবৎসলা মাতা ছেলের এই গুণপনা দেখিয়া অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, বাবা পরেশ! খোকা আমার বাঁ'চ্‌বে ত?"

পরেশবাবু। আমার হাতে ত আজ বাঁচিয়া গেল, অন্যের হাতে হ'লে কি হ'ত বলা যায় না।

৫

গুরুমহাশয়। হেম! তুমি বড় বোকা।

ছাত্র। কেন, গুরুমহাশয়?

গুরুমহাশয়। তুমি ভাল লেখা-পড়া কর না।

ছাত্র। বাবা ত চাকরী ক'রে আসেন, আর বাড়ীতে এসে ব'সে থাকেন, লোকেদের সঙ্গে গল্প করেন, পড়াশুনা করেন না, বাবা তবে কি?

মাষ্টার-মহাশয় (নূতন ছাত্রের প্রতি) তোমার নাম কি?

নূ ছাত্র। কি জানি, মাষ্টার-মশাই!

মাষ্টার। লোকে তোমাকে কি ব'লে ডাকে?

নূ ছাত্র। লোকে ত আমায় ডাকে না?

মাষ্টার। তোমার বাবা তোমায় কি ব'লে ডাকেন?

নূ ছাত্র। গাধা ব'লে ডাকেন।

মাষ্টার। মা কি ব'লে ডাকেন?

নূ ছাত্র। যাদুধন।

মাষ্টার। আর বাড়ীতে কে আছেন?

নূ ছাত্র। ঠাকুর-মা!

মাষ্টার। ঠাকুর-মা! তোমায় কি ব'লে ডাকেন?

নূ ছাত্র। প্রাণগোপাল।

মাষ্টার-মহাশয় আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। এক পত্রে ছাত্রের পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

প্রিয় মহাশয়!

অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনার পুত্রের নাম জানিতে পারিলাম না। আপনার পুত্রকে অন্ততঃপক্ষে নাম শিখান উচিত ছিল। নামটী তাহাকে শিখাইয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

পুত্রের উপযুক্ত পিতা চিঠী পাইয়াই উত্তর লিখিলেন—

প্রিয় মাষ্টার-মহাশয়!

যদি বাড়ীতেই সব শিখাইব, তবে ছেলেকে স্কুলে দিব কেন? আপনার শিক্ষা দিবার যদি শক্তি না থাকে, অন্য স্কুলে ছেলেকে ভর্ত্তি করিতে বাধ্য হইব। ইতি

'রাউণ্ডার্স"-খেলা

এই খেলাটি খেলিবার জন্য বেশী কিছু সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয় না। একখানি ব্যাটের প্রয়োজন হয়। ছোট একটি ক্রিকেট-ব্যাট কিম্বা একটি টেনিস খেলিবার র‍্যাকেট হইলেই, চলে। যদি কোনরকম ব্যাট না পাও, তাহা হইলে একটা দেবদারু-কাঠের তক্তাকে ব্যাটের মত করিয়া কাটিয়া লইলেই, চলিবে। একটি বলেরও দরকার হয়। নরম রবারের একটি সরেস বল যোগাড় করা চাই। এই খেলাটি খেলিবার সময়ে পাঁচগাছা কঞ্চি কিম্বা পাঁচটা ইটকাকার পাথর পাঁচটি "বেসে" পুঁতিয়া বা খাড়া করিয়া রাখিয়া বেসগুলি চিহ্নিত করিতে হইবে। যতজন ইচ্ছা, ততজন ছেলে মিলিয়া এই খেলাটি খেলিতে পারিবে, কিন্তু ক্রীড়কদের দুই দলে বিভক্ত হওয়া চাই। প্রথম ব্যাটস্ম্যান্ ১নং বেসে গিয়া দাঁড়াইবে আর তাহার দলস্থ অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তাহার পিছনে সারি দিয়া দাঁড়াইবে। তখন "ফিডার" অর্থাৎ প্রতিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় চিত্রে চিহ্নিত স্থলে আসিয়া দাঁড়াইবে, এবং তথাহইতে ব্যাটস্ম্যান্‌কে বল্ দিবে। বিপক্ষদলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা তখন ফিল্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দাঁড়াইবে। বলে ব্যাট্ দিয়া আঘাত করা হইলেই ব্যাটস্ম্যান তাহার ব্যাট্ ফেলিয়া রাখিয়া ২ নং বেসে ছুটিয়া যাইবে, যদি সময় থাকে, তাহা হইলে সে ছুটিয়া ৩ নং বেসেও উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তখন যদি বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড়, যখন সে দুই বেসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, তখন বল্‌টি কুড়াইয়া লইয়া তাহার গায়ে ছুড়িয়া মারে, তাহা হইলে সে "আউট" হইয়া যাইবে।

যদি ব্যাটস্‌ম্যান্ বল্‌টিতে আঘাত করিয়া উহাকে এতদূরে নিক্ষেপ করিতে পারে যে, উহা শত্রুপক্ষের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সে পাঁচটি বেসই ঘুরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে সে-ই পুনরায় আসিয়া ব্যাট ধরিবে, নতুবা যদি সে কেবল ২ নং বেসপর্য্যন্ত যায়, বিফল হয়, তাহা হইলেও "আউট" হইয়া যায়, তখন অপর খেলোয়াড় আসিয়া তাহার স্থানাধিকার করে। কখন কখন এমন হয় যে, প্রত্যেক বেসেই এক-একটি খেলোয়াড় দাঁড়াইয়া থাকে, তখন যতবার বলে আঘাত করা হয়, তত বারই খেলো-
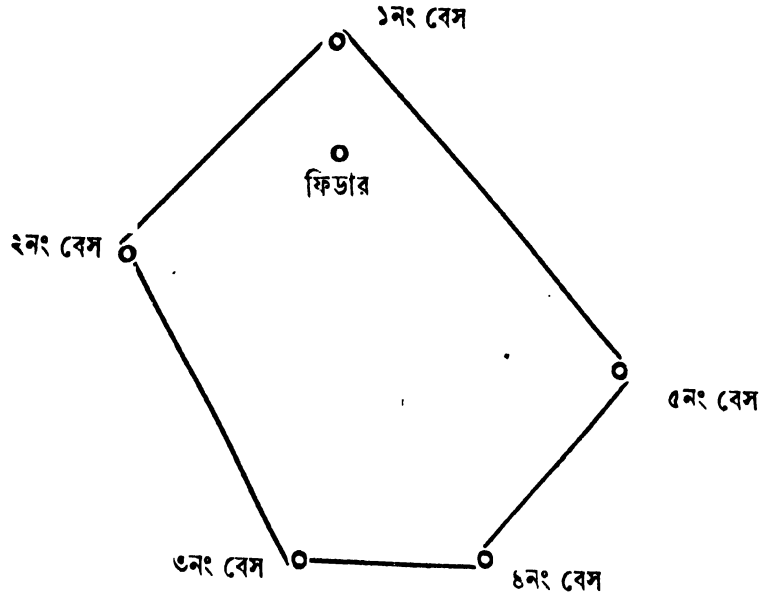
"রাউণ্ডার্স"-ক্রীড়াক্ষেত্র।

তাহা হইলে অপর একজন ব্যাটস্‌ম্যান্ আসিয়া তাহার স্থলে ব্যাট-স্‌ম্যান্ হইবে।

ব্যাটস্‌ম্যান্ বল্‌টিতে আঘাত করিলে, শত্রুপক্ষীয় কোন খেলোয়াড় যদি তাহা লুফিয়া লয়, তাহা হইলে ব্যাটস্‌ম্যান "আউট" হইয়া যাইবে। আবার যদি সে বলে আঘাত করিতে গিয়া য়াড়েরা পরবর্ত্তী বেসে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ তখন ২ নং বেসের খেলোয়াড় ৩ নং বেসে, ৩ নং বেসের খেলো-য়াড় ৪ নং বেসে, এই প্রকারে ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। যে দলের যত বেশী খেলোয়াড় "আউট" না হইয়া আবার ১ নং বেসে ফিরিয়া আসিতে পারে, সেই দলের জয় হয়।

স্মৃষি জ্যামিতি কষিতেছে।

স্মিত।

ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে খোকা মুচ্‌কিয়া হাসে,
সে মধুর, সে স্বর্গীয়, সেই শুচি স্মিত
খোকার অধরহ'তে হ'লে অন্তর্হিত,
কোন্ পুরে, কত দূরে গিয়া ওগো বাসে?
তা'রাই কি ফুটে সাঁঝে হ'য়ে সন্ধ্যাতারা?
তা'রাই কি ফুটে প্রাতে শুভ্রশেফালিকা?
তা'রাই কি শোভে ফুলে হ'য়ে নীহারিকা?
না গো তা'রা ধায় স্বর্গে হ'তে শান্তিধারা!

২

শোকাহতা জননীর—সদ্যঃ বিধবার
অধরে যে ম্লান হাসি চকিতে ফুটিয়া,
তখনি কোথায় যেন পলায় ছুটিয়া,
সে হাসিটি কোথা গিয়া কি বা হয় কা'র?
তাহাই কি ম্লান রৌদ্র প্রাবৃট-দিবার?
তাহাই কি মৃদুভাতি শীত-উষসীর?
তাহাই কি মৃদু তান পল্লী-তটিনীর?
না গো, তাঁহা অনুকম্পা হয় বিধাতার!

সুষুপ্ত সন্তানে কোলে করিয়া জননী
তাহার আননপ্রতি চাহিয়া, চাহিয়া,
যে হাসি হাসেন মৃদু রহিয়া, রহিয়া,
সে হাসি কি হয় গিয়া পীযূষ-নবনী?
সে হাসি কি শস্যে ভরা ক্ষেত্রে ফুটি' রয়?
কেদারবাহিনী নদী তা' কি ল'য়ে ছুটে?
মালতী-মুকুলে তা' কি মধুমাসে ফুটে?
না গো, তা' সন্তান-বক্ষে পুনঃ স্নেহ হয়!

৪

প্রবাসহইতে ফিরি' আইলে বল্লভ,
বধূ তা'র যে হাসিটি তা'রে হেরি' হাসে,
সে হাসি কি মাধবিকা হয় মধুমাসে?
সে হাসি কি হয় গিয়া পাটল পল্লব?
তাহা কি সৌরভ হ'য়ে মলয়েতে রয়?
তাহা কি গগনে শোভা পায় গোধূলিতে?
তাহা কি মিশিয়া রয় কুসুমগুলিতে?
না গো, তাহা ভক্তমনে ভক্তি-উৎস হয়!

বালক

৫ম বর্ষ।] মে, ১৯১৬। ৫ম সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নরকঙ্কালের আদরের কথায় কাণ না দিয়া ভুঁদী বলিয়া উঠিল,—"কি, কি ব'ল্‌লে? ছাতু?—তোমার নাম ছাতু? হিঃ হিঃ! বেশ নাম তো! আর একেবারে এক রত্তিটি যে তুমি!" নরকঙ্কাল বনিতার কথার পোষকতাছলে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ছাতু-বাবাজী নেহাৎ ক্ষুদে, তা' হ'ক, ডাগর হ'বার বয়েস তো উৎরে যায় নি? ভাল ক'রে পেটটা ভ'রে খেতে পে'লে দু'দিনেই হুহু ক'রে বেড়ে যা'বে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিলে, আজ রাতে ধাড়া একে ভাত খেতে দেবে না, বলে এ-দস্তর-মত কাজ করে নি।"

ভুঁ। তাই নাকি? আচ্ছা চামার যা' হ'ক; একদিন ধাড়াকে এমন নাড়া দেব যে, তা'র হাত-পা সব ছিঁড়ে কোথায় ছ'ট্‌কে প'ড়্‌বে! এরকম সব নিষ্ঠুরতার কথা শু'ন্‌লে রাগে আমি দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে

পত্নীর এই রুদ্রভাব দেখিয়া নরকঙ্কাল প্রীতই হইল, সহর্ষে মাথা নাড়িতে নাড়িতে ছাতুর উদ্দেশে কহিল, "ও যা' ব'ল্‌ছে, তা' হয় তো একদিন ক'রে ব'স্‌বে। মাগী দুনিয়াতে কাউকেই ভয় করে না। একদিন লোকে সত্যি সত্যিই দে'খ্‌বে যে, ধাড়ার প্রাণ-পাখী খাঁচা-ছাড়া হ'য়েছে।"

ছাতু ভুঁদীর দিকে দেখিয়া ভাবিল, ভুঁদীর যেরকম চেহারা, তাহাতে বোধ হয় ও সকলকেই নাড়াদিয়া তাহাদের প্রাণ-পাখী খাঁচাছাড়া করিতে পারে, কিন্তু সে ভয়ে কোন কথাই মুখ ফুটিয়া বলিল না। ছাতু যতক্ষণ একবার ভুঁদীর দিকে ও একবার নরকঙ্কালের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, নরকঙ্কাল ততক্ষণে ভুঁদীকে ছাতুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়-দান করিল। ছাতুর পরিচয় পাইয়া ভুঁদী থপ্ থপ্ করিয়া নিজ তাম্বুতে ফিরিয়া গেল।

নরকঙ্কাল তাহার গতি-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ছাতুকে বলিল, "তুমি ঠিক ব'লেছ, আমার মেয়েমানুষটি একটি ঢাউস মেয়েমানুষ।"

ছাতু বলিল, "আমি এত বড় স্ত্রীলোক এর আগে আর দেখি নি।"

নরকঙ্কাল। সুধু তাই কি? আমার ইস্ত্রীটি তা'র মাথায় অনেক বুদ্ধি ধরে। তুমি দে'খ্‌তে পা'বে ধাড়াকে ও তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবে।

ছাতু একটু ঈর্ষ্যামিশ্রিত ভাষায় বলিল, "আমিও যদি ওনার মত ডাগর হ'তেম, তা'লে দুনিয়াতে কাউকেই ভয় ক'র্‌তেম না।"

নরকঙ্কাল। ওর শরীরটা বড় ব'লে কিছু এসে যায় না। এই তো আমাকে তুমি এত কাহিল দে'খ্‌ছ, কিন্তু আমিও এক-এক-সময় ওর পিলে চম্‌কে দিই। ওর বুদ্ধির কিন্তু তারিফ ক'র্‌তে হয়!

ছাতু। আমি যদি তোমার জায়গায় হ'তেম, তা'লে প্রাণান্তে ওনাকে ঘাঁটাতেম না, বাপ! উনি এক ঘুষিতে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারেন!

নরকঙ্কাল। সে ভয় তুমি ক'র না: আমি ওকে কিরকম জব্দ করি, তা' তুমি সারকাসে দিনকতক টিকে গেলেই টের পা'বে। আমি প্রায়ই—

নরকঙ্কাল যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা তাহার বলিবার এবং ধাড়ার শুনিবার সুযোগ আর ঘটিল না, কারণ এই সময়ে ভুঁদী একটা সান্‌কীতে কি কতকগুলি খাবার লইয়া উপস্থিত হইল।

খাদ্যগুলি ছাতুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ভুঁদী তাহার হাতে দুই খানি ছবি ধরাইয়া দিল, এবং কহিল, "বাপধন, ক্ষুদিরাম, এই খাবারগুলো টুক্ টুক্ ক'রে বদনে দাও তো, আমি দেখি; ধাড়া আর তা'র বজ্জাত বখ্‌রাদারটা আজ রাতে তোমাকে উপোস করা'বে মনে ক'রেছিল, তা' আর হ'চ্ছে না। আর এই ছবি-দু'টো আমার আর আমার সোয়ামীর, কি ছবিটা আমরা টাকাটাক ক'রে বেচে থাকি, কিন্তু তোমাকে অম্‌নিই দিলেম, কারণ তোমার ওপর আমার হঠাৎ মায়া ব'সে গেছে।"

খাদ্য ও চিত্র-উপহার পাইয়া ছাতু মহানন্দে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, কি বলিয়া ভুঁদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অগত্যা সে জামার যে পকেটে তাহার পয়সা-কড়ি ছিল, সেই পকেটে ছবি-দুইখানি রাখিতে রাখিতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল, "আ—আপনি বড় অনুগ্‌গর ক'র্‌লেন, আমি বড় হ'লে আপনাকে অনেক টাকা রোজগার ক'রে দেব; আমি ভারি খাইয়ে লোক সত্যি, কিন্তু এখন আমার তত কিধে নেই. তব কিছু খা'ব।"

"হাঁ, বাবা, খা'বে বই কি?" এই বলিয়া ভুঁদী আসিয়া ছাতুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বসন্তলাঞ্ছিত বদনমণ্ডলে এমনই নির্ব্বিকারচিত্তে চুম্বন করিতে লাগিল, যেন তাহার মুখখানি বড়ই গৌর ও মসৃণ। পরে কহিতে থাকিল, "খাও, খেতে সুরু কর, তোমার যত ইচ্ছে, তত খাও, পেট ভ'রে খাও, যদি পেট ভার হয়, ভয় কি? আমার কাছে ভাল হজমী গুলী আছে, তা'র একটা তোমায় দেব, তুমি খেয়ে তোফা শুয়ে প'ড়্‌বে, পেটের অসুখ হ'বে না। এই মিন্সে বেজায় খাউকুড়ে লোক, বেধড়ক খায়, এই দেড়ইঞ্চি চওড়া শরীরে তত খাবার যে কোথায় ধরায়, তা' আমি আজও ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পারি নি। এক-একদিন কিন্তু ওর বদ্-হজ্‌মী হয়, তখ আমি ওকে হজমী গুলী খাইয়ে শোওয়াই।"

ছাতু আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বটে! ইনিও আমার মতন খাইয়ে লোক? বেশ তো! আমিও বেধড়ক খাই! হরমামা ব'লতেন, আমি যত বড় না মানুষ, তা'র দ্বিগুণ ভাত ধ্বংসাই, তবু আমার গায়ে গত্তি লাগে না। আচ্ছা এরকমটা কেন হয়?"

ভুঁদী। কে জানে বাপু! মিন্সে শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে তিনজনের খোরাক খায়, কিন্তু যে রোগা ডিগ্‌ডিগে, সেই রোগা ডিগ্‌ডিগে; আর আমি একছটাক চা'লেরও ভাত খেতে পারি নে, তবু দিন দিন ফু'ল্‌ছি। কেমন গো, সত্যি ব'ল্‌ছি না মিছে ব'ল্‌ছি?

নরকঙ্কাল। না, মিছে ব'ল্‌বে কেন, সত্যিই ব'ল্‌ছ। কিন্তু দিন দিন আরও গায়ে সেরে উ'ঠ্‌ছ ব'লে, দুঃখ কেন? যত তুমি মোটা হ'বে, ততই তোমার দর বেড়ে যা'বে।

ভুঁদী। না, দুঃখ করি না, আমি সুধু অবাক্ হচ্ছি যে, এ-রকমটা কেন হ'চ্ছে। থাক গে সে কথা, ওগো তুমি তাঁবুতে চল। খোকা আমাদের সাম্‌নে লজ্জা ক'রে ঠিক ক'রে খা'বে না।

এই বলিয়া ভুঁদী নরকঙ্কালের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, তখন তাহাদের দৈহিক বৈসাদৃশ্য বড়ই হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল।

ছাতু কিন্তু তাহাদের প্রতি ক্ষণমাত্র দৃক্‌পাত করিয়া স্তূপীকৃত খাদ্যগুলির সদ্গতি করিতে ব্যস্ত হইল! যদিও সে ক্ষুধামান্দ্যের কথা বলিয়াছিল, তথাপি সেই স্তূপীকৃত খাদ্য-সম্ভারের কিছুই থালে পড়িয়া রহিল না। খাওয়া-শেষ হইলে, সে থালাখানি পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া ও ধুইয়া ভুঁদীকে ফিরাইয়া দিতে গেল; সে ভাবিয়াছিল, খানিকক্ষণ দোকানে অনুপস্থিত থাকিলে, ধাড়া বা তাহার অংশীদার টের পাইবে না; তাই সে থালাখানি হাতে করিয়া দৌড়িয়া ভুঁদীদের তাঁবুতে উপস্থিত হইল। ভুঁদীর হাতে থালাখানি দিয়া সে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কয়েকটি কৃতজ্ঞতা-

সূচক কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভুঁদী তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সব খেয়েছ তো, কিছু ফেল নি ?"

"গোটা-দুই সন্দেশ খেতে পারি নি, পরে খা'ব ব'লে পকেটে-পুরে নিয়েছি, আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না।"

"পাগল! আমি কি কিছু মনে ক'র্‌তে পারি? সন্দেশ-দু'টো ক্ষিদে পেলে খেও, নষ্ট ক'র না। আর যখনই তোমার ক্ষিদে পা'বে, তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমায় খেতে দেব, বুঝেছ?"

"আচ্ছা। আমি তবে যাই, দোকান ফেলে এসেছি।"

"যাও, ছুটে যাও। আর দেখ, ধাড়া যদি তোমায় মারে ধরে, তুমি আমায় এসে ব'ল, আমি তা'কে বুঝে নেব।"

ভুঁদীদের তাম্বুহইতে বাহির হইয়া যেই সে দোকানের দিকে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, অমনি তাহার বাম কর্ণে বিষম আঘাত পাইল, ফলে সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন সে শুনিল, ধাড়া তীব্রস্বরে বলিতেছে, আমি দোকান ছেড়ে গেলেই তুই বেটা অমনি দোকান ফেলে স'রে পড়িস্, কেমন কি না? ভারি ফূর্ত্তি, অ্যাঁ? এর-ওর-তা'র কাছে আমার নামে আবার চুক্‌লিও কাটা হয়।" এই বলিয়া ধাড়া ছাতুকে উলটিয়া পাল-টিয়া লাথি মারিতে থাকিল।

ছাতু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আর দোকান ছেড়ে যা'ব না, আর আমায় লাথি মের না, ম'রে গেলেম, এবার আমায় মাফ কর। আমি কিছু খারাপ কাজ করি নি।"

"বেটা মিথ্যুক, কিছু করিস্ নি বটে? কা'র পাল্লায় প'ড়েছিস্, তা' বুঝি তোর জানা নেই? এইবার টের পাবি।"

"কে কা'কে টের পাওয়ায়, তা' দেখ্"—এই বলিয়া ভুঁদী আসিয়া তাহাকে এক ধাক্কা মারিয়া ভূতলশায়ী করিয়া দিল। ধাড়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ভুঁদী তাহাকে বলিতে থাকিল, "দেখ্, ধনঞ্জয় ধাড়া, তুই ফের যদি এই দুধের বাচ্চাকে এমন ক'রে মা'র্‌বি, তবে তোকে আমি মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। ছোক্‌রাগুলোকে বেদম মারা তোর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এ বেচারা ছেলে তোর আগেকার ছোক্‌রাগুলোর চেয়ে ঢের ভাল ক'রে কাজ করে, তবু তুই একে খামোখা মারিস্, এবার ওর গায়ে একটা আঙুল ঠেকালে তোর একদিন কি আমারই একদিন, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।" এই বলিয়া সে ছাতুকে বলিল, "ওঠ, বাবা, ওঠ; দোকানে গিয়ে ব'স। ফের যদি ধাড়া তোমায় মারে, তুমি আমার কাছে চ'লে এস।"

ছাতু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া দোকানে পলাইয়া গেল। দোকানে বসিয়া সে দেখিল, ছাতুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভুঁদীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার ফল যাহাই হউক, ধাড়া আসিয়া লক্ষ্মী ছেলেটির মত আপন কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে সে ছাতুকে তাহার অংশীদারের কাছে যাইতে হুকুম করিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সে তাহার অংশীদারের সঙ্গে চুপি চুপি অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিতে লাগিল। ছাতু তাম্বুর মধ্যে গেলে, ধাড়ার ভাগিদার তাহাকে দেরী করিয়া আসি-য়াছে বলিয়া বড়ই ধম্‌কাইতে লাগিল। ছাতু ভয়ে টুঁ-শব্দ করিল না।

(ক্রমশঃ)।

অপূর্ব্ব ব্যবসা

ক্ষুদ্র গ্রামটীর এক প্রান্তে বনের ধারে এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া ও তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী বাস করিত। তাহাদের কোনও সন্তানাদি ছিল না, একটী সন্তানের জন্য তাহারা সর্ব্বদাই বড় আক্ষেপ করিত। প্রতি-দিন অতি প্রত্যূষে বৃদ্ধ বনে কাঠ কাটিতে যাইত। তখনও সূর্য্যোদয় হইত না, পূর্ব্বদিক্ সবেমাত্র রাঙা হইয়া উঠিত। ঝির্ ঝির্ করিয়া শীতল বায়ু বনফুলের গন্ধ মাখিয়া ভাসিয়া আসিত, নানাজাতীয় পাখীরা নানাসুরে গান গাহিয়া চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিত। বৃদ্ধ আপন কুঠারটী স্কন্ধে করিয়া ধীরে ধীরে বনের পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিত। ভগবান্‌কে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিত, ভগবন্! আমাকে একটী সন্তান-প্রদান করুন।

বেলা হইলে, কাঠের বোঝা ঘাড়ে বুড়া কুটীরে ফিরিয়া স্নানাহার-শেষে আবার নগরের পথে কাষ্ঠ-বিক্রয়ার্থ যাইত, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে বুড়া ও বুড়ী ক্ষুদ্র কুটীরের নিস্তব্ধ দাবায় বসিয়া কেবলই ভগবানের চরণে এই নিবেদন করিত, হে ঈশ্বর! এই নিস্তব্ধতা দূর করিয়া আমাদের নীরব কুটীর মুখরিত করিতে আমাদিগকে একটী সন্তান-প্রদান করুন।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আশা বুঝি পূরিল না! অবশেষে ভগবানের দয়া হইল। একদিন বৃদ্ধা উঠিয়া বৃদ্ধকে এই শুভ-সংবাদ-প্রদান করিল:—রাত্রিকালে কোনও মহাপুরুষ তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, শীঘ্রই তাহাদের একটী পুত্র হইবে! বুড়া-বুড়ীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল,—

উভয়েই দিন-গণনা-আরম্ভ করিল। অবশেষে কিছুদিন পরে বৃদ্ধার একটী অপরূপ রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন পুত্র হইল। ভগবানের দান ভাবিয়া উভয়ে ছেলেটীর নাম রাখিল—"দেবদত্ত"।

শেষ-বয়সের এবং এত কষ্টের পুত্র বলিয়া শিশুটীর আদর-যত্নের আর সীমা রহিল না। সে যখন যাহা চাহিত, তখনই প্রাণ পণ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাহা আনিয়া দিত। ফলে শিশুটীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আব্দারও বাড়িতে লাগিল। বুড়া বুড়ীর সাধের পুত্র, তাহাকে শাসন করা দূরের কথা, তাহার অন্যায় আব্দারের জন্য তাহাকে "না" বলিতেও তাহাদের মুখে বাধিত।

দিন যায়, দেবদত্ত এখন আর বালকটী নহে, বিংশবর্ষীয় যুবক। সুন্দর, সুদৃঢ় মাংসপেশীবিশিষ্ট সমুন্নত দেহ ও মিষ্টভাষী দেবদত্তকে যে দেখে, সেই তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে। গ্রামের যুবাবৃন্দের মধ্যে সে-ই সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ; অস্ত্রচালনায়, অশ্বারোহণে, সন্তরণে, মৃগয়া করিতে এবং লেখাপড়ায়ও তাহার ন্যায় আর কেহই ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ই তাহাকে মাটি করিয়া দিয়াছে—তাহার অসঙ্গত আব্দার তাহার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে মাত্র—কিছুমাত্র কমে নাই। আপন বৃদ্ধ মাতাপিতাকে অন্যায় আব্দারে বিব্রত করিতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

সেই সেময়ে নগরে এক বৃহৎ মেলা হয়। গ্রামের যুবকগণ সেই মেলা দেখিতে গিয়াছিল। দেবদত্ত মেলাহইতে বাটী ফিরিয়া মাতাপিতাকে জানাইল যে, মেলায় সেই দেশের রাজকন্যা আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুত্রের অসঙ্গত আব্দার-শ্রবণে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া রহিল। পরে উভয়েই পুত্রকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু এতদিনের কু-শাসনের ফল যাইবে কোথায়? দেবদত্ত বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যদি মাতাপিতা রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ না দেন তো সে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। অবশেষে বৃদ্ধা বলিল, "বাবা, তোমার পাগলামির কথা মহারাজকে বলিলে আমার প্রাণ যা'বে জানি, কিন্তু যখন তুমি এরকম প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছ, তখন আমি অবশ্যই মহারাজের কাছে তোমার কথা গিয়ে ব'ল্‌ব। জানি না, অদৃষ্টে কারাদণ্ড কি প্রাণদণ্ডই আছে।" হায় রে মাতৃ-স্নেহ! এত সাধের একমাত্র পুত্রকে নিরুদ্দিষ্ট দেখিতে প্রাণ তো চায় না! তাহার অপেক্ষা যে আপন প্রাণের মূল্য অনেক কম! বৃদ্ধা লাঠী হাতে করিয়া নগরের পথ ধরিয়া রাজসভার উদ্দেশে চলিল।

নগরে পঁহুছিতে বেলা হইয়া গেল; তখন রাজসভা গম্‌গম্ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে লোক ধরিতেছে না। কত প্রার্থী আসিতেছে, কত প্রার্থী যাইতেছে, দয়ালু মহারাজ কাহাকেও বঞ্চিত করিতেছেন না; তাই চারিদিকেই খালি জয়-জয়-শব্দ। উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী রাজানুচরগণ শান্তি-রক্ষা করিতেছিল, বৃদ্ধাকে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া ও ভিক্ষার্থিনী ভাবিয়া একজন অবিলম্বে রাজসদনে তাহাকে লইয়া গেল। সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কি প্রকাণ্ড ভবন, অষ্টোত্তরশতস্তম্ভে শোভিত সভা-ভবনের মধ্যে উচ্চবেদীর উপর স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজ আদিত্যদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বেই স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার একমাত্র সন্তান মাতৃহীনা রাজকুমারী চন্দ্রা সভা আলো করিয়া রহিয়াছেন। চারিদিকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিত রাজপুরুষগণ আসীন। এত বড় রাজ-ভবন, কিন্তু লোক যেন তবুও ধরিতেছে না! বৃদ্ধার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথমে রাজ-সভা-দর্শন, চিরদিন ভগ্ন কুটীরে কাল কাটাইয়াছে, এত আড়ম্বর সহ্য হইবে কেন? যাহাই হউক, বৃদ্ধা আপনাকে অল্প সাম্‌লাইয়া লইয়া মহারাজকে প্রণাম করিল। মহারাজের দক্ষিণ-দিকে বেদীর নিম্নে প্রধান অমাত্য উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বৃদ্ধার আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধার মুখে কিন্তু কথা ফুটিল না, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহা-রাজের দয়া হইল; তিনি স্বয়ং কথা কহিলেন, "মা, তোমার কোন ভয় নাই। কি বলিবার আছে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পার"।

যে সভার গাম্ভীর্য্য ও সাজ-সজ্জা বৃদ্ধার অর্দ্ধেক চৈতন্য-লোপ করিয়াছে, সেই সভায় দাঁড়াইয়া সে কেমন করিয়া পুত্রের সেই অদ্ভুত আব্দারের কথা-উত্থাপন করিবে? রাজ-জিজ্ঞাসার উত্তরে বৃদ্ধা যে দুই-চারি-কথা অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, তাহা নিতান্তই অর্থ-হীন। মহারাজ ভাবিলেন, দরিদ্র বৃদ্ধা বুঝি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ভয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছে না, সুতরাং অল্প হাসিয়া কোষাধ্যক্ষকে দশটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্য সময় হইলে বৃদ্ধা রাজার নিকটহইতেও ভিক্ষা-গ্রহণে সম্মত হইত কি না সন্দেহ, কিন্তু তখন তাহার মাথার ঠিক ছিল না, কোনপ্রকারে পলাইতে পারিলে বাঁচে। ফলে মুদ্রা-কয়টী গ্রহণ করিয়া একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাড়াতাড়িতে মহারাজকে প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত মনে হইল না। মহারাজ ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ বৃদ্ধার রকম-সকল দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কুটীরের দ্বারে পথপানে চাহিয়া দেবদত্ত অপেক্ষা করিতে-ছিল। দূরে মাতাকে আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া গেল:—

"মা, রাজা কি আমার সঙ্গে তাঁ'র মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হ'য়েছেন?

"বাবা, আবার ব'ল্‌ছি, তুমি ও আব্দার ছেড়ে দাও। আমি তাঁ'র সাম্‌নে কেমন ক'রে এ কথা ব'ল্‌তে পারি? আমি তা' পারি নি। দেখ, তিনি তোমাকে কি দিয়েছেন। তুমি স্বচ্ছন্দে

একটী সুন্দরী মেয়ে বিয়ে ক'র্‌তে পা'র্‌বে, তোমার খরচ-পত্রের ভাবনা আর ভা'ব্‌তে হ'বে না।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা পুত্রের হস্তে দশটী স্বর্ণমুদ্রা-প্রদান করিল। দেবদত্ত স্বর্ণমুদ্রার বা কথার বশ হইবার পাত্রই নহে। তৎক্ষণাৎ মুদ্রাকয়টী ছুড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, তাহার মাতা যখন তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারিলেন না, তখন সে হয় রাজদর্শনে গিয়া স্বয়ং রাজকুমারীকে প্রার্থনা করিবে, নয় গৃহ-ত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইবে। গোলযোগ শুনিয়া তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্র চলিয়া যায় দেখিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা জানেন না, তা' হ'লে আমি অতি আনন্দের সঙ্গে আপনার বউ হ'ব।" বৃদ্ধার বক্ষের ভার কমিয়া গেল, বৃদ্ধা ভাবিল, এপ্রকার কথা শুনিলে হয় ত দেবদত্ত তাহার অন্যায় আব্‌দার ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু আপন পুত্রকে সে ভালরূপ চিনিত না। দেবদত্ত পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব ভাবিত না, সে বিলক্ষণ জানিত, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। সুতরাং এই কথা শুনিয়া আর তিলমাত্র অপেক্ষা করিল না। সে মনে মনে এই সঙ্কল্প করিল, "আমি পৃথিবীতে সর্ব্বত্র যাইব, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিব, দেখি এইপ্রকার একটী অপূর্ব্ব ব্যবসায়ের সন্ধান পাই কি না।" পিতার অনুরোধ, মাতার নেত্রজল, কিছুই তাহাকে

হস্তিপৃষ্ঠে মৃগয়া-যাত্রা।

বাধ্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে পুনরায় পরদিন রাজপ্রাসাদে যাইবে এবং নিশ্চয়ই পুত্রের কথা মহারাজকে বলিবে।

পরদিন যথাসময়ে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা পুত্রের কথা-নিবেদন করিল। সভাসদ্‌বর্গ তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির। কেহ কেহ বা ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়ালু মহারাজ সকলকে নিরস্ত ও স্তম্ভিত করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন যে, যদি রাজকুমারী সম্মতা হন তো তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। রাজকুমারী চন্দ্রা পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন, তিনি অল্প হাসিয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন, "মা, আপনার ছেলে যদি এমন একটী ব্যবসা শি'খ্‌তে পারেন, যা' অপর কেউ টলাইতে পারিল না। মাতাপিতার পদধূলি লইয়া ভগবান্‌কে স্মরণপূর্ব্বক দেবদত্ত পথে বাহির হইল।

প্রথমে সে পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল: মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া বহুদিন পরে একটী পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই, সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত দিন একাদিক্রমে অনেক দূর আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটী বৃক্ষতলে বসিয়া সেইখানেই রাত্রিযাপন করিবে স্থির করিল। বহুদিন বাড়ী-ছাড়া, অথচ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, সেজন্য মনটা একটু খারাব হইলেও দেবদত্ত দমিবার পাত্র নহে। আপন

সঙ্কল্প-ত্যাগ সে কিছুতেই করিতে প্রস্তুত ছিল না। পরদিন সে কি করিবে, তরুতলে বসিয়া তাহাই বরং ভাবিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাৎহইতে কে বলিয়া উঠিল, "বৎস, তোমায় অত্যন্ত চিন্তিত বোধ হইতেছে? তুমি কি চাও?"

দেবদত্ত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যষ্টি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বৃদ্ধাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক আপনার সমস্ত কথা বলিল। বৃদ্ধা শুনিয়া হাসিয়া বলিল- "এ ত অতি সহজ কথা। ঐ যে বন দেখিতেছ, উহার মধ্যে সোজা এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও। কিছু দূর যাইলে, একটী বৃহৎ ফটক দেখিতে পাইবে। তাহার ভিতর যাইলেই যাহা তুমি চাহিতেছ, তাহা পাইবে।"

দেবদত্ত বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিয়া আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়াই বৃদ্ধা-কর্ত্তৃক বর্ণিত দুর্গটী দেখিতে পাইল। বনের অন্ধকারে তাহা আরও ভীষণ দেখাইতেছে। নির্ভীক হৃদয়ে দেবদত্ত তাহার লৌহ-নির্ম্মিত ফটক পার হইয়া ভিতরে যেমন ভিতরে পদার্পণ করিয়াছে, অমনি চারিজন দানব তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দানবটা তাহাকে বলিল, "আমাদের মা তোমার কথা আমাদের ব'লেছেন, তুমি কি একটী আজগুবী ব্যবসা শিখ্‌তে চাও"? দেবদত্ত উত্তর করিল, "হাঁ, চাই। বুড়ী কি সত্যি তোমার মা?

দানব সেই কথার উত্তরে "হ্যাঁ' এই উত্তর দিয়া বলিল, "যদি তুমি আমাদের কথামত চ'ল্‌তে পার, তা' হ'লে তুমি তা' শি'খ্‌তে পা'র্‌বে, নইলে নয়।"

দেবদত্ত তাহাতে সম্মত হইলে, তাহারা তাহাকে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল এবং রাত্রিতে তাহাকে নানাপ্রকার উত্তমোত্তম দ্রব্য-ভোজন করাইয়া একটী অতি সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষে শয়ন করিতে দিল। সে সব উৎকৃষ্ট দ্রব্যের নাম আমরা জানি না, তবে এইপর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে, দেবদত্ত পূর্ব্বে সে সব দ্রব্য-আহার করা দূরের কথা, কখনও চোখেও দেখে নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ যদি কখনও দানবদের দুর্গে গমন করেন তো অবশ্যই খাইতে পাইবেন। যাহাই হউক, পেট ভরিয়া আহার করিয়া কোমল মখ্‌মলের শয্যায় শয়নমাত্র শ্রান্ত-ক্লান্ত দেবদত্ত ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখিল, যেন একটী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাহাকে বলিতেছেন, "দেবদত্ত, আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমিই তোমার মাতাকে তোমার জন্ম-সম্বন্ধে স্বপ্ন দিয়াছিলাম। তুমি আমার কথামত কার্য্য করিলে তোমার ঈপ্সিত শিক্ষা-লাভ করিতে পারিবে। দানবগণকে বিশ্বাস করিও না, তাহারা কাল রাত্রিতে তোমাকে বধ করিয়া আহার করিবে। তাহারা এইপ্রকারে অনেকের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। কাল প্রাতে উঠিয়া তাহারা যখন শিকার করিতে যাইবে, তখন তোমাকে দুর্গে রাখিয়া তিনটী ঘরে যাইতে নিষেধ করিয়া যাইবে। তাহারা চলিয়া গেলে, তুমি সেই তিনটী ঘরে একে একে যাইবে। দানবদের ভয় করিও না, কারণ তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে না। তুমি এই তিনটী ঘরে যাহা পাইবে, তাহা অমূল্য। যত্নপূর্ব্বক তাহা আপনার কাছে রাখিবে। পরে দুর্গ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। ফটকের নিকটে গিয়া দেখিবে, ফটক বন্ধ। তুমি তাহাতে ভীত হইও না, ফটকে তিনটী টোকা মারিয়া বলিবে, 'পিক্ পিক্ পানা, দাশুর ছানা, যা রে ফটক খুলে!' তৎক্ষণাৎ ফটক খুলিয়া যাইবে। ফটক পার হইয়া দক্ষিণ-দিকে যে রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহা দিয়া সোজা যাইলেই, শীঘ্র তোমার কুটীরে পৌঁছিবে। ঘর-তিনটীহইতে যাহা পাইবে, তাহার ব্যবহার-সম্বন্ধে পরে বলিব।" এই বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অদৃশ্য হইলেন।

প্রভাত হইলে দেবদত্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, দানবগণ মৃগয়া করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তাহাদের সর্দ্দার, সেই পূর্ব্ব দিনের লম্বা দানবটা, বলিল, "আমরা শিকার করিতে যাইতেছি, তুমি দুর্গেই থাকিবে। ভাণ্ডারে আহারীয় দ্রব্যের অভাব নাই, যাহা ইচ্ছা খাইও। রাত্রিতে ফিরিয়া তোমায় ব্যবসা-শিক্ষা দিব। দুর্গের মধ্যে সর্ব্বত্র যাইতে পারিবে, কিন্তু এক বিষয় তোমাকে সাবধান করিয়া দিই—ঐ যে পূর্ব্বদিকের তিনটী ঘর দেখিতেছ, তাহার মধ্যে কখনও যাইতে চেষ্টা করিও না। যদি যাও, আমরা নিশ্চয়ই টের পাইব,—আর তাহা হইলে তোমায় বধ করিয়া ফেলিব।" তাহারা সকলে কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেবদত্ত যখন বুঝিল যে, তাহারা বেশ খানিক-দূর গিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে গিয়া নিষিদ্ধ ঘর-তিনটীর প্রথমটীর দ্বার খুলিল। ভিতরে দেখিল, একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। সে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব্ব অশ্বটীকে দেখিতে লাগিল। কতকক্ষণে তাহার চমক ভাঙ্গিত বলা যায় না, কিন্তু অশ্বটী কথা কহিয়া তাহার চেতনা-সঞ্চার করিয়া দিল। অশ্বটী বলিল—"আমার লাগাম খুলিয়া তাহা শক্ত করিয়া তোমার শরীরের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া রাখ।" দেবদত্ত মহাপুরুষের বাক্য-স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিল। পরে দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার খুলিল। এ ঘরে দেখিল, একটী সুন্দরী কন্যা স্বর্ণ-নির্ম্মিত আসনে বসিয়া চুল আঁচড়াইতেছেন। দেবদত্তকে দেখিয়া কন্যা বলিলেন, "এস, এই চাবিটী লও; সাবধানে রাখিলে একদিন ইহার গুণ বুঝিতে পারিবে।" ঘরের সাজসজ্জা অতি উৎকৃষ্ট; এমন অপূর্ব্ব সাজান ঘর দেবদত্ত পূর্ব্বে কখন দেখে নাই।

গতরাত্রিতে সে যে ঘরে শুইয়াছিল, সে ঘর ইহার কাছে নিতান্ত নগণ্য। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু বিলম্ব করিলে পাছে দানবগণ আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে চাবিটী লইয়া তৃতীয় দ্বার খুলিল। এ ঘরটী খালি নর-কঙ্কালে ভরা! দানবগণ মানুষ মারিয়া মারিয়া তাহাদের হাড়গুলি এই ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অতি সাহসী দেবদত্তেরও প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটী নরকপাল বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই; ঐ দেওয়ালের উপর যে লোহার শিকলটী রহিয়াছে, তাহা লইয়া যাও, তোমার বিশেষ উপকারে লাগিবে।" দেবদত্ত সাহসপূর্ব্বক কঙ্কালরাশি ঠেলিয়া গিয়া দেওয়ালহইতে শিকলটী লইল ও বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বেলা দ্বিপ্রহরমাত্র, কিন্তু আর অপেক্ষা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া দেবদত্ত একেবারে ফটকের নিকট আসিল। ফটক বন্ধ ছিল, শিক্ষামত দেবদত্ত তিনটী টোকা দিয়া মন্ত্র-উচ্চারণ করিবামাত্র বৃহৎ লৌহদ্বার আপনি খুলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দক্ষিণের রাস্তা দিয়া কয়দিন ক্রমাগত চলিয়া দেবদত্ত আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একমাত্র সন্তান হারাইয়া কি অবস্থায় ছিল, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। দেবদত্তকে ফিরিয়া পাইয়া তাহারা যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। সেই রাত্রিতেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ স্বপ্নে পুনরায় তাহাকে দর্শন দিয়া তাহার আনিত দ্রব্যত্রয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে বলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া দেবদত্ত বলিল, "বাবা, আমি যে আশ্চর্য্য ব্যবসা শি'খ্‌তে গিয়েছিলেম, তা' শিখেছি। আমি এখনি একটী অতি সুন্দর ঘোড়া হ'য়ে যা'ব। তুমি আমাকে চড়া দরে রাজার কাছে বিক্রি ক'রে এস। রাতে আমি আবার মানুষ হ'য়ে ফিরে আ'স্‌ব। কিন্তু একটী কথা—এই লাগামটী কখনও রাজাকে দিবে না। এটী যদি ফিরিয়ে না আ'ন্‌তে পার, তা' হ'লে আমি চিরদিন ঘোড়াই থেকে যা'ব।" দেখিতে দেখিতে দেবদত্ত একটী বৃহৎ, বলবান্ ও তেজস্বী অশ্বের আকার-ধারণ করিল।

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া পুত্রের কথামত অশ্বটীকে মহারাজার নিকট লইয়া গেল। এমন সুন্দর অথচ এত বড় অশ্ব মহারাজের অশ্বশালায় আর একটীও ছিল না। ফলে অশ্বটী দেখিবামাত্র তিনি তাহা সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রায় ক্রয় করিতে চাহিলেন। কাঠুরিয়া বলিল, "মহারাজ, আমার একটী নিবেদন আছে। ঘোড়ার লাগামটী আমাকে ফেরত দিতে হইবে।"

মহারাজা ভাবিয়াছিলেন, বুঝি বৃদ্ধ আরও মূল্য চাহিবে, সুতরাং এই সামান্য অনুরোধ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ও পুরাণো লাগাম তুমি স্বচ্ছন্দে লইয়া যাও; এমন সুন্দর ঘোড়াকে আমি স্বর্ণ-খচিত লাগাম-দিয়া বাঁধিয়া রাখিব।" বৃদ্ধ মূল্য ও লাগাম লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিনহইতে মহারাজের নূতন ঘোড়াটীকে কিন্তু আর কেহই দেখিতে পাইল না; এদিকে দেবদত্তও কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন যায়, দেবদত্ত আবার নিজ অপূর্ব্ব ব্যবসা-আরম্ভ করিল। পিতাকে বলিল, "বাবা, আজ রাতে রাজবাড়ীর কাছেই মাঠের মধ্যে আমি একটী সুন্দর কোঠা-বাড়ী হ'য়ে থা'ক্‌ব। কাল রাজা সকালে উ'ঠে তা'র বাহার দে'খ্‌লেই কি'ন্‌তে চাইবেন, তুমিও তা' অনেক দামে বিক্রি ক'র্‌বে। কিন্তু এবারও সাবধান, এই চাবিটী তাঁ'কে দিও না; দিলে আমার আবার মানুষ হওয়া অসম্ভব হ'বে।" বৃদ্ধ সম্মত হইল।

পরদিন মহারাজা প্রাতে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই দেখেন, রাজবাড়ীর অনতিদূরে এক মনোহর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। এমন সুন্দর অট্টালিকা কাহার, তাহা জানিবার জন্য একটী অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। অনুচর ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, অট্টালিকাটী একটী বৃদ্ধের, এবং সে উপযুক্ত মূল্য পাইলে মহারাজকে সেটী বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত আছে। মহারাজও তৎক্ষণাৎ তাহা ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া যখন মহারাজের সহিত মূল্যসম্বন্ধে কথা কহিতেছিল, তখন একটী বৃদ্ধা সেই স্থলে আসিয়া সেই অট্টালিকা-ক্রয় করিতে চাহিল। বৃদ্ধাটীকে আমরা একবার দেখিয়াছি, এ সেই দানবগণের মাতা বৃদ্ধা দানবী। দেবদত্ত তাহাদের ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাই তাহাকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া এতদিন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধা আসিয়াই মহারাজের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত হইল। মহারাজ তাহা অপেক্ষাও অধিক দর দিতে চাহিলেন, বৃদ্ধা দর আরও বাড়াইয়া দিল। ক্রমে এত অধিক মূল্য বৃদ্ধা দিতে প্রস্তুত হইল যে, মহারাজের পক্ষে তাহাপেক্ষা অধিক মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা, তন্মূল্য দেওয়াও অসম্ভব। ফলে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সমস্ত মূল্য নগদ চুকাইয়া দিয়া কাঠুরিয়ার নিকটহইতে অট্টালিকাটী ক্রয় করিয়া লইল। এত টাকা একত্রে বৃদ্ধ কাঠুরিয়া কখন দেখে নাই, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। পুত্রের নিষেধবাক্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া বৃদ্ধাকে চাবিটী দিয়া ফেলিল। বৃদ্ধাও প্রস্থান করিল।

কুটীরাভিমুখে কিছু দূর যাইতে না যাইতে বৃদ্ধের চাবির কথা মনে পড়িয়া গেল। "হায়, হায় কি করিলাম? বাছাকে কি জন্মের মত হারাইলাম?" এই বলিয়া সে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে দানবীর নিকট দৌড়িয়া ফিরিয়া গেল ও চাবিটী ফেরৎ পাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। দানবীর চাবিটী

পাওয়াই উদ্দেশ্য, কাজেই হাসিয়া বলিল, "বাঃ! যদি চাবি না পাইব তো আমার অট্টালিকা লইয়া কি হইবে? ভিতরে যাইব কি করিয়া?"

বৃদ্ধ বলিল, "সমস্ত মূল্য ফেরৎ দিতেছি, চাবিটী দিয়া যাও, আমি আর কিছু চাহি না।"

কিন্তু রাক্ষসী তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া আপন পথে চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় চাবিটী কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার স্পর্শমাত্র চাবিটী একটী ঘুঘু-পক্ষী হইয়া রাজোদ্যানের দিকে উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাক্ষসী ক্রোধে দন্ত-কিড়িমিড়ি করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ একটী বাজ-পক্ষীর রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাজোদ্যানে তখন রাজকুমারী বায়ু-সেবন করিতেছিলেন, ঘুঘুপক্ষী বাজপক্ষীটীকে আসিতে দেখিয়া একটী সুন্দর গোলাপফুল হইয়া তাঁহার হস্তে পতিত হইল। রাজকুমারী সুন্দর ফুলটী পাইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজসভায় পিতার নিকট চলিয়া গেলেন।

সঙ্কল্প বিফল হইল দেখিয়া বাজপক্ষী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বেশে রাজ-সভায় প্রবেশ করিল ও মহারাজের নিকট রাজ-কন্যার হস্তের ফুলটী প্রার্থনা করিল। রাজকন্যা প্রথমে তাহাতে সম্মতা না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে মূল্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু রাক্ষসীর সঙ্কল্প টলিবার নহে, সে মহারাজের নিকট কাকুতিমিনতি-আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া দয়ার্দ্র হইয়া রাজকন্যা তাহাকে তাহা প্রদান করিলেন। ফুলটী কিন্তু সকলকে চমৎকৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ শস্যরাশিতে পরিণত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধাও তৎক্ষণাৎ কুক্কুটীর আকার-ধারণ করিয়া তাহা খাইতে গেল; কিন্তু খাইতে আর হইল না, শস্যরাশি অদৃশ্য একটি চাবির আকার-ধারণ করিয়া পড়িয়া রহিল। এতক্ষণ উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হইয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন। বহুক্ষণ চাবিটী পড়িয়া রহিল, কিন্তু কেহই তাহা তুলিতে সাহস করিল না। অবশেষে রাজকন্যা সকলের নিষেধ সত্তেও তাহা তুলিয়া লইলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র মাঠের সেই অট্টালিকাটী অদৃশ্য হইয়া গেল ও দেবদত্ত সভায় প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজের চরণে প্রণিপাত করিয়া সমস্ত কথা-নিবেদন করিল। মহারাজ তাহার সুন্দর শ্রী ও কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মাতাপিতাকে আনাইলেন।

ঘুম-বুড়ী।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এতক্ষণ পুত্রকে চিরদিনের নিমিত্ত হারাইতে হইয়াছে ভাবিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে জীবিত অবস্থায় পাইয়া যে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। কখন বক্ষে জড়াইয়া, কখন চুম্বন করিয়া, কখন কোলে করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া রাজসভায় কেহই অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহার পরদিনেই রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। যাহার এতদূর অধ্যবসায়, তাহার কোন কার্য্যে সফল হইবার ভাবনা কি?

* * *

দেবদত্তকে আমরা সেই লোহার শিকলটী ব্যবহার করিতে দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি তাহা নিকটে থাকিলে নাকি কেহ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। অপর দুইটী দ্রব্যও আর কখন তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হয় নাই, কিন্তু চিরদিন তিনি সেগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন, কখন হাতছাড়া করেন নাই। হয়ত সেগুলি এখন কোথাও না কোথাও লুক্কায়িত আছে; স্নেহভাজন পাঠক-পাঠিকাগণ, একটু চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া দেখুন না?

দিয়াশলাই।

সংস্কৃত-ভাষায় আমার নাম দীপশলাকা, হিন্দিভাষায় দিয়াশলাই, তোমরা আমায় আগে ব'ল্‌তে—দে-কাঠী, এখন বল—দেশলাই! আমাকে তোমরা ভারি সস্তায় পেয়ে থাক, ৫ পয়সায় দু' বাক্স। এক-একটা বাক্সে আমি কতগুলি ক'রে থাকি, তা' আর আমার গ'ণ্‌বার ফুরসৎ হ'বে না, তোমরা কেউ গু'ণে ব'ল তো। সে যা' হ'ক, আমায় তোমরা ভারি সস্তায় পাও, তাই আমার কথা ভেবে তোমরা মাথা ঘামা'তে চাও না, কিন্তু আমি কে, তা' কি তোমরা জান? এই পৃথিবীতে মানুষ ব'লে যখন কোন জীব ছিল না, তখন আমি এই পৃথিবীথেকে অসংখ্য ক্রোশ দূরে সহস্রলোচনের একটি লোচনের জ্যোতির একটু স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে ছিলেম—আমি রবিরশ্মি। একদিন সখ গেল, ভূপ্রদক্ষিণ ক'রে আসি, তাই পৃথিবীতে নেমে প'ড়্‌লেম। তখন পৃথিবীতে পশুপক্ষী, জীবজন্তু কিছুই ছিল না; আমি দিনকতক পৃথিবীর ওপরে থে'কে তা'র পর তা'র ভেতর ঢু'কে গেলেম, সেখানে ঢুকে একরকম জানোয়ারের হাড়ে গিয়ে সেঁধোলেম। সেই হাড় গুঁড়োন হ'লে আমি "ফস্‌ফরাস" ব'লে এক জিনিস হ'য়ে গেলেম। তখন বহুযুগ পরে লোকে আমাকে দে-কাঠীতে বন্দী ক'র্‌লে। তাই তোমাদের আমাকে দেশলাই না ব'লে আমার আসল নামে—রবিরশ্মি ব'লেই ডাকা উচিত। আমি এখন ভারি সস্তা, দেশলাই, কিন্তু তা' ব'লে তোমাদের আমাকে তুচ্ছ-জ্ঞান করা উচিত নয়, দিনেই বল আর রাতেই বল, আমি না থাক্‌'লে তোমাদের ভারি কষ্ট হ'ত, উনুন ধরা'ত কে, প্রদীপই বা জ্বা'ল্‌ত কে? চক্‌মকি ঠু'কে ঠু'কে হাতে কড়া প'ড়ে যেত। আবার আমার, বেশী নয়, পাঁচটি কাঠি কেউ যদি চুষে খায়, তা' হ'লেই তা'র চোখ উ'ল্‌টে যা'বে।*

ফষ্টিনাষ্টি

মাধবের বয়স নয় বৎসর। তাহার বড় হইবার বড় সখ ছিল। কাহাকেও কেহ বড় বলিলে তাহার ঈর্ষ্যা হইত। একদিন মাধবের পিতা তাহার মাতার নিকট বলিলেন, "ছেলেটা বড় গাধা হ'য়ে গেছে।" মাধব সে কথা শুনিতে পাইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা! বাবা কা'কে 'বড় গাধা' ব'ল্‌লেন, দাদাকে না আমাকে?" মাতা তদণ্ডে কিছু উত্তর না দিয়া বলিলেন, "পরে ব'ল্‌ব।" মাধবের আর অপেক্ষা স'য় না, সত্বর যাহা হউক একটা মীমাংসা হইলেই হয়। মাতা একদিন বড় ছেলেকে বলিলেন, "বাজারথেকে মাছ কিনে আন, পচা-টচা দে'খে এন।" আর ছোট ছেলেকে বলিলেন, "কুমোর-বাড়ীথেকে একটা হাঁড়ি আন, ভাঙ্গা-ফুটো দে'খে এন।" বড় ছেলেটী বাজারথেকে ভাল মাছ কিনিয়া আনিল, ছোট মাধব পয়সা দিয়া একটা ভাঙ্গা হাঁড়ী আনিল। মাতা ভাঙ্গা হাঁড়ী দেখিয়া বলিলেন, "মাধব, এমন একটা ভাঙ্গা হাঁড়ী পয়সা দিয়ে কি'ন্‌লে কি ব'লে?" উত্তর হইল, "আপনিইত ভাঙ্গা-ফুটো দেখে আ'ন্‌তে ব'লেছেন, তা' ভাঙ্গা আর ফুটো একসঙ্গে পাওয়া গেল না, তাই ভাঙ্গা দে'খেই এনেছি।" মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা! তা' হ'লে তুমিই 'বড় গাধা'।" আজ মাধবের আর আনন্দ ধরে না, সে "বড়গাধা" হইতে পাইয়াছে। আহারাদির পর পাড়ার ছেলেদের ডাকিয়া বলিল, "আমি 'বড়গাধা' হ'য়েছি, মা আজ আমাকে 'বড়গাধা' ব'লেছেন।" পাড়ার ছেলেরা মাধবের এত বড় উপাধিতে আনন্দ করিয়াছিল কিনা, জানি না, কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী এবং বলিবার কায়দা দেখিয়া সকলেই প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিল।

২

একজন ইংরেজি-অনভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া একদিন একটা ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা! এই যে তোমাদের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-রচনা ক'রেছেন মধুসূদন দত্ত, তা' তাঁ'র নামের আগে 'মাইকেল' দেওয়া কেন? এটার মানে কি?"

যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আহা! এটা আর বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছেন না। মাইকেলটা হ'ল একটা টাইটেল (title)"।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, বাবা! বেশ বুঝেছি। তোমার মাইকেল যেমন বুঝেছি, টাইটেলও তেমনই বুঝেছি।

৩

অক্ষয়বাবুর বাড়ী পাড়াগেঁয়ে, সেখানে ভাল সন্দেশ পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহা চিনিতে ভরা। আজ শনিবার,

* আগে যে রকমের দিয়াশলাই বিক্রীত হইত সেগুলির সম্বন্ধেই এই কথাগুলি সত্য; "safety match"-সম্বন্ধে এ কথা ঠিক সত্য নহে

অফিসের ছুটির পর, অক্ষয়বাবু বাড়ী যাইবেন, ছেলেদের খাবার জন্য একটা দোকানহইতে কিছু ভাল সন্দেশ কিনিলেন। দোকানদারের দোকানে অক্ষয়বাবুর প্রার্থনামত সমস্ত ভাল সন্দেশ না থাকায় কতকগুলি নিরেস সন্দেশ মিশাইয়া দিল। অক্ষয়বাবু বাড়ী আসিয়া ছেলেদের সন্দেশ খাইতে দিয়াছেন। ভাল সন্দেশগুলি আগে খাইতে দিলেন। ছোট ছেলেটী, হাতের সন্দেশগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিয়া, বলিল "বাবা! সন্দেশ-গুলা ভাল নয়, কিছু মিষ্টি নেই।" অক্ষয়বাবু বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুইখানি নিরেস সন্দেশ দিলেন। এবারে খোকা মহাখুশী, বলিল "বাবা! এমন ভাল সন্দেশ থা'ক্‌তে আমাদের সব খারাপ সন্দেশগুল খাওয়াচ্ছিলেন, আমাদের বুঝি মুখের তার নেই, আমরা বুঝি খেতে জানি না"? ভিন্নরুচির্হি লোকঃ!

৪

শিক্ষক। He has gone home, he—parse কর।

ছাত্রগণ নিরুত্তর রহিল।

শিক্ষক। যদু, বল্, he কোন্ parts of speech?

যদু। Demonstrative pronoun.

শিক্ষক। তা'র পর, কোন্ gender?

অপর ছাত্র। আজ্ঞে masculine gender.

শিক্ষক। তা'র পর, এই—ব'লে যা' না।

যদু। কি ব'ল্‌ব, sir?

শিক্ষক। আরে, কোন্ person কোন্ number, গড়গড় ক'রে ব'লে যা না; তোদের জন্যে পড়ান যে, দায় হ'ল। একটা কথা নিয়েই এক ব'ছর।

যদু। Third person.

শিক্ষক। তা'র পর, বল্ না রে!

অপর ছাত্র। Singular number.

শিক্ষক। হরিশ বল ত কোন্ case? তোমার সকলের চেয়ে বয়স হ'য়েছে,—বুড় ছেলে, বল কোন্ case?

হরিশ। আজ্ঞে home মানে ত নিজের বাড়ী? নিজের বাড়ীতে গেলে case হ'বে কেন? পরের বাড়ী গেলে tres-pass case হ'ত।

শিক্ষক। আরে, তোর ত খুব বিদ্যে হ'য়েছে দে'খ্‌'চি, তুই ত উকিল হ'বি। এখন তোর caseটা আমি করে দি'। আজথেকে সাতদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়া'বি। আচ্ছা, home কোন্ নম্বর কোন্ case বল্? কে ব'ল্‌বি? সুরেন্, বল্।

সুরেন্। Sir, আমি নম্বর পড়ি নি।

শিক্ষক। তবে কি প'ড়েছিস্?

সুরেন্। আজ্ঞে—আপনি যা' জিজ্ঞেস ক'র্‌ছেন, তা'ছাড়া আর সব প'ড়েছি।

শিক্ষক। আমি যা' জিজ্ঞেস ক'র্‌ছি, আর যা' জিজ্ঞেস ক'র্‌ব, তা'ছাড়া আর সব জানিস, কেমন কি না?

সুরেশ। আজ্ঞে, হ্যাঁ, sir!

শিক্ষক। তা' জানি। আচ্ছা, নরেন্, তুই বল্।

সুরেশ। Home? কার home, sir?

শিক্ষক। আঃ! সুরেশের বাপ তাঁ'র নিজের বাড়ী গিয়েছেন।

নরেন। তা'লে, sir, number সেখানে হ'বে না।

শিক্ষক। কেন র‍্যা?

নরেন! আজ্ঞে, সুরেশদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে।

শিক্ষক। তা'তে তোর কি হ'ল? তোকে homeএর নম্বর জিজ্ঞেস ক'র'চি, আর তুই বাজে কথা ব'ল্‌'চিস?

নরেন। আজ্ঞে, পাড়াগাঁয়ে বাড়ীর নম্বর থাকে না।

৫

পিতা পুত্রকে অনেক দিন পরে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ র‍্যা, বিপিন, তুই পড়াশুনো কেমন ক'র্‌'চিস্।"

বিপিন। বেশ ক'র্‌'চি।

পিতা। Classএ রোজ কত থাকিস?

বিপিন। আমি রোজ second থাকি।

পিতা। Classএ কত জন ছেলে?

বিপিন। দু'জন।

পিতা। তবে classএ last কে থাকে?

বিপিন। আজ্ঞে, আমাদের classএ last নাই।

৬

নদেরচাঁদ, পুত্র কানাইকে সঙ্গে লইয়া, সুদূর পল্লীভবনহইতে কলিকাতা-সহরে বেড়াইতে যাইবে স্থির হইয়াছে। পুত্রটি "First Book" শেষ করিয়া "Second Book" ধরিয়াছে, বাঙ্গালা বইও ২।৩ খানি শেষ করিয়াছে। নদেরচাঁদের বিদ্যা কতদূর, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহার ধারণা ছিল যে, পুত্রটিকে সে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়াছে। সে শুনিয়াছিল, কলিকাতা-সহর শিক্ষিত স্থান, সেখানে লেখাপড়া না জানিলে চলা-ফেরা, কথা কহা চলে না। একজন শিক্ষিত লোক সঙ্গে থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সে উপযুক্ত পুত্র কানাইকেই দোসর লইয়া আসিয়াছিল। সে Steamerএ দেখিল—সাহেব, রেলে আসিয়া দেখিল—সাহেব, Guard—সাহেব, Driver—সাহেব, Station Master—সাহেব, Ticket-collector—সাহেব, সাহেবে সাহেবে ছয়লাভ! নদেরচাঁদ ভাগ্যে ইংরাজি জানা ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছে, তাহা না হইলে কি হইত? ইহাই দুর্ভাগ্য যে, কেহ নদেরচাঁদ কিম্বা তাহার পুত্রের সহিত কোন কথা কহিল না। কলিকাতার রাজ-প্রাসাদতুল্য বাড়ী দেখিয়া সে বড় চমৎকৃত হইল। অনেক জিনিষ-পত্র কিনিয়া আজ সে

বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত। ট্রেণ ছাড়িবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে সে গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িল। স্থির হইয়া বসিয়া তামাক খাইবার চেষ্টা দেখিল। হুঁকা, কলিকা, তামাক সব বাহির করিল; কিন্তু আগুন কোথায় পাইবে? বড় ব্যস্ত হইল, কিন্তু উপায় নাই। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ইংরাজ-বাহাদুর কলিকাতায় এত সুখ দিয়াছেন, রাস্তায় রাত্রিতে লণ্ঠন জ্বালিয়া যাইতে হয় না; পিপাসা পাইলে পুকুরে ছুটিতে হয় না, কল টিপিলেই জল, যত পার খাও, মুখ ধোও; অলিতে গলিতে খাবার, ভাত সব তৈয়ারি; যদি সুধু তামাক খাবার আগুনটা থাকিত, তাহা হইলে বড় সুখেরই হইত। এমন সময় তাহার একটি লাল রঙের বালতীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কানাই! বালতীতে কাল অক্ষরে কি লেখা আছে?"

কানাই। ফায়ার (fire)।

নদেরচাঁদ। তা'র মানে কি?

কানাই। আগুন।

নদেরচাঁদ ভাবিল, "হ্যাঁ! ইংরেজ-বাহাদুরের কি কিছু অবিবেচনার কাজ থা'কতে পারে? এই ত আগুন! যদি কেউ না প'ড়তে পারে, তাই লাল রং দিয়ে রেখেছে।"

মহানন্দে হুকা-কলিকা লইয়া বালতীহইতে আগুন আনিতে চলিল। বালতীতে হাত দিয়া দেখে, জল। নদেরচাঁদ হতাশ হইয়া গাড়ীতে উঠিল। পুত্রকে কিছু বলিল না। বাড়ী গিয়া মাষ্টারকে দেখিয়া লইবে।

নদেরচাঁদ বাড়ী আসিয়াছে, দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মাষ্টার দেখা করিতে আসিল। আজ নদেরচাঁদ বড় গরম, বলিল, "মাষ্টার-মশাই, 'ফায়ার' মানে কি?"

মাষ্টারমহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন, নদেরচাঁদ দুই-চারি দিন কলিকাতায় থাকিয়াই ইংরাজি কি করিয়া শিখিল? কলি-কাতা ত আচ্ছা সহর, সেখানে বোবার বোল কোটে, মূর্খ শিক্ষিত হয়!

মুখ মাষ্টারের নিকট পড়া বলিতেছে।

নদেরচাঁদ আরও গরম হইয়া বলিল, "ভা'ব্'চেন কি? 'ফায়ার' মানে কি বলুন না।"

মাষ্টার। আগুন।

নদেরচাঁদ। আমাকে মুখ্যু মনে ক'রেছেন না কি? 'ফায়ার' মানে আগুন আপনাকে কে ব'ল্লে। আর আপনার আমার ছেলেকে পড়া'তে হ'বে না।

মাষ্টার। আজ্ঞে, 'ফায়ার' মানে আগুন, মানের বইয়ে আছে, dictionaryতে আছে, আপনি বলেন কি?

নদেরচাঁদ। আরে রেখে দাও তোমার দেক্‌ছিনারী! আমি নিজে হাত দিয়ে দেখে এলুম—জল!

একপদী-খেলা।

এই খেলার ইংরাজী নাম—"হপ্-স্কচ্"; এই খেলাটি এক পায়ে দাঁড়াইয়া খেলিতে হয় বলিয়া আমরা ইহার "একপদী" এই নাম দিয়াছি। এই খেলাটি খেলিতে চাহিলে, প্রথমে নিম্নাঙ্কিত ঘরটি খড়ি-দিয়া মাঠে বা বাড়ীর উঠানে আঁকিয়া লইতে হইবে। এই নক্সার যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহার প্রশস্ততা আন্দাজ ২ ফুট হইবে। খেলারম্ভ করিবার সময় খেলোয়াড় এই নক্সার বাহিরে ১নং ঘরের একটু দূরে দাঁড়াইয়া একটি খোলার বা সান্‌কী-ভাঙ্গার চাক্‌তি তাগ্ করিয়া ১নং ঘরের মধ্যে ছুড়িয়া পদে সে দাঁড়াইয়া আছে, সেই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে, ১নং ঘর-ভেদ করিয়া নক্সার বাহির করিয়া দিবে। এইরূপে খেলোয়াড় যদি ১২নং ঘরপর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে, তাহা হইলে ১২নং ঘরে চাক্‌তি তাগ্ করিয়া ফেলিয়া তাহাকে একবারমাত্র চেষ্টা করিয়াই চাক্‌তিটিকে নক্সার বাহিরে দিতে হইবে, নহিলে তাহার সমুদয় শ্রমই পণ্ড হইয়া যাইবে! কিন্তু খেলোয়াড় যখন অন্যান্য ঘরে থাকিবে, তখন সে তিনবারপর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া চাক্‌তিটিকে নক্সার বাহির করিয়া দিতে পাইবে, তৃতীয় বারেও বিফল হইলে,
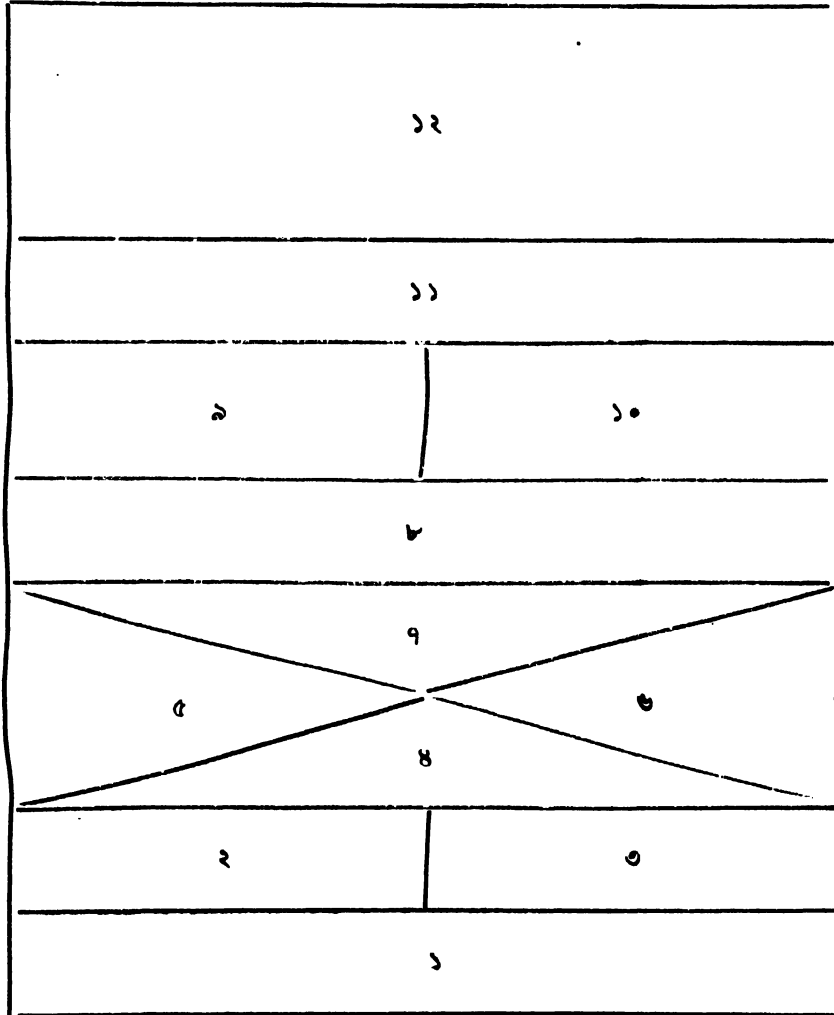
ফেলিবে, তাহার পর একপায়ে লাফাইয়া সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সেই পায়েরই বুড়া-আঙুল-দিয়া চাক্‌তিটিকে সেই নক্সার বাহির করিয়া দিবে; তখন যদি সে দুই পায়ে দাঁড়াইয়া পড়ে কিম্বা কোন ঘরের দাগে পা দিয়া ফেলে অথবা চাক্‌তিটি কোন ঘরের দাগে বা ভুল ঘরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার হা'র হইবে এবং সে আর খেলিতে পাইবে না। কিন্তু কোন ভুল-ভ্রান্তি না হইলে, সে পরে নক্সার বাহিরে দাঁড়াইয়া এই বার ২নং ঘর-তাগ্ করিয়া চাক্‌তিটি প্রক্ষেপ করিবে এবং তাহা আবার, যে তাহাকে অবশ্য হারি মানিয়া খেলা ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই খেলা খেলিবার সময়ে খেলোয়াড় যতক্ষণ নক্সার মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততক্ষণই তাহাকে একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে সে ৮নং ঘরপর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিলে, ইচ্ছা করিলে, মাঝে মাঝে ৫নং ঘরে এক পা ও ৬নং ঘরে এক পা রাখিয়া, এইরূপে দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, বিশ্রাম করিতে পাইবে। এই খেলা, যত জন ইচ্ছা, তত জন বালক বা বালিকা মিলিয়া খেলিতে পারে।

পাঁচমিশালি

(ক) আরও একটি ভুল।

(ক) পাগড়া, মুর্শিদাবাদহইতে শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় গত ১৯১৫ সালের নভেম্বর-মাসের "বালকে" প্রকাশিত ভুল ছবিতে আরও একটি ভুল ধরিয়াছেন—"XII হইতে Iএর মধ্যে একটা এবং VII হইতে VIIএর মধ্যে একটি মিনিটের দাগ নাই।" ইনি আর যে ভুল ধরিয়াছেন, তাহা ভুল নহে।

(গ) সবুক্তগীন ও হরিণ।

বালকের রচনা।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, কোন সময়ে আফগানিস্থানে সবুক্তগীন-নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি নিজে দরিদ্র হইলেও দীন-দুঃখীদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন।

একদিন তিনি অশ্বারোহণে অরণ্যে ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেখানে তিনি একটি হরিণ-শাবক দেখিতে পাইয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। তখন হরিণী উহার নিকটে ছিল না। যখন সবুক্তগীন হরিণ-শাবককে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন, তখন হরিণী তাহা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে এবং সবুক্তগীনের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সবুক্তগীনের মনে দয়ার উদ্রেক হইল, তাই তিনি ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠহইতে ঐ শাবকটীকে মাটিতে নামাইয়া দিলেন। তখন হরিণী আহ্লাদে শাবকের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কত আদর করিতে, এবং সবুক্তগীনের দিকে বার বার চাহিতে লাগিল, বোধ হইল, হরিণী যেন তাঁহাকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সেই দিন রাত্রিতে স্বয়ং হজরত মহম্মদ তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "হে সবুক্তগীন, তুমি আজ হরিণীর

কুকুরের গাড়ী

(খ) ধাঁধা

আমার সোজাটি বীর তুলি' লয় করে,
আমার উল্টাটি হেরি' সবে থুথু করে!
পঞ্চবর্ণে নাম মোর মহীময় রটে ;·
কে আমি, কে ক'বে? কা'র বুদ্ধি আছে ঘটে?

২

সোজার পাই গো ঠাঁই শৈল-সিন্ধু-বুকে,
উলটিলে দৈন্যভারে পড়ি আমি ঝুঁকে ;
দু'-অক্ষরে খ্যাত নাম দ্যুলোকে, ভূলোকে ;
যে না মোরে জানে, তা'রে কি কয় গো লোকে?

প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছায় তুমি আফগানিস্থানের রাজা হইবে। যখন রাজা হইবে, তখন দীন-দুঃখীর প্রতি এইরূপ দয়া দেখাইতে ভুলিও না, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার প্রতি চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিবেন। দরিদ্র সবুক্তগীন বাস্তবিক রাজা হইয়াছিলেন।

শ্রীবনবিহারী বসু।

(ঘ) বয়স বা'র ক'র্‌বার উপায়।

বালকের রচনা।

ভাই বালকের পাঠক, তোমাদের আজ আমি এমন সুন্দর বয়স বা'র করার উপায় শিখিয়ে দোবো, যা' দিয়ে তোমরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে খুব আমোদ ক'র্‌তে পা'র্‌বে।

প্রথমে তোমার কোন বন্ধুকে তা'র নিজের জন্ম-মাসের সংখ্যা নিতে বল (তুমি যেন সেটা নিজে না দে'খ্‌তে পাও)। সেই জন্ম-মাসের সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ ও তা'কে পাঁচ দিয়ে যোগ কর; সেই যোগফলকে ৫০ দিয়ে গুণ ক'র্‌তে বল। তা'র পরে, সেই গুণফলে তা'র কেবল বয়স-যোগ ক'রে, তা'থেকে ৩৬৫ বাদ দিতে ও সেই বাদ-ফলে ১১৫ যোগ ক'র্‌তে বল। তা' হ'লেই, সেই বাদ দিয়ে যেটা রইল, তা'র শেষ-দুই নম্বরহ'তে তা'র বছরের নম্বর হ'বে ও বাদবাকি হ'বে তা'র মাস।

মনে কর, তোমার বন্ধুর বয়স ২৭ বছর ৭ মাস। তা' হ'লে তা'কে নিম্নলিখিত নিয়ম-অনুসারে যোগ, গুণ ও বিয়োগ ক'র্‌তে হ'বে।

মাস.........................৭

২ দিয়ে গুণ ক'র্‌লে ১৪ হ'ল,

৫ যোগ ক'র্‌লে......১৯ „

৫০ গুণ ক'র্‌লে......৯৫০

২৭ বছর যোগ ক'র্‌লে ৯৭৭।

৯৭৭থেকে ৩৬৫ বাদ দিলে ৬১২ হ'ল এবং ১১৫ যোগ ক'র্‌লে ৭২৭ হ'ল ৭২৭এর দু' অক্ষর ২৭, এবং বাদবাকি নম্বর হ'ল ৭।

অতএব, ২৭ হ'ল তা'র বয়স ও ৭ হ'ল তা'র মাস।

(১০০ বছরথেকে হ'লে এ নিয়ম হ'বে না)।

শ্রীবিমলানন্দ পালিত।

(ঙ) মার্চ্চমাসের প্রহেলিকা ও সমস্যার উত্তর।

১। প্রহেলিকার উত্তর।

গত মার্চ্চ-মাসে প্রকাশিত পদ্যময়ী প্রহেলিকার উত্তর—"কুবলয়।"

শ্রীমান্ শরদিন্দু গুপ্ত, বাঁকুড়া;
„ সুধীরচন্দ্র দে, হাবড়া-জিলাস্কুল;
„ কালীকিঙ্কর দে, দীননাথ-মন্দির;
„ পরেশচন্দ্র সিংহ, কলিকাতা;
„ সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ, „
„ শিবদাস ঘোষাল, „
„ রেবতীমোহন দাস, শ্রীহট্ট;
„ ত্রিপুরাচরণ দে, হেয়ার স্কুল;
„ কালিনাথ চক্রবর্ত্তী, আগরতলা;
„ আলিকদর, বেলগেছিয়া রোড্;
„ প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, হ্যারিসন রোড্;
„ „ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কটিশ চার্চ্চেশ স্কুল;
ও „ "বালক"-সুহৃদের উত্তর ঠিক হইয়াছে।

২। সমস্যার উত্তর।

বিগত মার্চ্চমাসে প্রকাশিত "সমস্যার" উত্তর এই—প্রথমে চাষা একটি সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘ মেষাবাস প্রস্তুত করিয়াছিল। তখন সেই মেষাবাসের এক-একদিকে ২৪টি করিয়া খুঁড়ী-স্থাপন করিয়া সে খুঁড়ী-শ্রেণীদ্বয়ের দুই প্রান্তে একটি করিয়া দুইটি খুঁড়ী স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু পরে মেষাবাসের আকার দ্বিগুণ প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন হইলে, সে দুই শ্রেণির খুঁড়ীর মধ্যস্থ ব্যবধান বর্দ্ধিত করিয়া দুই প্রান্তে আর একটি করিয়া খুঁড়ী বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে মেষাবাসের আকার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীমান্ প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, হ্যারিসন রোড্;
„ আলি কদর, বেলগেছিয়া রোড্;
„ শিবদাস ঘোষাল, কলিকাতা;
„ সুধীর চন্দ্র দে, হাবড়া-জিলাস্কুল;
ও „ শরদিন্দু গুপ্ত, বাঁকুড়া;

এই সমস্যাটির ঠিক উত্তর দিতে পারিয়াছে।

"বালকে"র সম্পাদক।

অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা তুল্য মহার্ঘ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। কেহ হয় তো কোন সময়ে "কিউলিনন"-নামে সুপ্রকাণ্ড হীরকখণ্ডটির অর্ঘ-নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, কিন্তু মানুষের প্রাণের দাম কত, তাহা কে কবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে বা পারিবে? এ হেন অমূল্য নিধি মানবজীবনের সমস্তটা দিয়া মানুষ লাভ করে, তাই বলিতেছি, অভিজ্ঞতাতুল্য মহামূল্য বস্তু জগতে আর কিছুই নাই।

কি ক্রীড়াক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতারই সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। বিদ্যা বা বুদ্ধি ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে বটে, তথাপি যে বিদ্যা বা বুদ্ধি অভিজ্ঞতামণ্ডিত নহে, সে বিদ্যা বা বুদ্ধি কাঁচা বলিয়া তাহার তত সমাদর হয় না। ধর তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী লোক, কিন্তু তুমি সম্প্রতি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছ, তোমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, এইরূপ অবস্থায় তুমি যদি ইংরাজ বণিকের কুঠীতে কর্ম্মান্বেষণে যাও, দেখিবে, বণিক্ তোমার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, তোমার অপেক্ষা শতগুণে মূর্খ এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে, তুমি যে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়াছিলে, সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। এরূপ করিতেছেন বলিয়া বণিক্‌কে কি কেহ নির্ব্বোধ-বিবেচনা করিবে? না, সকলেই বরং বণিকের বিবেচনা ও বহুদর্শিতার প্রশংসা করিবে। কেননা বিদ্যার অপেক্ষা অভিজ্ঞতা বড়; বিদ্যা অধ্রুব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ধ্রুব জ্ঞান; জান ত

"ধ্রুব যাহা, তাহা যেই করি' পরিহার,
যা' অধ্রুব, তাহাই গো ধরিবারে ধায়,
ধ্রুব তা'র হাতে আর থাকেনাক, হায়,
অধ্রুব তো হাতছাড়া হ'য়ে আছে তা'র!"

সুতরাং ঐরূপ করার জন্য বণিক্‌কে নির্ব্বোধ-জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা সময়ে সময়ে এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়া থাকি যে, যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ, তাঁহার প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাপ্রকাশ না করিয়া, যে ব্যক্তির কেবল বই-পড়া-বিদ্যা তাহাকেই সম্মান করিয়া তাহার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে যাই। অভিজ্ঞতা বই এ যে নাই, একথা আমি বলিতেছি না; অনেকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতাই তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক-পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কিন্তু তাহা তাঁহাদেরই অভিজ্ঞতা, পাঠকদের তো নহে, পাঠকেরা তো সেই সমস্ত কথার সত্যতা হাতে-কলমে কাজ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, তবে তাহাতে তাঁহাদিগের এমন কি উপকার হইবার সম্ভাবনা? যাহা "দেখে শেখা," তাহা কিছু নয়, আমি এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু যে "ঠেকে শেখে," সে যেমন "শেখে," যে "দেখে শেখে," সে তেমন "শেখে" না। অভিজ্ঞতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে নিজে লাভ করিতে হয়। অভিজ্ঞতার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়হইতে উপাধি-লাভ না হইলেও, যিনি অভিজ্ঞ, তিনি সুবিজ্ঞ, তাঁহার কথা সকলেরই শিরোধার্য্য করা উচিত।

আগে আমাদের দেশে একটী বড় চমৎকার আচার দেখা যাইত; লোকে বয়োবৃদ্ধ লোক দেখিলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিত। বাড়ীর বুড়া চাকরকে, গ্রামের বুড়া চাষাকে লোকে সম্মান করিয়া চলিত। এখন কিন্তু এ ভাবটি যেন অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে। কর্ত্তারা যখন বুড়া চাকরকে কিম্বা অশীতিপর কৃষীবলকে সম্মান করিতেন, তখন তাঁহারা তাহাদের অভিজ্ঞতার প্রতিই সম্মানপ্রকাশ করিতেন, সুতরাং তাঁহারা কোন অযৌক্তিক কার্য্য করিতেন না, অশিক্ষিতের অভিজ্ঞতাও অনাদরণীয় নহে, কারণ অভিজ্ঞতাজাত যে জ্ঞান, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ বড় থাকে না। তবে শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা যে, অশিক্ষিতের অভিজ্ঞতার অপেক্ষা নির্ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য বুঝি কোন অভিজ্ঞ কবি আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

"তিন মাথা যা'র,
বুদ্ধি নেবে তা'র।"

আমি এ কথা মানি যে, কোন কোন লোক বুড়া-বয়সপর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থাকিয়া যায়; সেই সকল লোকের ঐরূপ অনভিজ্ঞ থাকিবার হেতু এই যে, তাহারা আজীবন কাল্পনিক মত (theory) লইয়াই আছে, কখন কোন কাজ হাতে-কলমে করিবার চেষ্টা করে না; এইজন্য অভিজ্ঞ লোকে এই উপদেশ দিয়া থাকেন, সকলেরই সকল মত কাণ পাতিয়া শুনিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি হাতে-কলমে কিছু করিয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ তোমারও পক্ষে হিতকারী হয় কি না, তাহা প্রথমে ক্ষুদ্র একটি বিষয়ের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

বিদ্যা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা এই তিনই মানবের শুভকরী; জাহ্নবী, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায় যখন ঐ তিনের কাহাতেও শুভসম্মিলন ঘটে, তখন সেই ব্যক্তি এই বিশ্বে বরেণ্য হইয়া উঠে।

প্রতিযোগিতা

উপরিমুদ্রিত চিত্রব্যাখ্যামূলক একটী গল্প-রচনা করিতে হইবে। গল্পটি যেন বালকের দুই পৃষ্ঠা-পরিমিত হয়। প্রত্যেক রচনার নিম্নে রচয়িতার নাম, ধাম ও বয়স লিখিয়া দিতে হইবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা বাতিল করা হইবে। রচনাটি এই মাসের শেষ-তারিখের মধ্যে আমার কাছে পাঠাইতে হইবে। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে একখানি ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। অপুরস্কৃত রচনা প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

"বালক"-সম্পাদক ;

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

বালক

৫ম বর্ষ।] জুন, ১৯১৬। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৭

একটা দুর্ঘটনা ও তাহার ফলাফল।

অন্য দিন ছাতু সারকাসের মধ্যে যাহা করিয়াছিল, আজও তাহাকে তাহাই করিতে হইল; কেবল আজ তাহার সৌভাগ্যক্রমে বক্‌সিস্ পাইয়াছিল; তাহাতেই তাহার এত স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল যে, সে আপনাকে ধনী লোক বিবেচনা করিতেছিল।

সে কাহারও নিকট-হইতে কোন কৃত্রিম মুদ্রা লয় নাই। আড্ডি কখন তাহাকে ধমকাইতেছিল, কখন বা গালি দিতেছিল, কিন্তু ছাতু এত শীঘ্র শীঘ্র মাল-বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল যে, তাহাতে আড্ডি-কেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইতেছিল। তবু সে এমনই কঠিন-হৃদয় যে, ছেলে-টীকে একটীও মিষ্ট-কথা বলিয়া উৎ-সাহিত করিতেছিল না, বরং সে তাহাকে বুঝাইতেছিল যে, তাহার যত মাল-বিক্রয় করা উচিত, তাহার অর্দ্ধেকও মাল সে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না, ছাতু সে দিন এত লোকের কাছে মাল-বিক্রয় করিয়াছিল যে, সে নিজে টাকাদেড়েক

সারকাস যখন প্রায় ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়াছে, তখন আড্ডি ছাতুকে দোকানপাট গুটা-ইতে হুকুম করিল। শেষ-দর্শকটী সার-কাস ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধাড়া ও আড্ডি কোম্পানির দোকানের সমস্ত মাল স্থানান্তরিত করিবার জন্য বোচ্‌কা বাঁধিয়া রাখা হইল। তখন ছাতু ছুটী পাইল, কিন্তু আড্ডি তাহাকে এ কথা মনে করাইয়া দিতে ভুলিল না যে, বুড়া গাড়োয়ান ডাকিলেই সে যেন আসিয়া হাজির হয়। ছাতু তখন ভাবিল, সে একবার সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবে। ঐ অভিপ্রায়ে সে তাহাদের তাঁবুর দিকে ছুটিয়া গেল; কিন্তু গিয়া দেখিল,

তাহাদের তাঁবু নামাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং ভুঁদী ও তাহার ছায়াময় ভর্তা গাড়ীতে চড়িতেছে, সুতরাং সে সুধু তাহাদের নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিল।

ইহাতে সে একটু নিরাশ হইল, কারণ সে মনে করিয়াছিল, তাহার নূতন বন্ধুদের সহিত সে অন্ততঃ ৫ মিনিটও কথা কহিতে পারিবে। তাহার এই অভিপ্রায় সফল করিতে না পারিয়া সে তাহার বানর-বন্ধুটীর খাঁচার দিকে ছুটিল। সেথায় বুড়া গাড়োয়ান যাত্রা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিল, কিন্তু বানরদের খাঁচার তক্তা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই, তাই সে গিয়া বৃদ্ধ বানর-টীকে কাছে ডাকিল এবং তাহার হাতে ভুঁদীর দেওয়া একটা বড় বাতাসা ধরাইয়া দিয়া এই কথা বলিল—"তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, না? ভুঁদী আমাকে এইটে দিয়েচে, তুমি নাও, খাও। আমার এখন তোমার সঙ্গে বেশী কথা কহিবার সময় নেই; কিন্তু কাল একটু ফুরসৎ পেলেই, তোমার সঙ্গে এসে দেখা ক'র্‌ব, তখন কেউ কাছে না থা'ক্‌লে একটা কথা ব'লে যা'ব।"

বানর বাতাসাটা আড়ে গিলিবার যো করিল। তাহা দেখিয়া ছাতু বলিল, "ইস্, অত তাড়াতাড়ি খেও না। হরমামা আমাকে অত তাড়াতাড়ি খেতে দে'খ্‌লেই ব'ল্‌ত, 'কোন্ দিন দম্ আট্‌কে মরে যাবি।' গাড়ী চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেই, যদি তুমি আরও বাতাসা খেতে চাও; তা'লে তোমার খাঁচার সেই গর্ত্তটার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িও, আমি তোমাকে আরও বাতাসা খেতে দেব।"

বানরের মুখাকৃতি দেখিয়া ছাতুর মনে হইল, যেন সে তাহাকে কিছু বলিতে চায়; কিন্তু বুড় এই সময়ে খাঁচার তক্তা উঠাইয়া দিল, তাই দুই বন্ধুর মধ্যে আর আলাপ চলিল না।

গাড়ীগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। ছাতু গিয়া বুড়ার গাড়ীর কোচ্‌বাক্সের উপর উঠিল, বুড়াও তাহার পাশে গিয়া বসিল, তখন বুড়ারও গাড়ী চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বুড়া ছাতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ খবর কি?" ছাতু তখন সমস্ত দিনের সব ঘটনা বলিল। বানরের কথা-উত্থাপন করাতে বুড়া দুলিয়া দুলিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া ছাতু ভীত হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে তাহার বুড়ার নিজস্ব সেই হাসিবার ধরণ মনে পড়িল। তাহার হাসি থামিলে, সে বলিল, "তোমার মত আজগুবী ছেলে আমি আমার বাপের জন্মে দেখি নি। তুমি কি সত্যি মনে কর, তুমি যা' বল, ঐ বানরটা বু'ঝ্‌তে পারে?"

ছাতু। নিশ্চয়ই পারে। ও মুখে কোন কথা বলে না বটে, কিন্তু সব কথা বু'ঝ্‌তে পারে। আচ্ছা, ও কি চেষ্টা ক'র্‌লে কথা কইতে পারে না?

বুড়া। তুমি ত আচ্ছা ছোক্‌রা! বাঁদরে আবার মানুষের মত কথা ক'বে? তবে নরে বানরে বিশেষ কি?

ছাতু। কেন ও ত আমাকে দেখে চোক্ মটকায়। আমার কথা যদি ও বু'ঝ্‌তেই না পারে, তবে ও ইসারা করে কি ক'রে?

বুড়া। আরে, বাবা, বাঁদর হ'ল একটা জানোয়ার; কুকুর, বেরাল যেমন কথা কইতে পারে না, বাঁদরও তেমনি কথা কইতে পারে না।

ছাতু। তুমি কি কখন কোন বাঁদরকে কথা কইতে শোনো নি?

বুড়া। ককখোনো না। এই সারকাসে আমি ৪০ বছর আছি, অন্য জানোয়ারে আর বাঁদরে কোন তফাৎ দেখি নি। তবে ওরা ফিচ্‌লেমিতে একের নম্বর।

ছাতু তবুও বুঝিল না, তাই বলিল, "তুমি যাই বল না কেন, আমার এই বন্ধুটী আমার কথা বেশ বু'ঝ্‌তে পারে।"

বুড়া। আরে, বেটা, বোকার মত কথা বলিস্ নি, বাঁদর গুতোর চোটে হুকুম মানে। নৈলে কারুর কথা বোঝেও না, গেরাহ্যিও করে না।

এই সময়ে ছাতু অনুভব করিল, কে যেন তাহার জামা ধরিয়া টানিতেছে, ফিরিয়া দেখিল, খাঁচার একটা গর্ত্তের ভিতরহইতে একটা মেটিয়া-রঙের রোমশ হাত বাহির হইয়াছে, সেই হাতই তাহার কোট ধরিয়া টানিতেছে!

তখন সে জয়োল্লাসে বুড়াকে বলিয়া উঠিল, "এই দেখ দেখি! আমি আমার বন্ধুকে ব'লেছিলেম, তুমি যদি আরও বাতাসা খেতে চাও, তা'লে গর্ত্তর ভেতরথেকে হাত বাড়িও, তুমি নিজেই দেখ, সে এখন তাই হাত বাড়াচ্চে।" এই বলিয়া সে সেই হাতে একটী বাতাসা ধরাইয়া দিল। তাহার পর বুড়ার উদ্দেশে কহিল, "এখন তুমি কি বল? এই ত আমার বন্ধু আমার কথা বেশ বু'ঝ্‌তে পেরেছে।"

বুড়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিল, "ওরা অনেক সময় গর্ত্তর ভেতরথেকে হাত বের ক'রে আমার জামা ধ'রে টা'ন্‌তে থাকে, তা'তে আমি অনেক সময় ডরিয়ে উঠেছি। বাঁদর, বাঁদরই, তা'কে যদি তুমি অন্য কিছু মনে কর, তবে ভুল কর। তুমি কি মনে কর, এই বুড়া বাঁদরটা তোমার কথা বু'ঝ্‌তে পারে? ও একটু বেশী চালাক হ'তে পারে, তাই তোমাকে যা' ক'র্‌তে দেখে, তাই করে।"

ছাতুর বুড়ার কথায় প্রায় বিশ্বাস হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় বানরটা আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল, কাজেই তাহার সকল বিশ্বাস উল্টাইয়া গেল, সে বানরের হাতে আবার একটা বাতাসা ধরাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বোধ করি, সে সেই সমস্যার সমাধান করিতে লাগিল।

• অনেকক্ষণ উভয়ে আর কোনই কথা হইল না। বুড়া বসিয়া বসিয়া নানারকম শিশ্ দিতে দিতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল, আর ছাতু বসিয়া বসিয়া তাহার হরমামা ও তাহাদের সেই কুটীর-খানির কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখ্-দুটীতে জল পূরিয়া আসিল। ক্রমে তাহার তন্দ্রাবেশ হইল। পরে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা অনুভব করিতে পারিল না। হঠাৎ মচাৎ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই গাড়ীখানি মড়্মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছাতু কোচ্বাক্সহইতে ছিটকাইয়া ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। বুড়া মচাৎ-আওয়াজ হওয়াতেই কোচবাক্সহইতে লাফাইয়া পড়িয়া, গিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়াছিল। সে ছাতুকে সাবধান করিবার অবকাশ পায় নাই। পিঁজরাটা ভাঙিয়া যাওয়াতে বানর-গুলার মজা হইল, তাহারা পিঁজরা ছাড়িয়া, যে যেখানে পাইল, পলাইল। বুড়া বানরটা এমন দিক্ দিয়া পলাইতেছিল যে, সে ছাতুর গায়ে আসিয়া পড়িল। তখন সে বানর-স্বভাবসুলভ কৌতূহলবশে ছাতুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে ছাতুর পকেটে হাত দিল, তাহার অর্দ্ধোন্মোচিত নয়নপল্লব খুলিবার চেষ্টা করিল। ছাতুর সৌভাগ্যক্রমে সে এক কর্দ্দমময় স্থানে পতিত হইয়াছিল। এ কারণে সে কোন প্রকার আঘাত-প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল কিছুক্ষণের নিমিত্ত হতজ্ঞান হইয়াছিল। বানরটা আসিয়া তাহার প্রতি মনোযোগ করাতে সে চৈতন্যলাভ করিল। তখন সে চোক্ মেলিয়া উষালোকে দেখিল, বৃদ্ধ বানর তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছে, তখন বুড়া ত বুড়া, যদি কোন দার্শনিকও আসিয়া বলিত যে, বানর-জাতির বিচারশক্তি নাই, তাহা হইলেও সে বিশ্বাস করিত কি না, সন্দেহ।

বানরটা ছাতুর কাণ, নাক, মুখ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। বানরেরা, সুবিধা পাইলেই, এইরূপ করিয়া থাকে। তখন তাহার মুখাকৃতি, যতদূর সম্ভব, গম্ভীর হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া ছাতুর মনে হইল যে, সে তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে। বানরটা যে তাহার প্রতি মনোযোগার্পণ করিতে-ছিল, তাহা দেখিয়া ছাতুর মনে হইল, সে কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহা বানর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

অতএব ছাতু উঠিয়া বসিয়া বানরের উদ্দেশে কহিল, "না, আমার লাগে নি, কিন্তু আমি এখানে কিরকম ক'রে এলেম ?"

তখন তাহার যেন সত্য সত্যই মনে হইল যে, তাহার বন্ধু আঘাত-প্রাপ্ত হয় নাই ইহা জানিতে পারিয়া বানর যেন খুশী হইয়াছে, এবং তাই সে ভারি স্ফূর্ত্তি করিয়া একটা গাছের ডালে গিয়া বসিল।

ইতোমধ্যে কেহ চীৎকার করিয়া এই দুর্ঘটনার কথা সকলকে জানাইল, তখন সারকাসের দলের সমস্ত লোক সাহায্য করিবার জন্য সেইস্থানে আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে ছাতু দেখিল, একদল ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ তাহার পাশ দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তখন সে বুঝিতে পারিল, বুড়া বানর কি করিয়া ছাড়া পাইয়া তাহার কাছে আসিয়াছিল। তাই সে বৃদ্ধ বানরের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ, বন্ধু, ওরা সব বনের ভেতর ছুটে পালাচ্চে! আমরা এখন কি করি ?"

পলাতক বানরদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধ বানরটা ছাতুরই ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত-ভাবে কিচ্কিচ্ করিতে লাগিল এবং সে দুই-তিনবার এমন-ভাবে চীৎকার করিল, যেন সে তাহাদিগকে ডাকিতেছে। শেষে সেও দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল।

তাহা দেখিয়া ছাতু হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "ওই যা, আমার বন্ধুও পালাল! আমার বন্ধু যে, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'র্বে, তা' আমি মনে করি নি।"

(ক্রমশঃ।)

শিশির

ও শিশির উষসীর! ছোট তুমি বটে,
কত শিক্ষা পাই আমি তোমার নিকটে!
কিবা শুচি তনুরুচি চিরনিরমল,
তোমার পরশে শোভা পায় দুর্ব্বাদল।
যাহাতেই থাক তুমি, তাহারই শোভা
তোমার প্রসাদে হয় মুনিমনোলোভা!

তুমি যেন ঈশ্বরের স্পর্শমণি প্রেম,
যা'রে কর পরশন, তা'রে কর হেম!
বড় সাধ, ওগো, আমি হ'ব তব সম—
কুন্দকান্তি, করুণার্দ্র, মহীমনোরম!

২

কোথাহ'তে ওই শোভা লভিয়াছ তুমি,
জানে তা' কি ধূলিজাত এই ধরাভূমি?

উর্দ্ধলোকে জন্ম তব, দৃষ্টি উর্দ্ধলোকে,
চিরজ্যোতির্ম্ময় তুমি দ্যুলোক-আলোকে !
আমিও তো পরবাসী এই পৃথ্বীপুরে,
সংসারের সুখতরে কেন মরি ঘুরে ?
জগতের যশঃ, মান, ধন, জন, ওরে !
আমারে বাঁধিস্ কেন মায়া-মোহ-ডোরে ?
আমারও তরে উর্দ্ধে সত্যভানু ভায়,
তবে আমি কেন হাহা করি তমিস্রায় ?

লোক দেখাইয়া আমি করি যত কর্ম্ম,
স্বার্থস্পর্শে উবে যায় সে সবার ধর্ম্ম ।
তুমি মোরে শিখাইলে কর্ত্তব্যের ধারা ;
নাহি তাহে মন্ত্র, আছে শব্দহীনা ধারা ।

৪

"জাতস্য হি ধ্রুবম্ মৃত্যু"—কে তা'রে রাখিবে ?
আদি যা'র আছে, তা'র অন্তও থাকিবে ।
কিন্তু কি গৌরবময় তোমার মরণ !

সীলের আদর

নিজে মরি রবি-তৃষা কর নিবারণ ।
ধারাবিনা ধরা যবে হয় মরুপ্রায়,
তুমি সংগোপনে সিক্ত কর আসি' তা'য় ।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষুদ্রভাবে কর তব কাজ,
আসারের সহ কভু আননাক বাজ ।
কবে আমি শিখিব গো তোমারই মত
করিবারে লুকাইয়া ভাল কাজ যত ?

মরে লোকে রোগে, শোকে, বিসূচিকা, বাতে
কেহ আত্মহত্যা করি', কেহ অপঘাতে
কেহ বা সমরোল্লাসে রণ-ক্ষেত্রে ধায়,
উত্তেজনা-বশে যুদ্ধে জীবন হারায় !
পরতরে প্রাণ দিলে, প্রাণ পাওয়া যায়—
এ কথা কি বুঝিবে না কেহ বসুধায় ?

খোকার খেয়াল

কাহার দোষ দিব ? তাহা হাওয়া-গাড়ীর গাড়োয়ানের দোষ নহে, আমারও নহে। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ফুট-পাথের উপর একটু বেড়াইতেছিলাম ; সে রাস্তার ওপাশে ছুটিয়া গেল, তাই আমিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গেলাম, এমন সময় হাওয়া-গাড়ীটা হঠাৎ একটা মোড়থেকে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে এক ধাক্কা দিল। গাড়ীটা নিশ্চয়ই খুব আস্তে আস্তে চলিতেছিল, নইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমার দফা রফা হইত। আমার যে একটু ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহাতেই আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, আমি চোকে সরিষার ফুল দেখিতেছিলাম। এক টুকরা মাংস-চুরী করিয়া যেই তুমি কশাইএর দোকানথেকে সট্‌কাইবে, অমনই সে তোমাকে ক্যাঁক্ করিয়া ধরিলে তোমার যেমন বোধ হয়, আমার হাওয়া-গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া তেমনই বোধ হইতেছিল।

কিছুক্ষণ আমি দুনিয়ায় যেন ছিলামই না, তাহার পর যখন

আমি আবার ছুনিয়ায় আসিয়া চোক মেলিয়া চাহিলাম, তখন দেখি, তিনটি লোক আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—হাওয়া-গাড়ীর গাড়োয়ান, একটি ছোট ছেলে, আর তাহার ঝী।

ছোট ছেলেটি বেশ ভাল কাপড়-চুপড়-পরা, আর তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন কিছু কাহিল। সে কাঁদিতেছিল।

কান্না থামাইয়া বলিল, "আহা, বেচারা কুত্তু।"

গাড়োয়ান বলিল, "খোকাবাবু, আমার কিছু দোষ নেই, এ-ই ছুটে আমাদের গাড়ীর চাকার তলায় এসে প'ড়েছিল।"

লোকটা যাহাতে কোন বিপদে না পড়ে, তাই আমি বলিলাম, "ও ঠিক কথাই ব'ল্‌ছে।"

ছোট ছেলেটি বলিল, "মরে নি, মরে নি, বেঁচে আছে, ঘেউ ক'রে উ'ঠ্‌ল।"

ঝী। ঘেউ করে নি, ঘ্যাক্ ক'রে উঠেছে। খোকাবাবু, পালিয়ে এস, কাম্‌ড়া'বে।

মেয়েমানুষগুলা সময়ে সময়ে বড় জ্বালাতন করে। সময়ে সময়ে উহারা যেন ইচ্ছা করিয়াই ভুল বুঝিয়া থাকে।

খোকা বলিল, "ইস্! কেন আমি পালা'ব? আমি এই কুকুর-টাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখা'ব। আমি একে পু'ষ্‌ব।"

খোকার কথাগুলি মিষ্টি! ঈশ্বর জানেন, আমি বাবু নই, দরকার হইলে খুবই কষ্ট সহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু মাঝে মাঝে আয়েস করিতে পাইলে খুশী হই। ছেলেটিকে আমার বেশ ভাল লাগিল। তাহাকে আমি যেমনটি চাই, সে তেমনটি বটে।

ঝী-মাগীটা ভারি তিরিক্ষি মেজাজের লোক, সে আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার সম্বন্ধে বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল।

"খোকাবাবু, তুমি পাগল হ'লে না কি? একটা ধেড়ে, নোংরা, রাক্কুসে-চেহারার নেড়ী-কুত্তোকে তুমি বাড়ী নিয়ে যা'বে? মা-ঠাকরুণ কি ব'ল্‌বেন?"

"কিছু ব'ল্‌বে না। আমি একে বাড়ী নিয়ে যা'বই যাব। বাবার কুকুর আছে, এ আমার কুকুর হ'বে। আমি একে ভুলো ব'লে ডা'কব।"

ছুনিয়াতে নিখুঁত সুখ মেলা ভার। ভুলো-নামটা আমি বড়ই ঘৃণা করি; কুকুরমাত্রেই ঐ নামটা ঘৃণা করিয়া থাকে। আমি একটা কুকুরকে জানি, তাহার নাম ছিল—ভুলো; তাহাকে আমরা পথে ঐ নামে ডাকিলে সে চটিয়া লাল হইত। অনেক ভাল কুকুরেরও ভুলো-নাম ছিল বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, এ নামটা ভূতো, গোবরা প্রভৃতি নামের মত অতি জঘন্য। হয় তো এমন সময় তোমার জীবনে আসিবে, যখন লোকে তোমার ঐ নামটার দিকে আর তত লক্ষ্য করিবে না, তবু, কি জান, যাহার ঐ নামটা থাকে, তাহার যেন কে গোড়াথেকেই হাত-পা বাঁধিয়া দেয়, তাই সে জীবনে অতি কষ্টে কিছু উন্নতি করিতে পারে। যাহা হউক, জগতে কেবল রসগোল্লা খাইতে পাওয়া যায় না, তাহার সঙ্গে নীমের সুক্তাও খাইতে হয়। কেবল মাংস যে, খাইতে পাইব, তাহার উপায় নাই, তাহার সঙ্গে হলুদ-মাখানো চারিটি ভাতও খাইতে হয়!

"খোকাবাবু, ছু'দিন সবুর কর, বাবু তোমাকে একটি খাসা কুকুর কিনে দেবেন।"

"আমি খাসা কুকুর চাই না, আমি এই কুকুরটাই চাই।"

ঝীটার জিবে বিষ আছে, কিন্তু ঐ কথাতে আমার মনে কিছুই ছুঃখ হইল না, আমার মুখখানি সুশ্রী নয় সত্য, কিন্তু এতে বদমাইসী মাখানো নাই।

গাড়োয়ান বলিল, "ঝি, আর মিছে কথা-কাটাকাটি ক'রে কি হ'বে? খোকা জেদ্ ধ'রেছে, কুকুরটাকে নিয়ে যা'বেই। কাজেই এটাকে গাড়ীতে তু'লে নেওয়া যা'ক। নিয়ে, শিগ্‌গির শিগ্‌গির চল, বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক। নইলে গিন্নি আবার হাম্‌লাতে সুরু ক'র্‌বে।"

সুতরাং আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। আমি এখন "আহত কুকুর" কি না, তাই যেপর্য্যন্ত না একটু স্থিতি হওয়ার উপায় দেখিতে পাই, সেপর্য্যন্ত "আহত কুকুরের" ভূমিকাই আমাকে অভিনয় করিতে হইবে!

গাড়োয়ান আবার হাওয়া-গাড়ী চালাইয়া দিল, তাহা হাওয়ারই মত ছুটিয়া চলিল। আগে একটুখানি ঝাঁক্‌ড়ানী খাইয়াছিলাম, তাহাছাড়া হাওয়া-গাড়ীর নরম গদীতে গা ঢালিয়া আমার একটুখানি ঝিম্‌কানি ধরিল, তাই আমি খানিকক্ষণ ঘুমের মুলুকে বেড়াইতে গেলাম, এইজন্য গাড়ীখানা কত দূরে চলিল, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হইল, অনেকক্ষণ বাদে আমরা একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বড়লোকের বাড়ীতে যা' যা' থাকে, এ বাড়ীতে সে সবই আছে—মাঠে দুর্ব্বাঘাসের কাঁথা, ফোয়ারা, গণ্ডাপাঁচসাত সৌখীন, বাহারি কুকুর,—সকলেই খাঁচার ভিতরহইতে নাক বাহির করিয়া আমার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতেছে—এইরকম সব অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। তখন আমি বুঝিলাম, আমি বড়-লোকের সঙ্গে উঠিতে বসিতে সুরু করিয়াছি।

খোকা আমাকে বাহুতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। ইহাতেই তাহার হাঁফানি ধরিয়া গেল, কারণ আমার ওজনটা তো নেহাৎ সিকি ভরি নয়! আমাকে লইয়া টানিতে টানিতে সে একটা বড় সভা-আয়তনের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সুন্দর একটি কামরার কার্পেটের উপর থপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে ঘরের কার্পেটটা বোধ করি আধহাতটাক পুরু।

সেই ঘরে একটী স্ত্রীলোক একখানি চৌকীর উপরে বসিয়া-

ছিল, সে আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! কেন? আমি বাঘ না ভাল্লুক?

ঝীটা বলিল, "মা-ঠাক্রুণ, আমি ব'লেছিলুম, আপনি এ কুকুরটাকে পসন্দ ক'র্‌বেন নাই, কিন্তু খোকাবাবু তবু এই নোংরা জানোয়ারটাকে গাড়ী ক'রে আন্‌লেক।"

খোকা। এঃ নোংরা জানোয়ার! না, মা, এটা নোংরা জানোয়ার নয়, এ আমার ভুলো। তারক একে মটর-চাপা দিয়েছিল, আমি একে পু'য়্‌ব ব'লে তুলে এনেছি। না ভুলু?

এই কথায় খোকার মার মনে যেন একটু দাগ বসিল। তাঁহাকে তখন দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন তিনি মূর্চ্ছা যাইবেন।

তিনি চিঁচিঁ করিতে করিতে বলিলেন, "খোকুধন, তোমার বাবা যা'-তা' কুকুর তো পচন্দ করেন না। তাঁ'র সব কুকুরই চমৎকার দে'খ্‌তে, অনেক কুকুর কুকুর-প্রদর্শনীতে পদক-পুরস্কার পেয়েছে। এটা যে একটা নেড়ী-কুত্তো!"

ঝীটা সঙ্গে সঙ্গে তাল দিল, "হ্যাঁ একটা বিছি, খোসকুন্দে-চেহারার, নেড়ী-কুত্তো।" মাগীটার কথা শুনিয়া আমার আত্মাপিত্ত জ্বলিয়া উঠিল!

এমন সময়ে একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "এটা আবার কি?"

"খোকা এই কুকুরটা পথথেকে এনেছে, পু'য়্‌তে চায়।"

খোকা দৃঢ়ভাবে বলিল, "পু'য়্‌তে আরম্ভ ক'রেছি।"

এরকম ছেলের আমার পায়ের ধূলা চাটিতে ইচ্ছা হয়। খোকার উপর আমার ক্রমশঃ মায়া বসিয়া যাইতেছে। তাই আমি গিয়া তাহার হাত চাটিয়া দিলাম।

তাহাতে খোকা উল্লাসে বলিয়া উঠিল, "দেখেছ, বাবা, দেখ, এ যে আমার কুকুর, তা' এ জানে; কেমন এসে হাত চা'টুলে।"

"কিন্তু কুকুরটার চেহারাটা যে বড় ভয়ানক, কা'মড়ে দেবে না তো?" দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সম্বন্ধে এ কথাটি খুবই সত্য। আমার চেহারা দেখিলে লোকের ভয় পায়। আমার মত নিতান্ত নিরীহ কুকুরের পক্ষে এটি বড় দুর্ভাগ্যের কথা।

"আমার মনে হচ্চে, খোকাবাবু, এ কুকুরটা পু'য়্‌লে তোমার বিপদ্ আছে।"

"হ্যাঁ, বিপদ্ আছে! এ আমার কুকুর, এর নাম ভুলো। একে আজ পাঁটা খেতে দেবো।"

মাতা পিতার দিকে তাকাইলেন, পিতা হাহা করিয়া বিশ্রী হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ দশবছর ধ'রে খোকা যা' চাই'চে, তা'ই পাচ্চে। আমাদের খোকার সঙ্গে বরাবর ঠিক একই রকম ব্যবহার করা উচিত। এই নেড়ী-কুত্তোটা আমার পচন্দ হ'বার কথা নয়, কিন্তু খোকাবাবু যখন চাচ্চেন, তখন উটি অবশ্য ওঁকে দিতেই হ'বে।"

"কিন্তু ও যেদিন খেঁকীভাব দেখা'বে, সেই দিনই ওকে গুলী ক'রে মেরে ফে'ল্‌তে হ'বে। ওকে দে'খ্‌লে আমার ভয়ে আত্মাপুরুষ উড়ে যায়"—খোকার মা এই সাধু প্রস্তাবটি করিল।

এইখানেই আমি অব্যাহতি পাইলাম। খোকা আমাকে পাঁঠার মাংস খাওয়াইতে লইয়া চলিল।

বিকালে জলযোগ করিয়া খোকা আমাকে অন্য কুকুরদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য কুকুরাবাসে লইয়া গেল। আমাকে যাইতেই হইল, কিন্তু আমি জানিতাম, তাহাদের সঙ্গে "মুলাকাৎ" করাটা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় হইবে না। এই পদকধারী কুকুরেরা কি প্রকৃতির কুকুর, তাহা কুকুরমাত্রেই তোমাদিগকে বলিয়া দিবে। গুমরে তাহাদের মাথা এমনই ফুলিয়া উঠে যে, তাহাদিগকে পিছনের পায়ের দিক্ দিয়া কুকুরাবাসে প্রবেশ করিতে হয়!

আমি যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমনই হইল, সেই কুকুরাবাসের প্রত্যেক কুকুরই স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, তাহারা আমাকে দেখিয়া নিজের নিজের বাক্সের মধ্যে মুণ্ড ঢুকাইয়া লইয়া বিশ্রী হাসিতে লাগিল, তাহাতে আমি এতটুকু হইয়া গেলাম! তাই খোকা যখন আমাকে লইয়া আস্তাবলে রাখিতে গেল, তখন আমি যেন ধড়ে প্রাণ পাইলাম।

ঠিক যে সময়ে আমার মনে হইতেছিল, আমি আর কোন কুকুরের মুখদর্শন করিব না, সেই সময়ে একটা "টেরিয়র"-জাতীয় কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়াই সে জিজ্ঞাসুর ভাবে আমার কাছে আগাইয়া আসিল, তখন সে তাহার পা-চারিখানি বেশ শক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, টেরিয়রেরা কোন অপরিচিত কুকুরকে দেখিলে এইরূপই করিয়া থাকে।

আমি তাহাকে বলিলাম, "কি হে, তুমি আবার কোথাথেকে কি পদক-পুরস্কার পেয়েছ?"

এই কথা শুনিয়া সে এমন করিয়া হাসিল যে, শুনিয়া আমার মনটা খুব খুশী হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "আচ্ছা আন্দাজ ক'রেছ যা' হ'ক! তুমি কি আমাকে কুকুরাবাসের কোন মহাপ্রভুকে পেয়েছ? আমার নাম কেলো, আমি সহিসের কুকুর।"

"কি! তুমি কোন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সারমেয়প্রবর নও, তুমি কেলো? তবে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে 'ভুলো' খুশীই হ'ল!"

এই বলিয়া আমরা দু'জনে প্রাণ খুলিয়া নাক-ঘষাঘষি করিলাম। স্বজাতির সঙ্গে দেখা হইলে সকলেরই প্রাণে স্ফূর্তি হয়। বাবু-কুকুরদের সঙ্গে "দোস্তি" করিবার সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে; তাহারা মনে করে, ময়লা-গাড়ীওয়ালারা আমাদের ভুলিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছে!

কেলো বলিল, "তা' হ'লে এতক্ষণ তুমি সৌখীন কুকুর-বাবুদের সঙ্গে আলাপ কচ্ছিলে বটে ?"

আমি খোকাকে দেখাইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ভাই, কি করি? ও যে আমাকে নিয়ে গেল।"

'ও, তুমি ওর নতুন আমদানী, নয় কি? তা' হ'লে দিন-কতক এখন মজায় থা'কবে, তা'র পর যা' হয় হ'বে!"

"তা'র মানে কি?"

"আমার কি হ'য়েছিল, তোমায় বলি, শোন। এক সময়ে খোকাবাবু আমায় ভারি 'পেয়ার' ক'রতেন, তখন আমার আদর-আয়িত্তির আর অবধি ছিল না। শেষে কিন্তু আমাতে খোকা-বাবুর অরুচি জন্মে গেল, তখন আমাকে কাজেকাজেই পথ দে'খ্তে হ'ল। কথাটা কি জান, খোকাবাবু মানুষটি মন্দ নন, কিন্তু জ'ন্মে-ইস্তক উনি যা' আব্দার করেন, তা'ই পেয়ে থাকেন, তাই উনি খুব শিগ্গির শিগ্গিরই সব জিনিসে অরুচি ধরান। একটা খে'ল্বার রেলগাড়ী পেয়ে উনি আমাকে বিদেয় ক'রে দেন। যে মুহূর্ত্ত-থেকে উনি সেটি পেলেন, সেই মুহূর্ত্তথেকে আমার আর ছনিয়ায় থাকা অন্যায় হ'য়ে প'ড়্ল। ভাগ্যিশ আমার এখনকার মনিব বুড়া সহিস-বেচারার ইঁ'হুর ধ'র্বার জন্যে সেই সময়ে একটা কুকুরের দরকার হ'য়ে প'ড়েছিল, নইলে আমি যে কোন্ চুলোয় যেতেম, তা' বিধাতাই ব'ল্তে পারেন। বাবুরা পদকপ্রাপ্ত কুকুরদের ছাড়া আর কা'রও বড় তোয়াক্কা করেন না, কিছু মনে ক'র না, দাদা, আমাদের মত নেড়ী-কুত্তোরা বাবুদের কাছে বেশী দিন টি'ক্তে পারে না। তুমি বোধ হয় দে'খে থা'ক্বে, তোমাকে দে'খে কর্ত্তা-গিন্নি আসুন, আস্তে আজ্ঞে হ'ক, ব'লে সম্ভাষণ করেন নি।"

"না তাঁ'রা আমাকে আমল দিতে একটুও রাজি ছিলেন না।"

"আমি একটা কথা বলি শু'ন্বে?"

"কি?"

"যদি তুমি এখানে টি'কে থা'ক্তে চাও, তা' হ'লে কর্ত্তা-গিন্নির কাছে যা'তে আমল পাও, তা'র একটা ফন্দি ঠাওরাও,

একজাতীয় জলহস্তী।

তা' হ'লে খোকার তোমার ওপর অরুচি জন্মালেও তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'বে না।"

"কি ফন্দি করি বল দেখি?"

"তা' আমি জানি নে। আমি তো কোন একটা ফন্দি ঠাউরে উ'ঠ্তে পারি নি। খোকাকে জলে ডোবাথেকে বাঁচান-গোছের কিছু ক'র্তে হ'বে আর কি! কিন্তু মুস্কিল এই, তুমি খোকাকে পুকুরে টেনে ফেলে দিয়ে বাঁচাবার ভাণ ক'র্তে পার না। কুকুরের জীবনে সে সুবিধে সে খুব কমই পায়। কিন্তু যদি তুমি হপ্তা-ছয়েকের মধ্যে কর্ত্তা-গিন্নির কাছে আসর জমকা'তে না পার, তবে তোমার এই বেলা উইল ক'রে রা'খ্লে ভাল হয়!

দু' হপ্তারই মধ্যে খোকা তোমায় ভু'লে যা'বেই যা'বে। এটা তা'র দোষ নয়। এইরকমেই সে মানুষ হ'য়েছে। তা'র বাপের অগাধ টাকা, ছেলের মধ্যে খোকা। তাই তুমি তা'কে দোষ দিতে পার না। তবে আমার পরামর্শ এই, তুমি আপনার চেষ্টায় থেকো। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে আমি ভারি খুশী হ'লেম। যখন সুবিধে হ'বে আমার সঙ্গে এসে আবার দেখা ক'রো। ইঁদুরটা-আসটা আমার কাছে এলে তো পা'বেই, তা'ছাড়া এক-আধটা হাড়ও জুটে যেতে পারে।"

কেলোর কথা শুনিয়া আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কথাটা মনথেকে কিছুতেই উলাইতে পারিলাম না। তাহা না হইলে আমার এ সময়ে পাথরে পাঁচ কীল, খোরায় তিন লাথি হইত, কারণ খোকাবাবু আমাকে বড়ই তোয়াজ করিতেছিলেন। সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছিল, যেন আমি-বই তাহার আর বন্ধু কেহ নাই।

একরকমে কথাটা সত্য। তুমি যদি খুব বড়লোকের ছেলে হও, তাহা হইলে তুমি তো সাধারণ ছেলেদের মত মানুষ হইতে পাও না। তোমার বাবা-মা তোমাকে এমন করিয়া আগুলিয়া থাকিবে যে, তুমি হাঁফ ছাড়িবার সুবিধা পাইবে না। তাঁহারা তখন মনে করিবেন, অন্য ছেলেদের ছোঁয়াচও লাগিলে, তোমার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে! যত দিন আমি খোকাবাবুদের বাড়ীতে ছিলাম, তত দিন আর কোন ছেলেকে খোকাবাবুর কাছে আসিতে দেখি নাই। খোকাবাবুর সবই ছিল, কেবল তাহার সমবয়সী এক-জন খেলার সাথী মিলিত না। তাহার ফলে সে অন্য ছেলেদের চেয়ে একটু অন্যরকমের ছিল।

সে আমার সহিত কথা কহিতে ভালবাসিত। আমিই শুধু তাহাকে বুঝিতে পারিতাম। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে বসিয়া কথা কহিত, আমি তখন আমার জিবটি বাহির করিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে ঢুলিতাম।

সে আমাকে যাহা বলিত, তাহা শুনিবার যোগ্য বটে। সে আমাকে ভারি আশ্চর্য্যরকমের নানা কথা বলিত। উদাহরণ-স্বরূপ দেখ, বাঙ্গালা-দেশে যে কোথাও পরীরাজ্য আছে, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু সে আমাকে একদিন বলিল, লালদীঘীর কাছে এক জায়গায় পরীরাজ্য আছে। একদিন আমি লালদীঘীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পরীরাজ্য তো দেখিতে পাইলাম না। আর একদিন সে বলিয়াছিল, কালীঘাটের কাছে আদিগঙ্গায় বোম্বেটেরা আসে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাহাদেরও শ্রীমুখদর্শন করিতে পাই নাই!

যে কথাটি আমায় বলিতে সে সবচেয়ে ভাল বাসিত, সে কথাটি এই, বালীগঞ্জে তাহাদের বাড়ীর পিছনে যে বাগান আছে, সেই বাগান পার হইয়া এক বনের মধ্য দিয়া অনেক দূর গেলে একটা পুরী দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানকার নদীর জলে রাশি রাশি সোণা পাওয়া যায়, আর সেখানকার গাছে গাছে হীরা-মতি-চুনি-পান্না ঝুলিতেছে! খোকাবাবু সেখানে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই আমার কাছে ইচ্ছা জানাইয়া থাকে। সে সেই পুরীর যেরকম সব বর্ণনা করে, তাহাতে আমারই সেই সুন্দর জায়গাটিতে যাইবার জন্য মন নাচিয়া উঠে, খোকাবাবুর কি দোষ দিব? খোকাবাবু বলে, সেখানে সন্দেশ, রসগোল্লা, মুচ্‌মুচে হাড় ইত্যাদি কুকুরের পছন্দসই সব খাবার প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়—শুনিয়া আমার জিবে জল আসে।

আমরা দুইজনে সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকি। দিনের বেলা সর্ব্বদাই আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি, রাত্রিবেলা তাহার ঘরের মেঝেতে ঘুমাইয়া থাকি। কিন্তু কেলো আমাকে যে কথা বলিয়া-ছিল, তাহা আমি কোন দিনই ভুলিতে পারি নাই। একবার আমি সে কথাটা ভুলিয়া যাইবার গোছ হইয়াছিলাম, কারণ তখন আমি বোধ করিতেছিলাম, খোকাবাবুর আমি এতই কাজে লাগিতেছি যে, আমাকে ছাড়িলে তাহার কিছুতেই চলিবে না; কিন্তু যে দিন-অবধি আমি আপনাকে একটু নিরাপদ্ ভাবিতে সুরু করিলাম, সেই দিনই খোকাবাবু তাহার বাবার কাছথেকে একটি চমৎকার খেলানার খ-যান পাইল, তাহাতে দম দিলে তাহা বেশ উড়িয়া যায়। যে দিন খোকাবাবু তাহা পাইল, সে দিন আমার পৃথিবীতে না থাকাই উচিত ছিল, আমি তাহার পিছু পিছু ঘুরিতে লাগিলাম, সে আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

তাহার পরদিন, কি জানি কেমন করিয়া, আকাশ-যানটা বিগড়িয়া গেল, তখন আমি আবার কলিকা পাইলাম। কিন্তু আমার ভারি ভাবনা ধরিল, আমার অবস্থা কি, আমি এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি খোকাবাবুর সবচেয়ে নূতন খেলানা, আমার চেয়ে নূতন খেলানা কিছু খোকাবাবুর হাতে আসিলেই উনি আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র-দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন। সুতরাং, কেলো যেমন বলিয়াছে, আমাকে এই বাড়ীর মুরুব্বীদের মনে কোন রকমে আঁচড় কাটিতে হইবে।

ঈশ্বর জানেন, আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সব ফন্দিই ফস্‌কিয়া গিয়াছিল। বরাৎ যাহার মন্দ হয়, তাহার এমনই সব ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, একদিন আমি সকালে উঠিয়া বাড়ীটার চারপাশে টহল দিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখি একটা লোক চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ীর হাতায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। লোকটা এই বাড়ীর কেউ নয়, আমি তাহাকে একটা গাছপর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গেলাম। ও মা! সকালে প্রাতর্ভোজের সময়ে জানিতে পারিলাম, লোকটা বাবুর এক বন্ধু, কাল রাত্রিতে আসিয়াছে। সে নাকি সকালে দীঘীর

ধারে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে দেখিতে ভোরের হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিল, শুনিয়া আমি বেকুব বনিয়া গেলাম।

তাহার পর আর একদিন এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলাম যে, কর্ত্তা আমার উপরে হাড়ে চটিয়া গেলেন। একদিন দেখি, কর্ত্তা আর একজন লোকের সঙ্গে গোটাকতক ছড়ি বগলে করিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেই আমি তাঁহার কাছে গিয়াছি, অমনি তিনি একটি ছড়ি তুলিয়া তাহার দ্বারা একটি সাদা বলে আঘাত করিলেন। তিনি আগে কখন আমার সঙ্গে খেলা করেন নাই, সুতরাং এই সৌভাগ্যে আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলটির পিছনে পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাহা মুখে করিয়া কর্ত্তার কাছে আনিয়া দিলাম, তাহা তাঁহার পদতলে রাখিয়া তাঁহার মুখপ্রতি তাকাইয়া মুচ্‌কিয়া হাসিলাম।

বলিলাম, "আবার মারুন।"

তিনি তাহাতে একটুও খুশী হইলেন না। নানারকমের পেচাল পাড়িয়া আমাকে লাথি মারিতে উদ্যত হইলেন। সেই রাত্রিতে যখন তাঁহার মনে হইতেছিল, আমি তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি না, তখন তিনি গৃহিণীকে বলিলেন, "এই লক্ষীছাড়া কুকুরটাকে আর বিদেয় না ক'রে দিলে নয়, জ্বালাতন ক'রে তুলেছে।" শুনিয়া আমার ভাবনা বাড়িয়া গেল।

আর একদিন আর একটা যে আহাম্মকী করিয়া ফেলিলাম, তাহাতেই আমার অবস্থাটা চরমে আসিয়া দাঁড়াইল।

একদিন বৈকালবেলা বৈটকখানায় সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে। সেদিন বাড়ীতে কতকগুলা লোক আসিয়াছিল—সব স্ত্রীলোক, মেয়েমানুষেই আমার দফা রফা করিবে! আমি বৈটকখানাঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম, কারণ খোকা আমাকে এ বাড়ীতে আনিলেও, এই পরিবারের লোকেরা আমাকে বৈটকখানার ত্রিসীমানায় কখন আসিতে দিত না। আমি একটু-আধটু মিষ্টান্নের আশায় বসিয়া ছিলাম, তাই মেয়েমানুষগুলা কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহাতে বড় কাণ দিতেছিলাম না। তাহারা কে এক তোতার কথা লইয়া মাতিয়াছিল, আমি তাহাকে কখনও চোকেও দেখি নাই। খোকার মা তোতার ভারি সুখ্যাতি করিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বলিতেছিল, আজ তোতার অন্য দিনকার মত স্ফূর্ত্তি নাই দেখিয়া সে বড় দুঃখিতা। তোতার সম্বন্ধে এইরকম আরও কত কি কথা সে বলিতে লাগিল, আমি তাহাতে কিছুই রস পাইতেছিলাম না, তাই কাণও দিতেছিলাম না।

এমন সময়ে আমি সন্দেশের গুঁড়োটুঁড়ো কিছু পড়িয়াছে কি না, তাহা দেখিতে গিয়া দেখি, একটা ধেড়ে ইঁদুর একটা দুধের বাটীতে তোফা চুমুক দিতেছে। এই তো তবে আমার মাহেন্দ্র সুযোগ! মেয়েমানুষেরা যদি কিছু ঘৃণা করে, তবে ধেড়ে ইঁদুর। মা সর্ব্বদাই বলিতেন, "যদি তুমি জীবনে সফলকাম হইতে চাও, মেয়েমানুষদের খুশী রাখিবে। কেননা তাহারাই হইতেছে বাড়ীর নাড়ী। পুরুষগুলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।" অতএব এই মূষিকটাকে যদি বধ করা যায়, তাহা হইলে গৃহিণীর নেকনজরে নিশ্চয়ই পড়িব, তখন খোকার বাবা আমাকে যাহাই মনে করুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না।

আমি লাফ দিলাম।

ধেড়ে ইঁদুরটা পলাইতে পথ পাইল না। আমি তাহাকে তেড়ে গিয়া ধরিলাম। তাহার ঘাড় ধরিয়া বার-দুই তাহাকে আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলাম! তাহার পর তাহাকে ঘরের ও-ধারে ছুড়িয়া ফেলিলাম। তখন আমি তাহাকে একেবারে অক্কা পাওয়াইতে তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম।

যেই আমি তাহার কাছে পঁহুছিয়াছি, অমনি সে উঠিয়া বসিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল! আমার জীবনে কখন আমি এর চেয়ে হতভম্ব হই নাই! ফলে আমি পীঠ বাঁকাইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

থতমত খাইয়া বলিলাম, "মাফ্ ক'র্‌বেন, ম'শায়, আমি আপনাকে ইঁদুর মনে ক'রেছিলেম!"

তখন আমার উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। কেহ আসিয়া আমার গলাবন্ধ ধরিল, কেহ আমার মাথায় চড় মারিল, কেহ আমার কক্ষে লাথি মারিল। সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিতে লাগিল।

ক্ষুদে জানোয়ারটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেই স্ত্রীলোকটা বলিয়া উঠিল, "আহা, বেচারা তোতা! ঐ লক্ষীছাড়া খুনে কুকুরটা তোমাকে কি খুন ক'র্‌তে গিয়েছিল, বাবা?"

"হ্যাঁ গো, একেবারে বিনে দোষে!"

"বেটা ওর দিকে যেন উড়ে চ'লে গেল।"

আমি তখন কোন কথা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলে কোনই লাভ হইত না। অন্য কোন কুকুরও আমারই মত ভুল করিত। কুকুরটা নেহাইৎ ছোট—অবশ্য স্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত, দামও তাই একরাশি টাকা। আমি তাহার অপেক্ষা আগন্তুকদিগের কাহাকেও কামড়াইলে বরং ভাল ছিল। অবলাকুলের প্রবলা কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আমি ইহাই সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। তখন আর আমি কি করি? ঘরের দুয়ার বন্ধ, তাই এক সোফার তলায় গিয়া মুখ লুকাইলাম।

খোকার মা বলিলেন, "কুকুরটা ভা'লে, দে'খ্‌ছি, ভারি ভয়ানক। ওকে কালই গুলী ক'রে মেরে ফে'ল্‌তে হুকুম দেব।"

এই কথা শুনিয়া খোকা চীৎকার করিয়া উঠিল।

খোকার মা বলিল, "চুপ কর, খোকন, এরকম কুকুর তোমার

কাছে থা'ক্‌লে, কোন্ দিন তোমাকেই কা'ম্‌ড়ে দেবে। কুকুরটা ক্ষেপা হ'তে পারে।

স্ত্রীলোকমাত্রেই যুক্তিতর্কের ধার ধারে না।

আমার ভুলটা কি করিয়া হইয়াছিল, তোতা তাহা অবশ্য কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিল না। সে সেই নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকের কোলে বসিয়া এই আস্ফালন করিতেছিল যে, তাহাকে যদি ছাড়াইয়া না লওয়া হইত, তাহা হইলে সে আমাকে বুঝিয়া লইত।

কেহ আসিয়া খুব সাবধানে সোফার তলায় হাত দিল। আমি চিনিলাম, উহা রঘুর হাত। বোধ হয়, কেহ উহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। আমি তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এ কাজটা করিতে তাহার মন সরিতেছিল না। রঘুর এই দোনামোনা ভাব দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইল, বেচারা আমার বন্ধু, তাই আমি তাহার হাত চাটিয়া দিলাম। তাহাতে সে যেন আনন্দিত হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "আমি ধ'রেছি কুকুরটাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, ওকে নিয়ে গিয়ে তুই আস্তাবোলে বেঁধে রাখ্, আর কাউকে ব'ল গে, ওকে যেন গুলী ক'রে মেরে ফেলে। ওকে আর রাখা ঠিক নয়।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমি একটা খালি আস্তাবোলে শিক্‌লি-বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম।

সব ফুরাইল। এ বাড়ীতে যত দিন ছিলাম, বেশ স্ফূর্ত্তিতেই ছিলাম, কিন্তু এখন আমার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমি ঠিক ভয় পাই নাই, কিন্তু একটা গভীর দুঃখে আমার মর্ম্মতল বিদ্ধ হইতেছিল। আমি ভাল ভাবিয়াই যাহা কিছু করিয়াছিলাম, কিন্তু এই জগতে সুধু সৎ উদ্দেশ্য কোন উপকারে আসে না। আমি সকলকে খুশী করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে এই ঘটিয়াছে, আমি এখন একটা আঁধার আস্তাবোলে বাঁধা থাকিয়া শেষের সে দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছি।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবু কেহ আমাকে গুলী করিতে আসিল না। তখন আমার হৃদয়ে একটু আশার ক্ষীণালোক ফুটিল—তবে বুঝি এরা আমায় গুলী করিয়া মারিবে না; তোতা বোধ হয় শেষে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছে।

এই সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। আমার সেই আশার ক্ষীণালোকটুকু নিবিয়া গেল। আমি আমার নয়নযুগল মুদ্রিত করিলাম।

কেহ আসিয়া তাহার বাহু-দুইটি-দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে আমার নাক তাহার গরম গালে গিয়া ঠেকিল। আমি আমার চোক-দু'টি খুলিলাম। এ লোক বন্দুক হাতে করিয়া আমাকে গুলী করিতে আসে নাই, এ আমার খোকাবাবু। খোকাবাবু এখন ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, একটু আগে বেচারা বোধ হয় কাঁদিতেছিল।

সে আমাকে ফুস্‌ফুস্ করিয়া বলিল, "চুপ"!

এই বলিয়া সে আমার দড়ি খুলিতে আরম্ভ করিল।

"তুমি একেবারে নিঃঝুম মেরে থাক, নইলে ওরা আমাদের কথা শু'ন্‌তে পা'বে, তখন আর আমরা যেতে পা'ব না। আমি তোমাকে নিয়ে বনে পালিয়ে যা'ব, বনের ভেতর দিয়ে আমরা সেই দেশে যা'ব, যে দেশের নদীতে তাল তাল সোনা, আর গাছে গাছে হীরে-মুক্তো-চুনি-পান্না! আমরা সেই দেশেই গিয়ে থা'ক্‌ব, আর আ'স্‌ব না, সেখানে কেউ আমাদের মা'র্‌তে-ধ'র্‌তে পা'র্‌বে না। কিন্তু তুমি একেবারে চুপ মেরে থাক।"

এই বলিয়া খোকা আস্তাবোলের দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে দেখিল; তাহার পর সে আস্তে শিশ্-দিয়া আমাকে তাহার অনুগমন করিতে ইসারা করিল। তখন আমরা সেই স্বর্ণপুরীর সন্ধানে বাহির হইলাম।

আমরা বাগানের ভিতর দিয়া গিয়া, এক মাঠ পার হইয়া সত্য সত্যই এক বনের মধ্যে ঢুকিলাম। মাঝে এক রেলের পোল পার হইয়া আবার বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি পথ জানি না, খোকাবাবু জানে, তাই খোকাবাবু আগে আগে আর আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। প্রথমে খোকাবাবু খুব জোরে জোরে চলিতেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সে আস্তে আস্তে চলিতে থাকিল। সূর্য্য অস্তে গেল, আঁধার হইয়া আসিল। তখন চলিতে চলিতে খোকা মাঝে মাঝে থামিতে লাগিল, আমি তখন তাহার কাছে গেলে, সে প্রথম প্রথম আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল, শেষে কিন্তু সে তাহার হাত তুলিতেও পারিতেছিল না, কাজেই তাহার হাতটি আমাকে সুধু চাটিতে দিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, সে ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সে ছোট ছেলে, খুবই দুর্ব্বল, অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল।

চলিতে চলিতে হঠাৎ সে এক জায়গায় থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, আমি তাহার কাছে গিয়া দেখি, সে কাঁদিতেছে।

এ সময় কি করা উচিত, তাহা হয় তো অন্য কুকুরেরা স্থির করিতে পারিত, আমি কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহার এক গালে আমার নাক লাগাইয়া ঘুণ ঘুণ করিতে লাগিলাম। সে তাহার বাহু-যুগলদ্বারা আমার গলবেষ্টন করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। ইহাতে বোধ হয় সে কিছু সান্ত্বনা-লাভ করিল, কারণ অল্পক্ষণ পরে সে কান্না থামাইল।

তখন আমি তাহাকে স্বর্ণপুরীর কথা-জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বালাতন করিলাম না; কিন্তু আমি মনে মনে আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন

করিতে লাগিলাম, স্বর্ণপুরী আর কত দূরে? আমরা কি তাহার কাছে আসিয়াছি? সে পুরীর তখনও কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছিল না, কেবল নিবিড় অন্ধকারে বিশ্রী একরকমের শব্দ ও হাওয়ার হাহাকার শুনা যাইতেছিল। কতরকমের ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ার ঝোপ-ঝোড়ের মধ্যহইতে বাহির হইয়া আমাদের দেখিতে আসিতেছিল। আমি তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু খোকা আমার গলা জড়াইয়া ছিল, তাই তাহা করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে আমি কতকগুলি খরগোশের গন্ধ পাইয়া, আর লোভ সামলাইতে না পারিয়া, যেই তাহারা আমার খুব কাছে আসিল, অমনি থাবা মারিতে গেলাম, ভয়ে তাহারা সকলে পলাইয়া গেল, আমি একটা-কেও ধরিতে পারিলাম না। তাহার পর একেবারে সব চুপচাপ।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ হইল না। তখন খোকা একবার ঢোক গিলিল। পরে কহিল, "আমি ভয় পাই নি।" আমি আমার মাথাটা তাহার বুকের আরও কাছে ঘেঁসাইয়া রাখিলাম। তখন সে বলিতে লাগিল—

"বাবা এলে আমি ব'লব, আমাকে ডাকাতে ধ'রেছিল। তিনজন ডাকাত, একজনের নাম মধো, আর একজনের নাম হরে আর একজনের নাম শিবে। তা'দের মস্ত মস্ত চৌগোঁপ্পা দাড়ি। তা'রাই আমাকে এখানে এনেছে। তা'রা আমাকে এখানে রেখে কোথায় গিয়েছিল, এর মধ্যে তুমি এসে হাজির হ'লে। তখন ডাকাতেরা আবার এসে হাজির হ'ল। তুমি তা'দের কামড়ে তাড়িয়ে দিলে, তাই তা'রা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তা'র পর—"

এই বলিতে বলিতে খোকার ঢুলুনী ধরিল, শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খোকা ঘুমাইতেছিল, আমি তাহার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিছুক্ষণ পরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম, আর কতকগুলি মানুষের পায়ের শব্দও শুনা গেল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, খোকাকে জাগাইব না, শেষে তাহাকে না জাগাইয়াও থাকিতে পারিলাম না। আমি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিলাম, দেখি, একটা লোক একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া ডাকিতেছে—"খোকা, খোকা!"

আমি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুই? কি চা'স্?"

আমার চোখে লণ্ঠনের আলোটা আসিয়া লাগিল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, "এটা সেই কুকুরটা যে।" আমি দেখিলাম, কর্ত্তা আসিয়া ঐ কথা বলিতেছেন। তিনি আসিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুমা খাইলেন। তখন খোকা আধঘুমন্ত অবস্থায় মধো, হরে আর শিবের কথা বলিল।

"আমি যা' ভেবেছিলাম, তাই—এ ছেলে-ধরার কাজ; আর এই কুকুরটা খোকাকে বাঁচিয়েছে।"

এই বলিয়া কর্ত্তা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে আদর করিতে করিতে কত কি বলিতে লাগিলেন। আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমি ঘন ঘন লেজ নাড়িতে লাগিলাম। অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় খোকা বলিল, "ভুলো আমার কুকুর, ওকে তোমরা গুলী ক'র্‌তে পা'বে না।"

"না, না, বাবা, ওকে আর আমরা গুলী ক'র্‌ব না।"

মা বলিতেন, "তুমি যদি ভাল কুকুর হও, তবে তুমি সুখী হ'বে।" কিন্তু সুখ লোকের অদৃষ্ট-অনুযায়ী হয়। যখন আমি লোকের ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন আমি ঝাঁটা-লাথি খাইয়াছিলাম। এখন আমি কিছু করি নাই, কর্ত্তার আদরে গলিয়া যাইতেছি!

জুয়াচুরি করিতে আমি ভাল বাসি না; মিছা কথা কহিয়া সম্মান লাভ করিতে আমি ঘৃণা করি; কিন্তু খোকাবাবু যাহা মনের খেয়ালে বলিয়াছিল, তাহাই এখন সত্য মনে করিতেছে, ও ঐরকমেরই ছেলে, উহাকে বুঝান দায়। আর মাংস-জড়ান হাড় উপাদেয় সামগ্রী, কাজেই আগে যেমন তোতাকে কামড়াইয়া কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে পারি নাই, এখনও তেমনি খোকার খেয়ালে পড়িয়া কাহাকেও কিছুই বুঝাইতে পারিলাম না। মনের সাধে মুচ্‌মুচে হাড় চিবাইয়া আর শক্ত হাড়গুলা মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া দিন কাটাইতেছি!

সম্পূর্ণ।

বালকবি।

একদা হঠাৎ
দুনিয়াটা দেখি' দুখময়
"ভুতো নন্দী" ভেউ ভেউ কাঁদে,
পড়াশুনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে
প'ড়ে প'ড়ে খালি ছড়া বাঁধে!
ভোরে উঠি' ভিজা দেখি' ঘাস,
তা'র ওগো উঠে নাভিশ্বাস!

তটিনীর শুনি' কল্ কল্,
চোক তা'র করে ছল্ ছল্!
ভোম্‌রার শুনি গুণ গুণ,
ভুতো নন্দী কেঁদে হয় খুন!

২

চেহারা তা'র হ'ল চমৎকার,
ঠিক যেন এটা ঝড়ো কাক!
তৈলবিনা কটা চুলে তা'র
ধরিল রে মহাজটাপাক!
কেঁদে কেঁদে ব'সে গেল চোক,
না কাটাতে বেড়ে গেল "নোখ,"

ভেবে ভেবে চব্বিশ ঘণ্টাই,
হ'ল তা'র বাহির কণ্ঠাই;
চেহারাটা দেখি' তা'র ঝাঁকড়া,
লোকে তা'র নাম দিল—কাঁকড়া!

৩

কবিতার কাঁদুনিটা তা'র
—শুনিলে না যা'বেন প্রত্যয়-
কুমারিকাথেকে, মহাশয়,
ক্রমে যেন পৌঁছে হিমালয়!
বন্ধুবর্গ ভাবে, ভুতো নন্দী
এ আবার কি ক'রেছে ফন্দি!
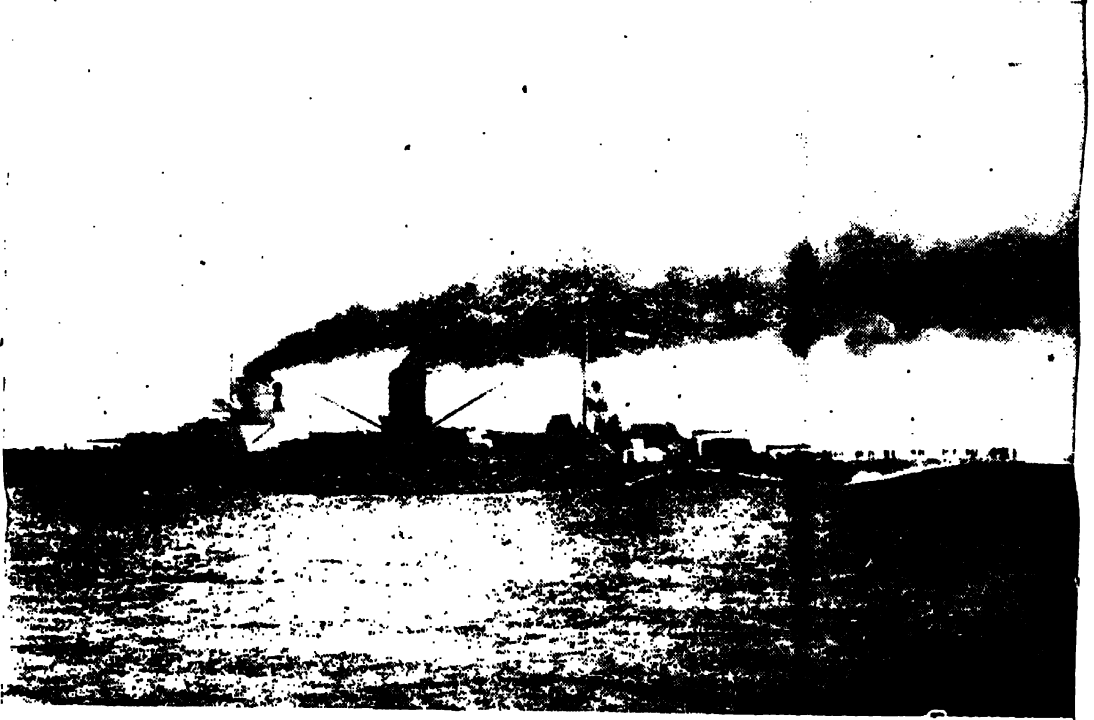
দেখা হ'লে ছড়া আওড়ায়,
তা'র ঠাঁই তিষ্ঠানই দায়!
তবু ভুতো কেবলই কাঁদে
সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে ছাঁদে!

৪

বেশি দিন টিকিল না কিন্তু
'কাঁকড়ার' সেই সে ন্যাক্‌রা,
বাবা তা'র দেখি' রঙ্-ঢঙ্
কহিলেন তাহারে ড্যাকরা!

তাঁর কাছে খেয়ে খুব গুঁতো,
আরতর হ'য়ে গেল 'ভুতো'!
কবির সে সুকরুণ-রস
চোক দিয়া পড়ে টস্ টস্!

* * * *

এবে সেই ভুঁইফোড় 'রবি,'
হ'য়ে আছে সুনীরব কবি!

প্রভাতী

পিলুবাহার—যৎ।
ওঠ, ওঠ, ছোট, ছোট সব ছেলেমেয়ে!
কে দেছে আবীর ঢেলে দেখ পূবে চেয়ে।
ঘাসে দেখ কি মানিক
করে ভোরে ঝিক্‌মিক্!
শিউলি-তলাতে কা'র হাসিরাশি ছেয়ে!
হাল্কি হাওয়াটি বয় ক'রে ফুরফুর,
ফুলের সুবাস তা'তে করে ভুর্‌ভুর্!
গাছে গাছে পাখীগুলি
ব'ল্‌ছে যে যা'র বুলি,
তাড়াতাড়ি দেয় পাড়ি দরিয়ায় নেয়ে।
জেগেছে তো প্রজাপতি, ফড়িং ও ভোমরা,
তবুও ঘুমিয়ে কেন র'য়েছ তোমরা?
দেখ, শিশু, মে'লে চোক
কি আনন্দ, কি আলোক
নিয়ে বিভু এসেছেন আজ হেথা ধেয়ে!

এসে হেসে ব'ল্‌ছেন তিনি সবাকায়,
"ওঠ, ওঠ, খোকাখুকি, বেলা ব'য়ে যায়;
তোমাদের পড়া, কাজ
আমি ক'রে দেব আজ,
তোমাদের নিয়ে খেলা ক'র্‌ব মাঠে গিয়ে।"
কি ভাবনা তবে, বল, তোমাদের আর?
ওঠ সবে বিভুপদে কর নমস্কার,
ভরসায় বেঁধে বুক,
হাসি হাসি ক'রে মুখ,
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মাথা পে'তে নিয়ে,
কর গে যে যা'র কাজ জয়-আশা ক'রে:
থেকনাক প'ড়ে আর, থেকনাক ম'রে!
ওঠ, ওঠ, খোকাখুকি,
খোকা সূয্যি মারে উঁকি,
সবে সুখী কর হ'য়ে ভাল ছেলেমেয়ে।

সাজি

স্বাস্থ্য-বিধি।

জন উইলসন্-নামে মার্কিণমুলুকের একজন নামজাদা ডাক্তার জল, হাওয়া, সাবান ও গ্লিসারিণ এই চারিটী জিনিস-ছাড়া ডাক্তারীতে আর কোন ঔষধই ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করার ফলে তাঁহার হাতে কখনও একটিও রোগী মারা পড়ে নাই। তিনি বলিতেন—

(১) কোন রোগ হইলে ভয় পাইও না। সকলকেই একদিন মরিতেই হইবে। যদি কাহারও কোন ছোঁয়াচে ব্যারাম হয়, তবু সেই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিও না, পিছাইও না, ভয় পাইও না। ছেলেবেলা তোমার বাপ-মা তোমাকে যদি রীতিমত মানুষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমার শরীরেই এমন অনেক বিষের প্রতিষেধক আছে, যাহাদের জন্য তোমার শরীরে কোন বিষ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) কোন নিপুণ চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া তুমি নিয়মিত-রূপে তোমার অন্ত্র ও পাকস্থলী ধুইবে।

(৩) ছোট ছেলেকে, যত পারিবে, খেলিবার সময় দিবে। তাহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে, যতদূর পারিবে, শোক, দুঃখ, কষ্ট তাহাকে জানিতে দিবে না। তাহাকে তাহার ইচ্ছামত খাইতে ও ও ঘুমাইতে দিবে। মাছ-মাংস ও নেশার সামগ্রী উহাকে খাইতে দিবে না। নির্ম্মল বায়ু ও জল উহাকে প্রচুরপরিমাণে সেবন ও পান করিতে দিবে। যদি তাহার পড়া-শুনার ইচ্ছা থাকে বা সেই ইচ্ছাটা উহাতে সহজে জন্মাইতে পার, তবেই উহাকে পড়াও: নয় তো কখন মারধোর করিয়া পড়াইবার চেষ্টা করিবে না। সব ছেলেই হাকিম হইবে বলিয়া জন্মে না, পৃথিবীতে তাহাদের অন্য কাজও থাকিতে পারে।

(৪) স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করিও না, সে যখন যাহা চায়, তখনই তাহা করিবে; তোমার শরীর-রক্ষার জন্য যাহা দরকার, তোমার শরীরের ভিতরহইতেই তাহার জন্য ডাক পড়িবে, সেই ডাক শুনিয়া সাড়া দিতে শিখিও। অনেক সময়ে প্রকৃতির ডাক ঠিক শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তুমি যতক্ষণ না শুনিতে পাইবে, ততক্ষণ প্রকৃতির ডাকার নিবৃত্তি হইবে না; সুতরাং সে ডাক তোমাকে শুনিতেই হইবে। শেষে তোমার শরীরের অবস্থা

এমন হইবে যে, ডাক পড়িবার আগেই তুমি তৈয়ার থাকিতে পারিবে। যে কাজটি করিতে শুদ্ধ মনে ইচ্ছা জন্মিবে না, সে কাজ করিলে বড়ই অনিষ্ট আছে জানিয়া কখনই তাহা করিবে না।

২

মশকের জন্ম-কথা।

মশার জন্ম-কথাটা বেশ মজার। পোয়াতি মশা কোন পুকুর প্রভৃতিতে কিম্বা কোন জল-পাত্রে গিয়া ছোট ছোট ডিম পাড়িয়া থাকে। সেই ডিমগুলি এতই ছোট যে, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য-ব্যতীত তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ডিমগুলি কিছুকাল জলে থাকিয়া ফুটিয়া উঠে। মশার ছানাগুলি প্রথমে জলেই ঘুরা-ফিরা করিতে থাকে। তাহাদের লেজের কাছে শুঁড়ের মত একটি অঙ্গ আছে, তাহা তাহারা মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠাইয়া রাখে। কাহারও কাহারও মতে উহাই মশার শ্বাসেন্দ্রিয়। দ্বিতীয় অবস্থায় মশা জলের উপর উঠিতে থাকে, সেই সময়ে তাহাদের গায়ের আবরণ অন্যরকম হইয়া যায়, আর তাহাদের ডানা বাহির হয়, তাহারা তখন উড়িতে আরম্ভ করে। মশকেরা প্রথমে জলে থাকে বলিয়া, উহারা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় থাকিতেই বেশী ভাল বাসে!

৩

সর্পবিষ-তত্ত্ব।

সাপ যত বেশীবার কামড়ায়, ততই তাহার বিষের তেজ কমিয়া যায়। তিন গ্রেণ সাপের বিষ রক্তের সহিত মিশিলে মানুষের প্রাণ বাঁচান দায় হয়। সর্পদষ্ট মানুষ সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট-হইতে এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

৪

"বোম্বাই"-নামতত্ত্ব।

বোম্বাই-নাম কোথাহইতে হইল? এ নামের উৎপত্তি-বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপবাসীদিগের অনেকের মত এই যে, পোর্টুগিজেরা Bon Bay অর্থাৎ সুন্দর উপসাগর দেখিয়া ঐ দ্বীপের ঐ নামকরণ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ দ্বীপস্থ মুম্বা-দেবীর নামে ঐ দ্বীপের নামকরণ করা হইয়াছে।

৫

দই খাওয়া কি ভাল?

যাহা বেশী করিয়া খাইবে, তাহাতেই অসুখ হইবে। তাই বলি, দই সুস্থ শরীরে পরিমাণমত খাইলে শরীর ভালই থাকে। সুবিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত মেচ্নিকফ্ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন যে, দই খাইলে লোকে অনেক দিন বাঁচে আর বুড়া হয় না। বুড়া হয় না, এ কথাটায় এখনও আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, তবে দই যে, খুব ভাল জিনিস, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

৬

ফুট্বলের ইতিহাস।

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই ফুট্বল-খেলা হইয়া থাকে। উহা ভারতের জাতীয় ক্রীড়া না হইলেও এ দেশেও উহার প্রভাব যথেষ্ট হইয়াছে। যে খেলাটী এখন প্রায় বিশ্ব-ব্যাপিনী হইয়া পড়িয়াছে, এইখানে তাহার একটু ইতিহাস দিলে ক্ষতি কি?

ইংলণ্ড যখন রোমকদিগের অধীনে, তখন তাঁহারাই সেখানে ফুট্বল-খেলার প্রবর্ত্তন করেন। তখন এখনকার মত বায়ুপূর্ণ চামড়ার ফুট্বল ছিল না, তখন কাপড়ের বলের উপর পশম মুড়িয়া কিম্বা চামড়ার থলিতে হাওয়া ভরিয়া এই খেলা হইত। ১১৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই খেলার ক্রমিক উন্নতির ইতিহাসসম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১১৭৫ খৃঃ অব্দের পরহইতেই এই খেলা খেলিতে অনেক লোকের ঝোঁক হয়। ফুট্বল-খেলা যে, ক্রিকেট-খেলার চেয়েও প্রাচীন, ইহা একরকম প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। উইলিয়ম ফিজ্ ষ্টিফেন-নামে এক সাহেব লণ্ডনের এক-খানি ইতিহাস-রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যুবকেরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ফুট্বল খেলিত। ইতর শ্রেণীর লোকেরাই তখন এই খেলা খেলিত। তখন ফুট্বল-খেলার কোনই নিয়ম ছিল না। রাস্তার এক-একধারে এক-একটী 'গোল' স্থাপিত হইত, আর দুই দলে অগণিত লোক খেলিত। তখন, খেলা যত হউক আর নাই হউক, ঠেলাঠেলি, মারামারি, খুনাখুনী খুবই হইত। যখন এইখেলা ইংলণ্ডের লোকের খুবই প্রিয় হইয়া উঠিল, তখনও রাজপুরুষেরা কিন্তু ইহাকে তত প্রীতির চখে দেখিতেন না। এমন কি, ১৩১৪ খৃঃ অব্দে রাজা দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড এই খেলা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ একটী আইন করেন যে, যে ইহা খেলিবে তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই ক্রীড়া রহিত করার সম্বন্ধে তিনি এই হেতু-প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন—বড় বড় বল্ লইয়া খেলা করিলে সহরে বড় গোলমাল হয়, ইহা খেলিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা-লঙ্ঘন করা হয়। ঐ কঠিন রাজাদেশসত্তেও ইংলণ্ডহইতে উহা উঠিয়া গেল না বা উহার ক্রমোন্নতির পথে কোনই বাধা-বিঘ্ন জন্মিল না। বরং লোকে ক্রমশঃ ইহাকে তাহাদের জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত করিল। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডও এই ক্রীড়ার বিলোপ-সাধনের বৃথা চেষ্টা করেন। রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতি-গণও এই খেলার প্রতি বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন; কিন্তু এই ক্রীড়াটী রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের আইন-কানুন যতই কঠোর

হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই ইহা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল, রাজশাসন বিফল হইল। রাণী এলিজাবেথের সময়ের উন্নতির যুগেও একদল ফুটবল-ক্রীড়ক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ষ্টাব্‌স্-নামে এক সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, ফুটবল-খেলা মানুষের খেলা নয়, শয়তানের খেলা। এইরকম মত-প্রকাশ ও কড়া আইন-কানুনের অত্যাচারে উনবিংশ শতাব্দির গোড়ায় এই খেলা প্রায় একরকম উঠিয়া যায়।

তাহার পর স্কুলের ছেলেরা আবার এই খেলার নূতন করিয়া পত্তন করে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ব্ল্যাকহিথ ও রিচ্‌মণ্ড-নামে বিলাতে দুইটী 'ক্লাব' স্থাপিত হয়। এই দুইটী 'ক্লাবে' ফুটবল-খেলা হইত। ফুটবল-খেলার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে ফুটবল-'এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের আগে এই খেলায় দুই দলে কুড়ি জন করিয়া খেলোয়াড় থাকিত। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের পর প্রতিদলে ১৫ জন করিয়া খেলোয়াড় খেলিত, এখন ১১ জন করিয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডে একজন যশস্বিনী লেখিকা বলিয়াছেন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সুকুমার-কলা এই চারিটী বিষয়ের সমষ্টির প্রতি লোকের যত না অনুরাগ দেখা যায়, তত এই খেলার প্রতি দেখা যায়।

কৌতুক-প্রসঙ্গ

এক খুব বড় সভা হ'য়েছে। সেখানে একজন বিখ্যাত লোক বক্তৃতা দেবেন, সেইজন্যে গান-বাজনারও আয়োজন হ'য়েছে। যে "অর্গ্যান" বাজা'বে, সে "বেলো" ক'র্‌তে গিয়ে ক্রমাগত খস্-খস্-আওয়াজ ক'র্‌ছিল,—তা'তে গায়ক বড়ই বিরক্ত হ'য়ে একটুকরা কাগজে লিখে, একটা ছোট ছেলেকে দিয়ে, যে "অর্গ্যান" বাজাচ্ছিল তা'র কাছে পাঠিয়ে দিলে। ছেলেটী কা'কে দিতে হ'বে ঠিক বু'ঝ্‌তে না পেরে, যিনি বক্তৃতা দেবেন, তাঁ'র হাতে দিয়ে এল। কাগজখানাতে লেখা ছিল :—

"ম'শায়, আমি যখন আপনাকে ব'ল্‌ব তখন দয়া ক'রে একটু থা'ম্‌বেন ; কারণ লোকেরা আমার গান শোনবার জন্যই এসেছে, আপনার খস্‌খসানি আওয়াজ শোনবার জন্যে আসে নি। ইতি।"

* * * *

১ম বালিকা। আমার বাবা পোষ্ট আফিসে চাকরী করে : তোমার বাবা কি করে ?

২য় বালিকা। মা যা' বলে, তাই করে।

* * * *

ঠাকুরদা'। (নাতির প্রতি) খোকা, আর দু'চাকার গাড়ী চড়িস্ নে ; বুড়োর কথা শোন্।

খোকা। কেন, ঠাকুরদা,' ডাক্তার আমাকে ব'লেছে যে, ব্যায়াম দরকার ; দু'চাকার গাড়ী চ'ড়্‌লে খুব ব্যায়াম হয়।

ঠাকুরদা। তোরা ছেলেমানুষ, জানিস্ নে ; ডাক্তার ত ব'ল্‌বেই ; তোর হাত-পা ভা'ঙ্গলে, তা'দেরই দু'পয়সা লাভ।

* * * *

ভূপেন। দেখ, ননী, সুরেন্ যে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় এবং টাকা ধার ক'রে ব্যবসা-আরম্ভ ক'রেছে, এটা কি তা'র কম সাহসের কথা!

ননী। তা'র আর সাহস কোথায় ? বরং যে ধার দিয়েছে, তা'র সাহসটা বেশীরকম।

* * * *

ভদ্রলোক। (নবু ভৃত্যের প্রতি) দেখ, আমি এমন একজন লোক চাই যে, আমার গরু-ক'টার সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌বে, দুধ দুইতে পা'র্‌বে, জুতো-জামা ঝা'ড়্‌তে পা'র্‌বে, বাড়ী-ঘরদোর পরিষ্কার রা'খ্‌তে পা'র্‌বে, আবার একটু-আধটু লেখাপড়াও জা'ন্‌বে—

ভৃত্য। ম'শায়, আপনাদের এখানকার মাটীটা কিরকম ?

ভদ্রলোক। মাটী ? কেন মাটী দিয়ে কি হ'বে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে না, আমি ভা'ব'ছিলাম যে, মাটীটা নরম হ'লে চাই কি ফুরসুৎমাফিক দু'চারখানা ইটও তৈরী ক'র্‌তে হ'বে।

* * * *

উকীল। (সাক্ষীকে একবার আড়চোখে দেখিয়া) আচ্ছা, তুমি যে ব'ল্‌ছ, বাদী তোমার একরকম আত্মীয় হয়,—কি রকম আত্মীয়, জিজ্ঞেস করি ?

সাক্ষী। বেশ ত, তা' ব'ল্‌ছি। এই বাদীর প্রথম স্ত্রীর মামাতোভাই আমার পিস্‌তুতভাইএর স্ত্রীর খুড়ো, আমার মামীর পিসের দুই বোনকে বিয়ে ক'রেছিল। আরও একটা সম্বন্ধ আছে—

উকিল। (বাধা দিয়া) থাক্, থাক্, হ'য়েছে।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

—:•:—

শূন্যে প্রাণরক্ষার্থে সংগ্রাম।

নিউ জার্সির অন্তর্গত ট্রেণ্টন্‌বাসী জন হচিন্‌সন্ একটা দড়ির সিঁড়িতে চড়িয়া ১৫০ ফুট উর্দ্ধে শূন্যে কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

নীচে দাঁড়াইয়া একশত মজুর অহী-নরে যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। মারিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে সাপটা ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে তাহার মাথার কাছে আসিল।

সিঁড়িটা বড়ই দুলিতেছিল, কাজেই হচিন্‌সনের তাগ্ ফস্‌কাইয়া গেল! সাপ তখন হচিন্‌সনকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হচিন্‌সন্ পুনরায় চেষ্টা করিয়া এইবার সাপের

হচিন্‌সনের এক হস্তে একটা ডিনামাইট ছিল। নীচে লোক ছিল বলিয়া হচিন্‌সন্ সেই ডিনামাইটটা ফেলিয়া দিতে পারিল না। সেই দোদুল্যমান্ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে, যত শীঘ্র পারিল, ডিনামাইটটা পকেটে পুরিল, এবং পকেটহইতে ছোট একটা ইস্পাতের তুরপুণ বাহির করিল। সেই তুরপুণ-দিয়া সে সাপটাকে মাথায় আঘাত করিল, তাহাতে সাপটার মাথা ঘুরিয়া গেল। তখন হচিন্‌সন্ তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকিল। শেষে সাপটা তাল-গোল পাকাইয়া মরিয়া নীচে পড়িয়া গেল। সাপটা ৫ ফুট ৭।।০ ইঞ্চি লম্বা ছিল।

বালক

৫ম বর্ষ।] জুলাই, ১৯১৬। [৭ম সংখ্যা।

সারকাসে সরকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৮

বানর-ধরা।

ছাতু উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মাথা এমনই বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল যে, সে যতক্ষণ না সুস্থ-বোধ করিল, ততক্ষণ বসিয়া থাকিতেই বাধ্য হইল। ইতোমধ্যে সারকাসের যে সমস্ত লোকে ভাঙা গাড়ীখানাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা গাড়ীখানাকেই দেখিতে থাকিল, ছাতুর প্রতি কোনরূপ মনোযোগার্পণ করিল না। কিয়ৎকাল পরে ছাতু শুনিল, ধাড়া আসিয়া লোকদের জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার ছোক্‌রা কোনপ্রকারে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না। ধাড়ার গলা শুনিয়াই ছাতুর গা জ্বলিয়া গেল।

লোকের ম্যালেরিয়া-জ্বর হইলে তাহার ধমকে যেমন গা কাঁপিতে থাকে, ছাতুর এখন তেমনই গা কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; আর তাহার বুক এমনই ঢুপ্ ঢুপ্ করিতে লাগিল যে, ছাতুর মনে হইল, বুঝি তাহার বুকের সেই ঢুপ্-ঢুপ্-শব্দ শুনিয়াই ধাড়া টের পাইবে, সে কোথায় আছে। যাহা হউক, যখন সে দেখিল যে, তাহার মনিব লোকটা তাহার কাছে আগাইয়া আসিতেছে না, তখন তাহার হঠাৎ মনে হইল যে, পলাইবার এই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সুযোগ। তাই সে কাদায় গড়াইয়া গড়াইয়া গিয়া একটা ঝোপের পিছনে উপস্থিত হইল; ঝোপের আড়ালে গিয়া সে তাহার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বানরেরা যে দিকে পলাইয়াছিল, ক্ষিপ্রপদে সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

এখন আর তাহার মাথা ঘুরিতেছিল না। ধাড়ার ভয়ে তাহার সকল অসুখ সারিয়া গিয়াছিল, সে আবার আপনাকে সবল ও সুস্থ-বোধ করিতেছিল।

কিয়দ্দূর সে বেশ জোরে ছুটিয়া গেল, তখন সে এতদূরে গিয়া পড়িল যে, সারকাসের লোকদের কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইতেছিল না। এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল, কতকগুলি বিচিত্রমূর্ত্তি জীবের শ্রেণী বৃক্ষাবলীর মধ্যহইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে আসিতেছে।

সেই অদ্ভুত জীবশ্রেণীর অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ছাতু এতই ভীত হইল যে, গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে লুকাইতে না লুকাইতে
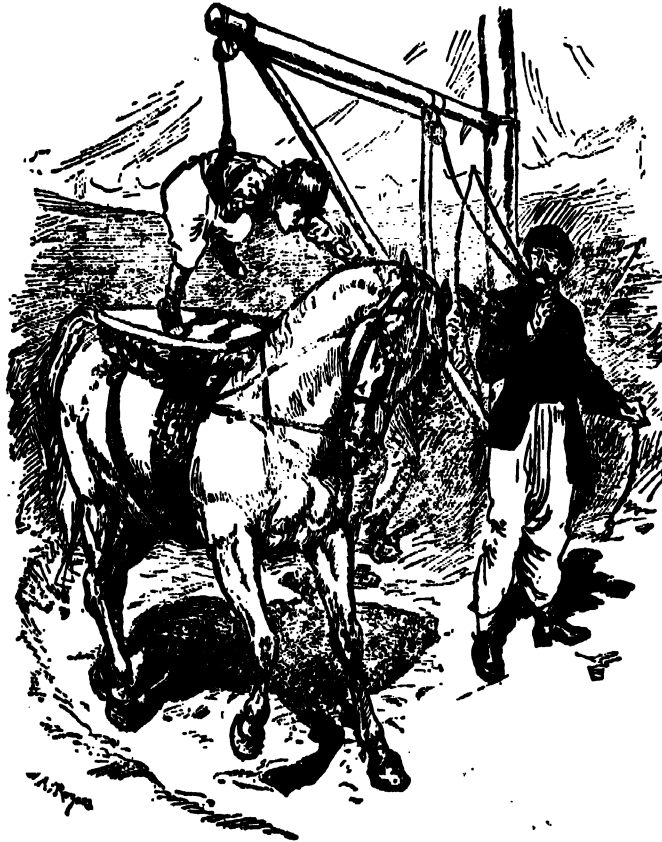
একপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ও তীব্র শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাহির হইয়া দেখিল, তাহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ বানর ঐপ্রকার চীৎকার করিতেছে। তখন সে বুঝিল, আগন্তুকেরা পলায়িত বানর-দল। বৃদ্ধ বানর সেই বানর-দলের নাগাল পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে; দেখিয়া বোধ হইল, বৃদ্ধ বানরের অপর বানরগুলিকে স্বায়ত্তে রাখিবার সম্পূর্ণ শক্তি আছে।

সে একটি বানরের হাত ধরিয়া আগে আগে আসিতেছে, আর অপর বানরগুলা একে অন্যের হাত ধরিয়া পরে পরে আসিতেছে। দৃশ্যটি এমনই হাস্যোদ্দীপক যে, ছাতু কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিল! পরে সে সেই শব্দায়মান বানরব্যূহের সমীপবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ বানরের হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি চ'লে গেলে দেখে, আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি মনে ক'রে-ছিলেম, তুমি আমাকে ফেলে পালিয়ে গেলে; কিন্তু, দে'খ্‌ছি, তুমি তোমার সঙ্গীদের ধ'রে আ'ন্‌তে গিয়েছিলে। আমি পালাচ্ছিলেম, কিন্তু আর পালা'ব না, চল, আমরা একসঙ্গে ফিরে যাই।"

এই বলিয়া ছাতু বৃদ্ধ বানরপ্রমুখ বানরব্যূহকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎবর্ত্তী বানর-দল ভয়ানক কোলাহল করিয়া যেন আপত্তি করিতে লাগিল, তাহাতে বৃদ্ধ বানর কিচ্‌মিচ্ করিয়া তাহাদিগকে যেন মাঝে মাঝে কি বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন সে কিছু বলে, তখন বানরদল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকে, পরে আবার কোলাহল করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ছাতু ও তাহার মর্কট-বাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই দৃশ্যের মত হাস্যোদ্দীপক আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু ছাতু গম্ভীর বদনেই অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরদলের ন্যায় সেও বৃদ্ধ বানরকে কত কি বলিতে বলিতে চলিল, তখনও তাহার মনে এই ধারণা অক্ষুণ্ণ ছিল যে, সে যাহা বলিতেছে, বৃদ্ধ বানর তাহা বুঝিতে পারিতেছে।

ছাতুর পয়ে আকার দিবার অব্যবহিত পরেই সারকাসের স্বত্বাধিকারী-মহাশয় ঘোড়ায় চড়িয়া দুর্ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন, গাড়ীখানাকে শীঘ্র শীঘ্র যোড়াতাড়া-দিয়া চালাইবার মত করিয়া লওয়া হইতেছে, তখন তিনি বানরদলকে অন্বেষণ করিয়া আনিবার আদেশ-প্রদান করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, গাড়ীখানা ভাঙিয়া যাওয়াতে তিনি যত না চিন্তিত, বানরদলের অন্তর্ধানে তিনি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সারকাসের লোকে যখন কে কোন্ দিকে গিয়া পলাতক বানরদিগকে ধরিবে, তাহা ঠিক করিয়া লইতেছে, তখন তাহারা কি একপ্রকার কোলাহল শুনিতে পাইল। তাই তাহারা মুহূর্ত্তেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কোথাহইতে সেই শব্দ আসিতেছে, তাহা শুনিবার চেষ্টা করিল।

ইত্যবসরে ছাতু ও তাহার বানর-ব্যূহ প্রত্যক্ষীভূত হইল। তাহা দেখিয়া সারকাসের সমস্ত লোকই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গাড়ীখানা এখন একরকম মেরামত হইয়া গিয়াছে, ছাতু হাসিল না, গম্ভীর বদনে বানর দলকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিতে ইঙ্গিত করিল।

বৃদ্ধ বানর কিছুতেই খাঁচার মধ্যে গেল না, সে ছাতুর পাশে দাঁড়াইয়া অন্য বানরগুলাকে কি কিচ্‌মিচ্ করিয়া বলিল, তাহাতে তাহারা সকলে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

ছাতু বৃদ্ধ বানরকেও খাঁচার মধ্যে ঢুকিতে আদেশ করিল, কিন্তু বুড়া বানর ছাতুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ভয়ানক কিচমিচ্ করিতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আদেশ-পালন করিল না। সার-কাসের একজন লোক তাহাকে জোর করিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকাইতে যাইতেছিল, এমন সময়ে স্বত্বাধিকারী-মহাশয় তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছোক্‌রাটি কে?"

"ধাড়ার নতুন ছোক্‌রা।"

তখন স্বত্বাধিকারী ছাতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই বাঁদরদের কি ক'রে ধ'র্‌লে?"

ছাতু। (বুড়া বানরকে দেখাইয়া) ইনি আমার বন্ধু। অন্য বানরদের পালা'তে দেখে আমার কাছে ধ'রে এনেছেন। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার বন্ধুকে আমার কাছে থা'ক্‌তে দেন, তা' হ'লে খুব খুশী হই। আমাদের দু'জনে ভারি ভাব।

"তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে যা' খুশী, তা'ই ক'রো। আমি মনে ক'রেছিলেম, আদ্ধেকগুলো বাঁদরকে আর খুঁজে পাওয়া যা'বে না, তুমি বাহাদুর ছোক্‌রা, সব ক'টাকেই ফিরিয়ে এনেছ। ঐ বুড়ো বাঁদরটা আজথেকে তোমারই হ'ল, তুমি যখন খুশী ওকে খাঁচায় রেখে দেবে, আবার বা'র ক'রে নিজের কাছে রা'খ্‌তে পা'বে।"

ইহা শুনিয়া ছাতু আহ্লাদে আটখানা হইল। সে বুড়া বানরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল, বুড়া বানরও তাহাকে শক্ত-ভাবে জড়াইয়া থাকিল। উভয়ের মধ্যে এই প্রণয় দেখিয়া ধাড়ারও কঠিন হৃদয় দ্রববৎ হইল।

আবার সারকাসের যান-বাহন চলিতে আরম্ভ করিল। ছাতু তাহার মর্কট-সঙ্গীকে লইয়া গাড়ীর ছাদে ঘুমাইতে গেল। তখনও অন্য বানরেরা কিচ্‌মিচ্ করিয়া তাহাদিগকে গালি দিতেছিল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ছাতু দেখে, তাহার বন্ধু তাহার জামার পকেট হাতড়াইতেছে! ইহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধমকাইতে লাগিল, কিন্তু বুড়া বানরের সে সময়ে দুষ্টামি করিবার প্রবৃত্তিটা বড়ই জাগিয়া উঠিয়াছিল। ছাতু তাহাকে যতই ধমকাইতে লাগিল, সে ততই দুষ্টামি করিতে লাগিল। অবশেষে ছাতু বড়ই বিরক্ত হইয়া তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে গেল। বানর কিছুতেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিবে না, ছাতু তাহাকে জোর করিয়া ঢুকাইয়া খাঁচার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন বুড়া বানর মুখ চূণ করিয়া খাঁচার এক কোণে বসিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া ছাতুর মনে একটু দুঃখ হইল। সে তাহাকে আদর করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাড়া তাহাকে চীৎকার করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে, যে সময়টা সে কষ্টিনাষ্টি করিয়া নষ্ট করিতেছে, তাহা তাহার নহে, ধাড়ার। সুতরাং ছাতুকে দৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল। আজ কিন্তু তাহার মনে বেশ স্ফূর্ত্তি ছিল। ধাড়া ও আড্ডি কোং তাহার প্রতি পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠুর ব্যবহারই করিতে লাগিল এবং তাহাকে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিল না যে, যতটা পরিমাণে কাজ তাহার করা উচিত, তাহার অর্দ্ধেক কার্য্য সে করিতেছে। পূর্ব্বদিনের ন্যায় গালি ও তিরস্কার তাহারা উভয়েই সবিক্রমে দিতে থাকিল; কিন্তু ছাতুর এ সকলে আজ কষ্ট কম বোধ হইতে লাগিল, কারণ বানরদলকে ধরিয়া আনার জন্য সে আজ সারকাসের দলের অন্য সমস্ত লোকেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

তত্ত্ব-তিলকা

বাষ্পে কোথাহইতে শক্তি আসে ?

স্কচ্-ভাষায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে—"Mony a mickle maks a muckle," অর্থাৎ রাই কুড়াইলে বেল হয়। বাষ্পে যে শক্তি দেখা যায়, তাহা রাই কুড়াইয়া বেল। বাষ্পের ঐ শক্তি এক মহাশক্তি, উহাদ্বারা সুপ্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যায়, সীমাহীন সমুদ্রগামী মহাপোতও উহারই দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাষ্পের ঐ মহাশক্তি শক্তি-কণিকার সমবায়-জাত।

বাষ্প কি ? বায়বাকারে জলছাড়া আর কিছুই নহে। জল চাপবশে ঐ বারি-মরুতে পরিণত হয়, ঐ মরুতের প্রসারণ-শক্তি থাকে। বারি-মরুতের ঐ প্রসারণী শক্তিই মহাশক্তি। পরে বারিমরুৎ শীতল ও ঘনীভূত হইয়া যায়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই, এবং সেই শীতল ও ঘনীভূত বারিমরুৎকেই আমরা বাষ্প কহিয়া থাকি। বারিমরুৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোয়াণুদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। ঐ অণুগুলি যেন কারামুক্ত হইবার জন্য অবিরত ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে, এ কারণ যাহারই দ্বারা উহারা বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাকেই উহারা ঠেলা মারিতেছে। একটী অণুমধ্যে যে শক্তিটুকু নিহিত আছে, তাহা অতীব অল্প, কারণ যতটুকু পদার্থে অণুটি গঠিত, ততটুকু পদার্থের ভার অতিশয় লঘু। যদি তোমার হাতে একটি হাতুড়ি থাকে, যাহা তুমি নগ্ন নেত্রে দেখিতে পাইতেছ না, তবে তদ্দ্বারা তুমি ক্ষুদ্রতম একটি প্রেকও ঠুঁকিতে পার না। কিন্তু বারিমরুতে ঐপ্রকার অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, তাই তাহাদের সমষ্টিসম্ভূতা মহাশক্তি

'কঠিন' ও 'কোমল' জলে পার্থক্য কি ?

'কঠিন' ও 'কোমল' জলে পার্থক্য এই যে, 'কঠিন' জলে কতকগুলি ক্ষার-পদার্থ আছে, 'কোমল' জলে তৎসমুদয় দৃষ্ট হয় না। ঐ ক্ষার-পদার্থগুলি প্রায় সর্ব্বদাই চূর্ণজ হইয়া থাকে, জল যখন ভূগর্ভে থাকে, তখনই উহাতে ভূগর্ভজ চূর্ণ মিশ্রিত হইয়া যায়। ধারানীরে চূর্ণ পাওয়া যায় না, এ কারণ ধারানীর 'কোমল'। কঠিন জল পানপক্ষে উৎকৃষ্ট, কিন্তু সাবান মাখিয়া ঐ জলে স্নান করা যায় না, কারণ ঐ জল সাবানের পরিষ্করণ-কার্য্যে বাধা দেয়।

'কঠিন' জলের সঙ্গে যখন সাবান মিশ্রিত হয়, তখন একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তাহার ফলে সাবান এমন একটি পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়, যাহা জলে গুলা যায় না; কিন্তু 'কোমল' জলে সাবান বেশ গুলা যায়, সেই সাবান তখন উৎকৃষ্ট ফেনায় পরিণত হয়, তদ্দ্বারা পরিষ্করণ-কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। অতএব জলে সাবান গুলিবার চেষ্টা করিলেই তাহা 'কঠিন' কি 'কোমল' জল, তাহা টের পাওয়া যায়।

৩

'কঠিন' জলকে কি 'কোমল' জলে পরিণত করা যায় ?

যদি এমন কোন স্থানে যাওয়া যায়, যেখানে 'কোমল' জল দুষ্প্রাপ্য, কেবল 'কঠিন' জলই পাওয়া যায়, তবে সেখানে 'কঠিন' জলকে 'কোমল' জলে পরিণত করিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করিবার কোন উপায় আছে কি? আছে। জলে ক্ষার থাকে বলিয়া জল 'কঠিন' হয়. ঐ ক্ষারকে রাসায়নিকেরা চূর্ণের দ্বিমাত্রিক

ক্ষার (Bicarbonate of lime) কহিয়া থাকেন। শোণিত-হইতে যে সর্জ্জিকার দ্বিমাত্রিক ক্ষার উৎপন্ন হয়, চূর্ণের দ্বিমাত্রিক ক্ষারের সহিত তাহার এক বিষয়ে ঠিক মিল আছে। জল এই ক্ষারও বহনক্ষম; কিন্তু জল চূর্ণক্ষার-বহন করিতে পারে না, কেননা সর্জ্জিকাক্ষারে যেমন, তাহাতে তেমনি মাত্র একটি মাত্রা অঙ্গারাম্ল থাকে।

অতএব বিস্ময়ের কথা এই যে, 'কঠিন' জলে চূর্ণ মিশাইয়া তাহাকে 'কোমল' জলে পরিণত করা যায়। চূর্ণ মিশাইলে এই: হয় যে, সম্প্রতি-মিশ্রিত চূর্ণ দ্বিমাত্রিক ক্ষারহইতে উহার অর্দ্ধেক অঙ্গারাম্ল-হরণ করে, তাহার ফলে দ্বিমাত্রিক ক্ষার দুইটি স্বতন্ত্র এক-মাত্রিক ক্ষারের পিণ্ডে পরিণত হয়। জল ঐ ক্ষার-ধারণ করিতে পারে না, ফলে ঐ পিণ্ডদ্বয় জল-তলে থিতাইয়া যায় এবং এইরূপে 'কঠিন' জল 'কোমল' হইয়া পড়ে। 'কঠিন' জলকে ফুটাই-লেও উহা কোমল হইয়া যায়। জল ফুটাইলে দ্বিমাত্রিক ক্ষারের একমাত্রা উহাহইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন অম্ল মাত্রাটি জলতলে থিতাইয়া যায়, তাই জল 'কোমল' হইয়া যায়। কোন কোন সময়ে আর একপ্রকার চূর্ণ-ক্ষারহেতু জল 'কঠিন' হইয়া থাকে, জল ফুটাইলেও ঐ ক্ষারে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। জলের ঐপ্রকার "কাঠিন্যকে" "স্থায়ী কাঠিন্য" বলে।

বিলাতে মহিলাগণের কুচকাওয়াজ-শিক্ষা।

৪

হীরক কি সত্য সত্যই মহার্ঘ বস্তু?

এমন এক সময় আসিবে, যখন লোকে "মহার্ঘ" এই শব্দটির ব্যবহার-সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধান হইবে। মনস্বী জন রাস্কিন বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজী valuable-শব্দটির এমন একটি শব্দহইতে উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অর্থ সবল ও সুস্থ হওয়া, একারণ আমাদের সেই সমস্ত জিনিসকেই মূল্যবান্ মনে করা উচিত, যে সমস্ত জিনিস আমাদিগকে সবল, সুস্থ ও সুখী করে, যে সমস্ত জিনিস আমাদের জীবনে প্রকৃত কাজে লাগে। অতএব, প্রকৃতপ্রস্তাবে, সুলভ লৌহ—তদপেক্ষাও সুলভ জল ও বায়ুই হীরকাপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক মূল্যবান্। কারণ হীরকের একটি-মাত্র কার্য্যকারিতা এই যে, তাহার দ্বারা কাচ কাটা যায়; নতুবা তাহা প্রোজ্জ্বল প্রতিভাবর্ষী একটি লোচনলোভন পদার্থছাড়া আর কিছুই নহে।

স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের অপেক্ষা বেশী কেন?

রৌপ্য স্বর্ণেরই ন্যায় সুদৃশ্য ধাতু। রৌপ্যের সহিত অন্য কিছু মিশাইলে উহা স্বর্ণের অপেক্ষা বিলম্বে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রৌপ্যের কয়েকপ্রকার বিকার ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্ষা-ন্তরে, স্বর্ণকে পিটিয়া খুব পাৎলা পাত প্রস্তুত করা যায়, স্বর্ণ রৌপ্যাপেক্ষা অধিকতর ঘাতসহ। তাহাছাড়া স্বর্ণ রৌপ্যাপেক্ষা বিরল-প্রাপ্য। এখন যদি কোথাও প্রচুর স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্য স্বর্ণের মূল্য কমিয়া যাইবে।

৬

স্বর্ণ কি বিষ?

স্বর্ণ মানব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষবৎ কার্য্য করে না। কিন্তু উহা মানবাত্মায় বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। স্বর্ণ অর্থপ্রসূ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।
নাস্তি ততো সুখলেশ সত্যম্॥"

অর্থ থাকিলে আমরা যাহা খুশী তাহা করিতে পারি, এই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই অর্থ-হেতু। স্বর্ণই ঐ অনর্থমূলক অর্থের প্রসূ। স্বর্ণই মানুষকে জুয়াচুরী, চুরী, হত্যা প্রভৃতি করায়, উহাই মানুষকে ভালকে ঘৃণা করিতে ও মন্দকে ভাল বাসিতে শিখায়। কবি হেমচন্দ্র মহাকবি শেকস্‌পিয়ারসম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি!" সেই কবিকুল-চূড়ামণি শেকস্‌পিয়ারের "রোমিও ও জুলিয়েট"-নামক বিয়োগান্তক মহানাটকে নায়ক রোমিও দয়িতা জুলিয়েটের বিরহে শোকার্ত্ত হওয়াতে আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তির নিকট-হইতে কিছু গরল-ক্রয়কালে তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"There is thy gold ; worse poison to men's souls,
Doing more murders in this loathsome world
Than these poor compounds that thou may'st not sell :
I sell thee poison, thou hast sold me none."

অস্যার্থ—

"এই লও মূল্য তব—স্বর্ণমুদ্রাচয়ে ;
দিতেছ যে বিষ তুমি মোরে বিনিময়ে,
সেই বিষহ'তে এই স্বর্ণের গরল
নরে নাশিবারে তীব্রতর হলাহল !
বেচেছ যে বিষ তুমি, তাহা না বেচিতে,
বাসনা হইলে, তুমি নাও তো পারিতে ?
সেই বিষহ'তে এই স্বর্ণমুদ্রাচয়
বধে কত বেশী নরে এই ঘৃণ্য চরাচরে !
তুমি যাহা বেচিয়াছ, তাহা বিষ নয় ;
আমি যাহা বেচিয়াছি, তাহা বিষময়।"

তোমাদের মধ্যে অনেকে হয় তো এই প্রশ্নোত্তর পড়িয়া মনে করিতেছ যে, লেখক "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাইয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল, তাহারা লেখকের এই প্রশ্নোত্তরের সারবত্তা-স্বীকার করিবে।

আগুন কি লা'গলেই হ'ল ?

[বালকের রচনা—সবিশেষ সংস্কৃত।]

ছিল এক গণ্ডগ্রামে
রামধন রাহা-নামে
এক অতি কৃপণের বাস।
ছিল তা'র বহু গোলা,—
সব ভরা ধান-ছোলা,
তা'তে যেন ছিল তা'র শ্বাস !
লোকমাত্রে 'সন্দ' করি'
গোলাগুলি বন্ধ করি'
সে হেতু সে রাখিত সতত।
চাবিগুলি হারাইলে,
পড়িত সে মুশ্‌কিলে,
হইত সে পাগলের মত।
একদা কি কার্য্যভরে
গেল 'রাহা' গ্রামান্তরে,
চাবিগুলি সঙ্গে ল'য়ে গেল।
ইতোমধ্যে হুতাশনে
গোলাগুলি অরক্ষণে
একেবারে ছাই হ'য়ে গেল !
দিতে রামে সমাচার
ধায় আত্মজনে তা'র,
শুনি' রাম চুপ করি' র'ল ;
পরে একটুক্ কাসি'
কহিল বড়ই হাসি',—
"আগুন কি লা'গ্‌লেই হল ?
এ কথা সম্ভব নয়,
চাবি মোর কাছে র'য়
আগুন কি ক'রে লাগে তবে ?
তোরা বড় অবুঝ
কেবলি করিস্ চুক্
তোসবার গতি কিবা হ'বে" ?
কর্ম্ম সারি' রামধন
গৃহে করি' আগমন
দেখে সত্য সব গোলা তা'র
হ'য়ে গেছে একেবারে
ভস্মে পরিণত, হা রে,
দেখিয়া সে কৈল হাহাকার।
ছিঁড়িয়া মাথার চুল
করিল সে নিরমূল,
হইল সে পাগলের প্রায়।
কৃপণতা মহারোগ,
বাঘের ঘরেতে ঘোঘ
পশি' তা'রে প্রাণে মেরে যায় !

শ্রীকালিদাস ঘোষাল

অহংকার।

অহংকার-শব্দটার ব্যুৎপত্তি কি জান? কেবলই অহং, অহং (আমি, আমি) বলাই—অহংকার। যদি তোমরা চাও যে, লোকে তোমাদের ভাল বাসুক, সম্মান করুক, তবে তোমরা নিজের কথাই দশকাহন করিয়া তুলিও না। আপনার দোষের কথা কহা ভাল, গুণের কথা একটিও বলিলে পাপ হয়। যে লোক কথোপকথনকালে অনবরত "আমি"-শব্দটার ব্যবহার করিতে থাকে,—সে কি কথাটা বুদ্ধিমানের মত বলিয়াছে, কি কাণ্ডটা চালাক লোকের মত করিয়াছে, তাহা লোকের কাছে সাড়ম্বর স্বার্থ বাক্য-বিন্যাসে বলিতে লজ্জিত হয় না, তাহাকে লোকে অহংকারী বলে। লোকেরা যখন কথা কহিতেছে, তখন তাহারা "আমি"-শব্দটার কতবার ব্যবহার করিতেছে, তাহা যদি তোমরা হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে মানব-স্বভাবে কতটা অহংকার আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে। এ বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা যে, লোকে আত্মগৌরব-কীর্ত্তন করিয়া এত আমোদ পায়। কিন্তু আমাদের পরামর্শ এই, যদি তোমরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, তবে তোমরা কথায় নহে, কাজেই সেই বুদ্ধির পরিচয় দাও। অন্যকে তোমাদের প্রশংসা করিবার অবকাশ দাও, তোমরা আপনারা আপনাদের প্রশংসা করিও না। যাহারা আপনারা আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সেই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি তোমরা আপনার ঢাক আপনারাই বাজাও, তবে ইহা নিশ্চিত জানিবে, অপরে তোমাদের ঢাক বাজাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহিবে না। কথোপকথন-কালে "আমি"-শব্দটার, যতদূর সম্ভব, বিরল ব্যবহার করিবে। মনে রাখিও, শূন্য কলসই সমধিক শব্দ করে এবং স্বল্পতোয়া স্রোতসীর কলনাদ বহুদূরহইতে শ্রুত হয়।

প্রত্যেক লোকের আত্মগুণানুবাদে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে পৃথিবীতে চতুর লোকের সংখ্যাই বেশী বলিয়া বোধ হয়। তাই আমরা প্রতি সভায়তনে দার্শনিক এবং বৈঠকে বৈঠকে রাজনীতিকদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকি। এই সভামাত্রেই প্রত্যক্ষীভূত দার্শনিক-প্রবরেরাই অভ্রান্ত, তাই ইঁহারা চার্ব্বাক, গৌতম, কণাদ, ডেকার্ট, ক্যান্ট, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্রীণ, ভল্‌টেয়ার, রুসো প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের দর্শনবিদ্যার অবজ্ঞাসহকারে সমালোচনা করিয়া থাকেন, আর আসর-সুলভ রাজনীতিকেরাই তো প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ, তাই ইঁহারা আসরে আসরে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, ডিস্রেলী, প্রিন্স বিসমার্ক প্রভৃতি রাজনীতিকদিগকে বক্তৃতামঞ্চ-হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন। ইঁহাদের কূট তর্ক শুনিয়া তোমাদের কি এইরূপ মনে হয় না যে, ইঁহারা আশুবাবুর আড্ডায় বা চণ্ডীচরণের চণ্ডীমণ্ডপে কেন? এইরূপে ইঁহারা ইঁহাদের প্রোজ্জ্বল প্রতিভা গলিঘুঁজিতে গলা টিপিয়া মারিয়া রাখিতেছেন কেন? কেন না ইঁহারা ইঁহাদের বাগ্মীতায় বিশ্ব বিপ্লাবিত করিতেছেন!

মানুষের ব্যাকরণে বলে, আমি উত্তমপুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, সে প্রথম পুরুষ; ঈশ্বরের ব্যাকরণে কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং উত্তম পুরুষ আর আমি তৃতীয় পুরুষ! আপনাকে সর্ব্বদা পিছনে রাখিবে এবং ঈশ্বরকেই সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে থাকিতে দিবে, তাহা হইলে জগতের প্রশংসা অপেক্ষা যাহা সহস্রগুণে মধুর, সেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি জীবনে উপভোগ করিতে পাইবে। অনেকে খ্যাতির প্রত্যাশায় সহমনুষ্যদের প্রতি বদান্য হয়, ফলে তাহারা যে পুরস্কার লাভ করে, তাহার মত কদর্য্য পুরস্কার আর কিছুই নাই। তাহারা লোকের নিকটহইতে মৌখিক কৃতজ্ঞতা-লাভ করে, উপকৃতের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহারা লাভ করিতে পারে না। আমাদের দক্ষিণ-হস্ত যাহা করে, তাহা আমাদের বাম-হস্তকে জানিতে দেওয়া উচিত নহে।

অতএব, তোমরা কখন অহংমত্ত হইও না। তোমরা তোমাদের নিজের গুণ নিজেরাই গাইও না। অন্যকে তোমাদের যশোগীতি-গান করিবার অবকাশ দিবে। যে ফুল তাহার সুমধুর সৌরভে মলয়-মারুতকেও মোদিত করে, তাহা অনেক সময়ে লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিতি করে এবং জগতে লোকে মহত্বের বিকাশ অনেক পর্ণকুটীরেও প্রত্যক্ষ করে। বিনয় ঈশ্বরের একটি পবিত্র-মধুর বিভূতি।

বুল্‌বুল্-রাণী

বহুদিন পূর্ব্বে এক পাহাড়ের উপর একটি কুঁড়ে-ঘরে এক বুড়া ও বুড়ী থাকিত। বুড়া ভালমানুষ ও দয়ালু, কিন্তু বুড়ী ঠিক তা'র বিপরীত; সে অত্যন্ত হিংসুক ও কলহপ্রিয়। তবে বুড়ার সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার সুখ হইত না, কারণ বুড়া কখন তাহার একটিও কথার প্রতিবাদ করিত না। কাজেই বকিয়া বকিয়া শেষে বুড়ী থামিয়া যাইত।

একদিন বুড়া ও বুড়ী বসিয়া আছে, এমন সময় বুড়া দেখিল, একটি বুল্‌বুল্‌ উড়িয়া যাইতেছে ও একটি বৃহদাকার চীল তাহাকে তাড়া করিতেছে; বেচারা বুল্‌বুল্‌ প্রাণভয়ে কাতরস্বরে ডাকিতেছে। বুড়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চীলটাকে তাড়াইয়া দিয়া বুল্‌বুল্‌কে রক্ষা করিল ও তাহাকে কোলে করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। খাবার ও আদর পাইয়া বুল্‌বুল্‌ আর উড়িয়া গেল না, বুড়ার নিকট রহিল। বুড়া তাহার জন্য একটি খাঁচা তৈয়ার করিয়াছিল। প্রত্যহ সকালে বুড়া খাঁচার দরজা খুলিলেই, সে বাহিরে আসিত এবং সারাদিন গান গাহিয়া বুড়ার সহিত খেলা করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইত, আবার সন্ধ্যা হইলে খাঁচার মধ্যে যাইত। এইরূপে বুড়ার সহিত

এই সকল জার্ম্মাণেরা যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে।

বুল্‌বুলের বড়ই ভাব হইল; দেখিয়া দেখিয়া বুড়ীর হিংসা হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার হিংসা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, পাখীটির অনিষ্ট করিবার জন্য সে সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে বুড়া একদিন বহুদূরে একটী গ্রামে গেল; বলিয়া গেল, ফিরিতে তাহার রাত্রি হইবে। বুড়ী ভাবিল, এমন সুযোগ সে কিছুতেই হারাইবে না। বুড়া পাখীকে আদর করিয়া খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পাখীটি ঘরে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় বুড়ী আসিয়া একটা লাঠী ছুড়িয়া মারিল: কিন্তু লাঠী তাহার গায়ে না লাগিয়া, একটা কলসীর গায়ে লাগিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে বুড়ীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল এবং সে লাঠী লইয়া পাখীটিকে তাড়া করিতে করিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বুল্‌বুল্‌ কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল। যেদিন প্রথম সে এই কুটীরে আসে, সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িল, কিন্তু আজ আর কে তাহাকে উদ্ধার করিবে? বুড়ী কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিতে সাহস করিল না, তাহার জিব্‌ টানিয়া ধরিয়া কাটিয়া দিল। যাতনায় অস্থির হইয়া বুল্‌বুল্‌ উড়িয়া বনে পলাইয়া গেল, তাহার আর সেই কুটীরে তিলার্দ্ধ থাকিতে সাহস হইল না।

সন্ধ্যার পর বুড়া ফিরিয়া আসিল ও খাঁচায় বুল্‌বুল্‌কে দেখিতে না পাইয়া বুড়ীকে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ী তখনও রাগে ফুলিতেছিল, সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তোমার আদরের বুল্‌বুলের জিব টানিয়া কাটিয়া দিয়াছি,—দেখ গে এতক্ষণে হয় তো সে মরিয়া কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে"। শুনিয়া বুড়ার মুখ শুখাইয়া গেল,—অন্তরে বড় ব্যথা পাইল; বুকের কাছে কি যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

হায় রে অসহায় বুল্‌বুল্‌, কতই না জানি কাঁদিয়াছিল! করুণনয়নে চারিদিকে কতই না জানি বুড়াকে খুঁজিয়াছিল! বুড়া কেন তাহাকে একলা ফেলিয়া গেল? তাহা না হইলে তো এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না! ভাবিতে ভাবিতে বুড়া অধীর হইয়া উঠিল, কোন কথা না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাখীর সন্ধানে বাহির হইল, বুড়ীর নিষেধ মানিল না।

সারারাত্রি বুড়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু বুল্‌বুল্‌

তাহার কাতর আহ্বানে আসিল না। বিষণ্ণচিত্তে সকালে বুড়া কুটীরে ফিরিল। বুড়ী তাহাকে দেখিয়াই আবার বকিতে আরম্ভ করিল, বুড়া কোন কথাই কহিল না। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় পাখীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এইরূপে বুড়া প্রত্যহ বাহির হইত। শেষে একদিন বিকালে একটা বাঁশ-বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বন ছাড়াইয়া একটা পরিষ্কার যায়গায় আসিল, ও দেখিল সম্মুখে দিব্য একখানি ছোট বাড়ী ছবির মত শোভা পাইতেছে। বুড়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, এমন সময়ে একটি পরমসুন্দরী কন্যা বাহিরে আসিয়া বুড়ার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার প্রিয়তম বন্ধু, ভিতরে এস। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার সেই বুল্‌বুল্। এখন আমি বুল্‌বুল্-রাণী। একটা রাক্ষসীর শাপে আমি বুল্‌বুল্-পাখী হইয়াছিলাম, জিব কাটিয়া দেওয়াতে আমি আবার পূর্ব্বদেহ ফিরিয়া পাইয়াছি"। বুড়া শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

বুল্‌বুল্-রাণী তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া অতি যত্নে খাওয়াইল; তাহার পর রাণীর সখীরা আসিয়া নাচগান করিল। বুড়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইলে পর বুড়ার চমক ভাঙ্গিল, বুড়ী যে তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইতেছে, তাহা ভাবিয়া বুড়া অস্থির হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বুল্‌বুল্-রাণীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। রাণী বলিল, "বন্ধু, যাইবে যদি, তাহা হইলে এই দু'টি সিন্ধুকের মধ্যে তোমার যেটি ইচ্ছা সেইটি লইয়া যাও, ও আমাকে স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আসিও"। বুড়া দেখিল, সিন্ধুকের একটি বড় ও একটি ছোট; বড়টি লইয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া বুড়া ছোটটি লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার সাধের বুল্‌বুল্ যে মরিয়া গিয়াও এরূপভাবে জীবন পাইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই; মনের আনন্দে সে গান গায়িতে গায়িতে চলিল। কুটীরদ্বারে বুড়ী দাঁড়াইয়াছিল, বুড়াকে দেখিবামাত্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু বুড়ার কাঁধে সিন্ধুক দেখিয়া থামিয়া গেল। কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি? কোথায় পাইলে? শীঘ্র আন, দেখি উহাতে কি আছে"। বুড়ী আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিল,—বিবিধ রত্নরাজির আভায় ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল, সিন্ধুকটী ধনরত্নে ভরা। বুড়ী প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে ভাল করিয়া দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। বুড়াও চমৎকৃত হইল।

তখন বুড়া সিন্ধুক কোথায় পাইল এবং কিরূপে পাইল, তাহা বলিবার জন্ম বুড়ী তাহাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। বুড়ার সে কথা বলিতে ইচ্ছা ছিল না, বুঝি সে ভাবিতেছিল, পাছে বুড়ী রাণীর আবার কোন অনিষ্ট করে। শেষে অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল। বুড়ী ভাল করিয়া বুল্‌বুল্-রাণীর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইল ও পরদিন তথায় যাইবার সঙ্কল্প করিল।

পরদিন বিকালে বুড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে বুল্‌বুল্-রাণীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বুল্‌বুল্-রাণী তখন বাটীর সম্মুখস্থ ফুল-বাগানে বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পুরাতন শত্রু বুড়ীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু এখন আর বুড়ী তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না জানিয়া তাহাকে হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর উত্তমরূপে আহারাদি হইল, নাচগান হইল, বুড়ী হাঁ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া বুড়ী বিদায় চাহিল ও তাড়াতাড়ি বলিল, "অবশ্যই তুমি আমাকে রিক্তহস্তে ফিরাইবে না, কিছু উপহার নিশ্চয়ই দিবে?" বুল্‌বুল্-রাণী বলিলেন, "এই সিন্ধুক-দুইটির মধ্যে যেটা ইচ্ছা লইয়া যাও।" বুড়ী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বড় সিন্ধুকটী লইয়া প্রস্থান করিল। ভারি সিন্ধুক-বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু রত্নের লোভে সে সেই কষ্টকে কষ্টই মনে করিল না। ক্রমে সে কুটীরে আসিয়া পৌঁছিল। অমূল্য রত্ন দেখিবার জন্ম বুড়ী এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বুড়ার আগমনের অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কোথায় রে রত্ন! প্রকাণ্ড দুইটা গোখুরা-সাপ তাহাদের লক্‌লকে জিব্ বাহির করিয়া বুড়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া দংশন করিল। বুড়ীর বিকট চীৎকারে বুড়া দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তখন আর বুড়ীকে উদ্ধার করিবার উপায় ছিল না। বুড়ী নীল হইয়া মরিয়া রহিয়াছে।

বুড়া তাহার পরহইতে একেলাই বিজন কুটীরে বাস করিতে লাগিল। বুড়ী মরিয়া যাওয়াতে প্রথম প্রথম তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল; ঝগড়াই করুক, আর যাই করুন, আহা, তবু তো তাহার বুড়ী বটে! কিছুকাল পরে বুড়ার দুঃখের তীব্রতা কমিয়া আসিল, তখন সে আবার পূর্ব্বের মত খাইত, শুইত ও ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত। তাহার পর বুড়ার কি হইল, সে কথা কেহই বলিতে পারে না, তবে বোধ হয় শেষে সকলের যাহা হইয়া থাকে, তাহারও তাহাই হইয়াছে!

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

হাস্যরস।

১

মাতা। নীলু, খুকী কাঁদ্‌ছে কেন রে? তুই বুঝি তা'কে মেরেছিস্‌?

নীলু। না মা, আমি মারি নি—ওর লজেনচুস্‌গুলো কি-রকম ক'রে খেতে হয়, তাই দেখাচ্ছিলুম, ও কিন্তু এমনি মুখ্যু, কিছুতেই দে'খ্‌ছে না, খালি কাঁদ্‌ছে!

২

বাবু। কি হে বেণী, তোমার প্রবন্ধ-লেখা আজ-কাল চ'ল্‌ছে কেমন? সম্পাদকের কাছথেকে কিছু পাও কি?

বেণী। হ্যাঁ, পাই বই কি, খুব পাই।

বাবু। তা' বেশ, কি পাও?

বেণী। যত গুলো প্রবন্ধ তাঁ'র কাছে পাঠাই, তা'র সবগুলোই ফেরৎ পাই!

৩

মাষ্টার-মহাশয়। হরি, কাল তুমি কেন স্কুলে আস নি, ঠিক ক'রে বল। কোন ভাল কারণ তো দেখাতে পা'র্‌ছ না।

হরি। আ—আজ্ঞে, মা—মাষ্টার ম'শায়, আমি ভা—ভাল কারণ দেখা'তে অ—অনেক চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিন্তু কিছুই ভে—ভেবে পাচ্ছি না।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

মজার অঙ্ক

তোমরা অনেকেই ম্যাজিক দেখিয়াছ এবং ঠকিয়াছ। আজ তোমাদের এমন একটি কৌশল দেখাইব, যাহাতে তোমরা জ্ঞানী ও বৃদ্ধ লোকদিগকে ঠকাইতে পারিবে।

তোমার বইএর মধ্যহইতে একটি পাতা খুলিয়া প্রথম নয় লাইনের মধ্যহইতে যে কোন শব্দ বাছিয়া লও, কিন্তু যেন এই শব্দ ঐ লাইনের নবম শব্দের মধ্যে হয়। এখন তুমি যে পাতা দেখিয়াছিলে, সেই পাতার সংখ্যাকে ১০ (দশ) দিয়া গুণ কর এবং গুণ-ফলের সহিত ২৫ (পঁচিশ) যোগ কর এবং সেই লাইনে যে শব্দ মনে করিয়াছিলে, সেই লাইনের সংখ্যাকে ইহাতে যোগ কর। তাহার পর এই যোগ-ফলকে ১০ (দশ) দিয়া গুণ কর, এবং যে গুণফল হইল, তাহার সহিত উক্ত লাইনের যে সংখ্যার শব্দটী আছে, তাহা যোগ কর। উপরিউক্ত যোগ ও গুণ করিয়া যাহা হইল, তাহাহইতে ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) বাদ দাও এবং যে সংখ্যাটি উত্তর হইল, তাহার শেষ-অক্ষরটী তুমি যে শব্দ মনে করিয়াছিলে তাহার সংখ্যা, তাহার ঠিক পূর্ব্বের অক্ষরটী লাইনের সংখ্যা, ও বাকী অক্ষরগুলি পাতার সংখ্যা।

একটি উদাহরণ দিয়া বলিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে।

মনে কর, তুমি যেন ১০২এর পাতার সপ্তম লাইনের তৃতীয় শব্দটী মনে করিয়াছ, তাহা হইলে

১০২ × ১০ = ১০২০

১০২০ + ২৫ + ৭ = ১০৫২

১০৫২ × ১০ = ১০৫২০

১০৫২০ + ৩ = ১০৫২৩

১০৫২৩ − ২৫০ = ১০২৭৩

এই সংখ্যার মধ্যে ১০২ পাতা, ৭ম লাইন, ৩য় শব্দ, ইহা-হইতে সহজেই কোন্ শব্দ মনে করিয়াছিলে, বলিতে পার।

শ্রীবনবিহারী বসু।

"গোবর, হল"?

[বালকের রচনা—সবিশেষ সংশোধিত।]

সে অনেক দিনের কথা, তখন বোধ হয় সত্যযুগ ছিল। সেই সত্যযুগে গোবর্দ্ধন-নামে একটি লোক এক গ্রামে বাস করিত। গোবর্দ্ধন গোবেচারা লোক ছিল। পাছে কাহারও সহিত বিবাদ-বিসংবাদ হয়, এই ভয়ে সে গ্রামটীর এক প্রান্তে একটি কুটীরে বাস করিত। তাহার স্ত্রীপুত্র তাহার মায়া কাটাইয়া ইহলোক-ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, যে সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে তাহার আপনার বলিতে পৃথিবীতে আর কেহই ছিল না। গোবৰ্দ্ধন ওরফে গোবরের কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল; সেই সম্পত্তির আয়ে সে কায়ক্লেশে দিনপাত করিত। জমিগুলি খুবই উর্ব্বরা ছিল, তবু সেই জমীগুলিতে ধান ভাল হইত না। গোবর গাড়ী গাড়ী সার ঢালিত, উত্তমরূপে লাঙ্গল দিত, তবুও সে কোন সুফল-লাভ করিত না। তাই বেচারা মহাফাঁপরে পড়িয়াছিল। সে কখন ভাবিত, তাহার প্রতি কোন কুগ্রহ অনুগ্রহ করিতেছে; কখন ভাবিত, সে নিশ্চয়ই কোন মহাপাপ

করিয়াছে, তাই সে এখন সেই পাপের সাজা পাইতেছে। শেষে সে স্থির করিল যে, দৈবজ্ঞের কাছে গিয়া তাহার এই বর্ত্তমান দুর্দ্দৈবের হেতু কি, তাহা তাঁহার নিকটহইতে জানিয়া লইবে।

*　　*　　*　　*

দিবা-নিদ্রার পর একদিন সে এক মোটা চাদর গায়ে দিয়া ও হাতে একটি তৈল-ধূমে পক্ব পূরা পাঁচহাত বংশযষ্টি লইয়া সেই গ্রামের দৈবজ্ঞ-মহাশয়ের নিকেতনে উপস্থিত হইল। হইয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে সে দৈবজ্ঞ-মহাশয়ের শ্রীচরণে আভূমি প্রণত হইল। দৈবজ্ঞ-প্রবর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবর, খবর কি? কেমন আছ? এস, দাবায় উঠে ব'স।" গোবর দাবায় উঠিয়া বসিলে দৈবজ্ঞ-মহাশয় তাহার হস্তে তামাক, চকমকি, সোলা, প্রভৃতি ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাল কথা মনে প'ড়েছে, আগে এক ছিলিম তামাক খেয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নাও, তা'র পর তোমার খবরটা শোনা যা'বে।" দৈবজ্ঞ-মহাশয়ের নিজের বড় তামাক-সেবনের ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তিনি গোবরকে এইপ্রকারের খাতির করিলেন। গোবর তামাক সাজিয়া দৈবজ্ঞ-মহাশয়ের খুব কাছে রাখিয়া দিল। দৈবজ্ঞ কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া লইয়া চোক বুজিয়া ভড়াক্ ভড়াক্ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে একবার হঠাৎ তামাক-খাওয়া বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, গোবর, তোমার খবর কি?" গোবর বলিল, "দাদা-ঠাকুর, খবর বড় খারাপ। বড় কষ্টে আছি, দাদা-ঠাকুর, দিনপাত করা দায় হ'য়েছে।"

দৈ। সে কি, গোবর, তোমার আবার কষ্ট কি? তুমি তো কা'রও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তোমাকে আবার কে কষ্ট দিচ্ছে?

গো। আমার জমীগুলো।

দৈ। সে কিরকম?

গো। হাদে, দেখ, দাদাঠাকুর, জমীগুলোতে আমি গাড়ী গাড়ী সার দি, আরও কত কি করি, কিন্তু সেগুলোতে ধান কিছুতেই ভাল হয় না, কেন বল দিকিন?

ফ্রান্সে আলজিরিয়ান সেনাদল।

দৈবজ্ঞ সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, আবার জিজ্ঞেস ক'র্‌ছ? যা'তে যেটি হ'বার, তা'তে যদি সেটি না হয়, তবে বু'ঝ্‌বে, গ্রহ-বৈগুণ্যের জন্যেই সেটি হ'চ্ছে। তোমার ও জমীগুলোতে পাপ ঢুকেছে। এ যুগে তো পাপ সইবে না, তাই তোমার সমস্ত মেহনৎ জল হ'য়ে যাচ্ছে।

গো। তা'লে উপায় কি করি, দাদা-ঠাকুর?

দৈ। উপায় তো প'ড়েই র'য়েছে। ঐ জমীগুলোথেকে খানিকটা জমী দেবসেবায় দান কর, তোমার সমস্ত পাপ খ'ণ্ডে যা'বে।

দেবসেবা কি না দৈবজ্ঞ-মহাশয়েরই সেবা, ইহা বুঝিতে পারিয়া

গোবর মনে মনে বিরক্ত হইয়া অভিশাপের ভয়ে মনে মনেই দৈবজ্ঞকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া, "আচ্ছা, ভেবে দে'খ্‌ব"—এই বলিয়া আবার দৈবজ্ঞ-চরণে আভূমি প্রণত হইয়া বিদায় লইল।

* * * *

একদিন গোবর এক কান্তার-প্রান্তে বসিয়া গালে হাত দিয়া নিজ দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক বিভীষণমূর্ত্তি, অতিকায় লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া গোবরের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল, তাহার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিকট ও বিশালকায় পুরুষ তাহাকে বলিল, "গোবর, ভয় কি? আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু। তোমার জমীগুলোতে ধান হয় না ব'লে তুমি বড় মনের দুঃখে আছ। দেখ, আমি যম, আমি তোমাকে, ইচ্ছে ক'র্‌লেই বড়-লোক ক'রে দিতে পারি; কিন্তু, তুমি জান তো, এই দুনিয়াতে মিনিমাঙ্‌না কিছু পাওয়া যায় না; আমার কাজ লোককে আমার পুরীতে পোরা; তুমি যদি আমার পীঠ চু'ল্‌কে দাও, তা'লে আমিও তোমার পীঠ চু'ল্‌কে দিতে পারি; কথাটা এই, তোমার এখনও বিশবছর আয়ু আছে, কিন্তু এত লোকের ওপরে আমার নজর রা'খ্‌তে হ'চ্ছে যে, আমি আর পেরে উ'ঠ্‌ছি নে; তাই তোমাকে যদি শিগ্‌গির শিগ্‌গির সাবাড় করা যায়, তা'লে আমার একটু কাজ 'কমে। দেখ, আমি তোমাকে খুব বড় লোক ক'রে দিতে পারি, যদি তুমি বছরতিনেকের মধ্যেই আমার পুরীতে কয়েদ থা'ক্‌তে রাজি হও।"

গোবর আর আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সে সেই সর্ত্তেই বড়লোক হইতে চাহিল।

* * * *

তিন বৎসর গোবরের জমীতে এত ধান হইল যে, সে সত্যই বড়লোক হইয়া গেল। কিন্তু দিন যায়, রয় না। তিনবছর যে দিন পূরা হইল, সেই দিন যম আসিয়া গোবরকে ধরিল, "চল, গোবর, আমার পুরীতে তোমায় নিয়ে পুরি।"

গো। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' তো যেতেই হ'বে। একটু দেরী করুন, আমি তামাকটে বড্ডই ভালবাসি, বাড়ীতে খানিকটে তামাক রয়েছে, সেটুকুর মায়া আমি কিছুতেই ছা'ড়্‌তে পা'র্‌ছি না, সেটুকু ফু'কে আপনার সঙ্গে চ'লে যা'ব।"

আসল কথা কিন্তু এই। গোবর হিসাব করিয়া টের পাইয়া-ছিল যে, অমুক দিন যম তাহাকে লইতে আসিবে, তাই সে আগে-হইতে এত তামাক বাড়ীতে জমা করিয়া রাখিয়াছিল যে, আরও সতের বৎসর ধরিয়া খাইলেও, তাহা ফুরাইবে না। সেই তামাক গোবর টানিতে লাগিল, যম সেই তামাকের উগ্র গন্ধ সহিতে না পারিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে গোবরকে "গোবর, হল"? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল; কিন্তু গোবরের তামাক খাওয়া-শেষহইতে আরও অনেক দিন বাকী। মনে রাখিবেন, গোবর সত্যযুগের লোক, তাহার ৩৬৫ দিনে বৎসর হয় না, আবার তাহার দিন ২৪ ঘণ্টায় হয় না, তাহার ঘণ্টা ষাইট মিনিটে হয় না, এবং তাহার মিনিট ষাইট সেকেণ্ডে হয় না, কততে কি হয়, তাহা আমি জানি না, কারণ আমি এই কলি-যুগের লোক। আপনারা যদি গোবরের দেশে জান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, গোবর এখনও চোক বুজিয়া ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া গুড়ুক টানিতেছে, আর যম নাকে কাপড় দিয়া তাহার দরোজায় মাঝে মাঝে মুণ্ড ঢুকাইয়া হাঁকিতেছে—"গোবর, হ'ল?"

শ্রীসরজিত সিংহ-রায়।

মে-মাসের ধাঁধার উত্তর ও নূতন ধাঁধা

মে-মাসের "বালকে" "পাঁচমিশালি"র মধ্যে যে ধাঁধা-দুইটি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রথমটির উত্তর—চাপ্, এবং দ্বিতীয়টির উত্তর—নদী। "বালকের" নিম্নলিখিত পাঠকগণ ঐ ধাঁধা-দুইটির ঠিক উত্তর দিতে পারিয়াছে—

(১) শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র দে, তৃতীয় শ্রেণী, হাওড়া জিলা-স্কুল।
(২) ,, হরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সড়কপাড়া, রাণাঘাট পোঃ আঃ।
(৩) ,, গোপীচরণ গুপ্ত, কোটচাঁদপুর।
(৪) ,, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।
(৫) ,, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজসাহী।
(৬) শ্রীমান্ কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, আগরতলা।
(৭) ,, প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, হ্যারিসন রোড।
(৮) ,, দেবীকুমার গোস্বামী, বরিশাল।
(৯) ,, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কল স্কুল।

নূতন ধাঁধা।

১

কাণে ধ'রে না চালা'লে সোজা কভু যায় না,
এমন বেহায়া বড় দেখিতে জুয়ায় না:
হাত-পা নাইকো তা'র বুকদিয়ে চলে গো,
বল দেখি ভেবে-চিন্তে সেটাকে কি বলে গো?

শ্রীদেবীকুমার গোস্বামী

অজরূপে কভু মম স্থরপুরে বাস,
রবিরূপে কভু নভোমণ্ডলে প্রকাশ,
কভু বা জঠররূপে রহি' জীবদেহে,
কখন কুঞ্জররূপে থাকি ধনি-গেহে,
নেত্রবর্ণে নাম মম, বু'ঝে দেখ, ভাই!
উল্টালে, তোমারে আমি হাসা'ব সদাই।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম অর্দ্ধেক কিন্তু মণিহারে র'বে,
তা'রে তুমি যত্ন ক'রে খুঁটে' তুলে' ল'বে!
তিনাক্ষরে নাম মোর খ্যাত রাঢ়ে, বঙ্গে,
তবু কেন ত্রাস, ভাই, ভাবনা-তরঙ্গে?
সে মোরে করিবে আধা, যে জানে গো সন্ধি,
ত্বরিৎ তাহারি হাতে হই আমি বন্দী!

৪

দারুণ দুর্ভাগ্য মোর, কি কহিব, হায়,
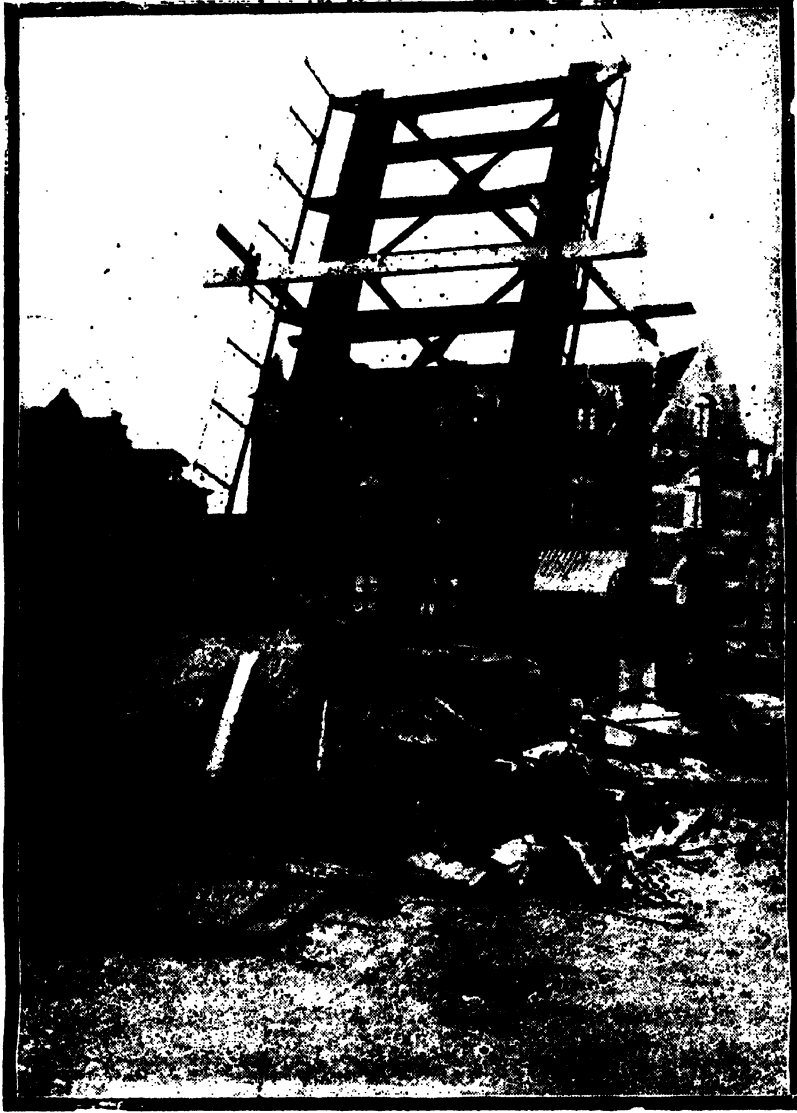
য়ুরোপীয় সমর—এ্যান্টওয়ার্পে জার্ম্মাণদিগের অগ্রগমন।

৩

তোমারি শ্রীকরে, ভাই, র'য়েছি সদাই।
কর যদি দুই খণ্ড, বড় মজা হ'বে!
শেষ-আধখানা হ'বে আপদ্-বালাই,
কেননা সে তব সব বই কেটেকুটে,
একেবারে বিশ্রী ক'রে দেবে কুটকুটে

আমার সোজাটি কেহ কাঁচা নাহি খায়,
আমার উল্টাটি কেহ করিতে না চায়!
তবু শীতকালে মোরে কিনে আনে কর্ত্তা,
গিন্নি মোরে তাতে দিয়ে করে তোফা ভর্ত্তা,
কভু বা দাল্না রাঁধে, কভু করে ভাজা,
বাড়ীশুদ্ধ লোক তাই খেয়ে হয় তাজা!

আমার উল্টাটি ক'র্ত্তে সবাই নারাজ,
তবু তা'র হা'তহতে কে নিষ্কৃতি পায় ?
হয় তো তুমিই মোরে করিয়াছ আজ !

দুই বর্ণে নাম মোর মহীময় রটে ;
ক'র না উল্টাটি মোর, কে আমি গো বটে ?

মে-মাসের গল্পপ্রতিযোগিতার ফল

যখন "বালকে" প্রতিযোগিতার জন্য কোনও কিছু প্রকাশ করা হয়, তখন আমরা মুস্কিলে পড়ি। যাহারা প্রতিযোগিতার উত্তর দেয়, তাহারা অনেক কষ্ট-স্বীকার করিয়া তাহাদিগের রচনাটিকে, যথাসাধ্য, ভাল করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল একজনমাত্র পুরস্কার পায়! যদি প্রত্যেক প্রতিযোগীকে আমরা একটা করিয়া পুরস্কার দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সন্তুষ্ট হইতাম।

যাহা হউক, এইবার অনেক বিবেচনার পর পুরস্কারটা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটা কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ একটা অত্যন্ত লজ্জার কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। বহু দূরে দূরে স্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানহইতে সাতজন প্রতিযোগী একই গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছে। তাহাদের গল্পগুলি একটির সহিত অন্যটি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। কোন্ পুস্তকহইতে তাহারা গল্পটা টুকিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। প্রতিযোগিতায় যদি এরূপ কুফল ফলে, তবে "বালকের" রচনা-প্রতিযোগিতা তুলিয়া দেওয়াই ভাল হইবে। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য এই যে, বালকেরা যেন নিজ নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করে। অন্যের গল্প অক্ষরে অক্ষরে নকল করিয়া তন্নিম্নে আপন নাম-স্বাক্ষর করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। আশা করি, "বালকের" প্রতিযোগিতায় এরূপ আর কখনও হইবে না।

এই সাতজন-ব্যতীত আর সকলের গল্পই প্রশংসনীয় হইয়াছে। বিশেষতঃ দুই-একজন অল্পবয়স্ক বালক অতি সুন্দর গল্প-রচনা করিয়াছে। তাহারা যখন আরও বড় হইবে, তখন পুরস্কার পাইবার যোগ্য হইবে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। প্রতিযোগিগণের উপকার মানসে প্রেরিত গল্পগুলির সম্বন্ধে কয়েকটি কথার আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক প্রতিযোগীর নিকটে পত্র লিখিবার সময় বা সুবিধা না থাকায় আমাদিগকে এইরূপে সকলের নিকটে তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিতে হইতেছে।

একজন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী মনোযোগের সহিত না পড়িয়া তাহার রচনাটি কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে। সে গল্প বাতিল করা হইয়াছে। আর একজন গল্পের আরম্ভে লিখিয়াছে "এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে........." অথচ গল্পের মধ্যে বন্দুকের কথা বলিয়াছে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে, বন্দুক ছিল না, তাহা তাহার খেয়াল হয় নাই। অপর একজন লিখিয়াছে যে, স্পেন-দেশহইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাইবিরিয়া-দেশপর্য্যন্ত একজন শিকারী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। স্পেনহইতে সাইবিরিয়াপর্য্যন্ত যে কত দিনের রাস্তা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। কেহ কেহ এত খুনাখুনী, এত পকেটে পিস্তল, এত রক্তারক্তি, এত দস্যু-ডাকাইত ইত্যাদির কথা লিখিয়াছে যে, বোধ হয় তাহারা ডিটেক্‌টিভ নভেল-ছাড়া আর কোন পুস্তক পড়ে না। একজন প্রতিযোগী দেশের এত বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছে যে, আসল গল্পটা বর্ণনার আতিশয্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ অন্য বিষয়ে গল্প-রচনা করিয়া শেষে চিত্রের কথাটা টানিয়া-বুনিয়া জুড়িয়া দিয়াছে এবং সেসম্বন্ধে দুই-একটা কথা লিখিয়া গল্পটা সহসা সমাপ্ত করিয়াছে।

আমরা কাহাকেও উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে এই সকল বিষয় লিখি নাই। আমাদের ইচ্ছা এই যে, প্রতিযোগীরা যেন নিজ নিজ ভুল বুঝিতে পারে এবং সেইরূপ ভুল পুনরায় না করে।

যাহারা পুরস্কার পায় নাই, তাহারা যেন এই কথা না ভাবে যে, তাহাদের চেষ্টার কোনও ফল হয় নাই। এতদ্দ্বারা তাহাদের চরিত্র বিশেষরূপে ফলবান্ হইয়াছে। যদি তাহারা এইপ্রকার চেষ্টা-পরিত্যাগ না করে, তবে ভবিষ্যতে তাহারা নিশ্চয় আরও ফলে ফলবন্ত হইবে। তাহারা যদি রবি-বাবুর "জীবন-স্মৃতি" পড়ে, তবে দেখিতে পাইবে যে, তিনি যখন প্রথমে তাঁহার কবিতা একটা প্রসিদ্ধ খবরের কাগজের সম্পাদককে শুনাইয়াছিলেন, তখন সেই ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি রবি-বাবু কবিতা-রচনা-পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা আশা করি যে, "বালকের" পাঠকগণ এইরূপ গল্প লিখিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে। তাহা হইলে পুনর্ব্বার যখন প্রতিযোগিতা হইবে, তখন তাহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

আমাদের বিবেচনায় "আত্মদান"-শীর্ষক গল্পটি এইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহার রচকই এইবার পুরস্কার পাইবে।

আর একটী যে গল্প এইবার এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল, তাহা যে ঠিক দ্বিতীয়-স্থানাধিকার করিতে পারিয়াছে, তাহা আমরা মনে করি না, তবে গল্পটির গল্পাংশে লেখিকা তাহার রচনা-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে, একারণ গল্পটির ভাষা-সংশোধন করিয়া আমরা প্রকাশিত করিলাম। এই লেখিকাকে আমাদের পরামর্শ এই, আবার তুমি যদি কখন প্রতিযোগিতার জন্য কোন রচনা পাঠাও, তাহা হইলে তোমার ভাষার সবিশেষ প্রসাধন-সাধন ও পারিপাট্যবিধানের চেষ্টা করিবে। তোমার গল্পের ভাষা যদি ভাল হইত, তাহা হইলে তোমার গল্পটিই হয় তো প্রথম স্থানাধিকার করিত। ইতি—

"বালক-সম্পাদক।

আত্মদান।

তুষার-ধবল, অভ্রভেদী শৈলশৃঙ্গবেষ্টিত, শ্বাপদসঙ্কুল সাইবিরিয়া এশিয়া-মহাদেশের উত্তরভাগে অবস্থিত। রুশ-রাজ্যান্তর্গত সাইবিরিয়া শীতের একপ্রকার চিরস্থায়ী আবাসভূমি। প্রচণ্ড শীতের তীব্র আস্ফালনে সাইবিরিয়া জর্জ্জরিত, অধিবাসিগণ ক্ষুণ্ণ, মনোরম তৃণক্ষেত্রসকল শ্রীভ্রষ্ট ও প্রধান প্রধান স্রোতস্বতীর পুষ্টিসাধক তুষার-পাতে ও ঝঞ্ঝাবাতস্পর্শে সাইবিরিয়া একপ্রকার বাসের অযোগ্য স্থান বলিয়া সভ্যসমাজে গণ্য হয়। এইপ্রকার অসুবিধাময়, শ্বাপদসঙ্কুল, কদর্য্য স্থানে রুশীয় ভদ্রগণ খুব কমই বাস করিয়া থাকেন। এস্থলে ধনিগণ রমণীয় বাগানবাটী নির্ম্মাণ করেন। বসন্তাগমে, এপ্রিল-মাসে সাইবিরিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় হইয়া উঠে। এই সময়ে তাঁহারা বসন্তকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া এই স্থানে বেড়াইতে আসেন। সব জাতিই এইরূপে জীবনটাকে হাসিয়া-খেলিয়া কাটাইতে চাহে। কদর্য্য স্থান বলিয়া ইঁহারা মাতৃভূমির পবিত্র সম্মান কলঙ্কিত করেন না। এই শীতকালে সাইবিরিয়ার দক্ষিণস্থ ইরখুটস্কহইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে কোনও লোক একটি নিভৃতকক্ষে বসিয়া একখানি পত্র-পাঠ করিতেছিল। লোকটির মুখমণ্ডলে তাহার ভবিষ্য উন্নতির আশা স্পষ্ট দীপ্তি পাইতেছিল। লোকটি কাউণ্ট কুয়োভার্টিসের ক্রীতদাস; নাম জোষেফ। কাউণ্ট লিখিয়াছেন, গত এপ্রিল-মাসে তিনি বাটী যাইতে না পারায় আগামী ডিসেম্বর-মাসে বাগান-বাটীতে বেড়াইতে যাইবেন। ইরখুটস্কহইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লীতে কাউণ্টের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বদেশ-প্রেমিকতার চিহ্নস্বরূপ এক বৃহৎ অট্টালিকা-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কাউণ্টের পিতা, পিতামহ-প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে ঐ ঐশ্বর্য্য-ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তত্ত্বাবধানের অভাবে অট্টালিকাখানি শীতে তুষার-পীড়িত হইয়া কোনপ্রকারে দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বনস্পতিনিচয় স্ব স্ব মস্তক উন্নত করিয়া গগন-স্পর্শের স্পর্দ্ধা করিতেছিল।

অট্টালিকার পুরোভাগের কয়েকটী কক্ষ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টগুলি খালি পড়িয়া থাকে। জোষেফ অট্টালিকার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিল। অল্পশিক্ষিত জোষেফ স্বীয় দেখিতে দেখিতে নবেম্বর-মাস কাটিয়া গেল। শীত পড়িল; ক্রমে ডিসেম্বর-মাস আসিল। বাগানবাড়ী চুণকাম করা এবং ফুল-গাছগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া হইল; বাগান-বাড়ী প্রচণ্ড শীতেও অপূর্ব্ব শোভা-ধারণ করিল। ১২ই তারিখে টেলিগ্রাম আসিল, কাউণ্টের স্ত্রী পীড়িতা, সেইজন্য কাউণ্ট ১৫ই তারিখে রাত্রির গাড়ীতে আসিবেন। কাউণ্ট-পত্নীর অসুখ-শ্রবণে জোষেফ একটু বিচলিত হইল। এক আসন্ন বিপদের আশঙ্কা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার সুস্থ মনকে অসুস্থ করিয়া তুলিতেছিল।

১৫ই তারিখের অপরাহ্নে স্লেজ ঠিক করা হইল ও দুইটী দ্রুতগামী অশ্ব যোজে যোজিত হইল। ৩।।০টার সময় জোষেফ ষ্টেশনে রওয়ানা হইল; সঙ্গে দুই ব্যাগ টোটা, বারুদ ও দুইটী বন্দুক লইতে সে ভুলিল না।

কারণ শীতকালে সাইবিরিয়ায় রক্তপিপাসু নেকড়েবাঘের বড়ই উপদ্রব হয়। ইহারা অতিশয় হিংস্র। একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে ইহারা বড় উত্তেজিত হয়, এমন কি প্রাণ-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ শত্রুর নিকটহইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ১০।১১টী নেকড়েবাঘ দল বাঁধিয়া এককালে শত্রুকে আক্রমণ করে। ষ্টেশনে যাইবার সময় পথে জোষেফের কোনপ্রকার বিঘ্ন ঘটে নাই। নিরাপদে ৬টার সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ৭-২০ মিনিটে কাউণ্টের ট্রেণ আসিল। অধিক রাত্রি হইলে পাছে নেকড়েবাঘ আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ স্লেজে আরোহণ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

শুক্লপক্ষের রাত্রি; অতিশয় শুভ্রা, স্নিগ্ধা ও মনোহারিণী। অদূরে বৃহৎ ওক ও রবার-গাছ জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। থাকিয়া, থাকিয়া বন্য পক্ষিগণ কূজন করিতেছিল। বরফাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের উপর দিয়া আলেয়ার আলো গড়াইয়া যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে লতা-বেষ্টিত বনস্পতিগণ সসজ্জ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া পথিকের প্রাণে ভয়সঞ্চার করিতেছিল। স্থানে স্থানে শ্বেতাভ তুষাররাশি উপত্যকাহইতে উত্থিত হইয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে অভ্রলিহ পর্ব্বতমালাকে শুভ্র তুলারাশিদ্বারা সমা-

দূরে কিসের চীৎকার শুনা গেল। ঐ যে নেক্‌ড়ে-বাঘ ডাকিতেছে। জোরে চালাও! আর রক্ষা নাই! ঐ না নেক্‌ড়ে-বাঘগুলা লোল রসনা-বিস্তারপূর্ব্বক ছুটিয়া আসিতেছে? কশাঘাত-প্রাপ্ত হইয়া অশ্ব-দুইটী বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল। কাউণ্ট ঠিক করিয়া রাশ ধরিলেন। এককালে ১৫।১৬টী বাঘ ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুইটী বাঘ, চাকায় আটকাইয়া যাওয়াতে, তৎক্ষণাৎ মারা পড়িল। গুলীর উপর গুলী-বৃষ্টি হওয়াতে নেক্‌ড়ে-বাঘগুলা প্রথমতঃ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু তবুও রক্ষা নাই। আবার যে কতকগুলা নূতন বাঘ আসিল, জোবেক তাহাদের আক্রমণ সামলাইতে না পারায় শ্লেজের উপর পড়িয়া গেল। হঠাৎ একটা বাঘ তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া দিল। রক্তাক্ত-কলেবরে জোবেক দণ্ডায়মান হইয়া কম্পিতহস্তে বন্দুক ছুঁড়িল, আর দুই মাইল আছে। ঘোড়া-দুইটীও রক্তাক্ত-কলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। না, আর পারা যায় না। জোবেক দেখিল,: আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলে কাউণ্টের প্রাণ বিপদাপন্ন হইতে পারে।

"প্রভু শেষ-দেখা! বিদায়"। এই বলিয়া উন্নতমনা জোবেক নেক্‌ড়ে-বাঘের মধ্যে লম্ফ-প্রদান করিল। ধন্য জোবেক, তুমি ধন্য! প্রভুর প্রাণরক্ষার্থ নিজ প্রাণ-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইলে না। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! জ্ঞান ও শিক্ষার কি অপূর্ব্ব উন্নতি!

নেক্‌ড়ে-বাঘগুলা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ন্যায় জোবেককে আক্রমণ করিল। জোবেক প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। শেষে ক্লান্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল। জোবেকের প্রাণ-বায়ু কোন এক অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল। প্রভুভক্তি-পরায়ণ, স্বদেশ হিতৈষী, বিংশতিবর্ষীয় যুবক অম্লানবদনে আত্মত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ভূলোকে তাহার অনন্ত গৌরবময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় হইয়া রহিল। এদিকে জোবেককে যখন নেক্‌ড়ে-বাঘগুলা আক্রমণ করিল, সেই সময় কাউণ্ট সুবিধা বুঝিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া গন্তব্যস্থানে পহুঁছিলেন।

ক্রমে সেই ভীষণ রজনী-প্রভাত হইল। উষাদেবী গোলাপী বসন-পরিধান করিয়া পূর্ব্বদ্বার-উদ্‌ঘাটন করিলেন। বিহঙ্গমগণ তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত মাঙ্গলিক-গান করিতে লাগিল। প্রভাতসমীর কুসুম-সুবাসোপহার লইয়া দ্বারে দ্বারে তাঁহার শুভাগমন-বার্ত্তা-প্রচার করিল। তুষারভূষণা উষার কোমলকর-স্পর্শে নির্জ্জীব জগৎ সজীব হইল। জোবেকের রক্তধারা বরফাচ্ছন্ন পথ রঞ্জিত হইল। থাকিবার মধ্যে তাহার হাড়-ক'খানা পড়িয়া রহিল।

"তোমারি নিকটতর, হে জীবনস্বামি"!

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর।

সিম্‌সন।

সিম্‌সন এক গরীব চাষার ছেলে। সে বছর যখন দেশের জন্য আত্মবলি দিতে সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিল, তখন তাহারও মনটা যে, সেই উদ্দেশে নাচিয়া উঠে নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যখন তাহার বাবা উইলিয়াম আসিয়া বলিলেন, "এখন যে তোমার ঘাড়ে পাঁচজনের ভার প'ড়্‌ল, ভাল ক'রে চাষ কর, সবাই যুদ্ধে গেছে, তা'দের খাবার যোগা'তে হ'বে," তখন সিম্‌সনের মনে হইল, যেন স্বর্গহইতে ঈশ্বর মধুর কণ্ঠে তাহাকে খাদ্য উৎপন্ন করিয়া দেশের নিমিত্ত কাজ করিতে আদেশ দিলেন। সে অমনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িল, তাহার হাত-পাগুলা আর যেন কিছুতেই স্থির থাকিতে চাহিল না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চাষই করিতে লাগিল, রাতেও তাহার বিশ্রাম নাই। এমনই করিয়া সে বছরখানিকের মধ্যেই ঢের ফসল তৈয়ারী করিল। ফসলের প্রত্যেক দানাটিই তাহার প্রাণপণ যত্নের পরিচয় দিতে থাকিল।

এতদিন বেশ চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সিম্‌সনের সজাগ কর্ণে সৈনিকদিগের খাদ্যাভাবের কথা উঠিল! অমনি সিম্‌সন তাহার সারা বৎসরের হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলগুলি লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। এখন খাদ্য ত মিলিল; কিন্তু সেই ভীষণ অগ্নি-বর্ষণের মধ্যে কে তাহা সেই বীরদিগকে দিয়া আসিবে? প্রফুল্লমুখে নির্ভীক সিম্‌সন বলিল, "আমি যাইব।"

সেই দিন মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপের মধ্য দিয়া যখন সিম্‌সন সকলের নিকটে বিদায় লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন তাহার বৃদ্ধ পিতা-মাতার নীরব আশীর্ব্বাদ তাহার অক্ষয় কবচ হইল, পত্নীর উৎসাহবাক্য তাহার সেই বিদায়কালীন বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানিকে মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। আপাদমস্তক সৈনিক-বেশে সুসজ্জিত সিম্‌সন খাদ্যপূর্ণ যান লইয়া হাসিতে হাসিতে বীরদিগকে দিতে চলিল।

সিম্‌সনের পত্নী "রোজ" স্বামীকে হাসিতে হাসিতে বিদায় দিয়াছিল, সত্য; কিন্তু সিম্‌সন চলিয়া যাইবার পরে ধীরে ধীরে যখন দুইটী দিন কাটিয়া গেল, তখন স্থির হইয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল; সে এক অদ্ভুত কাজ করিল, চাষা সাজিল, তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া পতির সন্ধানে যুদ্ধ-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। তখন সে স্থানের যুদ্ধ-শেষ হইয়া গিয়াছে, সৈনগণ ভিন্ন স্থলে গিয়া আপনাদের স্থান করিয়া

লইয়াছে। সিম্‌সন ফিরিবার কালে, কয়েকজন পলায়িত শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বন্দী হইল। শত্রুরা নিকটেই বনের ধারে একস্থলে বসিয়াছিল, কাছেই পক্ষিরাজতুল্য তেজস্বী যুগল অশ্ব-যোজিত এক বৃহৎ শকট দাঁড়াইয়াছিল, আর সেইখানে বন্দী সিম্‌সন নীরবে বসিয়া তাহার দেশের কথা, বাড়ীর কথা, বৃদ্ধ পিতামাতার কথা ও পত্নীর কথা ভাবিতেছিল।

এমন সময়ে রোজ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে সে একবার চারিদিক্ দেখিয়া লইল; তাহার পর নির্ভীকচিত্তে, হাস্যোদ্ভাসিত মুখে শত্রু-দলপতিকে বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়, আপনাদের খাদ্য কিনিবার আবশ্যকতা আছে কি? আমি শস্য-বিক্রেতা।" শত্রুরা খাদ্যের কথা ভাবিয়া এতক্ষণ আকুল হইতে-ছিল; তাহাদের নিকটে টাকা ছিল; কিন্তু টাকা খাইয়া ত আর জীবনধারণ করা যায় না; কাজেই যখন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের ন্যায় ঐ কথাগুলি তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা বিনা-বিচারে নিকটে যত টাকা ছিল, সমস্তই ঐ পুরুষবেশ-ধারিণী কৃষকপত্নী রোজের হস্তে দিল। রোজ দূরবর্ত্তী এক মানবহীন কুটীর দেখাইয়া বলিল, "ঐ নিকটেই আমার কুটীর দেখা যাইতেছে, আপনারা চলুন, ঐখানে শস্য আছে।" তাহা-দের চারিজনের মধ্যে তিনজন সেই কুটীরোদ্দেশে দ্রুত পদ-বিক্ষেপে যাত্রা করিল, আর একজন সেইখানে ক্লান্তদেহে, উদাস-ভাবে বসিয়া রহিল; তাহারা কিয়দ্দূর যাইলে রোজ ফিরিল, ফিরিয়া সৈনিকের প্রতি একবার চাহিল, তাহার পর হঠাৎ অসতর্ক সৈনিকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহার হস্তস্থিত তরবারি ও বন্দুক কাড়িয়া লইল এবং তাহাকে সাহায্য চাহিবার অবসরপর্য্যন্ত না দিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে তরবারির বাঁটের দ্বারা তাহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিল যে, সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে রোজ পতির প্রতি সহাস্যবদনে আপনার বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া বলিল, "ওগো, তুমি গাড়ীতে ওঠ, আমি রোজ।"

উভয়ে গাড়ীতে উঠিল ও তৎক্ষণাৎ তেজস্বী অশ্বদ্বয় রোজ-কর্ত্তৃক সবলে কশাতাড়িত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল, অশ্ব-খুরোত্থিত শব্দে শত্রুরা ফিরিয়া চাহিল ও সঙ্গীকে মৃত এবং সিম্‌সন ও রোজকে পলায়নপর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। রোজ তাহাদিগকে ঠকাইয়াছে জানিয়া ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া তাহারা রোজ ও সিম্‌সনের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

রোজ শকট চালাইতেছিল, আর সিম্‌সন? সে শত্রুদিগের প্রতি ফিরিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। সেখানে যে যুদ্ধ হইয়া-ছিল, অরণ্যপার্শ্বস্থিত খাদ ও সেতুসমুদয় তখনও তাহার পরিচয় দিতেছিল। তাহারা সেই খাদ ও সেতুসকল অতিক্রম করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া, শীঘ্রই বৃদ্ধ পিতামাতার কাছে পহুঁছিয়া তাঁহাদের অস্থির হৃদয়কে সুস্থির করিল।

শ্রীমতী শান্তিলতা ব্রহ্মচারী,
৮ সাউথ পাইকপাড়া রোড,
কাশীপুর, কলিকাতা।
বয়স ১৬ বৎসর।

পানিতুয়া।

ইমন—কাওয়ালী।

পা'ন্‌তুয়া, চিতচোর, পিত্তলের গামলায়
ভাস তুমি রস-সরে হেরে হিয়া হাম্‌লায়!
তোমারে হেরিলে রসে,
রসনা রহে না বশে;
সাধ্য কা'র জল তা'র সহসা সে সাম্‌লায়!

তাই বলি, পা'ন্‌তুয়া, শালুর তাকিয়া-প্রায়
আমার সমুখে থেকে জাগায়ো না লালসায়;
থাক ঢাকা বারকোশে,
নহিলে দারিদ্র্য-দোষে
পড়ি' ময়রার রোষে মজি বুঝি মাম্‌লায়!

বালক

৫ম বর্ষ।] আগষ্ট, ১৯১৬। [৮ম সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৯

নিমন্ত্রণ।

দুপুর-বেলা ছাতু দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময়ে সজীব-কঙ্কাল আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বাবাজী, সারকাসের বাঁদরগুলো নাকি পালিয়ে যাচ্ছিল, আর তুমি নাকি তা'দের ধ'রে এনে ভারি বাহাদুরী দেখিয়েছ?"

এ কথা শুনিয়া ছাতুর বুটিকাটা মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে সলজ্জভাবে উত্তর দিল, "আমি ধরি নি, আমার বন্ধু ধ'রেছে।"

স-ক। তোমার বন্ধু? কে সে?

ছাতু। বুড়ো বাঁদর।

স-ক। বুড়ো বাঁদরটা তোমার বন্ধু? হা হা হা! সে দিন এ কথাটা গিন্নিকে বলি, শুনে তা'র হাসি আর থামে না, অনেকক্ষণ ধ'রে গা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হা'স্‌তে লা'গ্‌ল।

ছাতুর মুখে কোন কথা যোগাইল না, তাই সে বলিল, "উনি হা'স্‌লে গা কাঁপে বটে।"

স-ক। আমার গিন্নিটি তো যে-সে মেয়েমানুষ নয়, একটা স্ত্রীলোকের মত স্ত্রীলোক।

ছাতু সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিল।

স-ক। গিন্নি প্রায়ই তোমার কথা বলে। সমস্ত ক্ষণই তোমার কথা কয়। তুমি যদি খোকাটি না হ'তে, তা' হ'লে হয় তো আমার তোমার ওপরে হিংসে হ'ত!

ছাতু। তোমরা দু'জনেই তো আমাকে খুব ভাল বাস।

স-ক। হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। গিন্নি তোমাকে সর্ব্বদাই দে'খ্‌তে চায়। সে-ই এখন আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। কাল আমাদের তাঁবুতে খাওয়া-দাওয়া হ'বে, জনকতক বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রেছি। গিন্নিই রাঁধ্‌বে, গিন্নি চায়, তুমিও যেন গিয়ে চাট্টি খাও।

এই ভোজের কথা শুনিয়া ছাতুর চোখ-দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু একটু পরেই তাহার মুখখানি আবার মলিন হইয়া গেল। সে কহিল, "আমি যেতে পেলে খুবই খুশী হতুম, কিন্তু ধাড়া আর আড্ডি আমাকে যেতে দেবে না, একটু দেরী হ'লে মেরে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।

স-ক। কাল তো র'ব্‌বার, কাল তো তোমার ছুটি

ছাতু প্রফুল্লচিত্তে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তা' বটে, তা' বটে। আজ শনিবার, আজ বিকেলবেলা আমি যদি দেশে থাক্‌তুম, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কত খেলা ক'র্‌তুম।"

স-ক। এখনও তোমার সেইরকম খেলা ক'র্‌তে ইচ্ছে করে, না?

ছাতু। হ্যাঁ এই সারকাসের চেয়ে আমাদের দেশ ঢের ভাল।

স-ক। কিন্তু এ কথা তুমি আজ ভা'ব্‌ছ, আগে ভাব নি।

ছাতু। এখন আমি সারকাসের কথা যত জানি, আগে তো এত জা'ন্‌তুম না। জা'ন্‌লে কি আমি সারকাসে আসি?

সজীব কঙ্কাল দেখিল, যে কথার আলোচনায় ছাতুর মনে দুঃখ হইবে, সেই কথার প্রসঙ্গ হইতেছে, তাই সে কথা বদ্‌লাইবার জন্য বলিল, "তবে আমি ভুঁদীকে গিয়ে ব'ল্‌ব যে, তুমি কাল আ'স্‌বে।"

ছাতু। আচ্ছা। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুও যা'বে, সে নিশ্চয়ই আমারই মত খুশী হ'বে।

স-ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে যে তোমার বন্ধু, তা'কেও অতি অবিশ্যি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'বে।

এই বলিয়া সজীব-কঙ্কাল একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল।

ছাতু। কিন্তু কাল আমরা কোথায় থা'কব?

স-ক। কেন? এখানেই। শনিবার-দিন আমরা যেখানে সারকাস দেখাই, র'ববার-দিনও সেইখানেই থাকি। তবে আসি, নইলে ভুঁদী এখনই হাম্‌লাতে সুরু ক'র্‌বে, আমি বাইরে এলেই সে ভা'ব্‌তে থাকে, আমি ঠাণ্ডা লাগাচ্ছি। তবে কাল ঠিক আ'স্‌বে তো?

ছাতু। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যা'ব।

এই কথা শুনিয়া সজীব-কঙ্কাল খুশী হইয়া ন্যাক্‌প্যাক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাহার পর বুড়া ছাতুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আসিয়া কহিল, "কি বাবাজী! কাল কি ভারি লেগেছে—আজ আছ কেমন?"

ছাতু। না, তেমন লাগে নি, আমি ছোটখাট, তা' ছাড়া কাদায় প'ড়েছিলেম, এইজন্যে বেশী লাগে নি।

বুড়া। তা' হ'লে তোমার কপাল খুব জোর ব'ল্‌তে হ'বে। অনেক বুড়ো লোক ঐ গাড়ীখানার কোচবাক্সথেকে প'ড়ে গিয়ে মাথা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু আজ রাত্তিরে তুমি কোথায় ঘুমোবে, তা' কি ধাড়া তোমায় ব'লেছে?

ছাতু। ও বিষয়ে আমি তো কিছু ভাবি নি। কোন একটা গাড়ীর ভেতর শুয়ে থা'ক্‌লেই হ'বে।

বুড়া। এখন তো তুমি তোমার এখানকার চাকরীর ভাব-গতিক বুঝে নিয়েছ? ধাড়াকে তোমার ওপরে বেশী আধিপত্য ক'র্‌তে দিও না। আজ আমরা দু'জনে একত্তরে কোন একটা গাড়ীর ভেতর শুয়ে থা'ক্‌ব।

এই সময়ে ধাড়ার শুভাগমন ঘটিল। কাজেই বুড়া ও ছাতুর কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল।

ছাতুকে অহরহঃ জ্বালানই ধাড়া ও আড্ডির নিত্য কর্ম্ম। কখন এ জ্বালায়, কখন সে জ্বালায়। কেহ ছাতুকে একটি মিষ্ট কথা বলে না। ফলে ছাতু সকালহইতে যতক্ষণ না ঘুমাইতে যায়, ততক্ষণপর্য্যন্ত একটুও মনের বিশ্রাম পায় না।

রাত্রিতে সারকাস হইয়া যাইবার পর ছাতু তাহার বানর-বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন করিবার একটু অবসর পাইল। তখন সে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবল বুড়া বানরটীকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া বৃদ্ধ শকট-চালক তাহাকে যেখানে লইয়া গেল, সেইখানে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইলে বৃদ্ধ বানর ছাতুকে জাগাইয়া দিল; সে না জাগাইলে ছাতু বোধ হয় আরও ঘুমাইত। নিদ্রোত্থিত হইয়া ছাতু বনের মধ্যে বেড়াইতে গেল। কানন-কুসুম-সুগন্ধি বনবায়ু-সেবন করিয়া ছাতুর ও তাহার বানর সঙ্গীর চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বানর গাছের ডালে ডালে লাফাইয়া লাফা-ইয়া নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফল পাড়িয়া নিজে খাইতে লাগিল ও ছাতুকে দিতে লাগিল।

সে নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে থাকিল, তাহা দেখিয়া ছাতু হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তখন সে ধাড়া ও আড্ডির নির্য্যাতন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল।

অল্পক্ষণ পরে তাহার গৃহের কথা মনে পড়িল। অদ্যকার দিনে বাড়ী থাকিলে কি আমোদে তাহার দিনটী কাটিত, তাহা চিন্তা করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে গৃহের চিন্তায় কিয়ৎকাল বিহ্বল হইয়া রহিল; তখন বৃদ্ধ বানর তাহার মনোযোগাকর্ষণের নিমিত্ত নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে আসিয়া দুই হাত-দিয়া ছাতুর গলবেষ্টন করিয়া ধরিল, তখন ছাতুর দুই চোকেরই জল ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল! সে বৃদ্ধ বানরের উদ্দেশে অনুতপ্ত স্বরে কহিল, "বন্ধু, আজ যদি আমরা হর-মামার কাছে থা'ক্‌তুম, তা' হ'লে কত ফূর্ত্তি হ'ত। এখন একবার যদি বাড়ী ফিরে যেতে পারি, তা' হ'লে দু'শো-টাকা মাইনে পেলেও আর সারকাসে আসি না।"

বানর তাহার বন্ধুর এই ভাবান্তরের হেতু কি, তাহা অনুভব করিতে না পারিলেও, ছাতুর বুকে মুখ লুকাইয়া খেদ-সূচক কূঁ-কূঁ-আওয়াজ করিতে লাগিল। তাহার এই সহানুভূতি-লাভ করিয়া ছাতুর শোকাত-বহ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

দ্বিপ্রহরে ছাতু বৃদ্ধ বানরকে লইয়া সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীর নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেল। তাহাদের শিবিরের অনতিদূরে পহুঁছিয়াই ছাতু নানা উপাদেয় খাদ্যের পরিমল পাইয়া প্রথমে "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্" করিয়া পরিতৃপ্ত হইল, এমন কি বৃদ্ধ বানরও তাহার স্বভাব-সঙ্গত উপায়ে তৃপ্তিলক্ষণ ব্যক্ত করিল।

শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছাতু ভূরি-ভোজনের মহায়োজন দেখিয়া আর্দ্রবদনা ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদী তাহাকে সবিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিল। সে বাক্-পটুতাসহকারে তাহার বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিল। ভুঁদী তাহাকে জানাইল যে, আজ তাহাকে সারকাসের কয়েকটি বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সহিত পরিচিত করাইবার জন্যই তাহারই সম্মানার্থে এই ভূরি-ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছে। শুনিয়া ছাতু আপ্যায়িত হইল। আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সে বিনীত-ভাবে বলিল, "বাঁদরদের আমি ধরি নি, আমার এই বন্ধু ধ'রেছে।"

বৃদ্ধ বানর তাহার বন্ধু এই কথা শুনিয়া নিমন্ত্রিত লোকেরা—খোঁচা-চুল যমজ ভগিনী, তরবারি-ভোজক, যাদুকরী যামিনী প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ সবিশেষ আমোদানুভব করিল।

১০

বানরের ভূরি-ভোজন।

অত্যল্প কাল পরে ভুঁদী আসিয়া একটী উচ্চ মঞ্চ পরিষ্কৃত করাইয়া তাহাতে আসন পাতিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ভোজ-নার্থে বসাইল। নিমন্ত্রিত লোকেরা উপবিষ্ট হইলে, ভুঁদী লুচি, ছক্কা, ছোলার দাইল, রোহিত-মৎস্যের কালিয়া, ছাগমাংসের কোর্ম্মা, আলু-বোখরার চাট্‌নি, চিনিপাতা দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, রাব্‌ড়ী প্রভৃতি উপাদেয় ও রসনা-রসকর খাদ্যে অভ্যা-গতদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করা-ইতে লাগিল।

সজীব-কঙ্কাল সকল খাদ্য যেন আড়ে গিলিতেছিল! একবার একখণ্ড লুচি তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গেল, দম্ বন্ধ হইয়া সে মারা যায় আর কি! তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ছাতু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সাহায্যার্থে গেল, তাহাতে মর্কটপ্রবর তাহার স্কন্ধহইতে ভূপতিত হইল বলিয়া রাগে তাঁবুর মধ্যবর্ত্তী দারুস্তম্ভের উপরে উঠিয়া তাহাকে ভয়ানক দাঁত খিঁচাইতে লাগিল। ছাতু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সজীব-কঙ্কালের দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু সে তাহার কাছে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই ভুঁদী তাহার কৃশকায় ভর্ত্তার পৃষ্ঠোপরি দমাদ্দম কীল মারিতে লাগিল, অনেকে বলিল, "আহা! কর কি, কর কি?" ভুঁদী তাহা গ্রাহ্যই করিল না, উক্তপ্রকারেই তাহার বল্লভের "বিষম" ছাড়াইয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "ফের যদি তাড়াতাড়ি আড়ে গেল, তা' হ'লে তোমাকে আর খেতে দেব না, উঠিয়ে দেব, এরকম অসভ্যতা আমার সহ্য হয় না।"

ইহাতে তরবারি-ভোজক কহিল, "আমি একটা ফন্দী জানি, তা' শিখলে তোমার বাবুটি যতই তাড়াতাড়ি খান না, 'বিষম' লা'গবে না।"

ভুঁদী সক্রোধে কহিল, "আর সে ফন্দী শিখে কাজ নেই।"

ভুঁদীর ঘূর্ণায়মান নেত্রযুগল দেখিয়া তরবারি-ভোজকও ভয় পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

দীর্ঘ বক্তৃতা ও আত্মপ্রশংসা করা সজীব-কঙ্কালের একটা রোগ। সে একবার খাইতে খাইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে ভুঁদীর, পরে তাহার পাক-করা ব্যঞ্জনের এবং শেষে ছাতুর মহাপ্রশংসা করিল। ছাতুও তাই খাইতে খাইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তরস্বরূপে একটু বক্তৃতা করিয়া যেই বসিতে যাইবে, অমনি বানরের উপর বসিয়া পড়িল। ছাতুর বক্তৃতাকালে বৃদ্ধ বানর তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার আসনে আসিয়া বসিয়াছিল। ফলে বানর কিচ্‌কিচ্ করিয়া উঠিল, ছাতুও ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উভয়েই মঞ্চহইতে "ধরণীতলে পপাত" হইল।

ভূতলে পড়িয়া বানর সত্বরই আবার শিবিরমধ্যবর্ত্তী দারু-স্তম্ভে উঠিয়া ছাতুকে ভয়ানক দাঁত খিঁচাইতে লাগিল। ভুঁদী আসিয়া ছাতুকে তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বড্ড লেগেছে, না?"

ছাতুর লাগিয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় সে সে-কথা স্বীকার করিল না। বড়ই অপ্রতিভ হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সকলের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভুঁদী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া আবার ভোজনে বসাইল। বানরটাকে কলার লোভ দেখাইয়া নীচে নামান হইল।

এইরূপে বানরের ভূরি-ভোজন সমাপ্ত হইল।

মর্কটসহ ভূপতনের পরহইতে ছাতু লজ্জায় আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহার ভূরি-ভোজনে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদী সকলকে খাওয়াইয়া এমনই আত্মপ্রসন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা কথায় কথায় হাসিতে ও লোকদিগকে হাসাইতে লাগিল তাহার ফলে ছাতুর ক্ষুণ্ণভাব কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ।)

শার্দ্দূল-শিকার।

প্রায় দুইবৎসর অতীত হইল, কয়েকজন যুবক মধ্যপ্রদেশের এক নিবিড় অরণ্যে বনভোজন করিতে গিয়াছিলেন। বনের মধ্যে তাঁহারা একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন যুবক অন্য যুবকদিগকে

বলিলেন "বন্ধুগণ! তোমরা রন্ধনের আয়োজন কর, আমি কিছু শিকারের চেষ্টা দেখি।" এই যুবকের নাম 'সত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী'। ইনি একজন দক্ষ শিকারী; মধ্যপ্রদেশে ইঁহার বেশ নাম আছে। আজ আমি তোমাদিগকে এই বীর যুবকের একটী আশ্চর্য্য শিকার-কাহিনী শুনাইব।

সত্যেন্দ্র শিকারে বাহির হইলেন। তাঁহার নিকট একটী বন্দুক, একটী রিভল্ভার ও একটী ছোট ছোরা আছে। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, অনতিদূরে একটী বৃক্ষের উপর একটী সুন্দর পক্ষী বসিয়া আছে। তিনি ধীরে ধীরে একটী বৃক্ষের আড়ালে আসিলেন এবং বেশ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলেন। উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। পক্ষীটী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কিন্তু এই গুলির আওয়াজ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী একটী ঝোপের মধ্যহইতে একটী ব্যাঘ্র বাহির হইয়া নিমেষমধ্যে সত্যেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ সম্মুখে ব্যাঘ্র দেখিয়া সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বন্দুক ছুড়িবার জন্য ব্যাঘ্রের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু বন্দুক ছুড়িবার পূর্ব্বেই ব্যাঘ্রটী তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। ব্যাঘ্রের ভারে তিনি পড়িয়া গেলেন। ব্যাঘ্রটী তাঁহকে কামড়াইয়া ধরিয়া একটা ঝাঁটকা মারিল। তাহাতে সত্যেন্দ্র একদিকে ছিট্‌কাইয়া গেলেন এবং তাহার হস্তহইতে বন্দুকটী অপরদিকে ছিট্‌কাইয়া গেল। পরে ব্যাঘ্রটী তাঁহার টুঁটি ধরিয়া, একটী থাবার সাহায্যে তাঁহাকে পীঠে তুলিল ও লাফাইতে লাফাইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সত্যেন্দ্র অজ্ঞান অবস্থায় ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে কোথায় গেলেন, কে জানে!

সত্যেন্দ্রের যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, তিনি আরও গভীর অরণ্যে আসিয়াছেন এবং ব্যাঘ্রটী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে। ব্যাঘ্রটী মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতে লাগিল। প্রবাদ আছে যে, ব্যাঘ্রেরা শিকার-ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করে, তাহার পর শিকার-ভক্ষণ করে। এইরূপ ক্রীড়াতে তাহাদের বেশ আনন্দ হয়। ব্যাঘ্রটী আমাদের বীর সত্যেন্দ্রকে লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল। কখনও সত্যেন্দ্রকে বসাইয়া তাহার হাত-ছুটী কোলের উপর রাখিতে লাগিল; কখনও বা তাঁহার গালে থাবা-দ্বারা আস্তে আস্তে চড় মারিতে লাগিল; কখনও বা তাঁহার হস্ত ও পদ চাটিতে লাগিল, এবং কখনও কখনও বা তাঁহাকে কোলে বসাইয়া ছোট ছেলের মত দোলাইতে লাগিল। সত্যেন্দ্র স্থির হইয়া ব্যাঘ্রের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁহাকে এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইবে না। মৃত্যু সন্নিকট। তাঁহার পকেটে একটী রিভল্ভার আছে, কিন্তু তিনি তাহা বাহির করিতে সাহস করিতেছেন না; কারণ তাঁহাকে নড়িতে দেখিলে ব্যাঘ্রটী নিশ্চয়ই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং তিনি স্থির হইয়া বসিয়াই রহিলেন। ওদিকে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ব্যাঘ্রটা সত্যেন্দ্রের সহিত বেলা দুপুরহইতে প্রায় সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এইরূপে খেলা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার ক্ষুধাও পাইয়াছে। এইবার বুঝি সত্যেন্দ্রের খেলা-দেখা শেষ হয়! ব্যাঘ্রটা অতিশয় চীৎকার করিতেছিল। তাহার এক-একটা গর্জ্জনে অরণ্য কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ব্যাঘ্রের সম্মুখে সত্যেন্দ্র স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সেই ভীষণ গর্জ্জনে তাঁহার কিরূপ আতঙ্ক হইতেছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তিনি ভাবিতেছিলেন, এইবার ব্যাঘ্রের ক্ষুধা পাইয়াছে। আর তাঁহাকে বেশীক্ষণ বাঁচিতে হইবে না; শীঘ্রই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। গুলীভরা রিভল্ভার ও একটী ছোরা তাঁহার কাছেই আছে, কিন্তু তিনি সে গুলির ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। হায় রে শিকারী! নিকটেই শিকার, কাছে অস্ত্র, তথাপি তুমি এইভাবে বসিয়া আছ? উঠ, তোমার শিকারকে ধরাশায়ী কর; আর বিলম্ব করা উচিত নহে, উঠ।

ব্যাঘ্রটী উপরদিকে তাকাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, আর অরণ্য যেন কাঁপাইয়া তুলিতেছে। সত্যেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এই অবসরে ধীরে ধীরে রিভল্ভারটী পকেটহইতে বাহির করিলেন ও ব্যাঘ্রের উদরের সম্মুখে ধরিয়া ছুড়িলেন। অকস্মাৎ গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাঘ্রটী উর্দ্ধে প্রায় ১০ হাত লাফাইয়া উঠিল এবং নিম্নে পড়িবার সময় তাহার ভীষণ, ধারাল দন্ত বাহির ও থাবা-বিস্তার করিয়া সত্যেন্দ্রের উপর পড়িতে আসিল। কিন্তু তাহার পতনের পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্র কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন; কাজেই তিনি সে যাত্রাও বাঁচিয়া গেলেন। উপরহইতে ব্যাঘ্রটী পড়িবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল।

ব্যাঘ্রটীকে মারিয়া সত্যেন্দ্র তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে এখনও খুঁজিতেছিলেন। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহারাও সেই দিকে আসিতেছিলেন। সত্যেন্দ্রকে জীবিত দেখিয়া তাঁহাদের যে, কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের আনন্দধ্বনিতে অরণ্য মুখরিত হইতে লাগিল। তাঁহারা পালাক্রমে ব্যাঘ্রটাকে বহন করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সত্যেন্দ্র সেই ব্যাঘ্রের গাত্রচর্ম্ম ছাড়াইয়া তাহার মধ্যে খড় পূরিয়া একটী আদর্শ ব্যাঘ্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে মধ্যপ্রদেশে যাইয়া খোঁজ করিয়া দেখিতে পারেন।

কবি ও ছবি।

চিত্রকর তো ছবি আঁকেন, কবিও কি ছবি আঁকেন? হাঁ, কবিও ছবি আঁকিতে বাধ্য হন। যে কবি চিত্রাঙ্কনে যত বেশী পটুতা-প্রকাশ করেন, সে কবি তত উঁচু দরের কবি বলিয়া বিখ্যাতি-লাভ করিয়া থাকেন। তবে চিত্রকরের ছবিতে আর কবির ছবিতে কতকটা তফাৎ আছে। চিত্রকরের ছবি অচল, কবির ছবি সচল। চিত্রকরের ছবি কথা কয় না, কবির ছবি কথা কয়। চিত্রকর যদি একটী জলপ্রপাত আঁকেন, তাহাতে সকলই আঁকিয়া দিবেন, কিন্তু তাহার জলপাতের ঘনঘোর নির্ঘোষ আঁকিতে পারিবেন না। কবির ছবিতে সে জল-পাত-নিনাদও অঙ্কিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিও একজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্রকরকে পরাভব করিতে সমর্থ।

"গ্রামে ঢোকে জল, গাঙ্গে নামে ঢল,
আকাশের কোলে কোমল, কাজল
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল,
বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাক' হাট,
সারা দিন-রাত বৃষ্টির ছাট
ঝরিতেছে একঘেয়ে।
ভাসিল পুকুর, আউষের ভুঁই,
পালায় কাৎলা, কালবোস, রুই,
আঙ্গিনায় জল করে ছলছল,
কই যায় কাণে হেঁটে।
কাঁঠালি-চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল ক'রেছে বাদল বাতাস।
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
রসে পড়ে যেন ফেটে।
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই;
চ'লে গেছে চীল, গগনের নীল
গ'লে গেছে জল-ধারে।
রাঙ্গা আঁখি মেলি' আনারসরাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ।
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দীঘি-পারে।
মেঘ মন্থর জল-ঝরঝরে,
যত কেয়াঝাড় ফুলে গেছে ভ'রে,
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে
ফুল-লুণ্ঠন লাগি'।
পাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা-কাটাকাটি অলির কটকে,
কান্ত কঠোর কুসুম-তোটকে
পরাগের ভাগাভাগি।"

(করুণানিধান—প্রসাদী।)

মান্নান ধানুকী।

—এইরূপ একটী ছবি চিত্রকরও আঁকিতে পারেন বটে, কিন্তু এই কবিতার মধ্যে "কোমল কাজল, বড় চঞ্চল বরষার" "মন্থর মেঘের" যে "জল-ঝরঝর" শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন চিত্রকরই আঁকিতে সমর্থ নহেন। চিত্রকরের ছবিতে আর সকলই ফুটে, কেবল ধ্বনি ফুটে না।

সুচিত্রকরমাত্রেই নিপুণ তুলিকা-প্রয়োগপূর্ব্বক সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আলোক-অন্ধকার, বিরহ-মিলন বেশ সুন্দরভাবেই

আঁকিয়া থাকেন, কিন্তু কবি ঐ সকল চিত্রাঙ্কনকালে চিত্রোক্ত বিষয়ের মর্ম্ম-নিহিত ভাব আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—

"শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে;
ল'বে এই বইখানা,
কিছুতে মানে না মানা,
কোনমতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি,
হাঁড়ি, সরা, হাতী, ঘোড়া—চাই না তাহার;
ছবি, তাস, বাঁশী, ঢোল
তবু সেই গণ্ডগোল,
অবশেষে ঘাকতক দিলাম প্রহার।
কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমা'ল এখন।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
বইখানা করি শেষ—
দিন দিন হইতেছে আদুরে কেমন!
প্রতিদিন মনে হয়,—
এত স্নেহ ভাল নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি' ভুলি নিত্য কাজ।
'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—'
অক্ষর পড়ি'ছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক্ তবে আজ।
নিঃশব্দে চুম্বিয়া—দিনু মুছিয়া নয়ান।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে,
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপি'ছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান!
ভিজা ভিজা আঁখি-পাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসি'ছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা!
তুলিলাম বুকে করি,'
নয়নে রয়েছে ভরি'—
তা'র মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা!"

(অক্ষয়কুমার—এষা।)

এ ছবিও কোন চিত্রকর হয় তো, একখানি ছবির সাহায্যে না পারুন, দুই-তিনখানি ছবির সাহায্যে আঁকিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু চিত্রোক্ত শিশুর বিপত্নীক পিতার প্রথমে বিরক্তি ও পরে আবার স্নেহাভির্ভাব ও অনুতাপ—

'তুলিলাম বুকে করি,' নয়নে রয়েছে ভরি'—
তা'র মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা।"

ইহা কোন চিত্রকরই তাহার মোহন তুলিকার কোনপ্রকার সঞ্চালনদ্বারাই আঁকিয়া উঠিতে পারিবেন কি না; সন্দেহ।

বলিয়াছি, কবিও ছবি আঁকেন; কবির ছবিতে বিবিধ বর্ণের বিকাশ নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ছবিতে আবার যাহা আছে, তাহা চিত্রকরের ছবিতে পাওয়া যায় না। কবির ছবি ধ্বনি-মুখর সুতরাং কবির ছবি পাঠক সুধু চোখ-দিয়া প্রত্যক্ষ করেন না, কাণদিয়াও করেন। তাহাছাড়া কবি কেবল শব্দ-সহায়েই যেপ্রকার নৈপুণ্যের সহিত গতি ও ক্রিয়াঙ্কন করিতে পারেন, কোন চিত্রকর সেরূপ নিপুণভাবে বর্ণ-সহায়ে কোন কিছুর গতি বা ক্রিয়াঙ্কন করিতে পারেন, আমাদের এইরূপ মনে হয় না।

"দনুজরাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এতক্ষণে; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিল ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ,
মনঃশিলাতলে শচীতনু-ভাতি
প্রভান্বিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা;—
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।
হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টংকারে কোদণ্ডের ছিলা;
লজ্জিত আবার ভাবে দুইজনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমার,
আসি হেনকালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, বম্-শব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।
সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক ভূধর সুমেরু যেথা।
হাসিল ত্রিদিব—শচী-পদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া,
মনে যেন সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিনতরে রাখিবে সেথা।

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে, "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরু-শিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুর-নিধন নিকট অতি।"
মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি' শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমনি ঐন্দ্রিলা রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণ-যুগলে জড়িত
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।
(৺ হেমচন্দ্র— বৃত্র-সংহার।)

এখানে কবি কয়েকটি ছত্রে কয়েকটি দ্রুত বা মন্থর-ভাব-ক্রিয়া কেবল শব্দ-সাহায্যেই ব্যক্ত করিয়াছেন, সব ভাবগুলি সমধর্ম্মী নহে, বরং বিভিন্ন ধর্ম্মী অথচ কবিকে ছন্দঃপরিবর্ত্তন বা বর্ণনার আতিশয্যের আশ্রয় লইতে হয় নাই, পর পরই বিভিন্ন-ধর্ম্মী ভাবনিবহের দ্রুত বা মন্থর ক্রিয়া আঁকিয়া তুলিয়াছেন; এইরূপ উচ্চাঙ্গের ক্রিয়াঙ্কনী শক্তি কোন চিত্রকরের ছিল বা আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

মা।

নির্ম্মেঘ নীলিম নভে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড একাধিপত্য-বিস্তার করিয়াছে। কেবল তাহাতে কয়েকটা চীল ইস্কুপের প্যাঁচের ন্যায় পাক খাইতেছে। হৈমবতী অন্দরের পুকুরে বাসন মাজিতেছেন, অল্প একটু দূরে খোকা শ্যাম দূর্ব্বাদলে পা ছড়াইয়া বসিয়া আপন মনে আবোলতাবোল বকিতেছে, খোকার বয়স প্রায় একবৎসর —এখনও সে পুরা একবছরের হয় নাই। ক্রমে খোকা হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা চাল্‌তা-গাছের তলায় চলিয়া গেল। গাছের তলায় একটা শীত-জর্জ্জর গোক্ষুরা-সাপ রৌদ্র পোহাইতে ছিল, খোকা তাহার অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া স্থিরনেত্রে তাহার আয়ত, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল, তাহার পর মুখে "হুঁ, আম্, আম্" ইত্যাকার শব্দ করিতে করিতে গিয়া সেই সুপ্ত ফণীর পুচ্ছাকর্ষণ করিল। সুপ্ত সর্প জাগরিত হইয়া ক্রোধে ফণা-বিস্তার করিয়া হিশ্-হিশ্-শব্দ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া খোকার বড়ই আমোদ-বোধ হইল, সে বসিয়া বসিয়া হাত-তালি দিতে লাগিল। অহি তখন পলায়নপর হইল, খোকা আবার গিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টানিল, ক্রোধে বিষধর তাহার নবনীত-কোমল করে দংশন করিল। খোকা
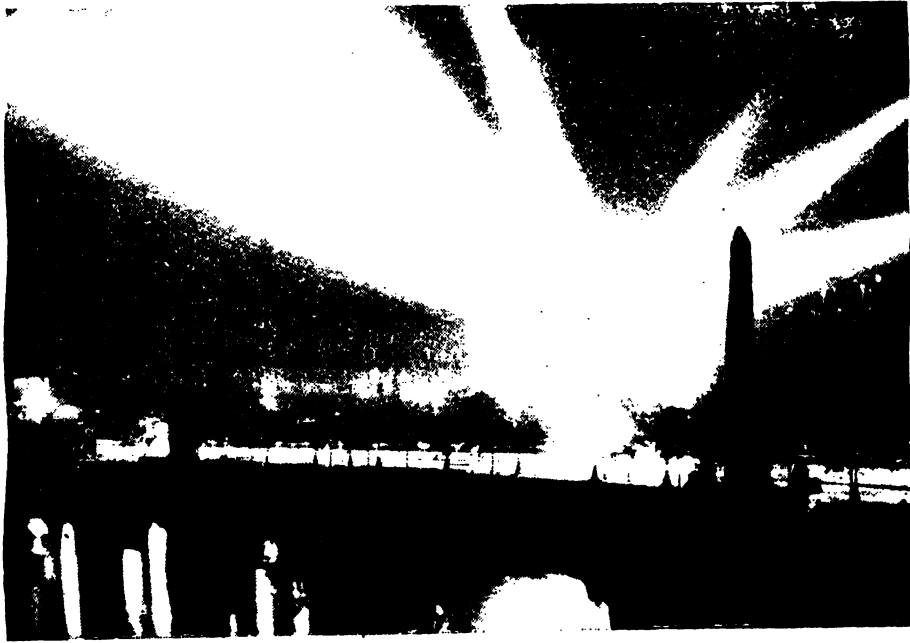
লণ্ডন।—গভীর স্তব্ধ অন্ধকারময়ী রজনীতে সুষুপ্ত লণ্ডন; অপর সকল আলো নিভাইয়া কেবল সার্চ্চ লাইট জ্বালিয়া স্বীয় মস্তকোপরি ব্যোম মার্গে শত্রুর বিমান যানের সন্ধানে নিযুক্ত আছে। সার্চ্চ লাইটের উজ্জ্বল আলোক আকাশমণ্ডল আলোকিত কিন্তু নিজ লণ্ডন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বেশ মোটা-সোটা নাদুসনুদুস ছেলেটি, সে সেই দংশনে সবিশেষ কাতর হইল না, "এঃ" বলিয়া সর্পকে আবার ধরিতে গেল। সর্প পলাইল। খোকা খানিকক্ষণ বসিয়া "আই, আই, দাই, দাই, দা, দা, বা, বা" বলিয়া কত কি বকিয়া শেষে বিষের নেশায় ঢুলিয়া পড়িল। তখন তাহার তপ্তকাঞ্চন-গৌর অঙ্গে কে যেন নীল রঙ মাখাইয়া নীলিম করিয়া দিল। হৈমবতী তখনও বাসন মাজিতেছিলেন, এ সকলের কিছুই টের পাইলেন না।

২

কিন্তু মা যে কাজেই ব্যাপৃতা থাকুন না কেন, তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকে ছেলের কাছে। হৈমবতী একবার চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখেন যে, যেখানে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি বাসন মাজিতে ঘাটে নামিয়াছিলেন, সেখানে খোকা নাই।

"খোকন! খোকা কোথায় রে!"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মার প্রাণ ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিল। হৈমবতীর খোকা যে, বড় চালাক, সব কথা বোঝে, সব কথারই নিজের স্বর্গীয়-ভাষায় উত্তর দেয়, এখন তবে খোকা উত্তর দিল না কেন? মার প্রাণ ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘাটহইতে উঠিয়া আসিয়া দেখেন, খোকা চালতা-তলায় ঘুমাইতেছে; "আহা, বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ড়েছে"—আপন মনে এই কথা বলিতে বলিতে হৈমবতী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন। কাছে গিয়া দেখেন, খোকার গায়ে কে যেন নীল মাড়িয়া লাগাইয়া দিয়াছে।

"এ কি! আমার বাছার সোণার অঙ্গ এমন কালি হ'য়ে গেল কেন?" হৈমবতী তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন। "ও মা, গা যে ঠাণ্ডা হিম!" এমন সময়ে একটা "কুবো"-পাখী "কুব-কুব"-আওয়াজ করিয়া উঠিল। হৈমবতীর বুকের মধ্যে একপ্রকার অব্যক্ত বেদনা জাগিয়া উঠিল, পুত্রকে স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা করিলেন, পুত্র স্তনবৃন্ত মুখে রাখিল না। এমন সময়ে সহসা হৈমবতী দেখিলেন, খোকার দক্ষিণ-হস্তহইতে শোণিত-পাত হইতেছে, শোণিতের বর্ণ কৃষ্ণাভ। এ কি, এ যে সর্পাঘাত! হৈমবতী পুত্রকে বুকে করিয়া পাগলিনীর ন্যায় গৃহমধ্যে ছুটিয়া গেলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে বৌ-মা! ভোঁদাকে কোলে ক'রে ছুটে এলে কেন?"

"কি হ'বে, মা, খোকাকে সাপে কা'মড়েছে। এই দেখ হাত দিয়ে রক্ত প'ড়্‌ছে। গায়ে যেন কে নীল মেড়ে লাগিয়ে দিয়েছে।"

মাতা ও পুত্র।

৩

রোজা আসিল, কত ঝাড়-ফুঁক করিল, কিছুই উপকার হইল না; শেষে একজন লোক বলিয়া গেল, কেহ যদি ক্ষত-স্থান চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলে, তবে বাঁচিতে পারে।

কে বিষে মুখ দিবে? হৈমবতী বলিলেন, 'আমি।'

এই বলিয়া তিনি কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া পুত্রের ক্ষত-স্থান চুষিতে থাকিলেন। চুষিতে চুষিতে, ঢুলু-ঢুলু-নেত্রে খোকা চোক মেলিয়া চাহিল, খোকা বাঁচিল!

আর হৈমবতী? তাঁহার জিহ্বায় ক্ষত ছিল, সুতরাং বিষ ক্রমে তাঁহার মাথায় চড়িল। পুত্রগতপ্রাণা জননী পুত্রপ্রাণরক্ষার্থে আত্ম-প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেন।

মা এমনই বটে!

স্বদেশ-প্রীত

(গাথা।)

"দুঃখের কথা কি কব, রাজন্, কোষ্ঠী-গণনা করি'
দেখিনু মৃত্যু এসেছে স্বয়ং পুত্রের রূপ ধরি' !
মেবার, চিতোর, কৈলোয়ারা, ও কাল দৃষ্টির শাপে
যা'বে, মহারাজ, না জানি বালক আসিয়াছে কোন্ পাপে
দেবতার দ্বারে বলি দিয়া ওরে স্বদেশ রক্ষ, রাণা,
নতুবা দেশের মরণের আগে আপনি হইও কাণা !"
গ্রহাচার্য্যের দারুণ বাক্যে চমকি' উঠিল সবে,
রাজ-পারিষদ্ নির্ব্বাক্, রাণা কহিলেন, "তা'ই হ'বে !"
চিন্তার ভারে মস্তক তাঁহার নত হ'ল পুনরায়,
জীবন-প্রান্তে দাঁড়ায়ে পুত্রে বলি দিতে হ'বে হায় !
সান্ধ্য-রবির রক্ত-কিরণ হাসিতে লাগিল ধীরে,
চিন্তা-মলিন আননে মুকুট উজলি' উঠিল শিরে !
রক্ত-খচিত সজ্জা তাঁহার ঝলমল করে গায়ে,
মর্ম্মর-তল রাঙ্গিয়া উঠিল অরুণ-রশ্মি-ছায়ে !
নৃপতি হামির স্তব্ধ, অটল, অশ্রুসজল চো'খে,
বসিয়া—বক্ষ উঠি'ছে গুমরি' পুত্র-ত্যাগের শোকে !
নীরবে সন্ধ্যা আসিল নামিয়া ক্লান্ত ধরার পরে,
রাজসভাদ্বার হইল রুদ্ধ সে কাল রাত্রি-তরে।

(২)

অন্দরে গিয়া কহিলা হামির, "জান ত, চন্দা, তুমি,
ধন-রত্ন ও সন্তানহ'তে শ্রেয়সী জন্মভূমি ?
তা'রি তরে আজ স্নেহের পুত্রে বলি দিতে হ'বে মোরে,
নশ্বর শিশু, মিথ্যা তাহাকে বাঁধিও না মায়া-ডোরে !"
চরণ-প্রান্তে পড়িয়া রাণার কহিল চন্দা, "প্রভু !
আপনার কথা অমান্য আমি করি নি জীবনে কভু !
আজ পুত্রের পরাণ-ভিক্ষা মাগে কিঙ্করী-নারী,
আমার জীবন দিলে যদি হয়, অক্লেশে দিতে পারি !"
কহিলেন রাণা, "সংসারে তবে চির-বন্দিনী থাক,
দেশের জন্য সর্ব্ব-ত্যাগেও রাজপুত হটে না'ক !
চলে যাও আজই পুত্ররে লয়ে দূর-প্রান্তর-পারে,
হামির মুছা'বে দেশের কালিমা আপন রক্ত-ধারে !"
অভাগী চন্দা, পতিব্রতা সে, কহিল কাঁদিয়া, "না, না—
অজ্ঞান মোরে করি' মার্জ্জনা, যা খুশী করুন, রাণা !
'আনন্দ' সে ত আপনারই, দেব, দিতে হয় দিন বলি,
চরণ-পদ্মে প্রণমি, স্বামিন্, আমি দূরে যা'ব চলি' !"
কহিলেন রাণা, গ্রহাচার্য্যকে পুরে পুনরায় ডাকি'—
"কল্যই তবে পুত্র-বলির আয়োজন হ'বে না কি ?"

সেদিন প্রভাতে শুনিল সকলে কুমার-বলির কথা,
ভক্ত প্রজারা রাণার চরণে জানা'ল মর্ম্ম-ব্যথা !
কি করিবে তা'রা, দেশের জন্য কুমারের প্রাণ চাহি,
ক্রন্দন, ক্ষোভ সকলি মিথ্যা উপায়ান্তর নাহি !
চক্ষেরজল মুছি আপনার ঘরে ফিরে গেল তা'রা,
সন্ধ্যায় আজ রাজ-দম্পতী হ'বে সন্তানহারা !

জার্ম্মাণীর গোলায় উৎসাদিত নগর-বিশেষ।

* * * *

মন্ত্রী আসিয়া কহিলা, "রাজন্, এ সকলি প্রতারণা,
প্রতিশোধ ল'য়ে শিশুর পরাণ—ও যে পীযূষ-কণা !
সত্য আপনি হ'য়েছে প্রকাশ, প্রমাণ পেয়েছি আমি,
স্বদেশ-ভক্তে করেন রক্ষা নিজে নিখিলের স্বামী !"
সকল শুনিয়া নৃপতি হামির কহিলা মধুর হাসি,'
"হে স্বদেশ, আমি আপনার চেয়ে তোমারে যে ভালবাসি !"
বাঁচিল কুমার জয়-জয়-রব করে নির্ধন-ধনী,
'ধন্য, হামির, স্বদেশ-ভক্ত রাজপুত-কুল-মণি !'

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

সূক্তি-মুক্তাবলী।

একদিনের দুঃখভারের চাপে কোন মানুষ মারা পড়ে না। গুরুতম ভার বহিয়াও মানুষ দিনান্তে শ্রান্ত রবির অস্তগমন দেখে; ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের নিকটহইতে ইহার অপেক্ষা আর বেশী কিছু প্রত্যাশা করেন না। কালিকার কথা ভাবিতেছ? তোমার জীবনে আবার যে "কালি" বলিয়া কিছু আসিবে, তাহা কি তুমি নিশ্চয় জান? তুমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইতে পার। যদি সে সৌভাগ্য তোমার না হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি যদি ধরণীর ধূলিতেই পতিত থাক, তবে ঈশ্বরও তোমার কাছেই থাকিবেন, তিনি তোমাকে নব-দিনের নিমিত্ত নবশক্তিও প্রদান করিবেন।

* * *

অস্ত্র—সুধু এই অস্ত্র আয়ত্তে আমার;
এই মিত্রসনে করি সাধু-ব্যবহার।

* * *

অনেক লোক কি বিষয়ে কথা কহিবে, তাহা আগেহইতে ঠিক না করিয়াই কথা কহিয়া বসে। ফলে তাহারা কোন ভাব-প্রকাশ না করিয়া ভাবাভাবই ব্যক্ত করিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে শব্দের অপব্যবহারের জন্য বাক্‌শক্তি দেন নাই। হিন্দু বলেন, শব্দ ব্রহ্ম, বাস্তবিক শব্দমাত্রই শক্তির আধার এবং শব্দসহায়ে অসাধ্য-সাধনের সম্ভাবনা থাকে। শব্দের প্রয়োগ-গুণে বা প্রয়োগদোষে তাহা সান্ত্বনা, সুখ, আনন্দ, শাণিত ছুরিকা, মারাত্মক বিষ অথবা প্রাণহানিকর বিস্ফুরক পদার্থে পরিণত হইতে পারে। উহা মানুষকে যশস্বী অথবা অপযশভাজন করিয়া তুলে। অতএব এই মহাশক্তিটীকে লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করা কাহারও উচিত নহে। যাহারা বিচার-বিবেচনাশূন্য হইয়া শব্দ-প্রয়োগ করে, তাহারা, যে শিশু আশীবিষকে স্পর্শ করিতে যায় তাহারই ন্যায় অজ্ঞান।
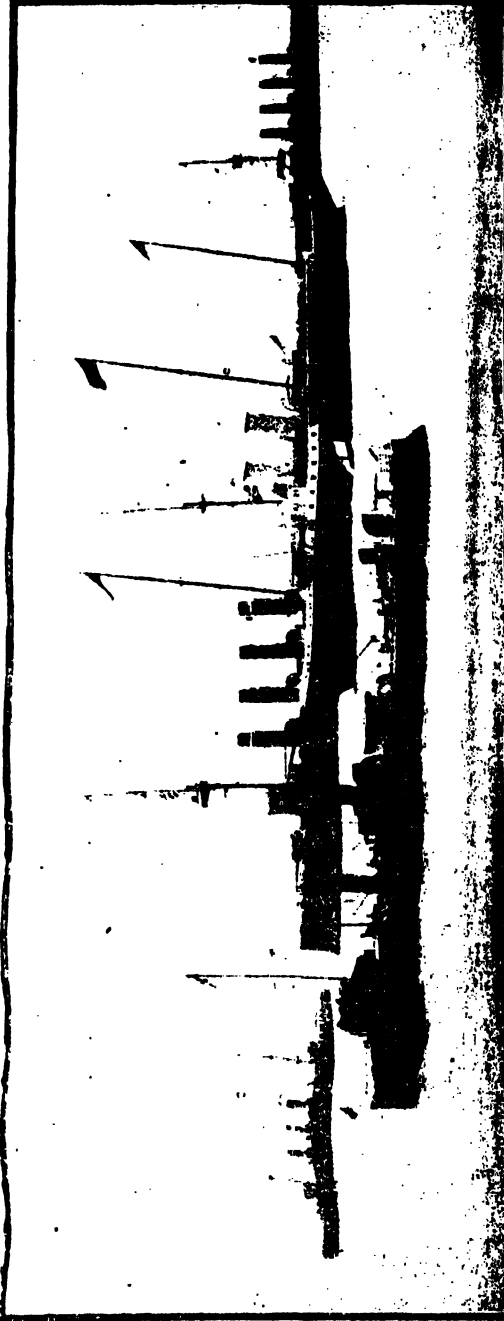
ব্রিটিশরাজের নৌবহর-পরিদর্শন।

যদি এক-আধটি পাপসংস্পর্শ-শূন্য কথা কহিলেই কাহাকেও সুখী করা যায়, তাহা হইলে সে বিষয়ে যে কৃপণতা-প্রকাশ করে, তাহার তুল্য ঘৃণিত কৃপণ ও স্বার্থপর লোক জগতে আর কেহ নাই। এ যেন একটি প্রজ্জ্বলিত মধূথ-বর্ত্তিকালোকে আর একটি মধূথ-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দেওয়া, ইহাতে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকার কোনই অপচয় ঘটে না।

* * *

ক্ষুদ্রতম দোষগুলি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত, অতএব সে গুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। বাঁধের ক্ষুদ্র ছিদ্র না বুজাইলে বড় হইয়া উঠিয়া বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে!

* * *

জীবনে বিফলতা কেবল একটি, যতটা ভাল আমি হইতে জানি, ততটা ভাল যদি আমি না হই, তবেই আমি জীবনে প্রকৃত-প্রস্তাবে পরাভূত হই।

* * *

শিষ্টাচার স্বেচ্ছাচার নহে, উহা ভবপথে সঙ্গের সাথী।

* * *

অনেকের স্পষ্টবাদিতা অপ্রিয়-বাদিতার নামান্তর। সত্যকে সর্ব্বদা প্রেম ও সহানুভূতির রসে সিক্ত করিয়া রাখিবে।

অনেকে অর্থবিনিময়ে সদ্বিবেক-বিক্রয় করে, কিন্তু কেহ উহা টাকা-দিয়া কিনিতে পারে না।

* * * *

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তা'ই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

* * * *

উন্নতির উপায় কি? যে পর্ব্বতে চড়িতেছে, তা'র দৃষ্টি পর্ব্বতের সানুদেশে নহে, চূড়াপ্রতিই নিবদ্ধ থাকে।

* * * *

তোমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্ত সর্ব্বদা কাণ পাতিয়া থাকিও না, তুমি আপনাকে আপনি শ্রদ্ধা করিতে শিখ।

* * * *

অসুবিধাগুলিই ঈশ্বরের মন্দিরের গ্রথিত প্রস্তরস্বরূপ।

ভাল যাহা, তাহা করিতে অবহেলা করিলে মন্দই করা হয়।

যাহা সাধারণ, তাহা সাধারণ বলিয়াই উপেক্ষণীয় নহে। জগতে অসাধারণের অপেক্ষা সাধারণের সংখ্যাই বহুগুণে অধিক, সাধারণই সংসার চালাইতেছে, অসাধারণ কেবল জগৎকে অবাক্ করিতেছে।

* * * *

আমার আত্মপ্রিয়তা আমার যত ক্ষতি করিতেছে, এত ক্ষতি আর কেহই বা কিছুই করিতেছে না।

* * * *

বিভু-পদে অর্পি সব ভার,
চাহি লও রিক্তবৃত্তিটি তাঁ'র!

আহবান্ধ

"তোমাদের রহিয়াছে চোক,
তোমরা তো হেরি'ছ আলোক;
আমি তো গো করি নাই ভয়,—
করিয়াছি জীবন-সংশয়!
হারায়েছি আঁখি আমি মোর
মুছাইতে তব আঁখি-লোর!

২

ভ্রমি আমি এবে মহাতমে,
তোমরা না পড় যেন ভ্রমে!
তোমরা তো ভ্রম দিবালোকে,
আমি ভ্রমি তমোময় লোকে!

৩

তোমরা তো হেরি' প্রিয়মুখ,
চারু ধরা পাও কত সুখ;
অহো, আমি সবি মসীঢালা
হেরি' নিত্য সহি চিত্ত-জ্বালা!

৪

আমার এ অশেষ শর্ব্বরী
পোহা'বে না যাবৎ না মরি!
এস মৃত্যু! এস প্রিয় সখে!
চিরে মোরে ফেল তব নখে!
ত্বরা মুক্ত কর মোরে এসে,
ল'য়ে যাও তূর্ণ সেই দেশে,
সে দেশেতে র'ন ভূমানন্দ,
যথা কেহ নহে, নহে অন্ধ!
তথা বিভু-পদে শিরঃ রাখি'
আবার মাগিয়া লই আঁখি!"

৫

হে বীরেন্দ্র স্বদেশ-সুহৃৎ!
অন্ধ বলি' করিও না ক্লেশ।
আমাদের ইহা তো উচিত,
(নহিলে তো সব সদা শ্লেষ!)
যেন তব আর দিনগুলি
চির সুখময় করি' তুলি।
কহ, দেশবাসি, এই বীর সৈন্ত
আর কভু সহিবে কি দৈন্ত?
তোমরা কি এই রণ-অন্ধে
রাখিবে না বাঁধি বাহুবন্ধে?
তোমরা কি দিবে না সকলি
—দিবে না কি সব স্বার্থে বলি
রাখিবারে এই বীরবরে
স্বর্গ-সুখে এই ধরা'পরে?

উপদেশ।

(ইংরাজীহইতে।)

ইংল্যাণ্ডে কোন গ্রামে পিটার বার্ণার্ড-নামে এক কৃষক বাস করিত। সে একদা ছুটির দিন গ্রামের নিকটস্থ সহরে হাট করিতে গিয়াছিল। বাটী ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সব কাজ শেষ করিয়া পিটার সেই সহরের বিখ্যাত উকিল মিঃ ওয়াইজম্যানের নিকট কোন উপদেশ লইতে মনস্থ করিল। মিঃ ওয়াইজম্যানের সকলেই সুখ্যাতি করিত এবং বলিত যে, বিচার-কর্ত্তাপর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে মতামত-প্রকাশ করিতেন না। সেই-জন্য পিটার উকিলের বাটী সন্ধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

যথাস্থানে পৌছিয়া পিটার দেখিল, সেখানে আরও অনেক লোক সেই বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ উকিলের পরামর্শ লইতে আসিয়াছে। সেইজন্য তাহাকে সেইখানে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। অবশেষে তাহার ডাক পড়িল। পিটার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মিঃ ওয়াইজম্যান তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং চশমাটিকে ঠিকভাবে নাসিকার উপর স্থাপন করিয়া তাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। পিটার বলিল, "মহাশয়, আমার কোন বিশেষ কাজ নাই। কিন্তু যখন এই শহরে আসিয়াছি, তখন আপনার উপদেশ না লইলে আমার একটি উত্তম সুযোগ হারান হইবে।" পিটারের কথা শুনিয়া উকিল বলিলেন, "আমার উপরে তোমার এত বিশ্বাস দেখিয়া সুখী হইলাম। সে যা'ক, তোমার কি কোন মোকদ্দমা আছে?"

পি। মোকদ্দমা? না মহাশয়! আমি মামলা-মোকদ্দমা ঘৃণা করি আমার কাহারও সহিত কোন বিবাদও নাই।

উ। তবে কি তুমি তোমার বিষয়-বিভাগের ব্যবস্থা লইতে এসেছ?

পি। তাহাও নহে। বিষয়-আশয়-সম্বন্ধে আমাদের পরি-জনে পরিজনে কোন বিরোধ নাই।

উ। তাহা হইলে তুমি কি কোন বিষয়-ক্রয় কিম্বা বিক্রয় করিবার জন্য চুক্তি-পত্র লিখাইতে চাও?

পি। না। আমি এত বড়মানুষ নই যে, বিষয়-ক্রয় করিব এবং এত দরিদ্রও নই যে, তাহা বিক্রয় করিব।

মিঃ ওয়াইজম্যান তাহার উত্তরে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি চাও?" পিটার কহিল, "মহাশয়, বোধ হয় এ বিষয় আমি আপনাকে প্রথমেই বলিয়াছি। আমি আপনার নিকটহইতে কোন উপদেশ লইতে চাই।" উকিল তাহার এইরূপ উত্তর শুনিয়া হাসিলেন এবং লেখনী হস্তে লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

পি। পিটার বার্ণার্ড।

উ। তোমার বয়স কত?

পি। চল্লিশ।

উ। তুমি কি কাজ কর?

পি। আমি কৃষিকর্ম্ম করি।

তখন মিঃ ওয়াইজম্যান একটু হাসিলেন এবং একটি কাগজে দুই ছত্র লিখিয়া, ভাঁজ করিয়া পিটার বার্ণার্ডের হস্তে দিলেন। কাগজটি হস্তে লইয়া পিটার বলিল, "ইহার মূল্য কত হইবে?"

উ। দুই পাউণ্ড।

পিটার উকিলের হস্তে দুইটি পাউণ্ড দিয়া আহ্লাদিত-মনে গৃহে প্রস্থান করিল। বিকালে পিটার বাটী পৌছিয়া বড় ক্লান্তি-বোধ করিল এবং একটু বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিল। তখন একজন পরিচারক আসিয়া, বাহিরের শুষ্ক ঘাস ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখিতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

এই কথা শুনিয়া কৃষক-পত্নী বলিল, "না, না, আজ থাক। কাল তু'লে রাখ্‌লে হ'বে। আজ তোমার প্রভুর শরীর অসুস্থ আছে।" পরিচারক উত্তর করিল, "আমার ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি রাত্রে বৃষ্টি হয় ত সব ঘাস ভাসিয়া যাইবে।"

কৃষক-পত্নী বলিল, "না, আজ রাত্রে কখনও বৃষ্টি হইতে পারে না। আকাশ বেশ পরিষ্কার আছে।"

পিটার এতক্ষণ তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল, কিন্তু কি করা উচিত, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সেই সময় হঠাৎ তাহার সেই উকিলের উপদেশ মনে পড়িল। তখন সে তাহার স্ত্রীকে কহিল, "একটু অপেক্ষা কর। আমি একটি অতি উত্তম উপদেশ পাইয়াছি। এইটি প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাকে দুই পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে। ইহা পড়িয়া দেখ।" এই বলিয়া পিটার সেই কাগজের খণ্ডটি স্ত্রীর হস্তে দিল। কৃষক-পত্নী অনেক কষ্টে পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল—

"আজি যাহা করিবার কভু তা' ভুলিয়া
কালিকে করিব বলি' রেখ না তুলিয়া।"

ইহা শুনিয়া পিটার তৎক্ষণাৎ বলিল, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র ঘাস ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখ।" তখন তাহারা অতি যত্নে সেই শুষ্ক ঘাস ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখিল।

হঠাৎ রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। এত জোরে বাতাস বহিল যে, বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আসিল। যে সব নূতন ঘাস কাটা হইয়াছিল, এবং বাহিরে পড়িয়াছিল, সে সব বৃষ্টির তোড়ে ভাসিয়া গেল। পরদিন

প্রাতে উঠিয়া কৃষকেরা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় পিটার বার্ণার্ডের কোন ক্ষতি হইল না। সে ইতঃপূর্ব্বে উকিলের উপদেশানুসারে তাহার ঘাস ঘরে তুলিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার পরহইতে পিটার কখনও কোন কাজ কাল করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিত না। যখন যাহা করিবার, সে তখনই তাহা করিত। এই উত্তম উপদেশটির অনুসরণ করিয়া পিটার কিছু কালের মধ্যে একজন বড় লোক হইয়া গেল। কিন্তু এত বড় হইয়াও সে মিঃ ওয়াইজম্যানকে ভুলিতে পারে নাই। সে প্রতি বৎসর তাঁহাকে ভাল ভাল বস্ত্র-উপহার পাঠাইত এবং পথে যাহার সহিত দেখা হইত, তাহাকেই বলিত—

"আজি যাহা করিবার কভু তা' ভুলিয়া
কালিকে করিব বলি' রেখ না তুলিয়া।"

শ্রীনীরদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা

(১) গোলক-ধাঁধা।

এই গোলক-ধাঁধার একটিও রেখাভেদ না করিয়া কেন্দ্রস্থলে পঁহুছিবার পথ-নির্দ্দেশ কর।
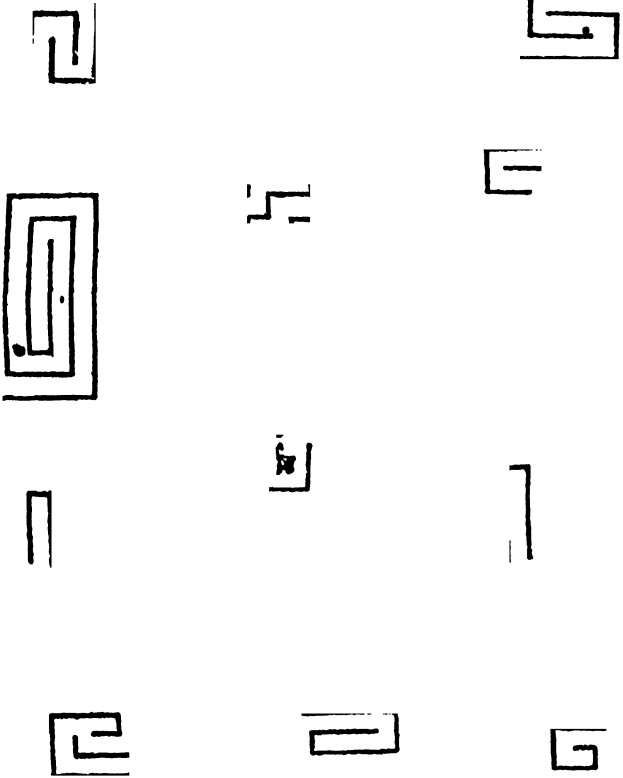
সন্ধ্যাবর্ণে নাম তা'র শূন্যধর তা'রে,
সঙ্গী করি আবশ্যক কত কর্ম্ম সারে!
প্রথম অক্ষর-ত্যাগে গৃহ-আচ্ছাদনে
প্রয়োজন হ'বে তব রাখিও স্মরণে।
দ্বিতীয় বর্জ্জিলে থাকে রম্য বেলাভূমে,
উর্ম্মি-ফেনপুঞ্জ আসি' নিত্য তা'রে চুমে।
শেষাক্ষর বিনা হ'বে তাম্বূল-আধার,
রসজ্ঞ পাঠক দেহ সন্ধান তাহার!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

৩

প্রথমাঙ্গহীন হ'লে
সবে সমাদরে,
মোর মধ্যমাঙ্গ কেহ
স্পর্শ নাহি করে;
ত্যজিলে সে মধ্যমাঙ্গ
শোভি নারী-শিরে,
নেত্র-বর্ণে নাম মোর
দরিদ্রে বিদিত;
কে আমি পাঠক তাহা
কর তো নির্ণীত।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বালিকার বীরত্ব।

ঘোররূপে গর্জ্জন করিতে করিতে দ্বিগুণভাবে ফুলিয়া "ওয়ার্ক্ক"-নদী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। "স্কিপটনের" এই নদী আর সেরূপ শান্তিময়ী স্রোতস্বতী নহে, এখন তাহা এক মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় ঘনঘোর গর্জ্জনকারী উন্মত্ত জল-তরঙ্গে পরিণত হইয়াছে। "ওয়ার্কের" তীরে, এই সময়ে, দুইটী অতি ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতেছিল। তাহাদের নির্ম্মল হাস্যে নদীর তীরটী

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। খেলা করিতে করিতে সহসা তাহাদের একজন পিছলাইয়া সেই উন্মত্ত তরঙ্গমালার মধ্যে পড়িয়া গেল। স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডটীর ন্যায় সে ভাসিয়া চলিল। এই সময়ে সেই নদীর কিছু দূরে একটী বাড়ীতে "কেট গ্রেরিটী"-নামে একটী বালিকা বসিয়া বই পড়িতেছিল। অপর বালকের চীৎকার শুনিয়া, সে বই রাখিয়া, কি হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিয়া নদীর তীরে গেল। একবার দৃষ্টি করিয়াই, সে কি বিপদ্ ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে, কি করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লইল। সেই সময়ে ও সেই স্থানহইতে নদী-বক্ষে ঝাঁপ দিলে কিছুই উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বালক ততক্ষণে অন্ততঃ একশত গজ দূরে চলিয়া গিয়াছে। বালিকা তাই তৎক্ষণাৎ তীরে তীরে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

"লিন্টন্-ফল্"-নামক প্রপাতের প্রায় ত্রিশ্ ফিট উচ্চে কেট বালকের নিকটস্থ হইল। আর কয়েক গজ যাইলেই বালক প্রপাতের মুখে পড়িয়া জীবন হারাইত। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, বালিকা সেই খরস্রোতের মুখে ঝম্প-প্রদান করিয়া বালককে দুই হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। তখন সেই উন্মত্ত জল-প্রবাহের সঙ্গে বালিকার প্রকৃত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বালকটীকে স্কন্ধদেশে ফেলিয়া, কেট দেহের সমস্ত শক্তি-প্রয়োগ করিয়া তীরাভিমুখে সন্তরণ করিতে লাগিল। কিন্তু স্রোতের সহিত না পারিয়া বালিকা স্রোতের মুখে খানিকটা গিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু চেষ্টার পর সে ধীরে ধীরে নদী-তীরের সন্নিহিত হইল। অবশেষে পরিশ্রমেরই জয় হইল। বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রমের পর কেট বালককে লইয়া তীরে উঠিল। তাহার এই অসমসাহসিক কার্য্যের নিমিত্ত সে স্থানীয় "রয়েল হিউমেন সোসাইটীর" নিকটহইতে একটী কাংস্য-পদক পুরস্কার-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধীমান্ সচিব।

কোনও রাজা রাজ্যের খাজনা-আদায় করিবার জন্য একবার একজন সৎ লোকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মনের মতন মানুষ না পাইয়া মহাভাবনায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার এক মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! লোকের ভাবনা কি? আপনি এখনই রাজ্যময় ঢ্যাঁট্‌রা পিটিয়ে দিন যে, আপনি একজন ভাল কর-সংগ্রাহক চান। লোকে যখন আপনার সঙ্গে ঐ কাজের জন্য দেখা কর্ত্তে আ'সবে, তখন ঐ যে অন্ধকার গলিটা আছে, ঐ গলির ভিতর দিয়ে গিয়ে তা'দেরকে আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ব'ল্‌বেন। পরে আপনার সামনে তা'রা যখন আ'স্‌বে, তখন তা'দের না'চ্‌তে ব'ল্‌বেন। সেই সময়ে আমি সবচেয়ে যে সৎ, তা'কে খুঁজে বা'র কর্ব্ব।" রাজা মন্ত্রীর কথানুসারে তাঁহার রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন। এদিকে মন্ত্রী-মহাশয় সেই অন্ধকার গলিটার মধ্যে অনেকগুলি স্বুবর্ণ-মুদ্রা রাখিয়া দিলেন।

পরে যখন ঐ কার্য্য পাইবার জন্য লোকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগকে সেই গলিটির মধ্য দিয়া রাজার সম্মুখে যাইতে বলা হইল। তাহারা সম্মুখে উপস্থিত হইল, রাজা তাহাদিগকে নাচিতে বলিলেন। কিন্তু সকলেই নাচিতে অস্বীকার করিল, কেবল একজন লোক খুব আনন্দের সহিত তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে লাগিল। মন্ত্রী-মহাশয় তখন সেই লোকটীকে সর্ব্বাপেক্ষা সৎ বলিয়া মনোনীত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটীকেই তুমি পছন্দ কল্লে কেন?" মন্ত্রী বলিলেন "আমি ঐ গলিটার মধ্যে অনেকগুলি মোহর রেখে-ছিলেম। এদের সকলেই তা'থেকে কতকগুলি ক'রে চুরী কোরেছিল, এবং যখন আপনি ওদের না'চ্‌তে ব'লেছিলেন, পাছে মোহরের শব্দ হয়, সেইজন্য কেহ নাচে নি। কেবল এই লোকটা সৎ ছিল ও চুরী করে নি, সেইজন্যে যখন আপনি ওকে নাচ্'তে ব'ল্‌লেন ও নিঃসঙ্কোচে না'চ্‌তে লা'গ্‌ল।" রাজা মন্ত্রীর বিচার-শক্তি দেখিয়া খুব খুশী হইয়া তাঁহার বেতন-বৃদ্ধি এবং তাঁহার মনোনীত লোকটীকে তাঁহার রাজ্যের কর-সংগ্রাহক করিয়া দিলেন।

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র।

চয়ন।

("অর্ঘ্য," আষাঢ়, ১৩২০।)

দীমক্রীতস্

আজকাল পরমাণুবাদটা ইউরোপের এক মহাবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা এই বাদটীর উপর নির্ভর করিয়া অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনেক বাদের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিবর্ত্তনবাদ,

জড়-বাদ, অজ্ঞেয়-বাদ প্রভৃতি নাস্তিক্য বাদগুলি এই পরমাণু-বাদেরই কোন-না-কোনপ্রকার রূপান্তরমাত্র। সুতরাং কতদিন-হইতে এই মহাবাদটি চিন্তাজগতে স্থান-লাভ করিয়াছে এবং কোন্ মহাপুরুষই বা এই মহাবাদের প্রবর্ত্তক, তাহা জানিতে অনেক পাঠকই হয়ত কৌতূহল-বোধ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই বাদটী লইয়া এক্ষণে যাঁহাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, তাঁহারা স্বয়ং এই বাদের প্রবর্ত্তকের কথা জানিতে যে, কতটা উৎসুক, তাহা বলিতে পারি না, কারণ এই বাদটী এক্ষণে ইউরোপের অনুবিষ্টগণেরও মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই এই বাদটির সম্বন্ধে কোন-না-কোন একটি স্বাধীন মতও আছে, তথাপি এই বাদের প্রবর্ত্তকের নাম তাঁহাদের অনেকেরই মুখে শুনা যায় না; সম্ভবতঃ তাঁহারা তাহা জানেনও না।

রুমানিয়ার নূতন রাজা।

এই নিবন্ধ-শীর্ষে যে মহাপুরুষের নাম লিখিত রহিয়াছে, তিনিই এই মহাবাদের প্রবর্ত্তক! ইনি খ্রীষ্টের জন্মের সম্ভবতঃ ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রেসের অন্তর্গত আব্দেরা-নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইনি ধনীর সন্তান ছিলেন; কারণ ইনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েন এবং সেই সম্পত্তি দেশভ্রমণে ও জ্ঞানার্জ্জনেই নিঃশেষিত করিয়া শেষে নিঃস্বাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতার আশ্রয়-গ্রহণ করেন। কিন্তু ইউরোপে এই মহাপণ্ডিত ও দার্শনিকের নাম বহুদিনপর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়াছিল, শেষে ইংলণ্ডের মহাদার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ইঁহাকে প্লেটো ও আরিষ্টটলের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহার পর তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত বাদটি লইয়া ইউরোপে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু স্বয়ং বাদপ্রবর্ত্তক আবার চাপা পড়িয়া গেলেন। শেষে উনবিংশ-শতাব্দীতে টিণ্ড্যাল-নামক এক আইরিস বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে আবার লোকের স্মৃতি-পথে আনিলেন। এখন আবার দীমক্রীতস্ বিস্মৃত হইতেছেন, এদিকে কিন্তু ডারউইন, ওয়ালেস, লেসলি ষ্টিফেন, ড্যাল্‌টন প্রভৃতির নামই লোকমুখে রটিত হইতেছে। দীমক্রীতসের পরমাণুবাদই বর্ত্তমান কালের পরমাণুবাদিগণের পরমাণুবাদ, কিন্তু দীমক্রীতস্ মানবাত্মা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য বর্ত্তমান কালের পরমাণু-বাদীরা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি দীমক্রীতস্ ও এম্পিদোক্লেস পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের পরমাণু-বাদীরা, বহুজ্ঞ হইলেও, তদতিরিক্ত তেমন কিছুই বলিতে পারেন নাই।

দীমক্রীতস্ যখন জ্ঞানার্জ্জন করিয়া রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার দেশস্থ লোকেরা তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে তাহাদের শাসনকর্ত্তা করিতে চাহেন; কিন্তু দীমক্রীতস্ সে সম্মান-প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার শিষ্যদিগকেও তাঁহার ন্যায় তাঁহার সেই মহাচিন্তাগুলির ভাবুক করিতে সচেষ্ট থাকিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একবার এ্যাথেন্সে যান, তখন সক্রেটিস্ ও প্লেটো সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত আলাপ না করিয়াই চলিয়া আসেন। তাঁহাদের তর্ক-পদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বলেন,—যাহারা আপনার কথা আপনিই কাটে, অনেক কথা কয়, তাহারা কোন কিছু ঠিক করিয়া জানিবার অযোগ্য। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, দীমক্রীতস্ যাহাতে মননদ্বারা সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার চক্ষু-যুগলে তপ্ত কাচ প্রবেশ করাইয়া দিয়া

অন্ধ হন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ, আমরা জানি, দীমক্রীতস্ চক্ষুকে আত্মার অন্যতম প্রবেশ-পথ মনে করিতেন।

দীমক্রীতসের দার্শনিক জ্ঞান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে জ্ঞান-প্রচারপূর্ব্বক লোকের ভূয়সী প্রশংসা-ভাজন হইয়া উঠিতেছেন, সেই জ্ঞানই দীমক্রীতস্ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই জগৎকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই সেই জ্ঞান সম্প্রসারিত হইয়াই আধুনিক এক শ্রেণীর তাত্ত্বিকগণকে তাত্ত্বিক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে মহাগৌরবের কথা এই যে, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার সেই চিন্তাপথে আর কেহ অগ্রণী ছিলেন না।

(১) কিছুহইতেই কিছু হয়, কিছু-না-হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। অস্তিত্বের বিনাশ নাই। পরিবর্ত্তনমাত্রই অণুকের সমবায় ও স্বাতন্ত্র্য-জাত। (২) দৈবাৎ কিছু ঘটে না, ঘটনামাত্রেরই মূলে হেতু আছে। জগতে শূন্য ও অণুই সৎ, আর সকলই মতমাত্র। এই কথাগুলি এখনকার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের উপপাদ্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু দীমক্রীতস্ই তাঁহাদিগকে এই সুর ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

আত্মা-সম্বন্ধে দীমক্রীতসের এই ধারণা ছিল যে, অগ্নির অণুর মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মসৃণ ও গোলাকার অণুর সমবায়ে আত্মার উদ্ভব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি প্রায় জড়বাদী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার ছিল না, সুতরাং আত্মাকে জড়ের অন্তর্গত করাটা তাঁহার পক্ষে একান্ত দূষণীয় হয় নাই। কারণ তিনি বলিতেন, "মানুষে আত্মাই উৎকৃষ্ট উপাদান, কোন মানুষে যদি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকা সত্তেও সে পশুতুল্য। আধুনিক জড়-বাদীরা অনেক জানিয়াও এ কথা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না; "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" চার্ব্বাকের এই ঘৃণিত উক্তিই এখন অনেক জড়-বাদীর মতে গৌরবোক্তি।

পৃথিবী নহে, জগৎ যে, অনাদি ও অনন্ত,—এ কথাটাও দীমক্রীতসই বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ভারতবাসীর নিকটে নহে, ইউরোপীয়দের কাছে। পঞ্চেন্দ্রিয় মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমাত্রেরই যে মূলে, এই একটি মহাসত্যও দীমক্রীতসের ঘোষণা। চক্ষু-দিয়া যাহা আমরা দেখি, তাহা চক্ষুদ্বারা স্পৃষ্ট হয়; নাসিকাদ্বারা যাহা আমরা ঘ্রাত করি, তাহাতেও প্রথমে স্পর্শ-ক্রিয়া ঘটে; জিহ্বাদ্বারা যাহা আমরা আস্বাদিত করি, তাহাতেও স্পর্শ আছে, ত্বকেরও জ্ঞান যে, স্পর্শ-জ্ঞান, তাহা বলা বাহুল্য। এই মহাসত্যটিও দীমক্রীতসের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়।

দীমক্রীতসের অন্য সমস্ত দার্শনিক কথা তোমাদের ভাল লাগিবে না, সুতরাং তৎসমুদায়সম্বন্ধে কোন কথা বর্ত্তমান নিবন্ধের অন্তর্গত করিলাম না। দীমক্রীতস্ পরমাণুবাদের প্রবর্ত্তক, ড্যালটন্ তাহার চরম। ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে জ্ঞানের কোন উন্নতি হয় নাই। এখন পরমাণুবাদ যে, বাদমাত্র নহে, তাহাতে যে বিলক্ষণরূপ সত্য আছে, তাহা তড়িৎ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতেছে। একারণ এই সকল বৈজ্ঞানিকেরা দীমক্রীতস্ ও ড্যাল্‌টনের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা-প্রকাশ করিয়া থাকেন। দীমক্রীতস্ ও ড্যাল্‌টনে পার্থক্য এই, দীমক্রীতস্ দার্শনিক ছিলেন, ডাল্‌টন্ কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দীমক্রীতস্ যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, ড্যাল্‌টন তাহাই পরীক্ষা-সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জড়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদী প্রভৃতি ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দিহান দার্শনিকেরা কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের ন্যায় বিপ্লব-বহ্নিমালায় ইন্ধন-প্রয়োগপূর্ব্বক ফুৎকার-প্রদান করিতেছেন। তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই। ভাঙ্গা-গড়াই বিধির বিধান। আজিকালিকার বাদগুলি ঈশ্বর তথা সত্যের সহিত বিবাদ করিতে চাহে, কিন্তু পাবকস্পর্শে যেমন চামীকরের শ্যামিকা ঘুচিয়া যায়, তেমনই এই সমস্ত বাদ-বহ্নি সত্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

বালক

৫ম বর্ষ।] সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। [৯ম সংখ্যা।

সারকাসে সরকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১১

দুর্য্যোগ।

যখন সারকাসের দলের স্থানান্তরে যাইবার সময় হইল, তখন ভারি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। তাই সারকাসের লোকেরা সকলে রবারের জামা গায়ে দিতে লাগিল।

কিন্তু ছাতু কি করে? তাহার তো রবারের জামা নাই। সে দাঁড়াইয়া উহাই ভাবিতেছে, এমন সময়ে বুড়া গাড়োয়ান তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রবারের জামাহইতে তখন টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সে ছাতুকে বলিল, "আজ বেজায় দুর্য্যোগ।"

ছাতু। আজ আমাকে ভিজে ম'রতে হ'বে দে'খ্‌ছি।"

বুড়া। হাঁ, তাই তো, তোমাকে তো ভি'জ্‌তেই হ'বে বটে। আচ্ছা, আমি দেখি, কি ক'র্‌তে পারি। তোমার আজ কোচ্-বাক্সের ওপর ব'সে যাওয়া চ'ল্‌বেই না।

এই বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে তাম্বুর অপর প্রান্তে চলিয়া গেল, আবার অতি সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হ'য়েছে, তুমি আজ মেয়েদের গাড়ীতে যাও। এস, আমি তোমাকে সে গাড়ীতে চড়িয়ে দিই।"

ছাতু বিনাবাক্যব্যয়ে বৃদ্ধের অনুগমন করিল। বৃদ্ধ একটি প্রায়াবরুদ্ধ গাড়ীর কাছে পঁহুছিয়া তাহার দ্বার-মোচন করিয়া ছাতুকে তন্মধ্যে ঢুকাইয়া দিল।

গাড়ীতে ঢুকিয়া ছাতু দেখিল, গাড়ীখানি স্ত্রীলোকে ও বালক-বালিকায় প্রায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাছে অন্য কাহারও জায়গায় বসে, এই ভয়ে গাড়ীতে সে দাঁড়াইয়াই রহিল। তখন একজন স্ত্রীলোক তাহাকে বলিল, "ব'স না, বাছা!"

"কারুর জায়গায় ব'স্‌লে সে যদি রাগ করে?"

"তুমি এইখেনে এসে ব'স, এ যা'র জায়গা, সে আজ এ গাড়ীতে যা'বে না।"

এই কথা শুনিয়া ছাতু গিয়া জড়সড়ভাবে সেই জায়গায় বসিল। ভয়ে পিছনে হেলান দিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইল না। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজাহইতে রক্ষা পাইল এই ভাবিয়া সে একটু আনন্দানুভব করিতে লাগিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকে তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিল। কিন্তু ছাতু কাহার সঙ্গে

কথা কয়? তাই সে বোকা বনিয়া বোবার মত বসিয়া রহিল। তখন সে বড় একা-বোধ করিতে লাগিল। যাহা হউক, ক্রমশঃ সে ভাল হইয়া বসিতে সাহস পাইল, তখন সে দেখিল, তাহার পাশে প্রায় তাহার বয়সী একটি মেয়ে বসিয়া আছে। কিন্তু তাহার মুখখানি এমনই পাকা যে, ছাতুর মনে হইল, এক বেঁটে বয়স্কা স্ত্রীলোক বালিকার পরিচ্ছদ পরিয়া রহিয়াছে। ছাতু বার বার তাহার প্রতি তাকাইতেছিল, তাহা দেখিয়া সেই বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

"ছাতু সরকার।"

"হি হি ছাতু—ছাতু?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি সারকাসে কি কর?"

"ধাড়ার দোকানের ছোক্‌রা।"

"দোকানের ছোক্‌রা? আমি বলি, তুমি সারকাস কর।" এই বলিয়া সেই প্রবীণমুখী বালিকা নাসা-বিকুঞ্চন করিল। তাহাতে ছাতু অবশ্য এতটুকু হইয়া গেল। তবু সে সেই বালিকাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "তু—তুমি কি কর?"

"আমি আর আমার মা ঘোড়ার বাজী দেখাই।"

"তুমিই কি চার-ঘোড়ার বাজী দেখাও?"

"হ্যাঁ।"—এই বলিয়া বালিকা নাসা স্ফীত করিল।

ছাতু। এত ক্ষুদে মেয়ে চার-ঘোড়ায় চড়, খুব বাহাদুর তো!

এই স্তুতিবাদ শুনিয়া বালিকা প্রীতা হইল, তখন অল্পক্ষণের মধ্যে ছাতুতে আর তাহাতে খুব ভাব হইয়া গেল। ছাতু তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। তখন ছাতু তাহার মুখহইতে শুনিল, বালিকার নাম "চরণদাসী," কিন্তু সারকাসের বিজ্ঞাপনে তাহার নাম "পরীর রাণী পরিমল" লেখা থাকে।

ছাতু ও চরণদাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিল, তাহার পর চরণদাসী তাহার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ছাতু মনে করিয়াছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া সে তাহার নবপরিচিতা সঙ্গীর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিবে, কিন্তু সম্মোহিনী সুপ্তি সে সাধে বাদ সাধিল। "পরিমলের" মুখপ্রতি কয়েক মিনিট তাকাইয়া থাকিতে না থাকিতেই তাহার চোখ ঢুল ঢুল করিতে লাগিল। অবশেষে সে পিছনে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়াই নাক ডাকাইতে লাগিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে গাড়ীর জানালাহইতে দেখিল, রোদ উঠিয়াছে, আর ধাড়া আসিয়া কর্কশ কণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে ও গালি দিতেছে। ধাড়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। সে সহসা তাহার সম্মুখে গেল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সে অবশেষে বুঝিয়া দেখিল, যতই সে দেরী করিবে, ততই ধাড়ার রাগ বাড়িবে, আর ততই তাহাকে বেশী মার খাইতে হইবে। তাই সে ভরসা করিয়া গাড়ীহইতে বাহির হইল।

ততক্ষণে ধাড়ার মাথায় যেন খুন চাপিয়াছে। সে তাই প্রথমে ছাতুর দুই হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার পর একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোথাও থাকিয়া তাহাদের দেখিতেছে কি না। যখন দেখিল, কেহ কোথাও নাই, তখন সে বেচারা ছাতুকে একগাছা কঞ্চিদ্বারা দারুণ প্রহার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল, "তোর দে'খ্‌ছি, এখেনে বিস্তর দোস্ত-ইয়ার জু'টে্‌ছে, কাজ ক'রবার একেবারেই গা নেই।"

ছাতু, "আর মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও," এই বলিয়া কত কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু নিষ্ঠুর-হৃদয় ধাড়ার চিত্ত তাহাতে রেখামাত্রও বিচলিত হইল না। সে ছাতুর সর্ব্বাঙ্গ সেই বংশযষ্টির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। ছাতু মৃতকল্প হইয়া পড়িলে, ধাড়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "এখন তোর কোন্ ইয়ার আমার হাতথেকে তোকে বাঁচাতে পা'র্‌লে? কাজে একদম গা নেই, রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌তে থা'ক্‌বে, তখন হুজুরের ঘুম ভাঙবে, যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ! এখন, ভাল চাস্ তো দোকান-পাট সাফসুৎরো ক'রগে যা, ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমি সব ফিট্‌ফাট দে'খ্‌তে চাই।"

এই বলিয়া ধাড়া যেন দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে এমনই গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে সেই স্থান-ত্যাগ করিয়া গেল। তখন চরণদাসী আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহার সান্ত্বনা-বাক্যে ছাতুর প্রহার-যন্ত্রণার যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হইল, তখন তাহার এক চোখে হাসি ও আর একচোখে অশ্রু দেখা দিল।

চরণদাসী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বড্ড লেগেছে, ভাই?"

"হ্যাঁ, যখন মা'র্‌ছিল, তখন বড্ড লা'গ্‌ছিল, এখন যন্ত্রণাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

চরণদাসী তাহার ক্ষত স্থানগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিল, ছাতুরও তাই চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে উভয়েই অশ্রুসিক্ত চোখে হাসিয়া উভয়ের নিকটহইতে বিদায় লইল।

সমস্ত দিন ছাতু বিষণ্ন মনে কাজ করিতে লাগিল। অনেকে তাহার প্রহারিত হওয়ার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশ করিল, কেহ কেহ তাহাকে কিছু কিছু পয়সা দিল।

সজীব-কঙ্কাল আসিয়া তাহাকে দুপুরবেলা তাহাদের তাঁবুতে চারিটি খাইতে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু সে নিশায় যাইয়া খাইবে এইরূপ ইচ্ছা-প্রকাশ করিয়া কর্ম্মান্তে তাহার বানর বন্ধুকে লইয়া নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বন তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার—হর-মামার গৃহের ও তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের কথা-স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইবার স্থান।

১২

ছাতুর সর্ব্বনাশ।

বনে ঢুকিয়া ছাতু এক জায়গায় মখমলের মত নরম সবুজ ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধ বানর গাছের ডালে ডালে লাফাইয়া লাফাইয়া ছাতুকে আমোদিত করিতে লাগিল। তখন নানাজাতীয় পাখী শাখিশাখে বসিয়া সুমিষ্ট-স্বরে গান করিতেছিল, তাহা শুনিতে শুনিতে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া ছাতু নয়ন মুদিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সে তখন কি ভাবিতেছিল? সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতে এখন গোটাকতক টাকা হইয়াছে, অতএব এইবার সে একদিন সারকাস ছাড়িয়া পলাইবে।

সে সানন্দে তাহার বানর বন্ধুকে এই কথাগুলি জানাইল, তাহা শুনিয়া মর্কটপ্রবর কোনই হর্ষ-লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু ছাতু যখন ক্ষুদ্র একটী নেকড়ার থলিয়াহইতে টাকাগুলি বাহির করিয়া হস্ততালুতে স্থাপিত করিয়া বার বার গণিতে লাগিল, তখন বানর তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া সেগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছাতু কিন্তু তাহাকে টাকায় হাত দিতে দিল না, ধমক্ দিয়া তাড়াইয়া দিল,তাহাতে কপিপুঙ্গব দাঁত খিঁচাইয়া উষ্মাপ্রকাশ করিতে লাগিল।

তখন ছাতু তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া মুদ্রাধারটি একবার স্পর্শ করিতে দিল। তাহার পর তাহা আবার তাহার জামার পকেটে রাখিয়া দিল। বানর আস্‌কারা পাইয়া ছাতুর পকেটে হাত দিয়া মুদ্রাধারটি বার বার পকেটহইতে বাহির করিতে লাগিল; ছাতু তাহাকে তাহা করিতে দিল, কিন্তু থলিয়াটী তাহার হাতে একেবারে ছাড়িয়া দিল না।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া ছাতু বানরকে স্কন্ধে লইয়া সারকাসে ফিরিয়া চলিল। পথে বানর চতুর্হস্ত-সুলভ কৌতূহল-বশে ছাতুর পকেটে হাত দিয়া টাকার থলিয়াটি বাহির করিয়া তন্মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, ছাতু তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে যে সমস্ত কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল, তাহাতে সে আদৌ কর্ণপাত করিতেছিল না, ইহাতে ছাতু বিরক্ত হইয়া একবার তাহার কাণ মলিয়া দিল। তখন বানর স্থির হইয়া তাহার কাঁধের উপর বসিয়া রহিল।

তাম্বুতে পহুঁছিয়া ছাতু কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রাতে সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীর তাঁবুতে আহার করিতে গেল। আজ লোকের ভিড় ছিল না, তাই ছাতু ও তাহার মর্কট বন্ধুর আহার বেশ ভালই হইল।

খাইতে খাইতে ছাতু সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীকে তাহার পলাইবার কথা বলিল। তাহাতে ভুঁদী দুঃখ ও আনন্দ উভয়ই প্রকাশ করিয়া শেষে তাহাকে পলায়নকালে খুব সতর্ক হইতে উপদেশ দিল।

আহার-শেষ হইলে ছাতু স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সারকাসের স্থানান্তর-গমনের উদ্যোগ সমাপ্ত হইয়াছে, বুড়া তাহাকে খুঁজিতেছে। কাজেই তখন আর বানরকে পিঁজারায় রাখার সময় হইল না, ছাতু তাহাকে লইয়া কোচবাক্সে গিয়া উঠিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ছাতু বুড়াকে সমস্ত দিনের কথা বলিয়া শেষে তাহার পলায়ন-অভিপ্রায় জানাইল। বুড়াও তাহাকে পলাইতেই পরামর্শ দিল। ছাতু জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সাতটাকা চোদ্দ আনা জ'মেছে, এতে আমার পথ-খরচ চ'লবে তো?"

"যা' তা' কিনে পয়সা নষ্ট না ক'রলে ঐ টাকাতেই তুমি বাড়ী পৌছুতে পা'রবে।"

আরও অনেক কথার পর ছাতুর ঘুম ধরিল, তাই সে গাড়ীর ছাদে শুইয়া পড়িল। মর্কটটা এতক্ষণ নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়াছিল, এক্ষণে উঠিয়া ছাতুর পকেট হাতড়াইতে লাগিল! তাহার পকেটহইতে টাকার থলিয়াটি বাহির করিয়া সেই দুষ্ট থলিয়া খুলিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া গাড়ীর ছাদে বিছাইল, পরে একটী একটী করিয়া টাকাগুলি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। বেচারা ছাতু তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাই তাহার তখন যে, কি সর্ব্বনাশ হইতেছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

* * * *

নিশীথে ছাতুর ঘুম ভাঙিল, সে তখন তাহার অভ্যাসমত পকেটে হাত দিয়া দেখে, টাকার থলিয়া নাই। বানরটা তখন ঘুমাইতেছিল, ছাতু চন্দ্রালোকে দেখিল, তাহার কাছেই তাহার টাকার থলিয়াটি ছিন্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সে সকলই বুঝিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বুড়া তাহাতে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি, ছাতু, কাঁদ কেন? কি হ'য়েছে!"

"বানরটা আমার সব টাকা ফেলে দিয়েছে।"

"অ্যাঁ, বল কি? কোথায় ফেলে দিয়েছে?"

"আমি জানি নে, বোধ হয় রাস্তায়।"

এই বলিয়া সে বড়ই কাঁদিতে লাগিল। বুড়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম হইয়া চুপ করিয়া রহিল। অল্পকাল কাঁদিয়া ছাতু বানরের গলা ধরিয়া তাহাকে কখন তিরস্কার কখন বা তাহারই কাছে শোকপ্রকাশ করিতে করিতে চলিল। বানর তখন যেন বড়ই অনুতপ্ত হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া ছিল।

(ক্রমশঃ।)

হাস্য-তরঙ্গ।

(১)

এক ভিক্ষুক ভাবিয়াছিল যে, বোবার ন্যায় ভাণ করিলে, সে অনেক ভিক্ষা পাইবে। সুতরাং সে একটী কাগজে 'বোবা' লিখিয়া তাহার গলাতে ঝুলাইয়া রাখিত। অপর একটী ভিক্ষুক তাহার এইরূপ মিথ্যা ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইত এবং তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিত। সে সর্ব্বদাই সেই বদমায়েস্ বোবা লোকটার নিকট থাকিত। এক-দিবস একটী ভদ্রব্যক্তি বোবা বদ্‌মায়েস্‌টাকে সত্য সত্যই বোবা মনে করিয়া কিছু পয়সা দিলেন। ইহাতে অপর ভিক্ষুকটীর অত্যন্ত হিংসা হইল। সে ভদ্রব্যক্তিকে বলিল, "মহাশয়! এ লোকটা বদ্‌মায়েস্ ও জুয়াচোর ও মোটেই বোবা নয়; বোবার ন্যায় ভাণ করিয়া—" বদ্‌মায়েস্ বোবা লোকটা আর স্থির থাকিতে পারিল না। হঠাৎ ক্রোধে উচ্চৈস্বরে চেঁচাইয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী! আমি চিরকালই বোবা, এবং এখনপর্য্যন্ত বোবা, আর তুই আমার নামে মিথ্যা কথা ব'ল্‌'ছিস্।"

* * * *

(২)

সে দিন রামবাবুর অসুখ করিয়াছিল। ডাক্তার রোগ দেখিয়া কাল রঙের কি একটী ঔষধ দিয়া গেলেন। ঔষধ খাইবার সময় হইলে রামবাবু তাঁহার ভৃত্য গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "গোব্‌রা, ঐখানথেকে এক ডোজ্ ঔষধ এনে দে তো।" দুর্ভাগ্য-ক্রমে যেখানে ঔষধের শিশি ছিল, সেইখানে ঠিক সেইপ্রকার আর একটী শিশিতে কাল কালি ছিল। ভুলক্রমে গোবর্দ্ধন ঔষধের পরিবর্ত্তে এক ডোজ কাল কালি আনিয়া দিল। রামবাবু ঔষধ ভাবিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে বলিল, "মহাশয়! আমি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমি ভুলক্রমে ঔষধের পরিবর্ত্তে এক ডোজ্ কাল কালি দিয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি? হায় ভগবান! শেষে কি না বিষ খাওয়ালুম।" এই বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। রামবাবু তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে! তুই কাঁ'দ্‌'ছিস্ কেন? এক ডোজ্ কালি দিইছিস্ বৈ তো নয়। তা' একখানা 'ব্লটিং-পেপার' গিলে খেলেই তো সব চুকে যায়।"

* * * *

(৩)

একদিন একটী স্থূলকায় বেণিয়া তাহার সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, সরকার-মহাশয়! আমি আজ "সারকাস" দে'খ্‌'তে যাব, তা' তুমি দু'খানা টিকিট্ কিনে দু'টো জায়গা ঠিক ক'রে রেখে এস, যা'তে আমি বেশ আরামে ব'স্‌তে ও নিশ্বাস ফে'ল্‌তে পারি।" কিয়ৎক্ষণ পরে সরকার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনার আজ্ঞা-পালন করিয়াছি বটে, কিন্তু সমস্ত জায়গা ভরিয়া যাওয়ায় আমাকে প্রথম শ্রেণীর একটী জায়গা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একটী জায়গা লইতে হইয়াছে।"

(৪)

একদিন এক দরিদ্র ভদ্রব্যক্তি এক ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন-ক্রয় করিতেছিলেন। ময়রাটা জুয়াচোর ছিল, তাই প্রত্যেক বারেই কিছু কম ওজন দিতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভদ্রব্যক্তিটী বলিলেন, "ওহে, তুমি তো ঠিক ওজন দিতেছ না; কম দিতেছ কেন?" ইহাতে ময়রা উত্তর করিল, "মহাশয়! ইহাতে তো আপনারই সুবিধা—বুঝিতেছেন না যে, আপনাকে কত কম বহন করিতে হইবে।" মিষ্টান্ন লইয়া পয়সা দিবার সময় ভদ্রলোকটী কিছু কম দিলেন। তাহাতে ময়রাটা বলিল, "করেন কি, মহাশয়? আপনি ত ঠিক মূল্য দিতেছেন না; আপনি কম দিতেছেন কেন?" ভদ্রব্যক্তিটী তখন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এটা আর বু'ঝ্‌তে পা'র্‌'ছ না যে, এতে তোমারই সুবিধা হ'ল,—তোমাকে কিছু কম গণিতে হইবে।"

* * * *

(৫)

আমাদের কালীবাবু ভয়ানক মোটা ও বলশালী। একদিবস তিনি বোম্বাইএর 'হিন্দু হোটেলে' আহার করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি তিনজনের মত খাদ্যের হুকুম দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তিনি খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হোটেলরক্ষক ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ, মহাশয়! খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

কালীবাবু বলিলেন, "তবে এখনও আনিতেছ না কেন?"

ভবানীপ্রসাদ—আজ্ঞে, আমি আপনার বন্ধুগণের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছি।

কালীবাবু কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বন্ধু? কোন্ বন্ধুগণ?"

ভবানীপ্রসাদ—আজ্ঞে, আপনি না তিন জনের খাদ্য তৈয়ার করিতে বলিয়াছেন; তাই অপর দুইজনের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি।

কালীবাবু—হাঁ, আমি তো তাহাই বলিয়াছিলাম এবং সেই-জন্যই তো খাদ্য আনিতে বলিতেছি—আমিই সেই ব্যক্তিত্রয়!

* * * *

(৬)

এক ব্যাঘ্র এক বৃক্ষের তলায় চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। একটী বানর সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় আসিয়া বসিল। বানরটী জানিত যে, ব্যাঘ্রেরা বৃক্ষের উপর উঠিতে পারে না; সুতরাং সে তাহাকে ক্ষেপাইতে ও অপমান করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রটী যে ভাবে বসিয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই বসিয়া রহিল; উপরদিকেও তাকাইল না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অপমান করাতেও যখন ব্যাঘ্রটী কিছুই বলিল না, তখন বানর নিজেই ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইল। সুতরাং ব্যাঘ্রটী যাইতে উদ্যত হইলে সে বলিল, "ওহে ব্যাঘ্র! আমি কি তোমায় অপমান করিয়াছি?" ইহাতে ব্যাঘ্রটী বলিল, "বৃক্ষের উচ্চতা আমায় অপমান করিয়াছে—ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বানর করে নাই।"

কৌতূহল।

একজনকে হাই তুলিতে দেখিলে আর একজন হাই তুলে কেন?

আমাদের জীবনের সবচেয়ে দরকারী কাজ হইতেছে - নিশ্বাস-টানা আর প্রশ্বাস-ছাড়া। হাইটা একটা বড়রকমের নিশ্বাস-টানা আর প্রশ্বাস-ছাড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন আমরা কাহারও দ্বারা বড় বেশী ত্যক্ত হই, কিম্বা অসুখ-বোধ করিতে থাকি, তখন আমরা হাই তুলি। উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিশ্বাস-টানা ও প্রশ্বাস-ছাড়া কম হইয়াছে, তাই আমরা হাই তুলিয়া ক্ষতি-পূরণ করিয়া লইতেছি।

মানুষের স্বভাব এই, তাহাকে কেহ কিছু "ধরাইয়া" দিলে সে অপরের ইঙ্গিতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। একটি ছেলে যদি আর একটি ছেলেকে "সন্দেশ" খাইতে দেখে, কিম্বা একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে যদি "আচার" চাটিতে দেখে, তাহা হইলে সেই ছেলের সন্দেশ খাইতে এবং সেই মেয়ের আচার চাটিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। একটি লোককে ভয় পাইতে দেখিলে, আর একটি লোকও ভয় পায়; কোন সভায় সকলে হাসিতে থাকিলে, অবশিষ্ট একজনও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। শোকের স্থলে সকলেরই চোখ ছল ছল করিতে থাকে। এই সকল দেখিয়া মানবজীবনসম্বন্ধে একটি চমৎকার সূত্র-নির্ণয় করা যায়। সেই সূত্রটি এই—মানুষের যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী দরকার হয়, মানুষকে "ধরাইয়া" দিলে, সে সেই জিনিসটি শীঘ্র "ধরে"। নিশ্বাস-টানা ও প্রশ্বাস-ছাড়া মানুষের পক্ষে দরকার, তাই তাহাকে "ধরাইয়া" দিলেই সে হাই তুলে। দুর্ব্বল শিশুর সাহসের বড় দরকার, তাই সে কাহাকেও ভয় পাইতে দেখিলেই ভয় পায় অর্থাৎ কাহারও সাহায্য-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতা-প্রকাশ করে।

২

অন্ধদের শ্রবণশক্তি প্রখর। কেন?

এই প্রশ্নের সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—কারণ অন্ধেরা আমাদের চেয়ে ভাল করিয়া মন-দিয়া শুনে; তবু আর একটু বিশদভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যা'ক। নির্দ্দোষেন্দ্রিয় লোক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা মস্তিষ্কে বিবিধ উপায়ে অসংখ্য মুদ্রাঙ্কপ্রাপ্ত হয়; কাহারও পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটি ইন্দ্রিয় যদি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার চতুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অপেক্ষাকৃত ন্যূন-সংখ্যক মুদ্রাঙ্ক তাহার মস্তিষ্কমধ্যে প্রাপ্ত হয়, ফলে সেই মুদ্রাঙ্ক-নিচয়ে মনোযোগ দিবার অধিক সময় পায়।

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সমস্ত ছাপ মস্তিষ্কে পড়ে, অন্ধকে সে সমস্ত ছাপে মনোযোগ করিতে হয় না, কাজেই কেহ যদি তাহার নিকট দিয়া যান, তাহা হইলে সে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছাপগুলিতে অধিক মনোযোগ করিয়া তাহাকে চিনিতে চেষ্টা করে। যাহার যাহা করিবার উপায় নাই, তাহাকে যদি তাহা করিতেই হয়, তাহা হইলে সে বাধ্য হইয়া যে উপায়বিশিষ্ট সেই উপায়টিকেই অধিক-তর প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্ধ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায়; সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া শুনিয়াই দেখার কাজ সারিয়া লইতে হয়! যাহার হাত নাই, সে পায়ের সাহায্যে যে, অনেক কার্য্য করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

৩

মাথার চুল কাটিলে লাগে না কেন?

যখন আমাদের হাতের আঙুল কাটিয়া কিম্বা পুড়িয়া যায়, তখন আমরা জ্বালা বা ব্যথা-বোধ করি, কারণ আমাদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, সেই স্নায়ুস্তোম আমাদের মস্তিষ্কে অনুভূতি বহিয়া লইয়া যায়। ইহাহইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের যে অঙ্গে স্নায়ু নাই, সেই অঙ্গের দ্বারা কোন প্রকার অনুভূতি মস্তিষ্কে বাহিত হয় না। ডাক্তারেরা কোন অঙ্গে কোন কাটাকুটি করিতে চাহিলে, তাই সেই অঙ্গের স্নায়ুগুলিকে অসাড় করিয়া দেন। নখে যেমন, চুলেও তেমনই কোন স্নায়ু নাই, তাই নখ বা চুল কাটিলে আমাদের লাগে না।

৪

আমরা যখন আর বাড়ি না, তখনও আমাদের চুল বাড়িতে থাকে কেন?

আমাদের কোন কোন অঙ্গ কোন একটি বিশিষ্ট আকারপ্রাপ্ত হইয়া আর বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু আমাদের কোন কোন অঙ্গ যত দিন আমরা বাঁচি, তত দিনই বাড়িতে থাকে। পায়ের কোন হাড় বিশিষ্ট আকারপ্রাপ্ত হইলেই তাহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়; তখন আর কিছুতেই তাহাকে বাড়ান যায় না; কিন্তু গাত্র-চর্ম্ম ও রোম প্রায়ই ক্ষয়িত ও পুনরায় পূর্ব্বাবস্থ হইতেছে।

৫

তেল জলে ভাসে কেন?

একপ্রকার তরলপদার্থ আর একপ্রকার তরল পদার্থের উপর ভাসে, ইহা দেখিয়া প্রথমে সকলেই বিস্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই, বিস্ময় বিদূরিত হয়। দুইটি কারণে একপ্রকার তরল পদার্থ আর একপ্রকার তরল পদার্থের উপরে ভাসে। প্রথম কারণ, তেল জলে মিশ খায় না। লবণ জলে মিশ খায়, তাই লবণ জলে ডুবিয়া যায়। একটুকরা কাঠ জলে মিশ খায় না, তাই সেই কাঠের টুকরাটি জলে ভাসিতে থাকে।

ফ্রান্স হইতে প্রত্যাগত আহত ভারতীয় সৈন্য

দ্বিতীয় কারণ, জলের চেয়ে হাল্কা জিনিস জলের উপরে ভাসে। যতটুকু তেল জলের উপরে ভাসে, ততটুকু তেল ততটুকু জলের চেয়ে হাল্কা, তাই ভাসে।

৬

কোন কোন রোগ ছোঁয়াচে আর কোন কোন রোগ ছোঁয়াচে নয় কেন?

একশত বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি এই প্রশ্নটি করিত, তাহা হইলে সেই সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোকও এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন এ বিষয়ে অল্পশিক্ষিত লোকেও কিছু: জ্ঞানলাভ করিয়াছে। এখন আমরা জানি যে,

একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আছে, তাহাকে ইংরাজীতে "মাইক্রোব" ও বাংলায় জীবাণু বলে। এই প্রাণীরা এত ক্ষুদ্র যে, খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যব্যতীত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারা গাছপালা ও জীবের অবয়বের উপাদানের উপর যে কার্য্য করে, তাহারই ফলে অনেক রোগোৎপত্তি হয়। এই জীবাণুরা এত ক্ষুদ্র ও লঘু যে, বায়ুদ্বারা বাহিত হইতে ও জীবের ফুস্‌ফুস্‌হইতে নিঃশ্বসিত হইয়া বায়ু বা আমাদিগের খাদ্য দ্রব্য দূষিত করিয়া ফেলিতে পারে, এইরূপে যত্র তত্র বিচরণ করিয়া ইহারা রোগ-বিস্তার করিয়া বেড়ায়। এইজন্যই কোন কোন রোগ স্পর্শক্রামক হইয়া উঠে।

বসন্ত বা ওলাউঠা-রোগের বীজাণু জল বা দুগ্ধ-সহ মিশ্রিত হইয়া দেশময় ঐ ঐ রোগ-বিস্তার করিয়া দেয়।

কিন্তু আবার এমন অনেক রোগ আছে, যেগুলি ছোঁয়াচে নয়। কারণ ঐ সকল রোগের উৎপত্তির হেতু জীবাণু নহে। অনেক রোগ অত্যাচার ও চাপহেতু জন্মে। এই সকল রোগ রক্তহীনতা বা শরীরে রক্তের চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া জন্মে। অনেক রোগ আবার নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য অবয়বের গঠনোপাদানে বিষবৎ কার্য্য করে বলিয়া জন্মে।

কিন্তু এই সকল রোগ এক দেহহইতে আর এক দেহে সম্প্রসারিত বা সঞ্চারিত হয় না। কেবল জীবাণুজাত রোগই সম্প্রসারণ-শীল।

মানুষের শরীরে খিল ধরে কেন ?

খিল-ধরা মানুষের কোন অঙ্গের বা তদঙ্গের দুই-একটি পেশীর আকুঞ্চন-ছাড়া আর কিছুই নহে। খিল-ধরা যন্ত্রণা-প্রদ বা যন্ত্রণাহীন উভয়ই হইতে পারে। সময়ে সময়ে খেলিতে খেলিতে আমাদের কোন অঙ্গে খিল ধরিয়া যায়, উহা তদঙ্গের কোন কোন পেশীর আকুঞ্চনহেতুই ঘটিয়া থাকে, ঐ অঙ্গটি সজোরে একটু মলিলেই খিল-ধরা সারিয়া যায়। কখন কখন অতি পরিশ্রম অথবা অত্যাধিক শৈত্যহেতুও খিল ধরিয়া থাকে, তখন অঙ্গের কোন কোন পেশীর জটিল পরিবর্ত্তনহেতুই সম্ভবতঃ খিল ধরিয়া থাকে।

সেই সেই পেশী জোরে মলিলেই খিল-ধরা ছাড়িয়া যায়, কিন্তু সাঁতার কাটিতে কাটিতে যদি কোন অঙ্গে খিল ধরে, তাহা হইলে সেই খিল-ধরা বড়ই বিপজ্জনক বুঝিতে হইবে, কেননা ডাঙ্গায় না উঠিলে সেই খিল-ছাড়ানর সম্ভবতঃ কোনই উপায় করা যাইবে না, এদিকে কিন্তু খিল ধরিয়াছে বলিয়া ডাঙ্গায় উঠা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ থাকা অথবা ডুব-জলে যাওয়া আদৌ নিরাপদ্ নহে।

রাজবুদ্ধি।

গাথা।।

রাজার বাটীথেকে তাহা অনেকখানি দূর;
পানায় ভরা ছিল প্রকাণ্ড এক পুকুর।
মাঘের শীতে জলগুলি তা'র ঠাণ্ডা হ'ত খুব;
রক্ত যেত জমাট বেঁধে দিলে তা'তে ডুব।
হঠাৎ রাজার খেয়াল হ'ল, যদি কেহ
ডুবিয়ে থাকে সারারাত সমস্তটা দেহ
তা' হ'লে সে পাঁচশ টাকা পা'বে পুরষ্কারি—
ঢেঁড়া পিটে দেশের মাঝে হ'ক ইহা জারি।
কেউ গেল না প্রাণটা দিতে পাঁচশ টাকার তরে।
এক যে ছিল গরীব বামুণ, গোষ্ঠী ভাতে মরে;
সে বেচারা ভা'ব্‌লে মনে, "অনাহারে মরি,
এ সুযোগে অদৃষ্টটা দে'খ্‌ব পরখ করি'।
বাঁ'চ্‌লে পা'ব পাঁচশ টাকা, ম'র্‌লে জুড়ায় হাড়;
ছেলেপিলের কাকুতি যে সইতে নারি আর।"
এই না ভেবে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রাজার বাড়ী,
রাজার কাছে মনের কথা খুলে ব'ল্‌লে তা'রি।
রাজা তখন কোটালেরে ডেকে দিলেন ব'লে,
"সারাটা রাত বামুণ-ঠাকুর দাঁড়িয়ে র'বে জলে.
রাত্রি জেগে চৌকী দেবে কাছে কাছে থেকে;
সকালবেলা আ'স্‌বে নিয়ে আগুন-দিয়ে সেঁকে"।
কোটাল তা'রে নিয়ে গেল সেই পুকুরের ধারে;
দিল ঠাকুর সে পুকুরে ঝাঁপ একেবারে।
সারাটা রাত জেগে থেকে ডা'ক্‌লে ভগবানে;
তাঁ'রই গুণে বামুণ নিশ্চয় বেঁচে গেল প্রাণে।
অবাক্ হ'লেন রাজা তা'রে দেখে বেশ তাজা,
কোটালেরে কহেন তিনি, "টি'ক্‌তে নারি ঘরে,
জলে থেকে বামুন-ঠাকুর বাঁ'চ্‌ল কেমন ক'রে?
সেথায় বুঝি আগুন জ্বেলে রেখেছিল কেহ,
তা'রি তাপে বুঝি ওর গরম ছিল দেহ?"
কোটাল বলে, "ফটকমাঝে ছিল একটী বাতী

সেটা কিন্তু জ্ব'লেছিল সমস্তটা রাত্তি" !
রাজা বলে, "তাই ত বটে, নইলে কি হয় ?
আলোর পানে চেয়ে বামুণ আছিল নিশ্চয়।
তা'তেই ক'রেই এম্নি শীতে জলের মাঝে থাকা ;
আমার সনে জুয়াচুরি ? পা'বেনাক টাকা।"
কেঁদে কেঁদে বামুণ-ঠাকুর গেল আপন বাসে।
রাজার সখা কাণ্ড দেখে আপন মনে হাসে !
রাজা ও তা'র সখা মিলে মৃগয়াতে যা'বে ;
কথা হ'ল দু'জনেই সকাল ক'রে খা'বে।
হাতী-ঘোড়া সব সেজেছে, সকাল ক'রে খেয়ে
সখার তরে আছেন রাজা পথের পানে চেয়ে।
বারে বারেই আ'স্'ছে খবর—রান্না হ'তে বাকী ;
রাজা ভাবেন, "সখা আমায় দিচ্ছে বুঝি ফাঁকি"।
ব্যস্ত হ'য়ে রাজা তখন গিয়ে সখার বাড়ী ;
দে'খ্‌লে সেথা বাঁশটী পোতা, মাথায় বাঁধা হাঁড়ী।
তলাতে তা'র উনানমাঝে জ্বল্‌ছে আগুন জোরে।
সখা তা'র কাছে ব'সে, কাষ্ঠগুলি পোড়ে।
কাণ্ড দেখে রাজা-ম'শাই হেসেই কুটোকুটি ;
এমন সময়ে সখা তা'র সাম্‌নে গেল উঠি'।
সখা বলে "এমন ক'রে হা'স'ছো কেন, রাজা ?
সকালবেলা চাপিয়েছি চিংড়ি-মাছ-ভাজা,
এখনো তা' না'ব্‌ল নাক, হ'ল বিষম দা'য় :
ইচ্ছে ক'রে দেরি-করা মোর কি শোভা পায়" ?
রাজা বলেন, "মাথা তোমার বিগ্‌ড়ে গেছে, ভাই ;
এমনধারা রান্না আমি কভু দেখি নাই।
অতদূরে আগুন জ্বলে—অতদূরে হাঁড়ী,
কেমন ক'রে রান্না হ'বে বু'ঝ্‌তে নাহি পারি" !
সখা বলে "রাজা-ম'শায় ! তোমারি কাছে শিখা,
ফটকের যে আগুন তা'র পুকুরে পৌছে শিখা !
তা'রি তাপে বামুণ-ঠাকুর বেঁচে গেছে যবে ;
আমার বেলা রান্না তবে কেনই বা না হ'বে" ?
লজ্জা পেয়ে রাজার তখন মুখটী হ'ল লাল।
সখা বলে, "পাঁচশ টাকা দিও তা'রে কাল।"

শ্রীবনবিহারী বসু।

অশেষ আখ্যান

এক ছিল রাজা, সে অন্য অনেক রাজাদের মত গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসিত। সমস্ত দিনই সে গল্প শুনিতে চাহিত, আর গল্প শুনিয়াই দিন কাটাইত। তাহার পারিষদেরা সে যাহাতে গল্প একটু কম শুনে আর রাজকার্য্যে একটু বেশী মন দেয়, তাহার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল: কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। যতই সে গল্প শুনিত, ততই তাহার গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠিত। অবশেষে সে দেশবিদেশে এই কথা ঘোষণা করিয়া দিল যে, যে ব্যক্তি তাহাকে একটি অফুরাণ গল্প বলিতে পারিবে, তাহার সহিত সে রাজকুমারীর বিবাহ দিবে এবং তাহাকেই সে তাহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবে। কিন্তু কেহ যদি গল্প বলিতে আসিয়া গল্প-শেষ করিয়া বসে, তবে তাহার "গর্দ্দান" যাইবে।

রাজ্য ও রাজকুমারীর লোভে অনেক লোক গল্প বলিতে আসিয়া গর্দ্দান দিল। তাহাদের গল্পগুলি নেহাইৎ ছোট ছিল না,—কেহ এক সপ্তাহ ধরিয়া গল্প বলিয়াছিল, কেহ একমাস গল্প চালাইয়াছিল, কেহ ছয় মাস ধরিয়া একটি গল্প বলিয়াছিল ; কিন্তু শেষে তাহাদের গল্প-শেষ করিতেই হইয়াছিল, তাই তাহাদের সকলেরই "গর্দ্দান" লওয়া হয়।

অবশেষে একদিন একটি লোক আসিয়া সেই রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি অনুমতি করিলে ও অভয় দিলে আমি আপনাকে চিরদিন ধরিয়া একটি গল্প বলিতে পারি।"

তখন রাজা তাহাকে সে যদি বিফল হয়, তবে তাহার কি দণ্ড হইবে, তাহা জানাইল : সে তাহাকে ভয় দেখাইল, বিস্তর লোক অফুরাণ গল্প বলিতে আসিয়া গর্দ্দান দিয়াছে, অতএব সে যেন সাবধান হয়। লোকটি বলিল, সে অফুরাণ গল্প বলিতে সমর্থ, সুতরাং তাহার প্রাণ হারাইবার ভয় নাই। লোকটিকে দেখিয়া বোধ হইল, সে খুব সপ্রতিভ ও ধীর। সে রাজাকে বলিল, "মহারাজ অমুক অমুক সময় আমাকে অমুক অমুক কাজ করিবার ছুটি দিতে হইবে, বাকী সময়টা আমি আপনাকে অনবরত গল্প বলিতে থাকিব।"

রাজা তাহাকে প্রয়োজনমত অবকাশ দিয়া গল্প শুনিতে বসিল, সে গল্প-আরম্ভ করিল, "মহারাজ এক ভারি নির্দ্দয় ও অত্যাচারী রাজা ছিল, কিসে তাহার ধনবৃদ্ধি হইবে, কেবল ইহাই সে ভাবিত। রাজ্যের সমস্ত লোকের শস্য কাড়িয়া লইয়া সে একটা প্রকাণ্ড গোলায় গোলাজাত করিল ; সেই গোলাটাকে তাই সে পর্ব্বত-প্রমাণ উচু করিয়াছিল।

বৎসর-কত ধরিয়া সে এইরকম করিয়া তাহার সমস্ত প্রজার সমস্ত শস্য কাড়িয়া লইয়া নিজের গোলায় জমাইতে থাকিল,

তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড গোলাটা শস্যে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সে সেই গোলাটার দরজা-জানালা সব মুদিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু রাজমিস্ত্রীরা ভুলিয়া গোলার উপরিভাগের এক জায়গায় খুব ছোট একটি ছিদ্র রাখিয়া দিয়াছিল। এক সময়ে মস্ত এক-দল পঙ্গপাল আসিয়া সেই শস্য-ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গোলার উপরকার সেই ছোট ছিদ্রটি এতই ছোট ছিল যে, তাহা দিয়া একটির বেশী পঙ্গপাল গোলার মধ্যে ঢুকিতে পারিত না। তাই প্রথমে একটি পঙ্গপাল সেই গোলার মধ্যে ঢুকিয়া একদানা শস্য বাহির করিয়া আনিল, তাহার পর আর একটা পঙ্গপাল ঢুকিয়া আর এক দানা, তাহার পর আর একটা পঙ্গপাল ঢুকিয়া আর এক দানা, তাহার পর আর একটা পঙ্গপাল ঢুকিয়া আর এক দানা—"

এইরূপে সেই কাহিনী-কথক কেবলই পঙ্গপালের কথা বলিতে লাগিল। মাসখানিক সে এইরূপে গল্পটি চালাইল; তাহার পর রাজা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "অনেক পঙ্গপালের কথা বলিয়াছ, ধরিয়া লওয়া যাউক যে, সব পঙ্গপাল একে একে গোলায় ঢুকিয়া এক-একদানা শস্য বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহার পর কি হইয়াছিল, বল।"

কাহিনী-কথক কহিল, "মহারাজ প্রথমে কি ঘটিয়াছিল, তাহা বলা শেষ না হইলে, শেষে কি হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বলি?"

কাজেই রাজা আরও ছয় মাস গল্পটি ধৈর্য্যসহকারে শুনিল, তাহার পর আবার একদিন কাহিনী-কথকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "বন্ধু, বহুদিন ধরিয়া পঙ্গপালের কথা শুনিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর কত দিনে সব পঙ্গপালের কথা-শেষ হইবে?"

কাহিনী-কথক গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "মহারাজ, সেই গোলাটা অতি প্রকাণ্ড ছিল, এত দিনে পঙ্গপালেরা তাহার সুধু খানিকটা খালি করিয়াছে, এখনও অনেক বাকী, আকাশ এখনও পঙ্গপালে ছাইয়া রহিয়াছে, একটু ধৈর্য্য ধরুন, আকাশ সাফ হউক, তাহার পর পরের কথা বলিব।"

অগত্যা রাজা বাধ্য হইয়া পুনরায় কাহিনী-কথকের বিরক্তিকর কাহিনী শুনিতেই থাকিল।

অবশেষে সেই নির্বোধ রাজা আর ধৈর্য্য ধরিতে অক্ষম হইয়া কাহিনী-কথককে কহিল, "ওহে, আর তোমার পঙ্গপালের কথা শুনা যায় না। তুমি আমার মেয়ে নাও, রাজ্য নাও, কিন্তু তুমি আর আমার কাছে পঙ্গপালের প্রসঙ্গমাত্র করিও না।"

অতএব কাহিনী-কথকের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দেওয়া হইল। আর তাহার পঙ্গপালের কথায় কেহ কাণ দিতে চাহিত না। রাজার মৃত্যুর পর সে-ই সেই দেশের রাজা হয়।

পরিষ্করণ-পদ্ধতি

রেশমী বা পশমী কাপড়ে কাদা লাগিলে কি করা উচিত? প্রথমে ঘরের বাহিরে কাদা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তবুও যদি কাদা লাগিয়া থাকে, তবে সেই কাদা শুকাইয়া গেলে কড়া বুরুষ দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। রেশম বা পশমের কাপড়ের শুষ্ক কাদা রেশম বা পশমের টুক্‌রা-দিয়া প্রথমে ঝাড়া মন্দ উপায় নহে। তাহার পর বুরুষ-দিয়া ঝাড়িলে আরও পরিষ্কার হয়।

তৈলের ন্যায় কোন পদার্থ কাপড়ে লাগিলে, কয়েক ফোঁটা অডিকোলনের সাহায্যে তাহার দাগ তুলিয়া ফেলা যায়। কোন স্নেহপদার্থ কোন কাপড়ে শুকাইয়া গেলে, গরম জল ও সাবানের সাহায্যে তাহার দাগ দূর করা যায়।

বস্ত্রহইতে স্নেহপদার্থ-অপসারণের আরও একটি উপায় আছে, বস্ত্রের যেখানে স্নেহপদার্থ লাগিয়াছে, সেইখানে একটুক্‌রা শোষক-কাগজ রাখিয়া, তাহার উপর দিয়া গরম ইস্ত্রী চালাইবে, তাহা হইলে সেই তেলের দাগ উঠিয়া যাইবে। বেঞ্জিন-নামক একপ্রকার পদার্থ-প্রয়োগেও বস্ত্রহইতে বসার দাগ তুলা যায়।

কাল কাপড়ে শীতলীভূত চাএর ক্বাথের প্রলেপ লাগাইলে কাপড়খানি আবার নূতনের মত হয়। কেহ কেহ এই অভিপ্রায়ে নিবাদল জলে গুলিয়া কাল কাপড়ে লাগায়, তাহাতে সেই কাপড়-খানি বেশ সাফ হইয়া যায়। কাল কাপড়-পরিষ্কার করিতে হইলে, কাপড়খানিকে কোন স্থানে পরিষ্কৃতভাবে পাতিবে, তাহার পর স্পঞ্জ-দিয়া তাহাতে ঠাণ্ডা চাএর ক্বাথ বা দ্রব নিবাদল লাগাইবে; অতঃপর কাপড়খানি ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।

ধূলার দাগ "পেট্রলে" ছাড়ে, কিন্তু পেট্রল যেন আগুনের কাছে না রাখা হয়।

কালির দাগে দুধ কিম্বা লবণ ঘষিলে উঠিয়া যায়, কিন্তু যাই-কালি লাগে, অমনই যদি দুধ কিম্বা লবণ-প্রয়োগ করা যায়, তবে কাজ হয়, নহিলে নয়। যদি দাগটা বেশী দিনের হয়, তবে

প্রথমে সাবান-দিয়া ধুইয়া তাহাতে লেবুর ক্ষার (salts of lemon) লাগাইলে দাগ উঠিয়া যায়; কিন্তু লেবুর ক্ষার কাপড়ে ঘষা উচিত নয়, তাহা করিলে কাপড় ছিদ্রিত হইয়া যায়।

খ।

যন্ত্র-পাতি যন্ত্রের বাক্সেই রাখা উচিত, তাহা হইলে একটা যন্ত্রের ধার আর একটা যন্ত্রের সহিত সংঘর্ষণে "পড়িয়া" যায় না। Selvyt-নামক বস্ত্র-বিশেষে সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি মুড়িয়া রাখিলে সেগুলি বেশ চক্‌চকে থাকে, মর্চ্চা ধরে না। সকল যন্ত্রেই চর্ব্বি লাগাইয়া রাখিলে মর্চ্চা ধরিতে পায় না। যন্ত্রের মর্চ্চা শিরীষ-কাগজ-দিয়া তুলিয়া ফেলা উচিত।

গ।

ফাউন্টেন-পেন শুষ্ক কালি ও কাগজ বা নিব-মোছার

জুতায় যদি বড় বেশী কাদা লাগে, তাহা হইলে প্রথমে তাহা ভিজা কাপড়ে মুছিয়া ফেলা উচিত। অনেক সময়ে কাদা ছুরী-দিয়া চাঁচিয়া ফেলা যায়, কিন্তু এ কাজ সাবধানে করা উচিত, অন্যথা ছুরীতে চামড়া কাটিয়া যাইতে পারে। ভিজা জুতা কড়া রোদে কিম্বা গণগণে আগুণে শুকান উচিত নহে, তাহা হইলে প্রস্তুতীকৃত চর্ম্মের (leather) গুণ লোপ হয়। অল্পো-তাপেই ভিজা জুতা শুকান উচিত। শুকাইলে, তাহার অবশিষ্ট কাদা বুরুষ-দিয়া বেশ ঝাড়িয়া ফেলিয়া জুতায় কালি বা পালিশ লাগাইয়া তাহা আবার চক্‌চকিয়া করা যায়।

ঙ।

এই বর্ষাকালে কাদা লাগিয়া বাইসিকলগুলি দেখিতে

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল

রোঁয়ায় অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে। ঐ ফাউন্টেন-পেনের মুখের কাছে যদি প্যাঁচ থাকে, তাহা হইলে প্যাঁচ খুলিয়া কলমটিকে জলের কলের মুখে ধরিবে, জলের তোড়ে কলমের ঐ স্থানটি নিশ্চয়ই পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। যে নলিচায় কালি থাকে, তাহা তীব্র জল-তাড়নসহ। ফাউন্টেন-পেনে কালি পোরা হইলে উহার রবারের "বাল্‌ব" ও কাচের "ড্রপার" ঠাণ্ডা জল-দিয়া ধুইয়া ফেলিবে, নতুবা ঐ দুই বস্তুতে কালি শুকাইয়া জমিয়া গিয়া ফাউন্টেন-পেনটীকে খারাব করিয়া দেয়। যদি ফাউন্টেন-পেনটি স্বতঃমসীপূরক (self-filling) হয়, তাহা হইলে তাহাতে কয়েক-বার ঠাণ্ডা জল পুরিয়া আবার ঢালিয়া ফেলিলেই, তাহা পরিষ্কৃত হয়।

বিশ্রী হইয়া যায়। প্রথমে বাইসিকলের চক্রের অর (spokes) ও কলাই-করা অংশগুলি শুষ্ক কাপড়-দিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। প্যারাফিনে চেইন পরিষ্কৃত হয়, আর মেটাল পলিশে কলাইকৃত অংশগুলি চকচকিয়া হয়। তাহার পর চেইনে বুরুষ দিয়া গ্রাফাইট লাগাইলে ভাল হয়। টায়ার ভিজা কাপড়-দিয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। "বেয়ারিং"সকল সাফ করিতে চাহিলে প্রথমে প্যারাফিন-দিয়া ধুইয়া পরে তৎসমুদয়ে বাইসিকলের তেল লাগান উচিত।

অনেকরকমে কাচের বোতলের অভ্যন্তর-ভাগ পরিষ্কৃত করা যায়। একটি উপায় হইতেছে, প্রথমে উহাতে কিছু নিষাদল দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে, তাহার পর উহা গরম জল-দিয়া ধুইয়া

লইবে। বোতলের গলা যদি ফাঁদালো হয়, তবে উহাতে কয়েক-টুকরা লবণমিশ্রিত কাঁচা আলু জলসহ ভরিয়া লইবে, তৎপরে বোতলটি উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। চাএর পাতায়ও বোতল সাফ হয়।

খেলা-ধূলা।

ফুঁ-দিয়া ইষ্টক-পাতন।

মেজের উপরে একটা ইট খাড়া করিয়া রাখিয়া, তাহা ফুঁ-দিয়া ফেলিয়া দিতে পার কি? তোমরা হয় তো বলিতেছ, তা'ও কি কেউ পারে? কা'র ফুঁএর এত জোর?

এটা করা তোমরা অসম্ভব মনে করিও না। আমি তোমাদের একটি উপায় বলিয়া দিতেছি, সেই উপায়ে তোমরা ফুঁ-দিয়া ইট ফেলিয়া দিতে পারিবে। প্রথমে একটা মসলার ছিদ্রহীন কাগজের ঠোঙা জোগাড় করিয়া আন। ঠোঙাটার যেদিকটা বন্ধ সেই দিক্‌টার একটুখানি চাপিয়া ইটখানা টেবিলের উপরে খাড়া করিয়া রাখ। তাহার পর ঠোঙার অপর মুখ হাতের তালুর মধ্যে কোঁচাইয়া ধরিয়া খুব জোরে ফুঁ দিতে থাক; ফুঁএই ইট্‌টা ধপাস্ করিয়া টেবিলের উপরে পড়িয়া যাইবে।

২

দুই কাটে সাত টুক্‌রা।

বিকাল-বেলা, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অমিয়, বিজলী, বিভাস, রেণুকা, লতিকা প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা বসিয়া কাঁচি-দিয়া কাটিয়া কাগজের এ, বি, সি, ডি অক্ষর-তৈয়ার করিতেছে, অবশেষে তাহাদের আর তাহা করিতে ভাল লাগিল না, এমন সময়ে অমর আসিয়া বলিল, "একটা মজা দে'খ্‌বি?" সব ছেলেমেয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি মজা দেখা'বে, দেখাও তো।"

অমর একটা কাগজকে ঘোড়ার ক্ষুরের নালের আকারে কাটিয়া বলিল, "এটাকে কেউ দু'বার কাঁচি-দিয়ে কেটে সাত-টুক্‌রো ক'রে দিতে পার?"

ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মুড়্‌তে পা'ব তো?"

অমর। না, তা' পা'বে না।

কাগজখানা উচ্চে ৩ ইঞ্চি আর প্রস্থে ২ ইঞ্চি। ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহা দুইবার কাঁচি-দিয়া কাটিয়া সাতটুক্‌রা করিতে পারিল না। তখন অমর তাহা দুইবার কাঁচি দিয়া কাটিয়া সাতটুক্‌রা করিয়া দিল, সে তাহা কি করিয়া করিল, বল তো?

৩

জুলাই-মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। নৌকা।
২। কপ্পর।
৩। কণুই।
৪। কচু।

নিম্নলিখিত পাঠকগণের উত্তর ঠিক হইয়াছে—

১। শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।
২। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৩। শ্রীগোপীচরণ গুপ্ত, কোটচাঁদপুর।
৪। শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।

আঁকের আমোদ।

গত জুলাই-মাসের "বালকে" স্নেহ-ভাজন পাঠক-পাঠিকাগণ অঙ্কেতে যে কত মজা থাকিতে পারে, তাহার একটী উদাহরণ পাইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের জন্য এইপ্রকার কয়েকটি উদাহরণ-সংগ্রহ করিয়া "বালকে" প্রকাশ করিতেছি।

কোনও লোককে একটী সংখ্যা মনে করিতে বলিয়া সেই সংখ্যাটী কৌশলে বলিয়া দেওয়ার অনেকগুলি উপায় আছে, যে কয়টী আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

(১) তোমার বন্ধু যে সংখ্যাটী মনে করিয়াছেন, সেই সংখ্যাটীকে তিন-গুণ করিয়া তাহাতে ১ যোগ করিতে বল। পুনরায় তাহাকে ৩-দিয়া গুণ করিয়া যে সংখ্যা তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহা যোগ করিতে বল। ফলটী জানিয়া লইয়া তাহা-হইতে ৩ বাদ দিয়া ১০-দিয়া ভাগ করিলেই ঈপ্সিত সংখ্যাটী পাইবে।

উদাহরণ:—মনে কর কেহ ৩ ভাবিয়াছেন। তাহা হইলে ৩×৩+১=১০ হইবে। পুনরায় ১০×৩+৩=৩৩। ইহা-হইতে ৩৩−৩=৩০÷১০=৩।

(২) মনোনীত সংখ্যাটীহইতে ১ বিয়োগ করিয়া তাহা দ্বিগুণ করিতে বলিবে। পরে গুণ-ফলহইতে ১ বাদ দিয়া তাহাতে মনোনীত সংখ্যাটী যোগ করিতে বলিবে। ফল যাহা হইবে, তাহাকে ৩-দিয়া ভাগ করিলেই উত্তর ঠিক হইবে।

রণক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত বাঙ্গালী "এ্যাম্বুলেন্স কোর"।

উদাহরণ :—৪ − ১ = ৩ × ২ = ৬ − ১ = ৫ + ৪ = ৯ + ৩ = ১২ ÷ ৩ = ৪।

(৩) মনোনীত সংখ্যাটীকে সেই সংখ্যা-দ্বারা গুণ করিতে বলিবে। পরে আবার মনোনীত সংখ্যাটী লইয়া তাহাতে ১ যোগ করিয়া যোগফলটীকে তত সংখ্যাদ্বারাই গুণ করিতে বল। পরে উভয়ের বিয়োগ-ফলটী জানিয়া লইয়া তাহাহইতে ১ বাদ দিবে। ফল যাহা হইবে, তাহা মনোনীত সংখ্যাটীর দ্বিগুণ।

উদাহরণ :—৮ × ৮ = ৬৪। ৮ + ১ = ৯ × ৯ = ৮১। ৮১ − ৬৪ = ১৭ − ১ = ১৬ ÷ ২ = ৮।

৩, ৫, ৬ ও ৯, এই কয়েকটী সংখ্যা বড় মজার। যে কোন

দুইটী সংখ্যা মনে কর। এই দুইটী সংখ্যার অন্ততঃ একটী, অথবা তাহাদের যোগ-ফল, অথবা তাহাদের বিয়োগ-ফল হয় ৩ হইবে, নয় ত এমন একটী সংখ্যা হইবে, যাহাকে তিন-দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। মনে কর, ৩ ও ৮, ইহাদের প্রথম সংখ্যাটী ৩। ১ ও ২, ইহাদের যোগ-ফল ৩। ৪ ও ৭, ইহাদের বিয়োগ ফল ৩। ১৫ ও ২২, প্রথম সংখ্যা-টীকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। ১৭ ও ২৬ ইহাদের বিয়োগ-ফলকে ৩-দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়—প্রভৃতি।

৫কে ৫-দিয়া গুণ করিলে ২৫ হয়, তাহাকে পুনরায় ৫-দিয়া গুণ করিলে ১২৫ হয়। অর্থাৎ ক্রমাগত যদি ৫-দিয়া গুণ করিতে থাকি, শেষের সংখ্যাদুইটী সমভাবে ২৫ থাকিবে। যেমন ৫ × ৫ = ২৫ × ৫ = ১২৫ × ৫ = ৬২৫ × ৫ = ৩১২৫ × ৫ = ১৫৬২৫ ইত্যাদি।

৬ সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা খাটে, তবে তফাৎ এই যে, ইহার শেষের সংখ্যাটীমাত্র সকল গুণ-ফলে সমভাবে ৬ থাকে, ৫এর ন্যায় তাহার আগের সংখ্যাটীও মেলে না। যেমন ৬ × ৬ = ৩৬ × ৬ = ২১৬ × ৬ = ১২৯৬ × ৬ = ৭৭৭৬ ইত্যাদি।

৯ সংখ্যাটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও অদ্ভুত। তোমরা নয়ের কোটার নামতা সকলেই কণ্ঠস্থ করিয়াছ। একটী অদ্ভুত ব্যাপার বোধ হয় লক্ষ্য কর নাই—

৯ × ১ = ৯ ; ৯ × ২ = ১৮, ১ + ৮ = ৯ ; ৯ × ৩ + ২৭, ২ + ৭ = ৯ ; ৯ × ৪ = ৩৬, ৩ + ৬ = ৯ ; ৯ × ৫ = ৪৫, ৪ + ৫ = ৯ ; ৯ × ৬ = ৫৪, ৫ + ৪ = ৯ ; ৯ × ৭ = ৬৩, ৬ + ৩ = ৯ ; ৯ × ৮ = ৭২, ৭ + ২ = ৯ ; ৯ × ৯ = ৮১, ৮ + ১ = ৯ ; ৯ × ১০ = ৯০, ৯ + ০ = ৯। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ, ৯ × ২ হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ × ১০পর্য্যন্ত গুণ-ফলগুলির প্রত্যেকটীর প্রথম সংখ্যাটীমাত্র লইলে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ হইবে। পুনরায় ৯ × ৯হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ × ১পর্য্যন্ত ফলগুলির শেষের সংখ্যাগুলিও তাই।

৭৩ কে ৩ × ১হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ × ৯পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী-দিয়া গুণ করিলে ১মহইতে শেষপর্য্যন্ত প্রত্যেক গুণ ফলের শেষের সংখ্যা যথাক্রমে ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১ হইবে—

৭৩ × ৩ = ২১৯
৭৩ × ৬ = ৪৩৮
৭৩ × ৯ = ৬৫৭
৭৩ × ১২ = ৮৭৬
৭৩ × ১৫ = ১০৯৫
৭৩ × ১৮ = ১৩১৪
৭৩ × ২১ = ১৫৩৩
৭৩ × ২৪ = ১৭৫২
৭৩ × ২৭ = ১৯৭১

আরও কয়েকটী মজার অঙ্ক—

০ × ৯ + ১ = ১
১ × ৯ + ২ = ১১
১২ × ৯ + ৩ = ১১১
১২৩ × ৯ + ৪ = ১১১১
১২৩৪ × ৯ + ৫ = ১১১১১
১২৩৪৫ × ৯ + ৬ = ১১১১১১
১২৩৪৫৬ × ৯ + ৭ = ১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭ × ৯ + ৮ = ১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮ × ৯ + ৯ = ১১১১১১১১১

পুনরায়—

১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮ + ৯ = ৯৮৭৬৫৪৩২১
১২৩৪৫৬৭৮ × ৮ + ৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২
১২৩৪৫৬৭ × ৮ + ৭ = ৯৮৭৬৫৪৩
১২৩৪৫৬ × ৮ + ৬ = ৯৮৭৬৫৪
১২৩৪৫ × ৮ + ৫ = ৯৮৭৬৫
১২৩৪ × ৮ + ৪ = ৯৮৭৬
১২৩ × ৮ + ৩ = ৯৮৭
১২ × ৮ + ২ = ৯৮
১ × ৮ + ১ = ৯

নিম্নলিখিত বৃহৎ অঙ্কটীর উপরহইতে নীচে প্রত্যেক লাইনের যোগ-ফল ৫০৫ হইবে—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫	৫০৫

আরও—

(১) ৩ + ২ + ৪ = ৯
৪ + ৩ + ২ = ৯
২ + ৪ + ৩ = ৯
৯, ৯, ৯

(২) ৬ + ৫ + ৭ = ১৮
৭ + ৬ + ৫ = ১৮
৫ + ৭ + ৬ = ১৮
১৮, ১৮, ১৮

(৩) ৯+৮+১০=২৭

১০+৯+৮=২৭

৮+১০+৯=২৭

অর্থাৎ (১) ৩×৩=৯, (২) ৩×(৩+৩)=১৮, (৩) ৩×(৩+৩+৩)=২৭।

একটী অদ্ভুত সমচতুষ্কোণ—

২৯	৭		৯	১২	২৬
৩২	৩১		৪	৩৬	
২৩	১৮	১৫	১৬	১৯	
১৪		২১		১৩	১৭
		৩৪	৩৩		৩৫
১১		১০	২৭	৩০	

এই সমচতুরস্রটীর কোণাকোণি, উপর-নীচে, বা পাশাপাশি, যে দিক্ দিয়া খুশী, যোগ করিয়া যাও, সর্ব্বদাই ১১১ হইবে! আশ্চর্য্য নয় কি? আজ এইপর্য্যন্ত, "বালকের" কলেবরের পক্ষে বোধ হয় আজ ইহাই যথেষ্ট। তোমাদের জন্য আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া পরে প্রকাশ করিব।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

অসন্তোষ।

বহুদিন পূর্ব্বে সুন্দর-বনের ভিতর একটী ছোট সুন্দর দেবদারু-গাছ ছিল। তা'রই চারধারে আরও অনেক দেবদারু-গাছ ছিল; কতকগুলি বড়, কতকগুলি ছোট। সকালবেলায় শিশু-সূর্য্যের মিঠে আলো দেবদারু গাছগুলির উপর পড়িয়া তাহাদিগকে এক নূতন-উৎসাহে পূর্ণ করিয়া তুলিত। আবার সন্ধ্যাবেলায় নদীর অপর পারহইতে স্নিগ্ধ ফুর্‌ফুরে হাওয়া আসিয়া সেই রৌদ্রতপ্ত, ক্লান্ত দেবদারু-গাছগুলিকে এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া দিত। সেই সবচেয়ে ছোট দেবদারু-গাছটীর মনে অনেক দিনথেকে এই ইচ্ছা ছিল যে, সে আর আর গাছ-গুলির মত খুব লম্বা হইবে; এই ইচ্ছা তাহার মনে যতই বলবতী হইতে লাগিল, সে ততই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার আর সেই সকালের শিশু-সূর্য্যের মিঠে আলো, কিম্বা সন্ধ্যার সেই ফুর্‌ফুরে মিষ্টি হাওয়া ভাল লাগে না। সে ক্রমেই বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কেবলই দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিত ও ভাবিত, "হায়! আমি যদি অন্য সব গাছের মত লম্বা আর বড় হ'তুম, তা' হ'লে আমি কেমন চারধারে আমার ডালপালা ছড়িয়ে দিতুম! আমারই ডালপালায় পাখীরা কেমন বাসা বাঁধ্‌ত! আর যখন হাওয়া বইত, আমি কেমন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে মাথা নোওয়াতুম!" এই সব ভাবিয়া তাহার মনে এমন একটা অশান্তি হইয়াছিল যে, তা'র আর সূর্য্যের সেই মিঠা আলো, পাখীর সেই প্রাণভোলানো গান, কিম্বা মাথার উপর আকাশে সেই গোলাপী রঙ্‌এর ছোট ছোট মেঘগুলো, যা' তা'র মাথার ওপর দিয়ে আকাশে রোজই সকাল-সন্ধ্যায় ভাসিয়া যাইত, এ সব কিছুই ভাল লাগিত না।

ক্রমে ছোট সেই দেবদারু-গাছটী বড় হইতে লাগিল। শরৎকালে একদিন কয়েকজন কাঠুরিয়া বনের মধ্যে আসিয়া

কতকগুলি দেবদারু-গাছ কাটিয়া লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া ছোট গাছটীর বড়ই ভয় হইল! সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল যে, কাটা গাছগুলিকে একটী বড় গাড়ীতে তুলিয়া কোথায় লইয়া গেল। সে তখন ভাবিতে লাগিল যে, গাছগুলোকে কোথায় লইয়া যাওয়া হয়? লইয়া গিয়াই বা কি করা হয়? ইত্যাদি। এই সব জানিতে দেবদারু-গাছটীর বড়ই ইচ্ছা হইল। বসন্তকাল আসিল; তা'র সঙ্গে সঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চোখগেল প্রভৃতি নানারকমের পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে বনের মধ্যে উড়িয়া আসিল। তাহারা সকলেই সেই দেবদারু-গাছটীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করিয়া লইল। দেবদারু-গাছটী এতদিনে বেশ লম্বা হইয়াছে। তাহার ডালপালাগুলি সবুজ

পাতায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অনেক পাখীই তাহার ডালে ডালে তাহাদের বাসা বাঁধিল। একদিন দেবদারু পাখীদের জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো! তোমরা কেউ ব'লতে পার, শীতকালে যে গাছগুলোকে কেটে নিয়ে যায়, সেগুলোকে নিয়ে কি করে?" পাখীরা বলিতে পারিল না, কিন্তু হঠাৎ একটী ছোট শালিক-পাখী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি জানি গো! আমি ব'লতে পারি!" দেবদারু শালিকের কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বলিল, "বল না, ভাই, শালিক, বল না!" শালিক তখন বলিতে লাগিল, "নদীর ওপারে অনেক সাহেব থাকেন। প্রত্যেক বড়দিনে তাঁদের বাড়ীতে ঐ গাছগুলো নিয়ে গিয়ে সুন্দর সুন্দর টবে পুঁতে দেয়। টবের চারধারে রেশমের ঢাক্‌না দিয়ে দেয়। আর গাছগুলোর ডালপালায় সুন্দর সুন্দর খেল্‌না সাজিয়ে দেয়। গাছগুলোকে এমন সুন্দর দেখায় যে, কি ব'ল্‌ব।" এইপর্য্যন্ত বলিয়া সে থামিয়া গেল। দেবদারু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তা'র পর, তা'র পর?" শালিক হাসিয়া বলিল "তা'র পর আমি আর জানি না।" এই বলিয়া সে উড়িয়া চলিয়া গেল। দেবদারু-গাছ তখন আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার কি এমন কপাল হ'বে গো, এমন কপাল হ'বে? বড়দিনের জন্যে আমার মন কেমন ক'র্‌ছে। আমাকেও যদি ঐরকম রেশম-ঢাকা টবে পুঁতে দেয়, আর আমার চারধারে সুন্দর সুন্দর খেল্‌না টাঙিয়ে দেয়, তা' হ'লে আমায় কেমন দেখাবে? ওঃ! কবে বড়দিন আ'স্‌বে?"

সূর্য্যের কোমল-রশ্মি ও বসন্তের মিষ্টি হাওয়া তাহাকে রোজই বলে, "ওহে দেবদারু! আমাদেরকে নিয়ে খেলা কর, সুখ পা'বে। এ সুখ চিরস্থায়ী। জগতের ক্ষণিক সুখ চেও না, চেও না, গো, চেও না। পরে অনুতাপ ক'র্‌বে।" কিন্তু দেবদারু তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপই করিল না, সে তখন নিজের চিন্তায় নিজেই বিভোর!

অবশেষে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সময় আসিল; একদিন সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন কাঠুরিয়া আসিয়া তাহার গোড়ায় কুঠারের ভীষণ আঘাত করিল। প্রথম আঘাতে দেবদারুর নরম গায়ে চোট্ লাগিল। সে প্রথমে যন্ত্রণায় গোঙাইতে লাগিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে তাহার ভবিষ্য সুখের কথা ভাবিয়া সব

যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। কিন্তু তোমার গায়ে যদি একটা ভীষণ আঘাত লাগে, সেটা কি তুমি সহজে সহ্য করিতে পার? দেবদারুর এতই ব্যথা লাগিল যে, সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া গেল। ক্রমে তাহার সেই জন্মস্থান, সেই সুন্দর বনস্থলী ছাড়িয়া যাইতে তাহার বড়ই দুঃখ হইল। সে দেখিল যে, আর সে বোধ হয় সেই সুন্দর-বন দেখিতে পাইবে না, আর পাখীরা তাহার ডালের উপর বসিয়া গান গাহিবে না, আর বোধ হয় তটিনীর সেই ফুর্‌ফুরে মিঠে হাওয়া তাহাকে মাতোয়ারা করিবে না! তাহার বুক দুঃখে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। কাঠুরিয়াগণ তাহাকে একটী গাড়ীতে ঢুকাইয়া টানিয়া লইয়া গেল।

২

দেবদারু প্রায় সমস্ত রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। তাহার জ্ঞান হইলে সে দেখিল যে, সে একটী বাড়ীর বড় উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ সে শুনিল যে, একটী লোক বলিতেছে, "এ গাছটা তো' খুব সুন্দর! এইরকমই তো' আমরা চাই।"

তাহার পর সুন্দর কাপড়-পরা দুইটী লোক আসিয়া দেবদারু-গাছটীকে একটী সুন্দর, সুসজ্জিত বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি, দুটী ছোট ছোট "তাকের" উপর দুটী কাঁচের ফুলদান। নানরাকমের আরাম-চৌকীতে, রেশম-ঢাকা শোফায়, সুন্দর সুন্দর ছবির বই-ভরা টেবিলে, ঘরটীকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল।

দেবদারু-গাছটীকে একটী বালি-ভরা সুন্দর ছোট্ট টবে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। গাছসুদ্ধ টবটীকে একটী সবুজ রঙএর খুব দামী কার্পেটের উপর উপর রাখা হইল। পরে টবটীকে লাল রংএর রেশমে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। দেবদারু-গাছটী এই সকল দেখিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল যে, এবার কি হইবে?

ক্রমে কতকগুলি ছোট মেয়ে আসিয়া গাছটীকে নানা-রকমের খেলানা দিয়া সুন্দর-ভাবে সাজাইয়া দিল। তাহার ডালে ডালে ছোট ছোট মোমবাতী জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। দেবদারু তাহার নিজের শোভা দেখিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। ক্রমে হঠাৎ সেই ঘরের দরজা খুলিয়া একদল ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার চারিপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বড় লোকও আসিল।

ছোট ছেলেমেয়েরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই, উঃ কি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া আনন্দে গাছটীর চারিধারে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল! একটার পর একটা খেলনা পাড়িয়া তাহাদিগকে দেওয়া হইল। দেবদারু ভাবিল, "এরা ক'র্‌ছে কি? এবার কি হ'বে?" ক্রমে প্রায় সমস্ত মোম-বাতীগুলি পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল। ছেলেরা গাছের ডালপালা-হইতে সমস্ত খেলনা ছিঁড়িয়া লইল। তাহারা এত জোরে তাহার ডালগুলো মুচ্‌ড়িয়া দিল যে, দেবদারু ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সেই ঘরহইতে সকলে চলিয়া গেল। ঘরের সমস্ত বাতী নিবাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকারে দেবদারু ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেবদারু সমস্ত রাত্রি ভাবিতে লাগিল, "এবার বুঝি আমাকে ঐ সুন্দর বাগানে ঐ সব সুন্দর সুন্দর গাছের কাছে পুঁতে দেবে। ওঃ আমার তখন কতই না সুখ হ'বে। আমার কতই না সেবা হ'বে। এ রকম জীবন বন-জঙ্গলে থাকার চেয়ে ঢের ভাল। আমি সুখ চাই, কেবল সুখ চাই। দুঃখ চাই না, দুঃখ বড় ভয়ানক।" এইরকম ভাবিতে ভাবিতে সে সারা রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইল। ক্রমে প্রভাত হইল; ভোরের নরম হাওয়া বাগানের ফুলের মিষ্টি গন্ধ দেবদারু-গাছের ব্যথাভরা গায়ে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। দেবদারু ভবিষ্য সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিল। বাড়ীর দুইজন চাকর আসিয়া গাছটীকে টবহইতে খুঁড়িয়া তুলিয়া লইয়া বাহিরের বাগানে গিয়া ফেলিল। দেবদারু দেখিল, বাগানে সারি সারি করিয়া নানারকমের ফল-ফুলের গাছ রহিয়াছে, কোনটীতে ফল ধরিয়াছে, কোনটীতে ফুল ফুটিয়াছে। গাছগুলি সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে অঙ্গ হেলাইয়া দুলিতেছে। আর একজন মালী সেই গাছগুলির গোড়ায় জল দিতেছে। এই দেখিয়া দেবদারু তাহার ভবিষ্য সুখের কল্পনা করিতে করিতে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার বুকে এক অসহ্য বেদনা জাগিল; সে ব্যথায় গোঙাইয়া উঠিল; তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল যে, একজন চাকর তাহাকে আগাগোড়া একটী দা-দিয়া ভাঙ্গিতেছে। ক্রমে ক্রমে সেই অতি লোভী দেবদারু-গাছটীকে একেবারে দু'আধখানা করিয়া ফেলিল। দেবদারু যন্ত্রণায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল, "আহা! আমি বনে বেশ ছিলুম! বেশ শান্তিতে, আরামে ছিলুম। বেশী আশা করেছিলুম ব'লেই আজ আমার এই দশা!" দেখিতে দেখিতে সেই সুন্দর গাছটীকে চাকরটী টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। পরে সেই টুক্‌রাগুলিকে লইয়া গিয়া রান্নাঘরে উনানে দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে দেবদারু ও তাহার উচ্চ-আশা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

অসন্তোষ ভাল নয়।

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র।

বালক

৫ম বর্ষ।]　　অক্টোবর, ১৯১৬।　　[১০ম সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৩

ছাতুর চাকরীত্যাগের চেষ্টা।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ছাতুর শোক কিছু কমিল, কিন্তু তখনও সে টাকাগুলি থাকিলে কি করিতে পারিত, তাহাই বারবার বলিতে লাগিল।

তাহা শুনিয়া বুড়া গাড়োয়ান তাহাকে বলিল, "ওহে, যা' গিয়েছে, তা' গিয়েছে; বারবার সে কথা ক'য়ে আর কষ্ট পাচ্ছ কেন? গেছে গেছে, আবার হ'বে, ভাবনা কি?"

ছাতু। কিন্তু—

বুড়া। আবার কিন্তু? কিন্তু-টিন্তু ছেড়ে দাও। আবার কি ক'রে দু' পয়সা ক'র্‌তে পার, সেই চেষ্টায় থাক।

ছাতু বুঝিল, বুড়া ভাল কথাই বলিতেছে। তাই সে বুক বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা করা তাহার পক্ষে বড় সহজ হইল না। সমস্ত রাত তাহার ঘুম হইল না। ভোর হইলে সারকাসের গাড়ীগুলা উপযুক্ত সময়ে সহরে ঢুকিবার প্রত্যাশায় এক জায়গায় আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখনও কিন্তু টাকাগুলি তাহার হাতে থাকিলে কি করিতে পারিত, ছাতু তাহাই ভাবিতেছিল!

বানরটাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকাইবার সময়ে সে তাহাকে বলিল, "তুমি যদি দুষ্টুমি না ক'র্‌তে, তা' হ'লে তোমাকে এই খাঁচার ভেতরে আর বেশী-বার ঢু'ক্‌তে হ'ত না। কাল রাত্তিরে আমরা সারকাস ছেড়ে চ'লে যেতেম। আর পরশু সকালে আমরা হর-মামার কাছে পৌঁছুতেম। যেমন তোমার আক্কেল, এখন আবার এই পচা খাঁচার মধ্যে ঢোক, আজ সন্ধ্যে না হ'তেই এখানে থাকার সুখ টের পা'বে, তখন তোমারও আমারই মত দুঃখ হ'বে।"

তখন ছাতুর মনে হইল, বানরটা যেন তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে। কেননা সে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া অন্ত বানরদের সঙ্গে না মিশিয়া এক কোণে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল।

তখন ছাতু খুব দুঃখিত মনে তাহার দৈনিক কার্য্যারম্ভ করিল

টাকা হারাইবার আগে ধাড়া ও আড্ডির অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা সহ্য করা বেচারা ছাতুর পক্ষে বড়ই কষ্টকর ছিল, এখন তাহাদের অত্যাচার তাহার যেন অসহ-বোধ হইতে লাগিল।

আগে ধাড়া কিম্বা আড্ডি তাহাকে মারিলে, সে ভাবিত, আর গোটা-ছ'তিন টাকার জোগাড় ক'র্‌তে পা'র্‌লে তোমাদের কলা দেখা'ব, তাই সে সেসকল অত্যাচার কতকটা বরদাস্ত করিতে পারিত, কিন্তু এখন তাহার সে আশা ঘুচিয়া গিয়াছে, তাই এখন তাহাকে বড়ই বিমর্ষ ও দুঃখার্ত্ত দেখাইতে লাগিল।

খরিদ্দারদের কাছে মাল-বিক্রয় করিবার সময়ে তাহার মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছিল না। সেইজন্য খরিদ্দারেরা অনেকেই দয়া করিয়া দু'একপয়সা দাম বেশী দিতেছিল।

সারকাসের যে কয়জন লোক তাহার পলায়নোদ্দেশ্যের কথা জানিত, তাহারা তাহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদী তো তাহাদের বেতনহইতে তাহাকে কিছু দিতে চাহিল। কিন্তু ছাতু তাহা কিছুতেই লইল না; সে বলিল, "যতদিন না আবার সমস্ত রাহা-খরচটা যোগাড় ক'র্‌তে পারি, ততদিন ধাড়া আর আড্ডি আমাকে যাই বলুক না কেন আমি সারকাস ছেড়ে যা'ব না।"

দুই-তিন-দিন ছাতু হারাণ টাকার কথা ভাবিতে ও বিমর্ষভাবে কাজ করিতে থাকিল। তাহার পর চতুর্থ দিনে সে স্থির করিল যে, ধাড়াকে বলিবে, সে আর সারকাসে চাকরী করিতে চায় না, হরমামার কাছে ফিরিয়া যাইতে চায়।

তাহার এক মাসের মাহিয়ানা পাওনা হইয়াছে, তাহাছাড়া এ কয় দিনে তাহার হাতে আবার কিছু জমিয়াছে, সুতরাং সে এখন অনায়াসে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে। যদি খরচ কিছু কম পড়ে, ভুঁদীর কাছহইতে টাকাটা-সিকাটা চাহিয়া লইবে।

কিন্তু চাকরী করিব না, এ কথা ধাড়াকে বলা সহজ কথা নয়। তবু ছাতু গৃহে ফিরিবার আনন্দে ও আশায় সাহস-সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইল। চতুর্থ দিনে সে খুব মন দিয়া কাজ করিল। তাহাতে ধাড়া ও আড্ডি কোম্পানির বিলক্ষণ দু'পয়সা-লাভ হইল। ধাড়ার প্রলয়কালীন মেঘাড়ম্বরহেতু ঘোরান্ধকারময় জগতের ন্যায় মুখখানা একটু যেন সুপ্রসন্ন দেখাইতেছিল। তাই তাহার কর্কশ কথাগুলা একটু যেন মোলায়েম শুনাইতেছিল। এ কারণে ছাতু একটু ভরসা পাইয়া তাহার কাছে কর্ম্ম-ত্যাগের প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইল। তখন যাহাকে ধাড়া "লেমনেড" বলিয়া থাকে, সেই না টক না মিষ্ট লেবুর গন্ধযুক্ত জলে সে আরও জল মিশাইতে ছাতুকে উপদেশ দিতেছিল। ছাতু তাহার উপদেশমত কার্য্য করিতে করিতে দুই-তিন-বার ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু, এ সহরে আপনি আর একটি ছোক্‌রা কি যোগাড় ক'র্‌তে

এ কথা শুনিয়া ধাড়া ছাতুর প্রতি চোক পাকাইয়া তাকাইয়া তাহার কথার মর্ম্মানুধাবনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। ততক্ষণ ছাতুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকিল এবং তাহার মুখমণ্ডল একবার রক্তহীন আর একবার লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

শেষে ধাড়া বলিল, "তা'র মানে কি? আমার দোকানের কাজ কি এতই বেশী যে, দু'—দু'টো ছোক্‌রা না রা'খ্‌লে চ'ল্‌বে না?"

ছাতু উত্তেজিতভাবে "লেমনেড" নাড়িতে নাড়িতে শেষে অতি অস্ফুটস্বরে সভয়ে বলিল, "না, আমি তা' ব'ল্‌ছি না, আমি ব'ল্‌ছিলেম, আমি অনেক দিন বাড়ী ছেড়ে এসেছি, বাড়ীর লোকদের জন্যে আমার মন কেমন ক'র্‌ছে, আর হর-মামাও নিশ্চয়ই আমার কথা ভেবে ভেবে পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছেন।"

ধাড়া। হুঁ, তা' হ'লে তোর আর সারকাসে কাজ ক'র্‌বার মন নাই, কেমন কি না? এই শোন, ভাল ক'রে শুনে রাখ্, তোর মন যেমনই করুক আর তোর হরমামা তোর জন্যে যতই হেদোক, আমি তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আমি এত আহাম্মক নই যে, তোকে এতদিন ধ'রে বিস্তর খরচ-পত্তর ক'রে গিলিয়ে-পিটিয়ে যেই কাজের লায়েক ক'রে তুল্‌লেম, অম্‌নি তুই স'রে প'ড়্‌তে চা'বি, আর আমি তোকে ছেড়ে দেব। এতখানি বোকামি আমার ধাতে সয় না, কুষ্ঠীতেও লেখে না!

ছাতু ভয়ে চুপ করিয়া রহিল, ধাড়া আবার সক্রোধে বলিতে লাগিল,

"তুই যদি মনে ক'রে থাকিস যে, তোকে এতদিন ধ'রে রাক্ষসের খোরাক গেলা'তে আমার যে মবলগ খরচ হ'য়েছে, তা'র পাই কড়া-পর্য্যন্ত শোধ না ক'রে চম্পট্ দিবি, তবে তুই ভারি ভুল আশা ক'রেছিস্। আমার নজর এড়িয়ে যা'বি তুই? আর একবার জন্মে আয়! ফের যদি ঘরে যা'বার কথা তু'লবি, তবে দে'খবি! আমার হাতের আসল মার তুই আজও খাস্ নি! ফের যদি তুই কখন বাড়ী যা'বার কথা বলিস্, তবে সেটা যে, কি চিজ্, তা' দেখ্‌তে পাবি।"

ধাড়া কতক ক্ষণ ধরিয়া ছাতুর প্লীহা চম্‌কাইতে থাকিত, তাহা বলিতে পারি না। সে ঐপ্রকারে ছাতুর প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে, এমন সময়ে সারকাসের একজন ঘোড়ার খেলোয়াড় তাহাকে ডাকিল, তাই সে ছাতুকে আর কিছু না বলিয়া তাহার প্রতি বিষদৃষ্টি করিতে করিতে সেই লোকটীর কাছে চলিয়া গেল।

ধাড়ার তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া ছাতু এমনই ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর কোন দিকে নেত্রপাত করিতে সাহস করিতেছিল না, ভয়ে মাথা নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল।

হঠাৎ সে শুনিল, কে তাহার নাম করিতেছে, তাহা শুনিয়া

সে ভয়ে ভয়ে মাথা তুলিয়া দেখে, সেই ঘোড়ার বাজীকর তাহার নাম করিতেছে। শুনিয়া তাহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল, তাই কাণ-পাতিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

ধাড়া। ও ছোঁড়াটাকে দিয়ে তুমি কোনই কাজ পা'বে না। ওর আর সার্কাসে থা'ক্‌তে ইচ্ছে নেই, একদিন হঠাৎ স'রে প'ড়্‌বে।

বাজীকর। স'রে পড়ে সে আমার বরাৎ। তোমার তা'তে কিছু ক্ষেতি হ'বে না। আমি রোজ ওকে ১১টাথেকে ১টা-পর্য্যন্ত নেব। তখন তোমার বেচাকেনা একরকম বন্ধই থাকে! ছোঁড়াটাকে আমি যা' শেখাতে চাই, তা' যদি ও শিখ্‌তে পারে, তা' হ'লে ওর দু'বছরের রোজগারের আদ্ধেক আমি তোমাকে দেব। এর মধ্যে যদি ও স'রে পড়ে, তা' হ'লে যে ক'দিন তুমি আর একটা ছোঁড়া না পাও, সে ক'দিন তোমার যত লোকসান হ'বে, তা' আমিই সইব।

ছাতু বুঝিল যে, কথাটা তাহার সম্বন্ধেই হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাকে লইয়া যে, কি করা হইবে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে তাহার ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল।

বাজীকর আবার বলিতে লাগিল, "ছোক্‌রাটা খুব চালাক, আমার বিশ্বাস, শীত প'ড়্‌তে না প'ড়্‌তেই ও ঘোড়ার খালি পীঠের খেলাগুলো সব শিখে ফেল্‌তে পা'র্‌বে, কাজেই শীতের সুরুথেকেই আমরা ওর দরুণ দু'পয়সার মুখ দে'খ্‌তে পা'ব।"

এইবার ছাতু উভয়ের কথাবার্ত্তার ভাব বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল। ফলে সে তাহার ভাবী কার্য্যের কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কারণ সে সারকাসের কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিল, গোলাম (ঘোড়ার বাজীকর) নিষ্ঠুরতায় ধাড়ার "হেরাহেরি" যায়!

প্রাগুক্ত কথোপকথনের পর ধাড়া ও গোলাম সারকাসের বড় তাঁবুতে ঢুকিল। তখন বেচারা ছাতু মহাভাবনাসাগরে ভাসমান হইল। তখন দোকানের সম্মুখে কয়েকজন ছোক্‌রা-ছাড়া আর কেহই ছিল না, তাহারা ছাতুকে সারকাসের ছোক্‌রা জানিয়া তাহার সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষ্যাপূর্ণ-নেত্রে তাকাইয়া দেখিতেছিল!

রাত্রিতে বুড়া গাড়োয়ানের নিকটহইতে সান্ত্বনা-বাণী শুনিবার প্রত্যাশায় ছাতু আত্মসম্বন্ধে ধাড়া ও গোলামের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার কাছে আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল; কিন্তু বুড়া গাড়োয়ান ভিন্ন ধাতুর লোক, সে বলিল, "আরে, এ কথা শু'নে তোমার ভয় পাচ্ছে কেন, দুঃখই বা হ'চ্ছে কেন? গোলাম ছোঁড়াদের মারধোর করে বটে, তা' ধাড়াই কি তোমায় রেহাই দেয়? দোকানের ছোক্‌রা হ'য়ে সারকাসে থাকার চেয়ে সারকাসের খেলোয়াড় হওয়া ভাল নয় কি? খেলোয়াড় হ'তে পা'র্‌লে তোমার মাইনে হ'বে কত!"

ছাতু। কিন্তু আমি যে সারকাসে থা'ক্‌তেই চাই না, আমি হর-মামার কাছে ফিরে যেতে চাই।

বুড়া। তা' তো এখন চাও, কিন্তু তোমার যে, সুখে থা'ক্‌তে ভূতে কীলিয়ে ছিল, তুমি তোমার হর-মামার কাছথেকে পালিয়ে সারকাসের দলে ভিড়েছিলে কেন? এদিকে তুমি ধাড়াকে জানিয়েছ যে, তুমি আর সারকাসে থা'ক্‌তে চাও না, বাড়ী ফিরে যেতে চাও! সে কি তাই তোমায় এখন চোকে চোকে রা'খ্‌বে না? তা'র নজর এড়িয়ে তুমি পালা'বে কেমন ক'রে? এখন অন্ততঃ কিছু দিন তুমি আর কোথাও ন'ড়্‌তে পা'র্‌বে না; তাই ব'ল্‌ছি, সারকাসে যদি থা'ক্‌তেই হয়, তবে দোকানের ছোক্‌রা হ'য়ে কেন থা'ক্‌বে, তা'র চেয়ে সারকাসের খেলোয়াড় হও গিয়ে! খেলোয়াড় হ'তে পা'র্‌লে তুমি হয় তো তখন আর সারকাস ছেড়ে যেতে চাইবে না। তুমি যা'তে মাইনেটা ঠিক পাও, আমি বরং সেদিকে একটু নজর রা'খ্‌ব।

ছাতু। আমি আর এক-লহমাও এখেনে থা'ক্‌তে চাই নে। হাজারটা ঘোড়ায় একসঙ্গে চ'ড়্‌তে শি'খ্‌লেও আমি আর সারকাসে থা'ক্‌ব না।

বুড়া। আরে রও! আগে তুমি একটা ঘোড়াতেই তো চ'ড়্‌তে শেখ, তা'র পর কি কথা বল, শোনা যা'বে।

এই বলিয়া বুড়া গাড়োয়ান একটা ঘোড়ার গাত্রমর্দ্দন করিতে লাগিল। ছাতু ভগ্নচিত্তে আত্মচিন্তায় বিভোর হইল। এই ধারণাটি তখন তাহার মনে সুমুদ্রিত হইয়া গেল যে, সারকাস যে সুখের স্থান, সে কেবল লোকেরই মুখে শুনা যায়, যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া সারকাসে আসে, তাহারা কেবল দুঃখ কুড়াইতেই আসে!

পরদিবস বেলা এগারটার সময়ে ছাতু দোকানের বাসন মাজিতেছে, এমন সময়ে ধাড়া আসিয়া বলিল, "যা, বেটা, তোর বরাৎ ফিরেছে। গোলাম রোজ ১১টাথেকে ১২টাপর্য্যন্ত তোকে ঘোড়ায় চ'ড়্‌তে শে'খাবে। যা, ছুটে যা, দেরী করিস নে। ভাল ক'রে মন লাগিয়ে যদি ঘোড়ায় চড়া শিখিস, তোরই ভাল হ'বে।"

ছাতুর তখন ইচ্ছা হইল যে, সে ধাড়ার প্রস্তাবে অসম্মত হয়, কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না, তাই বিনাবাক্য-ব্যয়ে বিমর্ষচিত্তে অশ্বারোহণ-বিদ্যা শিখিতে গেল।

১৪

ছাতুর অশ্বারোহণ শিক্ষা।

সারকাসের মধ্যে ঢুকিয়া ছাতু যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইল। একটা ঘোড়ার পীঠে একটা কাঠের জিন লাগাইয়া

সারকাসের বৃত্তিমধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে। গোলাম সেই বৃত্তির মধ্যে একধারে এক হাতে একটি লম্বা চাবুক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাম্বুর কেন্দ্রস্থলস্থিত দারুময় স্তম্ভে একটি কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্ত সংলগ্ন রহিয়াছে, আর একপ্রান্তে একগাছি দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে! আর এক খণ্ড কাষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠখণ্ডের যে প্রান্তে দড়ি ঝুলান আছে, সেই প্রান্তহইতে তির্য্যগ্‌ভাবে তাম্বুর স্তম্ভের প্রায় তলদেশে আট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে (জুলাই-মাসের "বালকের" প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রখানি দেখ)।

অশ্ব, চাবুক ও লোকটা কেন সেখানে রহিয়াছে, তাহা ছাতু বুঝিতে পারিল; কিন্তু তাম্বুর কেন্দ্রস্থিত স্তম্ভে পূর্ব্ববর্ণিত ফাঁসীকাষ্ঠের মত যন্ত্রটি কেন রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

যাহা হউক, তাহাকে দেখিয়া গোলাম চাবুকের শব্দ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—"কি মিঞা, মেহেরবাণি ক'রে এতক্ষণের পর দেখা দিলে যে!"

ছাতু বলিল, "ধাড়াবাবু এই তো আমায় পাঠিয়ে দিলে।"

গোলাম। তোর ধাড়াবাবুকে বলিস্ যে, আমি তোকে পূরো একটি ঘণ্টা চাই; যদি সে কড়ার মত কাজ না করে, তা'লে তা'কে আমি বুঝে নেব।

ধাড়াতে আর গোলামে যদি ঝুটাপুটি লড়াই বাধিয়া যাইত, তাহা হইলে ছাতু তাহা দেখিয়া খুশী হইতে পারিত, কিন্তু গোলামের সময় ছিল না, কাজেই সে আপাততঃ ছাতুকেই বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, "আয়, এগিয়ে আয়, মালকোঁচা মার, জুতো খোল্, কোট খোল্, সুধু গেঞ্জি আর ধুতি প'রে থাক। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির আর দেরী করিস্ নি।"

ছাতু ভাবিল, আপাততঃ যখন সারকাসে থা'ক্‌তেই হ'বে, তখন গোলাম যা, বলে তা'ই করাই ভাল। মিছে হাঙ্গাম-হুজ্জুত ক'রে কিছু লাভ হ'বে না, কেবল মার খেয়ে ম'র্‌তে হ'বে। সুতরাং সে গোলামের আজ্ঞামত জুতা ও কোট খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার ধুতিখানি মালকোঁচা মারিয়া পরিল।

গোলামের বোধ হয় তাহার হুকুম তামিল করিতে কাহাকেও দেরী করিতে দেখার অভ্যাস নাই, কারণ ছাতু যখন তাড়াতাড়ি আদেশপালন করিতে লাগিল, তখন তাহার চোখে কোনপ্রকার তুষ্টির ভাব প্রকট হইল না; বরং সে ছাতুর গায়ের কোটটা তাড়াতাড়ি নিজেই কতকটা খুলিয়া দিল।

গোলামকে খুশী করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার কয়েকটা কথা শুনিয়া ও তাহার চাবুকের আওয়াজে ভীত হইয়া ছাতু শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

তখন গোলাম ঘোড়াটাকে তাহার কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল এবং ছাতু তাহার সাহায্য না লইয়াই ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল, ইচ্ছা এইরূপে সে গোলামকে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু গোলাম বলিল, "ও কি, নবাব খাঞ্জাখাঁর মত যে ব'সে প'ড়লি? ওঠ্, উঠে জিনের ওপর দাঁড়া।"

এই কথা শুনিয়া ছাতু, কি করে, প্রাণ হাতে করিয়া জিনের উপর দাঁড়াইল। গোলাম তখন পূর্ব্বোক্ত সেই শিবিরস্তম্ভসংলগ্ন দারু-খণ্ডহইতে বিলম্বিত রজ্জুমুখে যে একটি চাম্‌ড়ার কোমরবন্ধ বাঁধা ছিল, তাহা ছাতুর কোমরে আটকাইয়া দিল। তাহার পর ছাতুকে আবার বলিল, "ঘোড়ার ওপরে দেঁড়িয়ে থাক্। ভয় নেই, প'ড়্‌বি নে, তোর কোমর বাঁধা রইল। ঘোড়াটা ঘুরে যেই তোর কাছে আ'স্‌বে, অমনি তুই আবার পীঠে দেঁড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা ক'র্‌বি, বুঝলি তো? নইলে দেখেছিস্ এই চাবুক!"

ছাতু ভয়ে ভয়ে গোলামের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করিতে লাগিল। ঘোড়াটা যখন ছাতুর তলদেশে আসে, তখন সে তদুপরি দাঁড়াইবার জন্য প্রাণপণ করিতে থাকে, কখন দাঁড়াইতে পারে, তখন সে ঘোড়ার পীঠে দাঁড়াইয়া টলটলায়মান অবস্থায় বৃত্তিমধ্যে এক পাক ঘুরিয়া আসে, কখন দাঁড়াইতে পারে না, তখন সে ত্রিশূন্যে ঝুলিতে থাকে!

গোলাম কেবলই হুকুম জাহির করিতেছে, "ঘোড়াটার পীঠে দাঁড়া না, রে ছোঁড়া!" আর বেচারা ছাতুকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে। ছাতুর কি অসাধ যে, ঘোড়ার পীঠে সে না দাঁড়ায়? তাহাতে তাহার সুখ কি? একে তো ত্রিশূন্যে কাঁকড়ার মত ঝুলিয়া থাকিয়া হাত-পা ছুড়িতে হয়, তাহার উপর আবার গোলামের মোলাম চাবুক তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলে।

এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইলে বেচারা ছাতুর হাড়ে যেন বাতাস লাগিল। তখন সে তাহার বানর বন্ধুর কাছে তাহার মনের দুঃখের কথা বলিতে গেল। মর্কটপ্রবর তখন তাহার তরুণসঙ্গীদিগের সহিত খেলায় উন্মত্ত, সে ছাতুর প্রতি তাকাইয়াও দেখিল না। ইহাতে ছাতুর আর দুঃখের সীমা-পরিসীমা রহিল না, সে পরে বুড়া গাড়োয়ানকে বলিয়াছিল, "দুঃখের সময় আমার বন্ধুও আমার উপর বেজার হ'য়েছে।"

ছাতু দোকানে গেলে, ধাড়া তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, ঘোড়ায় চড়া শি'খ্‌লি কেমন?"

এই বলিয়া সে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। ছাতু নিরুত্তর রহিল, ধাড়াকে হাসিতে দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক ধ্ব ধ্ব করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে মনের রাগ মনেই মারিল, ধাড়ার প্রহারের ভয়ে তাহার প্রতি কোন ক্রোধোক্তি করিতে সাহস করিল না। তখন ধাড়া তাহাকে দোকানে রাখিয়া গোলামের সহিত কথোপকথন করিতে গেল, আজ ছাতু ঘোড়ায় চড়া কতদূর শিখিয়াছে, তাহাই জানিবার অভিপ্রায়েই সে গোলামের কাছে গেল।

রাত্রের বেলা ছাতু যখন ঘুমাইতে গেল, তখন বুড়া গাড়োয়ানও তাহাকে সে ঘোড়ায় চড়া কতদূর শিখিতে পারিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। বুড়া তাহাকে ব্যঙ্গ করে নাই, তাই সে তাহাকে সরলভাবে সকল কথা জানাইয়া শেষে বলিল, "আমার সারকাসে কাজ ক'র্‌বার মোটেই ইচ্ছে নেই, আমি বাড়ী যেতে চাই।"

বুড়া। তা' তো চাও, কিন্তু আপাতক যেতে তো পাচ্ছ না; তাই আমি বলি, যতদিন সারকাসে থাক, ঘোড়ায় চড়াটা ভাল ক'রে শিখে নাও; তা'র পর যখন স'রে প'ড়্‌বার সুবিধে পা'বে, তখন এদেরকে কলা দেখিয়ে লম্বা দিও।

ছাতু বুড়ার উপদেশের যুক্তিযুক্ততা-অনুভব করিয়া তাহার উপদেশই শিরোধার্য্য করিল।

ঘোড়ায় চড়া শিখিতে গিয়া ছাতু প্রথম দিন মার বরং কম খাইয়াছিল। পরে যতই সে অশ্বারোহণে কিছু কিছু পটুতালাভ করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার মারের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সে সেই কপিকলে ঝুলিত, শেষে সেই কপিকলও খুলিয়া ফেলা হইল। তখন সে ঘোড়াহইতে প্রায়ই পড়িয়া যাইত। পড়িয়া গেলে গোলাম তাহাকে কোথায় লাগিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আরও বরং চাবুক কশাইত, ফলে অভাগ্য:ছাতুর সর্ব্বাঙ্গ দারুণ বেদনা ও লাঞ্ছনাময় হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার এই প্রহার-যন্ত্রণার লাঘব করা গাড়োয়ানের সাধ্যাতীত ছিল, কারণ গোলাম ধাড়ার মত সারকাসের দোকানদার ছিল না, ক্রীড়ক ছিল। সজীব কঙ্কাল ও ভুঁদীও এ বিষয়ে তাহাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিত না, ফলে দুর্ভাগ্য বালক প্রতি রজনীতে প্রহার-জর্জ্জরিত ক্লান্তদেহেই মৃতবৎ ঘুমাইয়া পড়িত।

তবুও সে অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সময়ের মধ্যে ঘোড়ার উপরে দাঁড়াইয়া সারকাসের বৃত্তিমধ্যে ঘুরিতে সমর্থ হইল। ইহাতে ধাড়া ও গোলামের আহ্লাদ দেখে কে?

সারকাসের স্বত্বাধিকারী গোলামকে জানাইল যে, ছাতু আর একটু উন্নতি করিতে পারিলে, তাহাকে চরণদাসীর সহিত অশ্বারোহণে ক্রীড়া দেখাইতে দেওয়া হইবে। ছাতুর অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান যখন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা হইল, তখন সে যতক্ষণ বৃত্তিমধ্যে থাকিত, ততক্ষণ সারকাসের অন্যান্য ক্রীড়কের ন্যায় পোষাক পরিতে পাইত।

বালিকা চরণদাসী যখন শুনিল যে, তাহাকে আর ছাতুকে একসঙ্গে ঘোড়ার খেলা দেখাইতে হইবে, তখন সে ছাতুকে এমন সমস্ত হদিস শিখাইতে লাগিল যে, তাহাতে ছাতু তাহার শিক্ষকের শিক্ষায় যত পটুতালাভ করিতেছিল, সেই বালিকার শিক্ষায় ততোধিক দ্রুতভাবে দক্ষতালাভ করিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন গোলাম ছাতু ও চরণদাসীকে আসিয়া কহিল, "তোমরা কাল দু'জনে একসঙ্গে মহলা দেবে।"

এ কথায় চরণদাসী খুবই আহ্লাদিতা হইল। সে ছাতুকে বলিল, "তা'লে বেশ মজা হ'বে। আমি তোমাকে অনেক ফিকির বাৎলে দেব। আর যেদিন আমরা একসঙ্গে খেলা দেখা'তে না'ব্‌ব, সেদিন হাততালির ধুম পড়ে যাবে!"

ছাতু। তা'তে আমার আর কি হ'বে?—তোমারই খুব মজা হ'বে। গোলাম তোমাকে তো চাবুক মা'র্‌বে না, তুমি যদি কিছু ভুল কর, আমাকেই তোমার বদলে চাব্‌কে লাল ক'রে দেবে; কারণ ধাড়া চায় যে, গোলাম আমাকে খুব চাব্‌কায়!

চরণদাসী। আমি কিছু ভুল ক'র্‌ব না। তাই আমার জন্যে তোমাকে মার খেতে হ'বে না। আর যতক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে ঘোড়ার ওপর থা'ক্‌ব, ততক্ষণ গোলাম তোমায়ও চাবুক মার্‌তে পা'বে না, কারণ তা'লে আমাকেও না'গ্‌বে।

এই যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া ছাতু একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু যেই তাহার মনে হইল যে, সারকাস ছাড়িয়া যাওয়ার সুবিধা তাহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, অমনি ঘোর বিষাদে তাহার মুখমণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখ, আমি আর সারকাসে থা'ক্‌তে চাই না, বাড়ী ফিরে যেতে চাই, কিন্তু তা'র তো কোন সুবিধে দে'খ্‌ছি না।"

চরণদাসী বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বাড়ী যেতে চাও, কেন? যাচ্ছই বা না কেন?"

ছাতু। ধাড়া আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না।

তাহার পর কাহাকেও কোন কথা বলিবে না, চরণদাসীকে এই প্রতিজ্ঞা বার বার, তিন বার, করাইয়া লইয়া সে তাহার কাছে সমস্ত কথা ভাঙিয়া বলিল।

চরণদাসী খুব মনোযোগপূর্ব্বক তাহার কথা শুনিল। যখন শুনিল ছাতু আবার ৬।৹ টাকা জমা করিয়াছে, তখন সে তাহাকে বলিল, "আমার তোরঙ্গে তিনটে চক্‌চ'কে টাকা আছে, আমি তা' তোমাকে দেব। সেই টাকা-তিনটে আমার নিজেরই, মা আমাকে দিয়েছিল; মা ব'লেছে, তুই তোর টাকা-তিনটে নিয়ে যা' খুশী তাই ক'র্‌তে পারিস্। কিন্তু তুমি বুড়ো বাঁদরটাকে কি ক'রে নিয়ে যা'বে, তা' তো আমি বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছি না, তা' হ'লে যে চুরী করা হ'বে।"

ছাতু। না, তা' কেন হ'বে? তোমার মনে নেই? আমার বন্ধুকে যে, ওরা আমাকে একেবারে দিয়ে দিয়েছে।

চরণদাসী। হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক। আমি ভুলে গিয়েছিলেম। বাঁদরটাকে তুমি নিয়ে যেতে পার বটে। কিন্তু সেটা তোমার একটা বোঝা হ'বে না কি?

ছাতু স্বীয় বন্ধুর প্রতি মমতাবশতঃ বলিয়া উঠিল, "না, তা'

হ'বে না। ওকে আমি যখন যা' বলি, তখন তাই করে। বুঝোলে ও বেশ কথা বোঝে। কিন্তু আমি তোমার টাকা-তিনটে নেব না।

চ-দা। কেন?

ছা। আমার চেয়ে তুমি বয়সে ছোট, ছোট মেয়ের টাকা ভোগা দিয়ে নিলে, লোকে আমায় দূ'ষবে। যত দিন না আমি যত টাকার দরকার, তত টাকার যোগাড় ক'র্‌তে পারি, তত দিন এই সারকাসেই থা'ক্‌ব।

চ-দা। কিন্তু আমি তোমাকে আমার টাকা-তিনটে দিতে চাই, তুমি নেবে না, ভাই?

ছাতু। না।

চ-দা। নেবে না, নেবে না? আচ্ছা!

এই বলিয়া চরণ-দাসী চোখ ছল ছল করিয়া ঠোঁট ফুলাইতে লাগিল।

তখন ছাতু তাহাকে সান্ত্বনাসূচক স্বরে বলিতে লাগিল, "তোমার টাকা-তিনটে এখন তুমি যত্ন ক'রে তুলে রাখ। আমরা যখন বড় হ'ব, তখন আমি আবার তোমার কাছে আ'স্‌ব, তখন আমরা নিজেরাই একটা সারকাস খু'ল্‌ব। আমার নিজের সারকাসে থা'ক্‌তে আমার ভালই লা'গ্‌বে। আমাদের তখন অনেক টাকা হ'বে, তখন আমরা সেই টাকা নিয়ে যা' খুশী তাই ক'র্‌ব, কেমন?"

এই কথাগুলি বালিকা চরণদাসীর যেন মনে ধরিল। তখন তাহারা দুই জনে বড় হইলে কি করিবে, সেই সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিল। তাহারা বোধ হয় আরও কতকক্ষণ এইরূপ কল্পনার কুহকে মজিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের কথা-শেষ হইতে না হইতে একজন লোক আসিয়া সারকাসের বৃতি-পরিষ্কার করিতে লাগিল, কাজেই তাহাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইল।

ছাতু দশমাস সারকাসে আছে, ইহার মধ্যে সে উত্তম অশ্বক্রীড়ক হইয়া উঠিল। ধাড়া ও গোলামের ইহাতে আনন্দের অবধি রহিল না, তাহারা দু'জনে ছাতুর দ্বারা অর্জ্জিত অর্থে কিরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিবে, ইহা ভাবিয়া অতিশয় স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

বন্য পশুবশ।

আমেরিকায় কোন স্থানে বিলি-নামে এক ব্যক্তির একটি আড্ডা ছিল, তথায় সারকাসের ক্রীড়কেরা উঠা-বসা করিত। একদিন বিলির আড্ডায় একটি লোক এই গল্প করিতেছিল যে, একবার এক সারকাসের জীবশালাস্থিত একটা পিঁজরার ভিতর-হইতে একটা সিংহী ও তাহার তিনটি ছানা বাহির হইয়া পড়ে। সমস্ত দিন তাহারা সেই সারকাসের জীবশালার শিবিরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাকে, কেহ তাহাদিগকে খাঁচার মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইতে পারে নাই। অবশেষে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, তখন সারকাসে ক্রীড়া-প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইল, কিন্তু শিবিরে একটি সিংহী ও তাহার তিনটী বাচ্ছা ছাড়া রহিয়াছে, সুতরাং সেই সার্কাস-শিবিরে দর্শকেরা ভয়ে প্রবেশ করিতেছিল না। ইহা দেখিয়া সারকাসের সত্বাধিকারী হুকুম দিল, সিংহীটাকে মারিয়া ফেল। তখন যে ক্রীড়ক সেই সিংহীটাকে লইয়া খেলা দেখাইত, সে এই প্রস্তাব করিল যে, উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া সে সিংহীটাকে পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ করিবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। সত্বাধিকারী কিন্তু সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, একটা পশুর প্রাণের মূল্যাপেক্ষা একজন মানুষের মূল্য অনেক অধিক। অগত্যা সেই সিংহীকে সেইদিন গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

* * * *

ঐ কথা শুনিয়া একজন ক্রীড়ক বলিয়া উঠিল, সেই সারকাসে ওস্তাদ্ লোক কেহ ছিল না, সেখানে যে কংকৃলিন এখন বার্ণনাম-সারকাসে থাকিয়া ইউরোপময় সিংহের ক্রীড়া দেখাইয়া বেড়াই-তেছে সেই জর্জ্জ কংকৃলিন যদি থাকিত, তাহা হইলে সিংহীটাকে যমালয়ে পাঠাইবার কোনই প্রয়োজন হইত না।

এই বলিয়া সে বলিতে লাগিল, "একবার কি হ'য়েছিল, শোন—আমরা সারকাস-ট্রেণে করিয়া এক জায়গাহ'তে আর এক জায়গায় যাচ্ছিলেম। সেই সময়ে একটা পিঁজ্‌রে ট্রেণথেকে পথে প'ড়ে গেল, তা'তে খাঁচার খিল খুলে গেল। আর খানিক বাদে দেখা গেল, এক জোড়া সবুজ চোখ ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে ছু'টে আ'স্‌ছে, আর একটা বিশ্রী র-র-র-র আওয়াজ হ'চ্ছে।

সেই ব্যাপার দেখে আমাদের তো পীলে চ'ম্‌কে উ'ঠ্‌ল। তখন কংক্‌লিন চীৎকার ক'রে ব'লে উ'ঠ্‌ল, 'ওরে, ওটা মেরী যে! চল, ভাইসব, ওকে ধ'র্‌তে হ'বে।'

মেরী পূর্ণবয়স্কা সিংহী, অন্ধকারে তেপান্তর মাঠের মাঝখানে ছেড়ে গেছে।

তোমরা জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌তে পার, 'খাঁচাটা প'ড়ে যেতেই ট্রেণ থা'ম্‌ল কি ক'রে?'

উত্তর এই, রাত্তির-বেলা সারকাসের ট্রেণে দুই-তিন-জন 'গার্ড' থাকে, তা'রা সর্ব্বদা চারদিকে খর নজর রা'খ্‌তে থাকে, কিছু বিপদ্‌ হ'লেই লাণ্ঠন নাড়িয়ে এঞ্জিন-চালককে ট্রেণ থামা'তে ইসারা করে। জর্জ্জ কংক্‌লিন খাঁচাটা সোজা ক'রে নিয়ে মিনিট-চল্লিশের ভেতর সিংহীটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে ফেল্লে! কি ক'রে ক'র্‌লে, শু'ন্‌বে? সে প্রথমে কতকগুলো লোককে দিয়ে তাঁবুর একটা ১০০ গজ আন্দাজ লম্বা 'দেওয়াল' ধরালে, তা'দের হাতে এক-একটা কেরোসিন-তেলে ভেজান জলন্ত মশালও ধরিয়ে দিলে। তা'র পরে সেই 'দেওয়ালটা' ক্রমশঃ সিংহীটার চারদিকে বেড়া দেওয়া হ'ল, কেবল তা'র পেছনদিক্‌টা খালি রইল, যেদিকে খাঁচাটা দরজা-খোলা অবস্থায় ছিল। সিংহীটা আগুন দেখে যত পেছোয়, আমরা 'দেওয়াল'টাকে তত তা'র চারধারে ছোট ক'রে আনি, শেষে সিংহীটা যেন একটা কুঁয়োর মধ্যে রয়েছে, এমনি বোধ হ'তে লা'গ্‌ল। তখন জর্জ্জ তা'কে ধমক্‌ দিতে আর চাবুকের শব্দ ক'র্‌তে লা'গ্‌ল! কাজেই মিস মেরী লেজ গুটিয়ে পিঁজরের ভেতরে ঢু'কতে বাধ্য হ'ল। কংক্‌লিন বেশ বাহাদুরী দেখায় নি কি?"

এই সময়ে বিল্‌ নিউম্যান-নামে একজন "বৃষস্কন্ধ" লোক সেই আড্ডায় আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিল, সে বলিল, "সময়ে সময়ে এক-আধটা জানোয়ারকে মেরে না ফে'ল্‌লে, রক্ষে থাকে না। এলবার্ট ব'লে একটা প্রকাণ্ড হাতী ছিল; তা'র দাঁতদুটো দশ-ফুট ক'রে লম্বা হ'য়েছিল, আমি তা'কে ছোট বাচ্চা-থেকে অত বড় হ'তে দেখেছিলেম, খুব ভালও বা'স্‌তেম, কিন্তু আমিই তা'কে শেষে মেরে ফে'ল্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেম। অনেক দিনথেকে এল্‌বার্টের মেজাজ বড় "তিরিথ্‌খি" হ'য়ে উঠেছিল। আমার ওপর তা'র কোন রাগ ছিল না। কিন্তু একজায়গায় সে তা'র একজন মাহুতকে এমনই চেপ্‌টে দেয় যে, তা'র পরদিনই সে মারা পড়ে। এতে সারকাসের মালিক এলবার্টের ওপর এত চটে চায় যায় যে, একদিন তিনি সারকাসের যখন খেলা হচ্ছে, তখন এসে দর্শকদের ব'ল্‌লেন যে, তাঁ'র একটা পাগ্‌লা হাতী আছে, যা'রা বন্দুক-ছোড়া অভ্যেস ক'র্‌ছে, তা'রা ইচ্ছে ক'র্‌লে, তা'কে গুলী ক'রে মা'র্‌তে পারে। এইরকম ক'রে তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মা'র্‌বার মতলব ক'র্‌লেন। একদিকে পাগ্‌লা হাতীটাকে নিকেশ করা হ'বে, অন্যদিকে সারকাসের বিজ্ঞাপনও জাহির হ'বে।

যেখানে তখন সারকাস ছিল, সেখানকার নাম "কীন"। কীনে বন্দুক-ছোড়া-শেখার একটা সমিতি ছিল, সেই সমিতির কাপ্তেন এসে আমাদের সারকাসের মালিককে ব'ল্‌লে, 'তুমি তোমার হাতীটাকে তাঁবুর বা'র ক'রে দাও, আমরা সেটাকে বুঝে নেব।'

তখন আমি এলবার্টকে আমাদের তাঁবুর পেছনের খমে

নিয়ে গিয়ে তা'র চারপা বেঁধে চারটে গাছের মাঝখানে তা'কে শুইয়ে দিলেম, তা'তে তা'র আর ন'ড়্‌বার-চ'ড়্‌বার ক্ষমতা রইল না। তখন সেই বন্দুক-সমিতির লোকেরা এসে এলবার্টের কাছথেকে বারোহাত তফাতে সার দিয়ে দাঁ'ড়াল। হাতীটা বু'ঝ্‌তে পেরেছিল যে, তা'র মরণ ঘুনিয়ে এসেছে, তবু সে সেই বন্দুক-সমিতির বীর পুরুষদের কারুর কারুর চেয়ে ঢের স্থির হ'য়ে ছিল। সারের সব্বের শেষের একটা লোক ভয়ে এত কাঁপ্‌'ছিল যে, সে তা'র তাগ্‌ই ঠিক ক'র্‌তে পা'র্‌ছিল না। তা'দের এই ভয় হ'চ্ছিল যে, তা'রা গুলী ক'র্‌লেই বুড়ো এলবার্ট শিক্‌লিমিক্‌লি ছিঁড়ে এসে তা'দের ধাওয়া ক'র্‌বে।

আমি তা'দের জিজ্ঞেস ক'র্‌লাম, 'তোমরা হাতীটের কোথায় গুলী ক'র্‌বে?' সেই সমিতির কাপ্তেন উত্তর দিল, 'কেন মাথায়!'

আমি। বটে, তা' হ'লে এক কাজ কর, কাউকে গোটা-কতক লাণ্ঠন আ'ন্‌তে হুকুম কর, আর টোটাও বেশী ক'রে আনাও, কারণ হাতীটাকে মা'র্‌তে তা'লে তোমাদের রাত হ'বে!

কাপ্তেন। তবে ওর কোথায় গুলী ক'র্‌ব?

আমি। চোকে গুলী ক'র্‌তে হবে। চোকে যদি গুলী না ক'র্‌তে পার, তবে ওর সমস্ত মাথাটা ছেঁদা ক'রে ঝাঁঝ্‌রা ক'রে দিলেও ওর কিছু এসে যাবে না, মাথার ঘীলুটায় গুলী করা চাই, বুঝেছ?

একথা শুনে কাপ্তেন তো মহাভাবনায় প'ড়ে গেল। এলবার্টের সর্ব্বাঙ্গের তুলনায় তা'র চোখ-দু'টি নেহাৎ ক্ষুদে। যদি তাগ্‌ ফস্‌কে যায়? তাই অনেক ভেবেচিন্তে শেষে কাপ্তেন-সাহেব ব'ল্‌লেন, 'এর চোখ-ছাড়া আর কোন জায়গায় গুলী ক'র্‌লে সুবিধে হ'বে না কি?'

হাতীর হৃদয়টা কোথায়, তা' আমি অনেক হাতী দেখেছি, আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, সেইখেনটায় খড়ী-দিয়ে দাগ ক'রে দিয়ে আমি ব'ল্‌লেম, 'এইখেনটায় গুলী মার।'

তখন সমস্ত লোক নিশ্বেস বন্ধ ক'রে চুপ্‌ ক'রে রইল। এলবার্ট আমার দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন ব'ল্‌তে লা'গ্‌ল, 'তা'লে তুমিই আমাকে সাবাড় ক'রে দিলে?' তা'র পরেই কাপ্তেন গর্জ্জে উঠ্‌'ল, 'রেডি? মার গুলী!' ৩২টা লোক এল-বার্টের হৃদয় তাগ্‌ ক'রে বন্দুক ছু'ড়্‌ল, তা'র মধ্যে কেবল পাঁচ-জনের গুলী এসে এলবার্টের বুকে বি'ধ্‌ল, তা'তেই এলবার্ট, একটুও ধস্তাধস্তি না ক'রে, ম'রে গেল।"

এই বলিয়া বক্তা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

একজন লোক এই শেষের বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে গুলী করা হ'লেও সে বেঁচে থাকে, এ কথা তুমি বাড়িয়ে ব'ল্‌ছ না কি?"

"না, একটুও বাড়িয়ে বলি নি। 'কোলের' সারকাসে স্যাম্‌সন্‌ ব'লে একটা হাতী ক্ষেপে সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় যা' তা' ক'রে বেড়িয়েছিল। লোকে তা'কে হরেকরকমের বন্দুক আর পিস্তল দিয়ে গুলী ক'রেছিল, কিন্তু তা'র পরদিন সে 'যেইসা কে তেইসা'! বার্ণাসের সারকাস যতদিন না পুড়ে গিয়ে-ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সে একদিনও অসুস্থ-বোধ করে নি।"

* * * *

"আচ্ছা, বুনো জানোয়ারেরা না কি আগুন দেখে চুপ ক'রে থাকে?"

"না, এ কথা সত্যি নয়। বার্ণাসের সারকাস যখন পুড়ে যায়, তখন আমি সেই সারকাসে কাজ ক'র্‌তেম। সারকাসে যখন আগুন লা'গ্‌ল, তখন জানোয়ারগুলো যেমন চীৎকার ক'র্‌তে লা'গ্‌ল, তেমন চীৎকার আমি আর কখনও শুনি নি। গণ্ডারেরা বেশী চীৎকার ক'র্‌তে পারে না। এই সারকাসের গণ্ডারটাও কিন্তু সারকাসের উঠোনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছুটোছুটি ক'রে বেড়া'তে লা'গল। গণ্ডারের গায়ে ভারি চর্ব্বি, তাই তা'র গায়ে আগুন লা'গ্‌বামাত্রই সে তেলের কুপোর মত ঝট্‌পট্‌ পুড়ে গেল!"

* * * *

"তুমি কি কোন সিংহ কি বাঘকে আগুনের মুখথেকে বাঁচা'তে পার নি?"

"না, তা' ক'রে কোন লাভ হ'ত না; পুলিশ তা'দের পথে দে'খ্‌লেই গুলী ক'রে মেরে ফে'ল্‌ত। তা'ছাড়া তা'দের আমরা তাঁবুর বা'র ক'র্‌তেই পারি নি। আমরা হাতীগুলোকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌ছিলেম, আর পাঁচটা হাতীছাড়া আর সব ক'টাকেই বাঁচিয়েছিলেম। তোমরা জান, ছাড়া ঘোড়া জলন্ত আস্তাবলে ফিরে যা'য়, হাতীদেরও ঐ স্বভাব। যে হাতীগুলোকে আমরা আগুনের মুখথেকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেম, সেগুলো পাছে আবার 'পিলখানায়' ফিরে যায়, তাই তা'দের ভারি নজরে রা'খ্‌তে হ'য়েছিল। ঐ সারকাসে একটা শ্বেত হাতী ছিল, তা'কে আমরা আগুনের মুখথেকে বাঁচাই, তবু সে আবার পিলখানায় ফিরে গিয়ে পুড়ে মরে।"

* * * *

বিলির আড্ডায় এই সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইল। অনেকেই শেষোক্ত বক্তা নিউম্যানকে গল্প বলিতে উপরোধ করিতে লাগিল। তাই নিউম্যান আবার বলিতে লাগিল,—

"সিংহবশকারী ল্যাংওয়ের কাছে আমি প্রথমে জানওয়ার-দের পোষ মানাতে শিখি। সে এ বিষয়ে ওস্তাদ ছিল। শেষ যে জায়গায় সে বাজী দেখা'ত, সেখানে তিনটে জংলী সিংহ আর দু'টো বাঘ ছিল। সব কটাই খুব জোয়ান।

সে একদিন আমায় ব'ল্‌লে, 'বিল আমি এখন বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছি, এই আমার শেষ জানোয়ার-বশ করা। আমার কাজটা অনেকের খুব সহজ মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমি ম'রে গেলে, তুমি যেন আমার কাজ ক'রো না। ক'র্‌লে একদিন তোমায় এই বেড়ালেরা চিবিয়ে খেয়ে ফে'ল্‌বে।'

ল্যাংওয়ে বছরখানিক সেই জানোয়ারগুলোকে নিয়ে খেলা দেখা'বার পর মারা পড়ে। তা'র পরে ডেভিস ব'লে একজন লোককে সেই সার্কাসের মালিক বাহাল করে। তা'কে বেড়ালেরা সত্যিসত্যিই একদিন চিবিয়ে খেয়ে ফে'ল্‌লে। তা'র পর-থেকে সেই পশুদের বশ ক'র্‌বার জন্যে আর লোক পাওয়া যায় নি। ল্যাংওয়ে যে, তা'দের কি মন্ত্রে বশ ক'রেছিল, তা' ল্যাংওয়েই জানে।"

নিপুণ কাহিনী-কথকেরা যেমন করে, নিউম্যান তেমনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "হাতীর মাহুত "প্যাটসী" কিরকম ক'রে মারা পড়েছিল, শোন। সৈয়দ ব'লে একটা হাতীকে প্যাটসী যা' বলে সে নাকি তা' করে নি। তাইতে প্যাটসী ভয়ানক রোগে তা'কে খুব জোরে ডাঙ্গশ মারে। তা'তে সৈয়দ রেগে গিয়ে তা'কে এমন ক'রে পিষেছিল যে, তা'র বুকে ঝোলান ঘড়ীটা তা'র পীঠ ফুঁড়ে বা'র হ'য়েছিল! লোকে বলে, প্যাটসী নিজেই সৈয়দকে ভুল হুকুম দিয়ে শেষে শাসন ক'রেছিল, তাই সৈয়দ রেগে তা'র মাহুতের দফা রফা করে।"

"সারকাসের মালিক কি সৈয়দকে মেরে ফেলেছিল?

"না, কা'র কশুর, তা' যখন ঠিক ক'র্‌তে পারা যায় নি, তখন হাতীটাকে খামোখা মারা তো ঠিক নয়?"

(ক্রমশঃ)

করমর্দ্দনে বিপদ্

ডাক্তারেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, করমর্দ্দন করিলে স্পর্শক্রামক ব্যাধিদ্বারা লোকে আক্রান্ত হইতে পারে। চীনদেশে লোকে কেহ কাহারও করমর্দ্দন করে না, অভিবাদন-কালে তাহারা নিজ নিজ হস্ত নিজে নিজে মর্দ্দন করে, এইরূপ কর-মর্দ্দন-পদ্ধতি স্বাস্থ্যরক্ষার অভিপ্রায়েই যে, প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হাতে হাত ঠেকাইলেই বিপদ্ ঘটে না, লোকের নখের মধ্যে যে ময়লা থাকে, তাহাই বিপজ্জনক। মানুষের নখের মধ্যে অনেক রকম বিষাক্ত পদার্থ স্থানপ্রাপ্ত হয়, তাহার ফলে সেই নখদ্বারা কাহারও হাত সামান্য পরিমাণে ছড়িয়া গেলেও একের শরীরের ব্যাধি অন্যের শরীরে বাহিত হয়। অনেকে গরম জল, সাবান প্রভৃতি দিয়া হাত ধুইয়া থাকেন, তাহাতেও কিন্তু নখের বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হয় না, কেবল মুড়াইয়া কাটিলেই নখে রোগ-বীজাণুর আবাসের অভাব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই নখ মুড়াইয়া কাটিতে চান না, সুতরাং পরস্পরের করমর্দ্দন স্বাস্থ্যকর অভিবাদন নহে। আমরা আজকাল সাহেবী ঢঙে অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরায় তবে সত্যই কিছু লাভ নাই!

রাসায়নিক উদ্যান।

কোন কোন ধাতব পদার্থহইতে নয়নরঞ্জন "সিলিকেট" অর্থাৎ "সাইলিসিক" অম্লের লবণ উৎপন্ন করা দুরূহ নহে। ঐ লবণদ্বারা রাসায়নিক উদ্যান-রচনা করা যাইতে পারে, এই খেয়ালটি সর্ব্বদাই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশ্যে এমন একটি কাচপাত্র-সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে, যাহারা গভীরতা তিন-ইঞ্চির কম নহে। লাল-মাছ পুষিবার জন্য যেরূপ একটি কাচময় পাত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্রূপ একটি কাচপাত্র অথবা একটি কাচের চাটুনি রাখিবার 'বুয়াম' হইলেও চলিতে পারে। উহা ব্যতীত খানিকটা কাচরসেরও (Sodium Silicate) প্রয়োজন হইবে। একভাগ কাচরসে তিনভাগ জল মিশাইয়া একপ্রকার দ্রাবণ (Solution) প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ দ্রাবণের কতটা পূর্ব্বোক্ত কাচপাত্রে ঢালিতে হইবে, তাহা ঐ পাত্রের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকার-তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে। প্রথমে ঐ পাত্রে কতটা দ্রাবণ ধরে, তাহা দেখিতে হইবে, তাহার পর ঐ পাত্রের তিনভাগ ঐ দ্রাবণদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

কাচরস-দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া হাতের কাছে একপাশে রাঁখ। পরে রাসায়নিক উদ্যান-রচনায় প্রবৃত্ত হও। কাচপাত্রটি খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লও। পরে কাচপাত্রের অভ্যন্তরে,

তলদেশে, এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বালু বিছাও। অনন্তর তুথ (অর্থাৎ তুঁতিয়া) ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ উত্তমরূপে মিশাইয়া সেই বালুর উপর বিছাইয়া দাও। ঐ ধাতব পদার্থসমূহ প্রচুর-রূপে যথাবিন্যস্ত হইলে, তদুপরি কাচরসের দ্রাবণ ঢালিয়া দাও। তৎপরে কাচপাত্রটি এমন কোন স্থানে স্থাপিত কর, যথায় উহাতে কেহ হাত দিতে পারিবে না।

তিন-চারি দিবস পরে দেখা যাইবে, রাসায়নিক উদ্যানে "বৃক্ষ-বল্লী" জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে! এই রাসায়নিক উদ্যানের বৃক্ষবল্লীর বৃদ্ধি আবহাওয়ার উত্তাপের উপর অনেকটা নির্ভর করিবে, কারণ সকলপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া তাপময় স্থানেই অধিক দ্রুতভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের মধ্যে সিলিকেটের পূর্ণোদ্ভব ঘটিবে। তখন সেই সিলিকেট অদ্ভুত ও নয়নরঞ্জন আকার-ধারণ করিবে এবং উহাতে উজ্জ্বল ও মনোহর লোহিত, নীল, হরিৎ, পীত ও পিঙ্গলবর্ণের অপূর্ব্ব বিকাশ হইবে। সিলিকেটের বৃক্ষবল্লীর একটির আকার আর একটির মত হইবে না, তথাপি সেই বিবিধাকৃতির বৃক্ষবল্লীর সমবায়ে একটি অতীব লোচন-লোভন উদ্যান রচিত হইবে। তখন কাচ-পাত্রস্থ কাচরস-দ্রাবণ পাত্রহইতে ধুইয়া বাহির করিয়া দিলে, উদ্যানটি স্থায়িত্ব-প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই কার্য্যটি করিবার সময়ে খুব সাবধান হইতে হইবে, কারণ রাসায়নিক বৃক্ষবল্লীগুলি বড়ই ভঙ্গুর হইয়া থাকে। একটি এনামেলের গামলার উপরে কাচ-পাত্রটি সাবধানে বসাইয়া একটি কাঠি তাহার মুখে ঠেকাইয়া সেই কাঠিতে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে থাকিবে, তাহা হইলে সেই কাঠির গা বহিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া কাচপাত্রে পড়িতে থাকিবে, তাহাতে রাসায়নিক উদ্যানের তরুলতার কোনটি না ভাঙিতেও পারে। যখন কাচপাত্রের মধ্যস্থ জলীয় পদার্থ সম্পূর্ণ নির্ম্মল দেখাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কাচ-পাত্রের সমস্ত কাচরস-দ্রাবণ ধুইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন রাসায়নিক উদ্যানের তরুলতার বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কাচপাত্রটি যদি বারবার নাড়াচাড়া না করা হয়, তাহা হইলে রাসায়নিক উদ্যানটি অনির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। এই রাসায়নিক উদ্যানের পশ্চাদ্দেশে রাত্রিকালে একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বালাইয়া রাখিলে, ইহার মনোলোভা শোভা অনেকেরই নয়ন-তর্পণ হইবে।

সীসক-পাদপ।

সীসক-পাদপ-রচনা করা বড়ই আমোদজনক। এই পাদপ-রচনা-কার্য্যে কতকগুলি বড়ই বিষাক্ত পদার্থ-ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং রচকের সবিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ সীসক কাঞ্জি-কের সিরকার (Lead acetate) সহিত কয়েক ফোঁটা তাম্রদ্রাব (Nitric acid) মিশাইয়া জলে গুল, তৎপরে সেই দ্রাবণে একটি রাজত-(দস্তার) দণ্ড ঝুলাইয়া দাও। সীসকের অধঃপাতন (Precipitation) বৃহৎ ও সুন্দর পাতের আকার-ধারণ করে। যতক্ষণ না সমস্ত দ্রাবণটুকু ফুরাইয়া যায়, ততক্ষণ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াটি চলিতে থাকে। এই কথা স্মরণে রাখা কৌতূহলোদ্দীপক যে, ঐ ক্রিয়াটি তাড়িত রাসায়নিক ক্রিয়া।

চয়ন।

("অর্ঘ্য," আষাঢ়, ১৩২০।

২

চড়াই-পাখী।

আমি সেদিন আমার বড় কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কুকুরটাকে আমি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কুকুরটা হাঁ করিয়া, জিবের খানিকটা বাহির করিয়া, মাটির দিকে মুখ রাখিয়া, যেন মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, আমি পিছনে পিছনে চলিয়াছিলাম।

হঠাৎ কুকুরটা জোরে চলিতে চলিতে থামিয়া আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল। কোন একটা শিকার দেখিতে পাইলে যেমনভাবে মুখ উঁচু করিয়া দেখে, সেইভাবে দেখিতে লাগিল। আমি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, একটি চড়াই-পাখীর ছানা মাটিতে পড়িয়া ঝটপট করিতেছে। এখনও উহার ভালরকম পালখ উঠে নাই, ঠোঁটও তা'র এখনও পূরা সাদা হয় নাই, অল্প অল্প সবুজ রঙ এখনও রহিয়াছে। কিছু আগে জোরে বাতাস বহিতেছিল। বোধ হয় সেই ঝটকা হাওয়ায় এই চড়াইএর ছানা গাছের উপরকার বাসাহইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

কুকুরটা শিকারের আশায় আস্তে আস্তে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখনও তাহার মুখটা হাঁ-করা আছে, জিবটা খানিকটা বাহিরে আসিয়া লক্ লক্ করিতেছে ও নাক দিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে। হঠাৎ একটা বড় চড়াই-পাখী কুকুরটার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কুকুরটার মুখের উপর কে যেন একটা পাতা গাছহইতে ছুড়িয়া মারিল বলিয়া মনে হইল। পাখীটা অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে করিতে হাঁ-করা কুকুরটার মুখের সামনে উড়িতে লাগিল। উড়িতে উড়িতে দু'একবার কুকুরটার দাঁতের উপরও উড়িয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল। পাখীটার নিকট কুকুরটা নিশ্চয়ই একটা বড় রাক্ষসের মত বোধ হইতেছিল। বড় বড় সাদা চকচকে দাঁতবসান কুকুরের হাঁএর এত নিকট গেলে যে, নিশ্চয় মৃত্যু, তাহা জানিত; তবু সে গাছের উঁচু ডালে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছার চেয়েও বলবতী একটা শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে সজোরে টানিয়া আনিয়া কুকুরটির সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তখন প্রাণের মায়া তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

কুকুরটাও, কি জানি কেন, হঠাৎ এবার তাহার হিংসা ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেও বুঝি সেই শক্তির কিছু আভাস পাইয়াছিল। আমি কুকুরটাকে সেখানহইতে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলাম, কুকুরটা ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল।

পাখীটার সেই করুণ মর্ম্মভেদী চীৎকার আমার কাণে তখনও বাজিতেছিল। আমি তখন বড়ই গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলাম, কি এক ভক্তিপূর্ণভাবে হৃদয় আপনাআপনি নত হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

বন্ধন-মুক্তি

একটি দুই-গজ পরিমিত সূতা লইয়া বেশ একটি রগড় করা যাইতে পারে। তোমাদের যখন জল খাইবার ছুটি হয়, তখন তোমরা তোমাদের দুইজন সমপাঠীকে ডাকিয়া বলিবে, "একটা মজা দে'খবে?" তাহাতে তাহারা অবশ্য এই উত্তর দিবে, "কি, ভাই, কি?" তখন তোমরা সূতাটিকে ঠিক দু'আধ-খানা করিয়া ছবিতে যেমন আঁকা আছে, ঠিক তেমনি করিয়া দুইজনের দুই হাতের কব্জিতে সেই দুই টুকরা সূতা বাঁধিয়া দিয়া বলিবে, "দু'জনে দু'জনের হাতথেকে সূতো ছাড়িয়ে নাও তো, কিন্তু কব্জিতে বাঁধা সূতো কেউ খু'লতে পাবে না।" তাহারা যদি কৌশলটি না জানে, তাহা হইলে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বন্ধন-মুক্ত হইতে পারিবে না। বরঞ্চ দু'জনেরই হাতের সূতা আরও বেশী জড়াইয়া যাইবে।
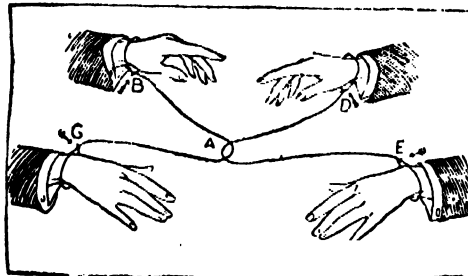
কৌশলটি কিন্তু খুবই সহজ। ছবিতে যে বিন্দুতে ইংরাজী A-অক্ষরটি লিখিত আছে, সেইস্থানের সূতাটুকুতে একটি ফাঁস তৈয়ার কর এবং সেই ফাঁসটি ছবিতে যেখানে ইংরাজী B-অক্ষরটি আছে, সেইখানকার কব্জির ফাঁসের মধ্য দিয়া তীরনির্দ্দিষ্ট অভিমুখে গলাও।

তৎপরে উহাকে হাতের উপর দিয়া অতিক্রম করাইয়া লইয়া যাও, তাহা হইলেই উভয় বন্দী বন্ধন-মুক্ত হইবে। আর কি কি উপায়ে বন্দিদ্বয় বন্ধনমুক্ত হইতে পারে, বল তো?

দুইখানি চিঠি

মাননীয়
"বালক"-সম্পাদক
সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার সেপ্টেম্বর-মাসের "বালকে" একটী প্রমাদ ঘটিয়াছে। ১৪০-এর পৃষ্ঠায় যে চিত্রটী ছাপা হইয়াছে, তাহা "রণক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত বাঙ্গালী এ্যাম্বুলেন্স কোরের" নহে, উহা চন্দন-নগরহইতে সর্ব্বপ্রথম যে স্বেচ্ছাসেবকগণ ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে যান, তাঁহাদের ছবি। আশা করি, আপনি পরসংখ্যায় এই ভুলটী সংশোধন করিয়া দিবেন। ইতি—

অমিয়েন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত "বালক"-সম্পাদকমহাশয়,

সেপ্টেম্বর-মাসের "বালকে" প্রকাশিত রাজবুদ্ধি-নামক কবিতাটি ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা "শিশু"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া বর্ত্তমান লেখক উহা আপনার নিকটে পাঠাইয়াছে। বোধ হয় আপনার অজ্ঞাতসারেই এইরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে

বিনীত—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

চুরুটের বাক্সের দেওয়াল-আল্‌মারী।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে যেপ্রকার উপায়-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইপ্রকার উপায়াবলম্বন করিলে তিনটি চুরুটের বাক্সদিয়া সুন্দর একটী দেওয়াল-আল্‌মারী প্রস্তুত করা যাইবে।

এই আল্‌মারীটীর নির্ম্মাণজন্য দুইটি চুরুটের বাক্স একমাপের হওয়া চাই, তৃতীয়টি অন্য মাপের হইলে ক্ষতি নাই, কারণ সেটিকে খুলিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আল্‌মারীটীকে গড়িবার প্রয়োজন

১। তাকসহ দুইটি বাক্স।

হইবে। প্রথমে চুরুটের বাক্সগুলিহইতে সব কাগজ তুলিয়া ফেলিতে হইবে; উহা করা খুবই সহজ, বাক্সগুলিকে প্রথমে ভিজা নেকড়াদিয়া ভিজাও ও সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিতে দাও, তাহার পর আস্তে আস্তে কাগজগুলি তুলিয়া ফেল। কাগজ তুলিয়া ফেলা হইলে, ভিজা বাক্সগুলি বাতাসে শুকাও। সাবধান, কড়া রোদে কিম্বা আগুনের তাপে বাক্সগুলি শুকাইবার চেষ্টা করিও না। উহা করিলে, বাক্সের কাঠগুলি ফাটিয়া যাইতে পারে। তৃতীয় বাক্সটীর কাঠগুলি খুলিবার সময়ে সাবধান হইতে হইবে, যেন কোন কাঠ ফাটিয়া না যায় এবং প্রেকগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিবে, কারণ সেগুলির পরে দরকার হইবে।

সকল চুরুটের বাক্সেই সেই বাক্সস্থ চুরুট-প্রস্তুতকারীর নামের ছাব থাকে, সুতরাং বাক্সের যে কাঠটায় ঐ নাম ছাবা থাকে, সেই কাঠটা দেওয়াল-আলমারী-নির্ম্মাণ-কালে উল্টাইয়া আল্‌মারীর ভিতরদিকে লুকাইয়া রাখিতে হইবে।

যে চুরুটের বাক্সটা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাহইতে দুই-টুক্‌রা-কাঠ কাটিয়া অপর দুইটি চুরুটের বাক্সের দুইটি তাক প্রস্তুত কর। দুইটি করিয়া প্রেক পূর্ব্বোক্ত চুরুটের বাক্সের দুই পার্শ্বে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাক-দুইটি স্বপদস্থ থাকিবে (১নং চিত্র দেখ)। তাহার পর চারিটুক্‌রা বেশ বাহারী অথচ মজবুত ছিটের কাপড় কাঁচির সাহায্যে কব্জার আকারে কাটিয়া দুইটুক্‌রা করিয়া দুইটি বাক্সের ডালায় ও পিছনের দিকে খুব চট্‌চটিয়া আঠা-দিয়া সাঁটিয়া দাও (২নং চিত্র দেখ)। বাক্সদুইটিতে কব্জা ও ডালা আঁটা হইলে, দুইটি বাক্সেরই সম্মুখভাগ, আঠা-দিয়া একটির সহিত আর একটিকে, জুড়িয়া ফেল। তখন ১নং চিত্রে যেমন দুইটি তাকযুক্ত চারিটি খোপ দেখা যায়, সেইরূপ বস্তুটি গঠিত হইবে। যে বাক্সটি খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাহইতে দুইটুক্‌রা কাঠ লইয়া একটুক্‌রা কাঠ আল্‌মারীর মাথায় ও এক-টুক্‌রা কাঠ তলায়, প্রেক ও আঠার সাহায্যে, জুড়িয়া দাও, তাহার পর চারিটুক্‌রা সমান মাপের কাঠ প্রথমে ত্রিভুজ-আকারে কাটিয়া পরে প্রত্যেক কাঠের একটি করিয়া ভুজ প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া কাট, তাহার পর সেই চারিটুক্‌রা কাঠের দুইটুক্‌রা আল্‌-

মারীর মাথার উপরে দুই পার্শ্বে এবং অপর দুইটুক্রা আল্‌মারীর তলদেশে দুই পার্শ্বে জুড়িয়া দাও, তাহা হইলে আল্‌মারীটির এক দিকে যেমন বাহার খুলিবে, অপরদিকে তেমনি উহার মাথার উপরে ও তলায় সংলগ্ন দুইটুক্রা কাঠে বেশ জোর পঁহুছিবে।

২। কব্জাদ্বারা ডালাসংযুক্ত একটী বাক্স।
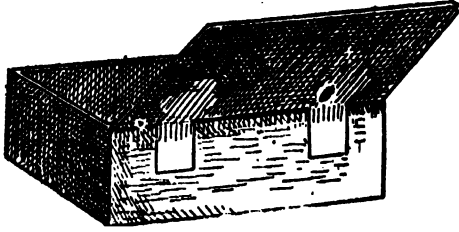
তাহার পর আল্‌মারীর দরজার মত লম্বা ও আধ-ইঞ্চি চৌড়া এক-টুক্‌রা কাঠ কাটিয়া আল্‌মারীর একটি দরজায় সিকি-ইঞ্চি "আল্‌" বাহির করিয়া জুড়িয়া দাও, তাহা হইলে ঐ কাঠের টুক্‌রা আল্‌-মারীর দ্বিতীয় দরজারও ধার সিকি ইঞ্চিটাক ঢাকিয়া রাখিবে। তাহার পর আল্‌মারীর দুই দরোজায় এক-একটি করিয়া "রিং" মারিয়া দিলে, আল্‌মারীটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এই আল্‌মারী দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা যাইবে এবং ইহাতে ছেলেরা
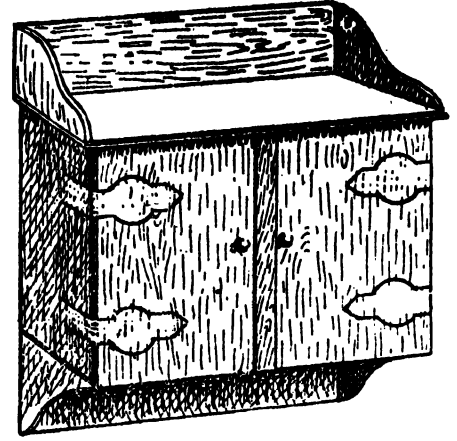
৩। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত দেওয়াল-আল্‌মারী।

ছোট ছোট শিশি প্রভৃতি আবশ্যক বস্তু রাখিতে পারিবে (৩নং চিত্র দেখ)।

স্বরলিপি।

মহাসমরে ভারতসৈন্য

কথাঃ—শ্রীমন্মথনাথ দে। স্বরঃ—শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

ভীম-বিক্রমে ধরিয়া কৃপাণ, ভূত-গৌরব-উজল অঙ্গে,
ভূধর-পাথার, নদী-পারাবার লঙ্ঘি' চ'লেছ সমরে রঙ্গে;
সম্রাট্‌তরে ফেলিতে তোমার হৃদয়ের শেষ শোণিত-বিন্দু—
শিখ, রাজপুত, গুরখা, পাঠান, মারাঠা, মোগল, ডোগরা হিন্দু!
ভূতলে অতুল শৌর্য্য তোমার, বিপুল তোমার সাহস ধন্য!
স্তম্ভিত আজি সভ্য ধরণী বীরনাদে তব, ভারতসৈন্য!

কালানল-ধারা করিয়া তুচ্ছ, অসীম সাহসে হৃদয় দৃপ্ত;
পরিখা-মাঝারে, তুষার-শয়নে, পরিমিতাশনে সতত তৃপ্ত;
জগতে কোথায় তোমার সমান সৈনিক বীর ভূপতি-ভক্ত?
রণ-পুরোভাগে কা'র হেন স্থান দেশের জন্য ঢালিতে রক্ত?
ভূতলে অতুল শৌর্য্য তোমার, বিপুল তোমার সাহস ধন্য!
স্তম্ভিত আজি সভ্য ধরণী বীরনাদে তব, ভারতসৈন্য!

৩

অদ্ভুত রণকৌশলে তব মিত্র-বাহিনী চকিত-নেত্র;
মিলিত-কণ্ঠে তব যশোগানে ধ্বনিত বিশাল সমরক্ষেত্র;
লোমহর্ষণ হুতাশনমাঝে বাহুবলে তব অটল যুদ্ধ,
প্রবল তোমার প্রহরণ-বেগে বল-গর্ব্বিত অরাতি মুগ্ধ;
ভূতলে অতুল শৌর্য্য তোমার, বিপুল তোমার সাহস ধন্য!
স্তম্ভিত আজি সভ্য ধরণী বীরনাদে তব, ভারতসৈন্য!

৪

অতীত কাহিনী সদা রাখি' মনে, ধর্ম্মের জয় নিয়ত লক্ষ্য,
হও ধাবমান মহিমা-শিখরে, ভগবান্ আজি তোমার পক্ষ;
বিজয়-শঙ্খ দীপ্ত-আননে, স্ফীত-হৃদয়ে অসীম ধৈর্য্য,
উন্নত-শির জীবনে মরণে, অমোঘ, অমর তোমার বীর্য্য!
ভূতলে অতুল শৌর্য্য তোমার, বিপুল তোমার সাহস ধন্য!
স্তম্ভিত আজি সভ্য ধরণী বীরনাদে তব, ভারতসৈন্য!

বর্ব্বর-স্রোত নিবার জগতে, ফিরাও আবার প্রবাহপুণ্য;
নরকবহ্নি নিবাও ত্বরিতে, কর ধরিত্রী পিশাচ-শূন্য।
সাধুগণে আজি তরিবার তরে, দুষ্কৃত-জনে শকতি-মত্ত,
তেজ-উজ্জ্বল করে গো তোমার, নাশিবার ভার, বিধাতা-দত্ত!
ভূতলে অতুল শৌর্য্য তোমার, বিপুল তোমার সাহস ধন্য!
স্তম্ভিত আজি সভ্য ধরণী বীরনাদে তব, ভারতসৈন্য!

I (র্সা র্সা র্স) II

মা পা ধা- ধা ধা ধা ধা না ধা পা পা ধা নি- নি নি ধা ধা র্রে র্সা- র্সা

ভী ম বি ক্র মে ধ রি য়া রু পান্ ভূ ত গৌ র ব উ জ্জ ল অঙ্ গে

I (ধা) II

র্সা সা র্সা র্গা র্গা- র্সা সা সা রেঁ রে ধা- পা ধা না না ধা পা পা গা পা মা

ভূ ধ র পা থার্ ন দী পা রা বার্ লং ঘি চ লে ছে স ম রে র ঙ্ গে

I II

সা রে সা মা মা মা মা মা মা মা র্মা র্গা র্গা রে- সা র্রে র্গা রে র্গা রে- সা

স ম্ রা ট ত রে কে লি তে তো মার্ হৃ দ য়ের্ শে ষ শো ণি ত বিন্ দু

I II

সা ধা ধা পা ধা পা মা পা মা র্গা মা র্গা রেঁ র্গা রে সা রেঁ সা সা রে সা র্মা- র্মা

শি খ রা জ পু ত গু র খা পা ঠা ন মা রা ঠা মো গ ল ডো গ রা হিন্ দু

কোরস ঃ—

(র্মা) I II

র্সা র্মা র্মা র্মা র্মা রেঁ র্গা- র্গা রেঁ রেঁ- র্সা সা নি সা র্গা রেঁ সা নি সা ধা- ধা

ভূ ত লে অ তু ল শৌর্ য্য তো মার্ বি পু ল তো মা র সা হ স ধ- ন্য

I II

পা ধা পা ধা নো নো ধা- পা গা পা মা মা পা ধা নি নি নি ধা ধা রেঁ সা- র্সা

স্ত ম ভী ত আ জি স ভ্য ধ র ণী বী র না দে ত ব ভা র ত সৈ- ন্য

[অপর কলিগুলি এইরূপই]

স্‌া রে্‌ গ্‌া ম্‌া প্‌া ধ্‌া নি্‌=উদারা (ব্যবহৃত হয় নাই)।

সা রে গা মা পা ধা নি=মুদারা।

র্সা র্রে র্গা র্মা র্পা র্ধ র্নি=তারা।

রো=কোমল রে; গো=কোমল গা; ধো=কোমল ধা; নো=কোমল নি (এইটির মাত্র ব্যবহার হইয়াছে)। প্রতি স্বর একমাত্রা; স্বরের পর "—" চিহ্ন থাকিলে (যেমন ধা-) তাহা দুইমাত্রা ধরিতে হইবে।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

বিশ্বস্ত।

[গাথা।]

(বালকের রচনা—সংশোধিত।)

(১)

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে সারাদিন প্রায়।
বিশ্রী সেই বাদলায় পথে কেহ নাহি যায়,
অনাথ বালক এক পথে বাগিচায়।
বলি' 'দেশলাই চাই' হাঁকি'ছে সে একজাই :
বলেন বিপিনবাবু, 'চাই না এখন।'
বালক কাতরে কয়, 'না লইলে, মহাশয়,
অনাহারে আজি মোরা ত্যজিব জীবন।'
'এই টাকা লও তবে, পয়সা যা' বাকী হ'বে,
ভাঙাইয়ে নিয়ে এস আমার নিকট।'
দিন যায়, সন্ধ্যা আসে, বাবুটি সন্দেহে ভাসে—
'ছোক্‌রা কি দিল ফাঁকি করিয়া কপট?'

(২)

প্রহরেক রাত্রি হ'লে, চাকর আসিয়া বলে,
'বাবু, আপনার সাথে ছেলে একজন
দেখা করিবারে চায়, তাড়া'লেও নাহি যায়।'
কহিলেন বাবু, 'তা'রে কর আনয়ন'।
শীর্ণদেহে, জীর্ণবেশে একটী বালক এসে
দাঁড়াইল ম্লানমুখে বাবুটির পাশে;
থর থর কাঁপে কায় শীতে আর ভয়ে, হায়,
আঁখি-দু'টি, আহা, তা'র আঁখিজলে ভাসে!
কহিল সে ভীত চিতে, 'এসেছি পয়সা দিতে—
পনরানা তিন পাই, বাবু, গুণে' নিন্,
মর মর দাদা-ভাই আ'স্‌তে পারে নি তাই,
গাড়ী চাপা প'ড়েছে সে'—কণ্ঠ হ'ল ক্ষীণ!
'বল কোথা তব ভাই? আমি সেথা যেতে চাই,
বড় কি লে'গেছে তা'র—লে'গেছে কোথায়?'

(৩)

ভাঙা এক চালা-ঘরে ছেঁড়া এক কাঁথা-'পরে
র'য়েছে বালক শু'য়ে অচেতনপ্রায়।
বিকল সে তনুখানি নিয়ে তুলে কোলে টানি'
ভাসিল বিপিনবাবু নয়নের জলে।
যত ডাকে, সাড়া নাই, কত করি' ডাকে ভাই,
বেদনা-কাতর মুখে যাতনা উথলে।
'আমাকে যেও না ফেলে, চাও, দাদা, চোখ মেলে'!
চাহেনাক দাদা আর মেলিয়া নয়ন।
কত ক্ষণ গত হ'লে, ভাইকে সে ডেকে বলে,
'চ'ল্লু, ভাই, দাদা তোর জন্মের মতন!
কে তোরে দেখিবে এবে, ভাই রে, একথা ভেবে
মরণেও মনে আমি শান্তি নাহি পাই'।
হ'য়ে শোকে মহাকাবু বলিল বিপিনবাবু,
'আমিই দেখিব এরে, ভাবিও না, ভাই!'
বালক আনন্দে অতি তাকা'ল তাহার প্রতি,
কহিতে চাহিল কিছু, পারিল না, হায়!
মুদিল নয়ন-দু'টি অধরে উঠিল ফুটি'
মৃদু হাসি—উপায়ন পরমেশ-পায়!

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"রাবেয়া"র রাগ।*

(১)

হে বিশ্বস্বামিন্, ধন্য, ধন্য, তুমি ধন্য!
তোমাবিনা বন্ধু মম নাহি কোন অন্য।
হে পার্থিব অন্নদাতা! তুমিও গো ধন্য,
ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, রাবেয়া-শরণ্য!
তব পাশে পাইয়াছি যে সুখ-আশ্রয়,
তা'র তরে তব 'পরে ভক্তি মম রয়!
পাইয়াছি তব পাশে যে সকল দুখ,
তাহারও তরে আমি মাগি তব সুখ!
ওহে জগতের পতি! তব পাশে আর
কিবা প্রার্থনীয়, বল, আছে রাবেয়ার?
তোমারে ডাকিয়া আমি যেই সুখ পাই,
ইচ্ছা হয়, সেই সুখ তোমা'ই দেখাই!

(২)

হায়, প্রভো, কেন দুঃখ রহে 'দুনিয়ায়'?
তাহাতে যে তব নিন্দা রটি'ছে হেথায়!

---

* কোন মুসলমান বালক "রাবেয়া"র একটী ক্ষুদ্র জীবন-চরিত ভাল করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে "বালকে" প্রকাশিত করিব।

হে অনিন্দ্য! তব নিন্দা সহিবারে নারি,
তোয়াধিতে পড়ে যথা তটিনীর বারি,
তেমতি আমাতে, নাথ, পড়ুক সতত
এ মহীর মর্ম্মন্তদ দুঃখরাশি যত!
আমি তো অবলা, তবু তব তরে, বিভো,
পারি যদি, নিরবধি দুখই সহিব!

(৩)

কে অভাগ্য সারারাতি কাটা'য়েছ, হায়,
সখার সদন-দ্বারে দাঁড়াইয়ে ঠায়?
রুদ্ধ দ্বারদেশে, আহা, বৃথাই দাঁড়া'য়ে,
কে তুমি গো শ্রান্ত দেহ দিয়েছ এলা'য়ে?
লোচন-পল্লবে তব নাহি কেন জল?
কেন দুঃখ-বহ্নি তব দহে মর্ম্মতল?
ওরে দুঃখী, সারা রাতি হিয়াটা দহিল,
তবু তোর আঁখিহ'তে অশ্রু না বহিল?
ও তৃষিত ধরাশায়ী, ও দুঃখী ভিখারী!
দে রে মোরে অগ্নি, আমি দিব আঁখি-বারি!
হে বিভ্রান্ত! ঘুচাতে কি চাহ তব ভ্রান্তি?
বারেক কাঁদিয়া দেখ তাহে কত শান্তি!
দুঃখীহ'তে দুঃখী তুই—নাহি অশ্রু চোকে,
আয়, আজি কাঁদাইয়ে দিই আমি তোকে।
কাঁদিতে কি চাহ তুমি? এস মাতৃবক্ষে,
এই বক্ষে মাথা রাখ অশ্রু ব'বে চক্ষে!

(৪)

সকল পতিতে তুমি না উঠা'য়ে, মিত্র!
এস না আমার কাছে পারের বহিত্র;
যত দিন না মুছাও অশ্রু সবাকার,
তত দিন দেখিও না নেত্রাম্বু আমার;
থাকে থাক্ হ'য়ে মরু হিয়াটি আমার,
যত দিন নাহি আর্দ্র কর হিয়া আর;
তত দিন প্রয়োজন নাহি করুণার
অভাগিনী রাবেয়ার, হে কৃপা-পাথার!
পতিত যে, ওহে প্রভো, সে কি উঠিবে না?
অশ্রুসিক্ত সান্ত্বনা কি, ওগো, লভিবে না?
অবসন্ন পা'বে না কি, প্রভু, নবপ্রাণ?
সে কি কভু গাইবে না তব স্তুতি-গান?
আমার তো তুমি আছ, তাহাদের, আহা,
এ অপথে, ওহে নাথ, কে দেখা'বে 'রাহা'?

(৫)

স্বর্গলোভে যদি তোমা' ডাকি, প্রাণারাম,
তবে সে স্বরগ মোর হউক 'হারাম'!
নরকের ভয়ে যদি তব পাশে যাই,
তবে মোর নরকেই হয় যেন ঠাঁই!
হও যদি তুমি স্বর্গ, আমি তা'ই চাই,
হইলে নরক তুমি, চা'ব তথা ঠাঁই!

(৬)

লোভমুগ্ধ হ'লে আমি কাঁদি অপমানে,
স্বয়ং তুমি সখা মোর সে কি নাহি জানে?

(৭)

আমার যে কার্য্য ভবে হয় প্রশংসিত,
আমি তাহা মলসহ করি উপমিত!

(৮)

জগতের সেবা আমি করি দেহ-দিয়া,
সুধু তব তরে, প্রভো, রেখেছি এ হিয়া!
অতিথির সাথী মোর এই ছার দেহ,
তুমি মোর চিত্তসঙ্গী, নহে আর কেহ!

ঊষা ও সন্ধ্যা।

ঊষা আশা ও আলো লইয়া দিবার অগ্রদূতী হইয়া আসে। তাই প্রভাত-পবন তাহাকে ব্যজন করে, শেফালিকা তাহার পদতলে ঝরে, বিভাত-বিহগ তাহার বন্দনা করে, বালেন্দু তাহাকে বিভা বিতরে; তবু ঊষার নয়নহইতে শিশিরাশ্রু ঝরে!

সন্ধ্যা দিনের আলো নিবাইয়া কৃষ্ণাঞ্চল এলাইয়া তমস্বিনীর অগ্রদূতী হইয়া আসে। তাহাতে বিহগেরা ভয়ে ক্রমে স্তব্ধ হইয়া যায়, কত ফুল নয়ন মুদিয়া ফেলে, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লয়, কত পাদপ-পল্লব আনমিত হইয়া যায়, আর এ মহীতে যে মহাবিক্রমী, সেও সংজ্ঞা হারায়! তবু সন্ধ্যাগগনে ইন্দুদ্যুতিঃ, সান্ধ্য তারকার রজত-ধারা দেখিয়া কে না আত্মহারা হয়?

তাই বলি—

সুখসহ দুখ রহে, দুখসহ সুখ;
কাহারও প্রতি, ভাই, হ'ও না বিমুখ!

বালক

৫ম বর্ষ।] নবেম্বর, ১৯১৬। [১১শ সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৫

পরিচ্ছদ-উপহার।

প্রথম প্রথম ছাতু খরিদদারদের নিকটহইতে যত বেশী বেশী পয়সা পাইত, এখন আর তত বেশী বেশী পয়সা পায় না, সুতরাং তাহার টাকা জমিতে দেরী হইতে লাগিল, তবু সে পাঁচ-টাকা জমাইয়াছিল, আর ধাড়া তাহাকে তাহার বেতনবাবদ দুইটাকা দিয়াছিল, তাই ছাতুর হাতে এখন সাতটাকা হইয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, ততই সে দেশহইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এখন সে দশটি টাকার কমে কিছুতেই দেশে ফিরিতে পারে না, এখনও তাহাকে তিনটি টাকার যোগাড় করিতে হইবে। তবু সে এখনই পলাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময়ে একদিন সে খবর পাইল যে, তাহাকে এইবারহইতে প্রকাশ্যে ঘোড়ার খেলা দেখাইতে হইবে।

এই সংবাদ শুনিয়া সে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না, তাহার এখন 'বাড়ীপানে মন যেয়েছে," তাই তাহার আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু সে পলাইবার কোনই সুযোগ পাইতেছিল না, ধাড়া ও গোলাম তাহাকে সর্ব্বক্ষণই চোকে চোকে রাখিতেছিল; মনে হইতেছিল, তাহারা বুঝি তাহার মনের ভাব কিপ্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই তাহারা পালা করিয়া তাহার উপরে খর নজর রাখিতেছিল।

যে দিন ছাতু প্রকাশ্যে ক্রীড়া-প্রদর্শনের সংবাদটি পায়, সেই দিন সে ও চরণ-দাসী তাম্বুর বাহিরে বৈকালে বেড়াইতেছিল, তখন ছাতু চরণদাসীকে সানন্দে কহিল, —"আর শুনে'ছ? আমি পালা'বার বন্দোবস্ত ক'র্‌ছি, হয় তো আজই স'র্‌ব।" চরণ-দাসী তাহার প্রতি তিরস্কারসূচক দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, "সে কি, ভাই, আমরা এত কষ্ট ক'রে এত-দিন ধ'রে খেলা শি'খ্‌লেম, আর তোমাতে আমাতে মিলে অন্ততঃ একদিনও খেলা দেখা'বার আগেই তুমি পালা'বে,?"

প্রকাশ্যে অশ্বক্রীড়া-প্রদর্শনের সুযোগ পাইতেছে বলিয়া ছাতু অণুমাত্র পুলকিত হয় নাই। ধাড়া যদি তাহাকে উত্তম-

মধ্যম প্রহার দিয়া বাড়ী যাইতে দিত, তাহা হইলে সে বরং ধাড়ার প্রহার-পীড়াও সহিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু চরণ-দাসীর সহিত তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, সে চরণ-দাসীকে বালসুলভ প্রশংসমান নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাই সে তখন তাহার সেই প্রিয় সখীর নিমিত্ত সকলই সহিতে ও বহিতে প্রস্তুত ছিল। এ কারণ কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আজ রাত্তে আমি পালা'ব না, আর একদিন আমি থা'ক্‌ব। আর, কে জানে, হয় তো আমাকে আরও বেশী দিন থা'কৃতে হ'বে।"

"লক্ষী—লক্ষী ভাইটি আমার"—এই বলিয়া চরণ-দাসী ছাতুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সহসা—আ ছি ছি—তাহার 'বুটিকাটা' গালে একটা চুমা দিয়া ফেলিল!

ইহাতে ছাতু যেমন বিরক্ত তেমনই বিস্মিত হইল। তাহার গাল-ছ'টি বেজায় লাল হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডলের বসন্তের দাগ আরও যেন স্পষ্টীকৃত হইল। ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে কখন কোন পুরুষ-মানুষেও চুম্বন করে নাই, আর আজ কি না একটা মেয়েমানুষ তাহাকে চুমা দিয়া ফেলিল! ভুঁদী মায়ের মতন, সে যদি চুমা দিয়া থাকে, সে আলা'দা কথা; কিন্তু চরণ-দাসী তাহাকে চুম্বন করিল, ছি! তাই সে বিরক্ত ও বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "ছি! কি যে কর তুমি, তা'র ঠিক নেই। অমন ক'র্‌লে আমি আর তোমার সঙ্গে বেড়া'ব না।"

চরণ-দাসী। আহা হা! বাবু আবার আমার ওপর রাগ ক'র্‌ছেন, তুমি আমার ভাইটি, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি কাল আমার সঙ্গে ঘোড়ার খেলা দেখা'বে, তাই আমি তোমাকে আদর ক'রে একটা চুমো দিয়েছি, তা'তে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে?

ছাতু। কেউ যদি দে'খ্‌তে পেত তো কি হ'ত বল দিকিন্?

চরণ-দাসী। কি হ'ত? কিচ্ছুই হ'ত না। কা'কে আমি 'কেয়ার' করি? যদি তুমি শিগ্‌গির না পালাও, তা'লে তোমাকে আরও আদর ক'র্‌ব, আরও চুমো দেব।

এ কথায় ছাতু রাগ করিবে কি হাসিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল, "হরমামা আমাদের গাঁয়ের হরে, নিধে, ফ'ক্‌রে, নফরা আর এককড়ে যদি আমার কাছে থা'ক্‌ত আর ধাড়া, আড্ডি আর গোলাম আমায় মার-ধোর না ক'র্‌ত, তা'লে হয় তো আমি সারকাসে থেকে যেতেম।"

ঐ কথা একজন বলিতে বলিতে আর একজন শুনিতে শুনিতে সারকাসের তাম্বুর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে একজন গাড়োয়ান আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, "কাঁকাল-বাবু আর ভুঁদী তোমাদের ডা'ক্‌ছে।" ঐ কথা শুনিয়া ছাতু সভয়ে ধাড়ার দোকানের দিকে তাকাইল, দেখিল, ধাড়া দোকানে বসিয়া খরিদদার-বিদায় করিতে ব্যস্ত আছে, যেন সে খাইতে যাইবার জন্য ছাতুর আগমন-প্রতীক্ষাও করিতেছে। দেখিয়া ছাতু ভয়ে ভয়ে বলিল, "এখন তো তাঁ'দের কাছে যেতে পা'রব না, দোকানে কাজ আছে।"

চরণ-দাসী কিন্তু সাগ্রহে তাহাকে বলিল, "তুমি গিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে ধাড়ার কাছে ছুটি চাও না, দেখ না কি বলে।"

সখীর অনুরোধে ছাতু "সভয়ে ও সকম্পে" ধাড়ার কাছে গেল। ইতঃপূর্ব্বে সে কখনও মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও ধাড়ার কাছে ছুটি চাহে নাই, তাই তাহার মনে হইতেছিল, সে ছুটি চাহিলেই, তাহাকে মার খাইতে হইবে! তাই সে ধাড়ার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া ধাড়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, এখেনে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়ি'য়ে রইলি কেন? কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই কি?"

তখন ছাতু সাহসে ভর করিয়া খুব আস্তে আস্তে কাঁপা গলায় বলিয়া ফেলিল, "কাঁকাল-বাবু আমায় একবার ডা'ক্‌ছে, যাব কি?"

ধাড়া খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, তাহাতে ছাতুর মনে হইল, সে বুঝি তাহাকে কঞ্চির বাড়ি ঘা-কতক আচ্ছা করিয়া কশাইয়া দিবে কি না, তাহাই ভাবিতেছে, ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! ধাড়া কিন্তু আশ্চর্য্য স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "আচ্ছা, যা; আর দেখ্, যতক্ষণ না তাঁবুতে খেলা-আরম্ভ হয়, ততক্ষণের তরে তোকে আজ ছুটি দিলেম, দোকানে ব'স্‌তে হ'বে না।"

এ কথা শুনিয়া ছাতুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; সে ধাড়ার মুখপ্রতি করুণদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, বুঝি বেচারা ধাড়ার সত্য মনোভাব কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; ধাড়া যে, এত দয়া দেখাইতে পারে, তাহা সে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! চরণ-দাসী তাহার হাত ধরিয়া যদি তাহাকে না টানিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে সে আরও কতক্ষণ যে, ধাড়ার মুখপ্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা বলিতে পারি না।

ধাড়াতে আর গোলামে একসময়ে যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা যদি ছাতু শুনিত, তাহা হইলে ধাড়ার দয়ার উৎস হঠাৎ কেন এত উৎসারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত। গোলাম ধাড়াকে বলে যে, ছাতু, বালক হইলেও, একজন খুব উৎকৃষ্ট অশ্বক্রীড়ক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সে যাহাতে সারকাসে কিছুদিন টিকিয়া যায়, না পলায়, তাহার জন্য তাহার প্রতি অতঃপর সদয়-ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহার দোকানের কাজ ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত। শেষোক্ত প্রস্তাবটা ধাড়ার কিন্তু ভাল লাগে নাই, কারণ ছাতু না থাকিলে তাহার দোকানের মাল তেমন কাটিবে না।

প্রত্যহ বৈকালে সারকাস-আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীকে দর্শকদিগের কাছে আত্মপ্রদর্শন করিতে হইত। আজ কিন্তু তাহাদের প্রদর্শনী-দ্বার রুদ্ধ, ইহা দেখিয়া চরণ-দাসী বলিয়া উঠিল, "এ কি! আজ কাঁকাল-বাবু আর ভুঁদীকে দে'খ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না তো, অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

এ কথা শুনিয়া ছাতুর মুখ শুকাইয়া গেল। কারণ সে তাহাদের স্নেহ-মমতা-লাভ করিয়া তাহাদের ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কিন্তু তাম্বুদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহাদের সে ভয় বিদূরিত হইল, কারণ তাহারা দেখিল, সজীব-কঙ্কাল তথায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার অতিকায়া অর্দ্ধাঙ্গিনীও যাহাতে বাহিরে আসিতে পারে, তজ্জন্য সে একটী শিবির-কক্ষ্যার যবনিকা সরাইতেছে! চরণদাসী ও ছাতুকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "এস, ভাই, এস; এস, বোন, এস! আজ ছাতু-ভায়াকে একটু খাতির ক'র্‌ব ব'লে আমরা প্রদর্শনীটা ঘন্টা-খানিকের জন্যে বন্ধ রেখেছি।"

ঐ কথা শুনিয়া ছাতু ভাবিল, এই রে, আজ বুঝি ফের ভূরি-ভোজনের ধূম প'ড়ে যায়, তবেই সেরেছে! প্রথম ভূরি-ভোজনের পরহইতে ছাতুর কাছে ঐটি ভয়ের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে বেশ করিয়া দেখিল, আজ কলাপাতা, কুশাসন, মাটীর গেলাস, খুরী, লুচি প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, দেখিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; তখন সে ভাবিতে লাগিল, আজ আবার সজীব-কঙ্কাল আর ভুঁদী কি তামাসা করিবে?

কিন্তু চরণ-দাসীকে বা তাহাকে বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতে হইল না, কারণ তাহারা তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ভুঁদী পর্দ্দা সরাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে একটী পুঁটলী ছিল, তাহা সে তাহার স্বামীর হাতে দিল। সজীব-কঙ্কাল পুঁটুলীটি তাহার স্ত্রীর হাতহইতে যেন ছোঁ মারিয়া লইয়া একটী উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া বিষমরূপে হাত-মুখ নাড়িয়া এইরূপ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল,—

"বন্ধুগণ, আপনারা অবগত আছেন যে, কল্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ও মহাশক্তিশালী মিত্রপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ছাতু সরকার-মহোদয় অতীব নৈপুণ্যের সহিত তাঁহার সেই চিত্তচমকপ্রদ অশ্ব-ক্রীড়া প্রদর্শনজন্য প্রথমবার সারকাস-শিবিরে আত্মপ্রকাশ করিবেন। আমাদের সকলেরই এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, ইনি অচিরেই বিশ্ববিখ্যাত অশ্বক্রীড়কের অতীব সম্মানের আসনে আসীন হইবেন—"

সজীব-কঙ্কালকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া ভুঁদী গিয়া একটী চৌকীতে বসিয়াছিল, কারণ তাহার বিপুল বপুর ভার অতীব অধিক, এ কারণ অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। চরণ-দাসী ও ছাতু কিন্তু সজীব-কঙ্কালকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত বদনে দাঁড়াইয়া ছিল। সজীব-কঙ্কাল যেই "আসীন হইবেন" -পর্য্যন্ত বলিয়াছে, অমনি ভুঁদী হাততালি দিয়া উঠিল, তাহার জন্য সজীব-কঙ্কালকে বাধ্য হইয়া নিমিষের নিমিত্ত চুপ করিতে হইল।

ভুঁদীর হাততালি দেওয়া শেষ হইলে, সজীব-কঙ্কাল, কপালে বিন্দুমাত্র ঘাম না থাকিলেও তাহা মুছিবার ভাণ করিয়া, আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "যখন আমাদের প্রিয়তম বন্ধু অশ্বক্রীড়া-শিক্ষা করিয়া দর্শকদিগকে তাঁহার অসমসাহসিক ও অদ্ভুত ক্রীড়া-প্রদর্শন-পুরঃসর তাহাদের মনে বিস্ময় ও বিভ্রম-উৎপাদনের কল্পনা করিতেছিলেন, তখন আমি ও আমার প্রিয়তমা বনিতা যেদিন আমাদের বন্ধুবর ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার নিমিত্ত সারকাসের বৃত্তিমধ্যে প্রথম দেখা দিবেন, সেইদিন যেন পরেন, এইজন্য এক-প্রস্থ পোষাক তাঁহাকে প্রতি-উপহার দিবার অভিপ্রায় করি। যে পোষাকটি আমরা প্রস্তুত করাইয়াছি, তাহা লাল মখমলের ও তাহাতে শল্মা-চুম্‌কীর কাজ করা থাকিলেও, তাহা আমাদের অশেষ গুণবান্ সুহৃদ্বরকে উপহার দিবার উপযুক্ত নহে। তথাপি আমরা আশা করি, আমাদের প্রিয়তম মিত্র তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।"

এই বলিয়া সজীব-কঙ্কাল দম লইবার জন্য একটু থামিল। তখন দেখা গেল, ছাতুর গণ্ডযুগল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সজীব-কঙ্কাল ক্ষণপরে হাতের পুঁটলীটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া আবার বলিতে লাগিল, "এই পুঁটলীতে একপ্রস্থ পরিচ্ছদ ও একটী রেশমের কামদার কোমরবন্ধ আছে; পরিচ্ছদ-প্রস্থটি শ্রীমান্ ছাতু লাল সরকারের নিমিত্ত এবং কোমর-বন্ধটি আমাদের প্রিয় ভগিনী চরণ-দাসীর ক্ষীণ কটির নিমিত্ত। বন্ধুবর, প্রিয় ভগিনি, এই নগণ্য উপহার আপনাদের বরতনু ভূষিত করুক, ইহাই আমাদের হৃদয়ের বাসনা। আপনারা এই দুইটি উপহার কোমল করপল্লব-বিস্তার করিয়া হাসি-হাসি-মুখে গ্রহণ করিলে, আমরা পরম আপ্যায়িত হইব। যে দিন আপনারা এই দুইটি পরিয়া সারকাসের বৃত্তিমধ্যে অবতরণ করিবেন, সেই দিন আমরা বুঝিব, এই দুইটি বস্তু, অল্পমূল্যের হইলেও, মহামূল্য হইতে চলিল, কেননা কাঞ্চনসহ যদি কাচের সংশ্রব ঘটে, তাহা হইলে কাচকে আর কাচ বলিয়া কাহারও মনে হয় না, তাহা কোহিনুর হইয়া উঠে। এই তুচ্ছ বস্তুর ভাবী সৌভাগ্যের কথা কল্পনা করিয়া আমরা অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান ও ভাসমানা হইতেছি, কেননা আপনাদের ন্যায় গুণবান্ ও গুণবতী তথা যশস্বী ও যশস্বিনী পুরুষ ও, রমণীর বরাঙ্গে অতঃপর এই বস্তুদ্বয় শোভা পাইবে। অতএব আপনারা বাহুবল্লরী-প্রসারণ করিয়া এই দুইটি গ্রহণ করুন—আমরা দেখিয়া

নয়ন সার্থক করি। অধীন সজীব-কঙ্কাল ও অধীনা মদীয় শ্রীমতীকে আপনারা স্মরণে রাখিবেন—নিবেদনমিতি!"

এই বলিয়া সজীব-কঙ্কাল ছাতুর হাতে পুঁটুলীটি ধরাইয়া দিয়া মঞ্চহইতে নামিয়া পড়িল, এবং তখন ভুঁদী ও চরণ-দাসী হাত-তালি দিতেছে দেখিয়া, সেও মহাশব্দে হাততালি দিতে লাগিল!

তখন ছাতু ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল। উপহারটি পাইয়া তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীর কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করিতে হইবে, সে কি করিয়া তাহা করে? সে তো সজীব-কঙ্কালের মত বক্তা নহে।

সে পোষাকটি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল, তাহার চোক-দুইটিতে কৃতজ্ঞতাশ্রু ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার মুখে কোন কথা সহজে ফুটিল না। সে দেখিল, সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদী তাহার মুখে দুই-একটা কথা শুনিবার প্রত্যাশায় তাহার প্রতি চাহিয়া আছে, কাজেই সে উপহারটি একস্থানে রাখিয়া তাহাদের উদ্দেশে কহিল, "যে দিন আমি সার্কাসে এসেছি, সে দিনথেকেই তোমরা দু'জনে আমার ওপরে কত দয়া ক'র্‌ছ, আমি ছেলে-মানুষ, আমি আর কি ব'ল্‌ব?—তোমরা বড্ড ভাল। যখন আমি বড় হ'ব, তখন আমি সব কথা খু'লে ব'ল্‌ব, তোমাদের আমি ভারি ভাল বাসি।" এইপর্য্যন্ত শুনিয়া সজীব-কঙ্কাল ভারি জোরে হাত্‌তালি দিয়া উঠিল, তাহাতে ছাতু থতমত খাইয়া গেল, ফলে আর একটিও কথা বলিতে পারিল না। ভুঁদী আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখমণ্ডল শতচুম্বনে লোহিতাভ করিয়া তুলিল।

কোমর-বন্ধটি পাইয়া চরণ-দাসীও খুব খুশী হইয়াছিল, সে খুব সংক্ষেপে অথচ কয়েকটি প্রীতিকর কথায় সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদীর কাছে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি শুনিয়া ছাতু ভাবিল, আমি অমন ক'রে কথা ব'ল্‌তে পারি নে কেন?

সেই দিবস রাত্রিকালে ধাড়া আসিয়া তাহাকে এই সুখবরটি দিল যে, তাহাকে আর তাঁবুর মধ্যে কোন জিনিষ বেচিতে যাইতে হইবে না, কারণ সে এখন একজন খেলোয়াড় হইয়াছে। সে আর একটি ছোক্‌রা বহাল করিবে। তথাপি সে ছাতুকে মাসে চারিটাকা করিয়া বেতন দিবে। এ ছাতুর পক্ষে সুসংবাদই বটে, তবে একটি কথা ভাবিয়া ছাতুর 'হরিষে বিষাদ' হইল, সে দেখিল, ধাড়া ও গোলাম তাহার উপরে বড় খর-দৃষ্টি রাখিতেছে, সুতরাং তাহার গৃহগমনের সমস্ত সুযোগই ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

(১৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।)

লবণ-মঙ্গল।

একদিন একটা লোক তাঁহার দুইটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "জগতের মধ্যে কোন্ জিনিসটি সব চেয়ে মিষ্টি?"

বড় মেয়েটি বলিল, "চিনি।"

ছোট আর বেশী সুন্দরী মেয়েটি বলিল, "না, নুন।"

এই কথা শুনিয়া পিতা মনে করিলেন, ছোট মেয়েটি বুঝি তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছে, কিন্তু মেয়েটি একই কথা বলিতে থাকিল। ইহাতে এই সামান্য বিষয়ের জন্য পিতাতে ও কন্যাতে ঝগড়া বাধিয়া গেল। শেষে পিতা ছোট মেয়েকে ধাক্কা দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া এই কথা বলিলেন, "তুই যেমন ব'ল্‌ছিস্ চিনির চেয়ে নুন মিষ্টি, তেমনি তুই এমন বাড়ীতে গিয়ে থাক্ যেখানকার রান্না তোর মনের মত হ'বে।"

তখন গ্রীষ্মকাল, রাত্রিটি খুব সুন্দর, সুন্দরী বালিকা তাহার পিতার কুটীরের পার্শ্বস্থিত বনে বসিয়া আনন্দে গান গাইতেছিল, এমন সময়ে একজন তরুণবয়স্ক রাজকুমার তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই রাজকুমার বনে হরিণ-শিকার করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল, বালিকার গান শুনিয়া তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বালিকার রূপ ও স্ফূর্তি দেখিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়া গেল এবং তাহাকে তাহার সুন্দর রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া বিবাহ করিল।

তখন সে তাহার পিতাকে বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাহার ভাবী স্বামীকে অনুরোধ করিল। স্বামীও মেয়ের পরিচয় না দিয়া তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। সে দিন যে সমস্ত ব্যঞ্জন-রন্ধন করা হইয়াছিল, তাহার একটিতেও লবণ ছিল না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সেই সমস্ত বিস্বাদ ব্যঞ্জন আস্বাদ করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ কি! কোন ব্যঞ্জনে নুন নাই কেন?"

বধূর পিতা তখন বলিয়া ফেলিল, "নুন বাস্তবিকই জগতের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস! আমার ছোট মেয়েটি ঠিক কথাই ব'লেছিল, কিন্তু, আহা, আমি তা'কে তা'র জন্যে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তা'র সঙ্গে যদি আমার আবার কখন দেখা হয়, তা'হ'লে ব'ল্‌ব 'মা, তোমার কথাই ঠিক, বুড়ো বাপের দোষ মাফ কর'!"

তখন নববধূ ঘোম্‌টা খুলিয়া তাহার পিতাকে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাও কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন আবার নানাপ্রকার লবণসংযুক্ত ব্যঞ্জন-সহযোগে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হইল। আহারান্তে সকলে পূর্ণোদরে ও প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিল।

মূকের ভাষা।

মুখ দিয়া কথা কহিয়া বোবা ও কানাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। কথা কহিবার সময় কি কথা বলা হইতেছে তাহা কেবল ওষ্ঠের ভঙ্গী দেখিয়াই উহারা বেশ বুঝিয়া লয়। এই প্রকারে শিক্ষিত মূক বধিরের দক্ষতার সহিত কথোপকথন বুঝিয়া লইবার শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

মূক বধিরের সহিত কথা কহার পুরাতন উপায় হইতেছে হস্তের সঙ্কেত। তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রত্যেক বাম হস্তের তালুতে নামিয়া আসিবে। কোনও মূকের সহিত কথোপকথন কালে এই ভাবে হস্তের ও অঙ্গুলীর ভঙ্গীর দ্বারা কথাগুলি গঠন করিতে হইবে। এই উপায় অবশ্য বড়ই কষ্ট-কর ও দীর্ঘ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা এইরূপ ইঙ্গিত-বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা অনায়াসে বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত এইভাবে বেশ আলাপ করিতে পারেন।

অনেক সময়ে উপাসনা-গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় দ্বিভাষী দ্বারা অনেক মূক, বধির এই উপায়ে ধর্ম্মশিক্ষা বেশ বুঝিয়া লয়।
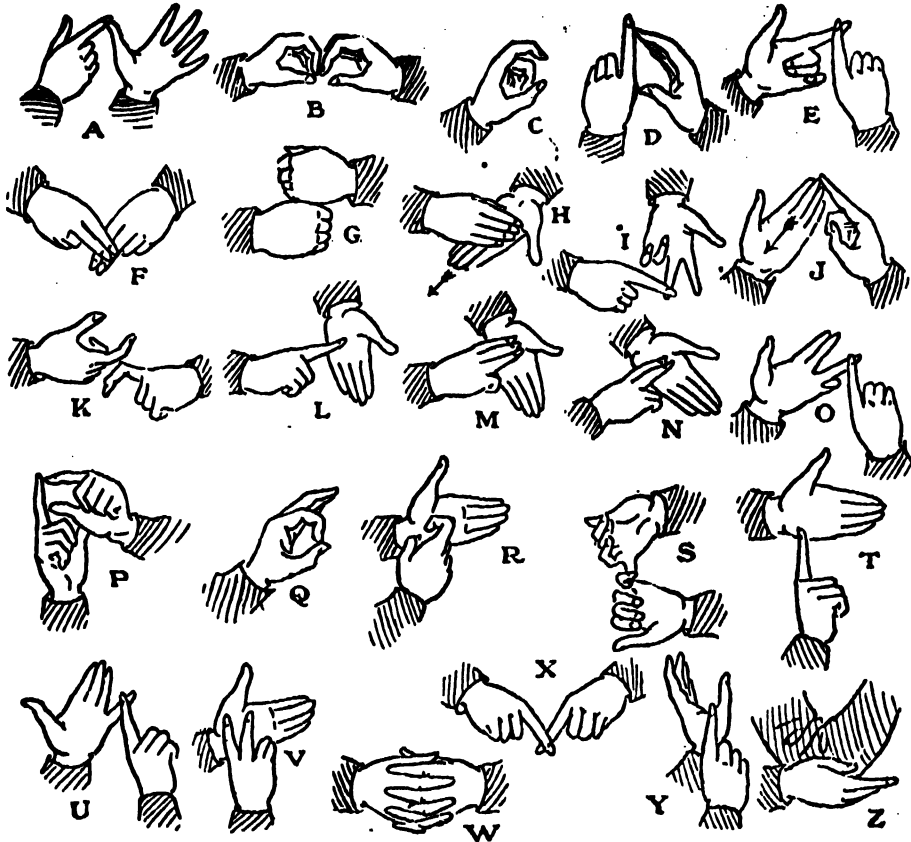
দুই জন বালক যদি দূরে থাকিয়া ইংরাজীতে কথা কহিতে চাহে, তাহা হইলে চিত্রোক্ত প্রণালীতে করাঙ্গুলি যোজনা করিয়া তাহা করিতে পারিবে। এই বিদ্যাটি শিখিয়া রাখিতে পারিলে, অনেকের অনেক কাজে লাগিতে পারে।

বালক বালিকারই এই পদ্ধতি শিখিয়া রাখা উচিত। এই প্রণালীর মূক বধিরের ভাষায় সম্পূর্ণ বর্ণমালা উপরের ছবিতে দেওয়া হইয়াছে। ছবি দেখিয়া ইহা অনায়াসে শিক্ষা করা যায়। হস্তের সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরগুলি দেখাইতে হইলে, কেবল এইচ্ ও জে অক্ষর দুইটি ছাড়া অন্য সকল অক্ষরেই হস্ত-দ্বয় একই ভাবে থাকিবে। এইচ্ অক্ষরটীর সময়ে সমগ্র দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের তালুতে তীরচিহ্ন অনুসারে নামিয়া আসিবে; এবং জে অক্ষরটীর গঠন কালে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীটী বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলীর উপরিভাগহইতে তীর চিহ্ন অনুসারে

কথোপকথন কালে থামিবার সঙ্কেত করিতে হইলে দুইটী হাত বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়ে ফেলিতে হয়। এই ইঙ্গিত-বিদ্যাবিতেরা অতি সহজেই বানান না করিয়া অনেক কথা একেবারেই বুঝাইবার কৌশল জানেন। যথা:—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিলে বুঝায় "ভাল", ও বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী তুলিলে বুঝায় "খারাপ"। উপরের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলে বুঝায় "ঈশ্বর"। কুড়ি পর্য্যন্ত সংখ্যা অঙ্গুলীগুলি তুলিয়া বুঝান যায়। কিন্তু তাহার অধিক সংখ্যা বানান করিয়া বুঝাইতে হয়।

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র

প্রায়শ্চিত্ত

আমাদের একজন চাকর ছিল। তাহার শুভ্র কেশ, আয়ত ললাট এবং হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুদুটীতে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইত।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, সে কয়েকটা থালা ও বাটী চুরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পুলিসকর্ত্তৃক ধরা পড়ে। কাছে গিয়া দেখিলাম তাহার মুখে আর সে জ্যোতি নাই, সে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস আসিয়া যখন তাহাকে সওয়াল-জবাব আরম্ভ করিল তখন সে একটী কথাও বলিতে পারিল না।

কয় মাসের জন্য তাহার জেল হইল। তাহার পর পাঁচ-কণে তাহার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

একদিন ষ্টেশনে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া সে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল,—বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তাহার মধ্যে সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না। শেষে বলিল, "শুনিলাম, আপনারা চাকর খুঁজিতেছেন, তা আমিই থাকিব।" আমরা শশব্যস্তে বলিলাম, "না, না, সে কেমন করে হবে? তুই যে জেলে গিয়েছিলি!"—"আজ্ঞে হাঁ, আমার জেল হয়েছিল, এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে আর সে পথে কখনও যাব না।" কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে সে জেলে গিয়াছিল বলিয়াই আর তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যায় না। অবশেষে সে ক্ষুন্ন মনে চলিয়া গেল।

সে দিনের স্মৃতি আজও আমাকে পীড়িত করিতেছে। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই শাস্তির আবশ্যকতা—শাস্তি কলঙ্কিত জীবনকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য। নহিলে শাস্তির কোন অর্থ নাই। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে ঘৃণা করিবার আমাদের কি অধিকার? মহাপুরুষের উক্তি:—

"Forgive us our tresspasses as we forgive them who tresspass against us."

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

হাস্য রস

প্রিয়। আমার বোধ হয় ছেলে-পিলেদের না মারাই ভাল। মারলে যে কোন ফল হয় না, তা আমি বুঝেছি।

রবি। বল কি? মারলে আবার ফল হয় না?

প্রিয়। কখনই হয় না। এই দেখ না কেন, কাল যতীবাবু তাঁর ছেলেকে নিয়ে ছবি তোলাতে গেছলেন, আমিও সঙ্গে ছিলুম। ছেলেটাকে সকলেই বল্লুম যে "হাসি মুখ কর।" সে ঠিক গম্ভীর হয়ে রহিল। শেষে যতীবাবু রেগে গিয়ে তাকে এত মারলেন, হাসি মুখ কি করাতে পারলেন?

* * * *

ভগ্নী। একটা দাঁত তোলাতে হবে বলে তুমি যে রকম কাণ্ড করলে, আমি হলে লজ্জায় সারা হয়ে যেতুম।

ভ্রাতা। আমিও—যদি সেটা তোমার দাঁত হত!

* * * *

রাম। এই নে তোর ভাগের মেঠাই।

শ্যাম। এই বুঝি তোর ভাগ করা হল, আমাকে কম দিলি নিজে বেশী নিলি। আমার উপর যদি ভাগ করবার ভার থাকতো, তাহলে আমি কখনো এরকম করতুম না, নিজে কম নিয়ে তোকে বেশী দিতুম।

রাম। তুই মনে কর না কেন যে তুইই ভাগ করেছিস্, তাহলেই তো ঠিক হয়!!

মেম। ঐ যাঃ! আমার রুমালটা বুঝি উপরের ঘরে ফেলে এসেছি; এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে (দাসীর প্রতি) ওরে, আমার রুমালটা আয়নার কাছে ফেলে এসেছি কি না শীগ্‌গির দেখে আয়,—দেরি করিসনে, যাবি আর আসবি,—আমায় এখনি বেরতে হবে।

দাসী। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁ, মা, ফেলে এসেছ।

মেম। কই? দে শীগ্‌গির দে।

দাসী। আনিনিত,—তুমি কই আনতে তো বলনি!!

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

———:০:———

প্রসঙ্গ।

পৃথিবীতে নানা জাতীয় সাপ আছে; তন্মধ্যে আমাদের দেশের গোখুরা, কেউটিয়া ও আমেরিকার র‍্যাটেল সাপ সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত। একটী সূচের মুখে যতটুকু বিষ ধরে, ততটুকু বিষে পক্ষী ও ছোট ছোট জীবজন্তুর প্রাণনাশ হয়। তিন গ্রেন বিষ মনুষ্য-রক্তে মিশিলে জীবনের আর কোন আশা থাকে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্‌ নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে, কিন্তু

সর্পাঘাতের প্রতিষেধক কিছু বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমাদের দেশে ওঝাদের নিকট বিষের ঔষধ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ভণ্ড, বাস্তবিক তাহাদের দ্বারা গোখুরা কেউটিয়া সর্পাঘাতের কোন প্রতিকার হইতে কখনও দেখিনাই, শুনিয়াছি মাত্র।

সর্পাঘাত হইলে যাহাতে বিষ সর্ব্বশরীরে ব্যপ্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য তৎক্ষনাৎ দষ্ট-স্থানের কিছু উপরে শক্ত করিয়া বেষ্টনি বাঁধা উচিত। হস্ত বা পদের অঙ্গুলীতে সর্পাঘাত হইলে উহা একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। শুনিতে গা শিহরিয়া উঠে !! কিন্তু সর্পাঘাতের ফল যে একেবারে মৃত্যু, তাহা অপেক্ষা একটু অঙ্গহানী হওয়াই কি ভাল নহে ?

* * * *

সাপের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড়ই ভয়ানক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী সাহেব তাঁহার বাগানে তিনটী বিধাক্ত সাপ দেখিয়া তাহাদের বড়ই আঘাত করেন। তন্মধ্যে দুইটী সাপ একেবারে মরিয়া যায়, এবং একটী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনরূপে পলায়ন করে। তার পর দুই প্রহরের সময় সাহেব যেমন আফিষ যাই-বার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে কাপড়ের মধ্য হইতে অলক্ষ্যে কিসে যেন কামড়াইল। তিনি কাপড় ঝাড়িয়া দেখেন প্রাতঃকালের সেই অর্দ্ধমৃত সাপ ! কিরূপে সাপ কাপড়ে ঢুকিল এবং কিরূপে সে ঠিক চিনিয়া তাঁহাকেই কামড়াইল, এই ভাবিতে ভাবিতে সাহেবের জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল !! বলা বাহুল্য সাপটী কেউটিয়া জাতীয়।

* * * *

চেয়ার বা বিছানায় একবার ছারপোকা হইলে কিরূপ জ্বালাতন হইতে হয়, সকলেই তাহা জ্ঞাত আছেন। ক্রমাগত ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, এমন কি একটী একটী করিয়া মারিলেও কিছুতেই তাড়ান যায় না। আজ ইহারই একটী উপায় বলিব। ন্যাপথলিন গুঁড়াইয়া কেনিলে মিশাইলে যে পদার্থ হইবে, তাহা ছারপোকার যম। এই তরল পদার্থ লইয়া একটী কাটি বা তুলি-দ্বারা ছারপোকার গর্ত্তে দিলেই ফল হইবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিকটহইতে কিন্তু এই পদার্থ সাবধানে রাখিতে হইবে, কারণ ইহা ভয়ানক বিষ।

* * * *

এদেশে মশার দৌরাত্ম কম হয় না। মুথা, শ্বেত সরিষা, গুড়, তেলা, চুণ, শুকশিম্বি ফল, আকন্দ ফল ও ধুপ একত্রিত করিয়া ঘরে ধূনার ন্যায় পোড়াইলে মশা বিনষ্ট হয়। দ্রব্য কয়টী বেণিয়ার দোকানে অথবা কোন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাইবে। একটী বিষয় সাবধান করিয়া দিই, এই সকল দ্রব্য কিনিতে কখনও সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে যাইও না। কুসংস্কারাপন্ন দোকানদার অনেক দ্রব্য সন্ধ্যার পর দিতে রাজি হয় না।

* * * *

অনেক সময় আমরা কাঁচের বা চীনা-মাটীর বাসন ভাঙ্গিয়া বিব্রত হইয়া পড়ি। এইপ্রকার বাসন জুড়িবার অনেকপ্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজটী আজ লিখিতেছি। ভাল বোতলচূর্ণ ডিম্বের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া কাঁচপাত্র বা চীনা বাসন জুড়িলে সহজে খুলিবে না।

* * * *

উপরোক্ত উপায়ে চীনাবাসনই জোড়া যাইবে, পাথরের দ্রব্য জুড়িতে হইলে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থের আবশ্যক। দুই-ভাগ নিশাদল ও চারিভাগ গন্ধক একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প জলে মাড়িয়া শক্ত ঢেলা করিয়া রাখিতে হইবে। কোন পাত্র জুড়িতে হইলে উক্ত ঢেলা অম্ল (লেবু বা তেঁতুল গোলা) জলে গুলিয়া তাহাতে লৌহচূর্ণ মিশাইয়া লইতে হইবে। ইহাদ্বারা পাত্রাদি জুড়িলে পাথরের ন্যায় কঠিন হয়।

* * * *

শুনিতে পাই জলের নিচে কাঁচ ধরিয়া কাঁচি দিয়া কাটিলে কাগজের ন্যায় কাটা যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ একটু চেষ্টা করিয়া দেখুন না ?

* * * *

একটী ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের মত,—কলাগাছ ম্যালেরিয়া-নাশক। উৎকৃষ্ট কলা শরীরের পুষ্টি-সাধন করে, কলার পাতে আহার চলে, থোড় ও মোচার তরকারি হয়। সুতরাং পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা বাড়ীর পার্শ্বে কলাবাগান রাখিলে "রথ দেখা কলাবেচা" উভয় কাজই হয়,—অর্থাৎ আহার ও ঔষধ এক সঙ্গে। কলার বাগান করিয়া ব্যবসা চালাইলে বিশেষ লাভ হয়।

* * * *

নিউজিল্যাণ্ডে মায়োরি জাতি এক সময়ে নিতান্ত অসভ্য ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে। একবার একটী মায়োরির জুতা পরিবার সখ হয়। কিন্তু জুতা কিনিয়া আনিলে দেখা গেল তাহা পায়ে ছোট হইয়াছে। মায়োরি মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার পায়ের অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া পা ঢুকাইয়া জুতা পরার সখ মিটাইলেন !!!

ফিলিপাইন দ্বীপসমূহের একটী জাতির বিবাহের প্রথা বড় অদ্ভুত। সহজে নুইয়া পড়ে এমন দুইটী পরস্পরের নিকটবর্ত্তী গাছে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী আরোহণ করে। পরে তাহাদের "মোড়ল" আসিয়া সেই গাছ দুইটীর শীর্ষ নোয়াইয়া পরস্পর সংযুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। বিবাহও হইয়া যায়।

* * * *

ফিলিপাইনের অন্তর্গত লুজন দ্বীপের রাজধানী ম্যানিলার কারাগারে একটী আসামী প্রায় ১০৬ বৎসর বন্দী ছিল। তাহার বয়স যখন ২৩ বৎসর তখন সে কারাগারে আসে ;—এতদিন জেলভোগ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

স্বরলিপি।

কথা (অজ্ঞাত) সুর—শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

(১)

জগত মাঝারে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমাদের এই দেশ।
শান্ত স্নিগ্ধ আননে যাহার নাহিক আঁধার লেশ॥
মোদের জননী জন্মভূমি নাহিক তুলনা তার।
প্রণমি বঙ্গ জননি তোমার চরণেতে শতবার॥

কুঞ্জ বিতানে বদ্ধ হেথায় পাপিয়ার মধু তান।
শস্য শ্যামল বক্ষে তোমার বাতাসের ভাসে গান॥
অন্ধ আবেগে বহিছে হেথায় নদ নদী জল ভার।
প্রণমি বঙ্গ জননি তোমার চরণেতে শতবার॥

(৩)

উদার আকাশ চুমিছে তোমার তুঙ্গ শৈলরাজ।
দৃপ্ত তুফান নৃত্য তোমার সুনীল সাগর মাঝ॥
হেথায় জীবনে দেখেছে জ্ঞানী মৃত্যুর পর পার।
প্রণমি বঙ্গ জননি তোমার চরণেতে শতবার॥

(৪)

বিশ্ব সভার উর্দ্ধে কিরীট রাজিবে তোমার জননী।
সিদ্ধি চিহ্ন মিলিবে জীবনে এ নহে ব্যর্থ কাহিনী॥
তোমার চরণে পড়িব লুটায়ে এ মোর জীবন সার।
প্রণমি বঙ্গ জননি তোমার চরণেতে শতবার॥

I II

সা সা সা সা সা সা নি- নি ধা- ধা পা পা পা মো নি ধা পা মো গা

জ গ ত মা ঝা রে শ্রেষ্ ঠ তীর্ থ আ মা দে র ই দে শ

I II

রে গা রে গা মা মা গা রে রে নি্ রে সা সা রে গা মো মো মো গা ধা পা

শা ন্ ত স্নি গ্ ধ আ ন নে যা হা র না হি ক আঁ ধা র লে — শ

I II

পা ধা পা র্সা র্সা র্সা র্সা- র্সা সা- সা সা রে র্রে র্রে রে- র্গা- সা- র্গারে র্গা-

মো দে র জ ন নী জন্ ম ভূ মি না হি ক তু ল না তা .. র

পা র্গা র্গা র্রে র্গা রে নি রে সা নি ধা পা পা ধা নি নি নি র্সা ধা- রে র্সা

প্র ণ মি ব ং গ জ ন নি তো মা র চ র ণে তে শ ত বা — র

অন্য কলি গুলিও এইরূপ। স্বরলিপি-ব্যাখ্যা বালক, ১৯১৬ অক্টোবর সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।*

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

* ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধিবেশনে গীত।

ঐন্দ্রজালিক তরমুজ

অতি পূর্ব্বকালে এশিয়ামহাদেশান্তর্গত কোরিয়া দেশে হুংস্থ এবং স্থংস্থ নামে দুই সহোদর ভ্রাতা বাস করিত। হুংস্থ বেশ সৎবালক, কারণ পড়াশুনায় তাহার বড়ই মন। যে গ্রামে হুংস্থ বাস করিত সেই গ্রামে তাহার মত পরোপকারী, শান্ত, শিষ্ট বালক আর কেহই ছিল না। কিন্তু স্থংস্থ ঠিক তাহার বিপরীত। তাহার মন কু-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ! গ্রামের লোকের ক্ষতি করিতে তাহার দ্বিতীয় আর কেহই ছিল না। দুই ভাই একটী সুন্দর ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিত। হুংস্থ সে দিন মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল হটাৎ একটি ক্ষুদ্র পক্ষী ভগ্নপদ হইয়া করুণস্বরে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পদতলে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। হুংস্থ দয়ার্দ্র :চিত্ত হইয়া পক্ষীটির সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুদিন গত হইলে পর পক্ষীর ভগ্ন পদ পুনরায় সবল হইল। অবশেষে একদিন পক্ষীটি দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল। সেই পক্ষীরাজ এই সৎ বালকের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইয়া তাহাকে একটী বীজ উপঢৌকন রূপে পাঠাইয়া দিলেন। হুংস্থ সেই বীজ বপন করিলে পর তদ্ভুত একটি তরমুজ পাইল। কিন্তু তরমুজ যাদুকরী ছিল বলিয়া তন্মধ্যে সে অনেকগুলি স্বর্ণময় মুদ্রা পাইল। ইহার দ্বারা সে অত্যল্প কাল মধ্যে ধনী হইয়া উঠিল। ইহা দর্শনে কুটিল-হৃদয় স্থংস্থ অতীব হিংসাপরবশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক একটী রত পক্ষীর পদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় এই পক্ষীটিও সুস্থ হইয়া পক্ষীরাজ সমীপে এই কথা নিবেদন করিল। তিনি স্থংস্থকে পূর্ব্বের ন্যায় একটী বীজ পাঠাইয়া দিলেন। স্থংস্থ বীজ বপন করিলে পর তাহা হইতে আর একটী তরমুজ প্রাপ্ত হইল। হিংসাপরায়ণ স্থংস্থ তরমুজটী পাইয়া-আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া সেই গ্রামের সকল অধিবাসীগণকে একটী সভায় আহ্বান করিল। তৎপরে স্থংস্থ তরমুজ হইতে স্বর্ণময় মুদ্রার প্রত্যাশায় তাহাদের সমক্ষে, উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কাটিবা মাত্র উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের পঙ্কিল বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে এই পঙ্কিলের প্রাচুর্য্যহেতু স্থংস্থর বাটী প্রাঙ্গন, ঘর, দুয়ার সমস্তই পঙ্কিলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে দ্বেষী স্থংস্থ পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়া গেল এবং সহৃদয় হুংস্থ তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

নৃপেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

কোথা ভগবান সর্ব্বশক্তিমান
কোথা অখিলের পতি।
ভূলোকপাবন অনাথ তারণ
কোথা অগতির গতি॥
এ বিশ্বভুবন কাহার সৃজন
জানি না কিছুই আমি।
তোমার কি নাম কোথা তব ধাম
কোথা হে অন্তরযামী॥
অন্তরে থাকিয়া মানবে লইয়া
কি খেলা খেলিছ প্রভু।
এ মর্ত্তজগতে ত্রিলোক পালিতে
সকলি দিয়াছ বিভু॥
তরুলতাগণে গহণ কাননে
প্রচারিছে তব মহিমা।
তোমার আদেশে স্বদেশে বিদেশে
ঘোষিছে তোমার গরিমা॥
পশুপক্ষীগণে আনন্দিত মনে
গাহিছে তোমার নাম।
সে নাম শুনিলে মরমে পশিলে
আনন্দে হারাই প্রাণ॥
জুড়ি দুই হাত করি প্রণিপাত
দাও হে চরণ তরি।
দাও হে সুমতি নাশিয়া কুমতি
প্রভু হে, করুণা করি'॥
করুণানয়নে চাহি মোর পানে
জুড়াও তাপিত প্রাণ।
এই চাহি নাথ শুন হে শ্রীনাথ
করিও অমলেত্রাণ॥

অ, চ, বরাট

ত- ।

সে আজ অনেক দিনের কথা, কত বৎসর, কত যুগ আগে কেহ বলিতে পারে না, কাশীধামে একজন অতি দুর্দ্দান্ত ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল—শক্তিধর। তিনি সেই সময়কার ভারতবর্ষের একছত্র রাজা ছিলেন এবং কাশীধাম ছিল তাঁ'র রাজধানী। রাজার যেমন ভারত যুড়ে রাজত্ব, তেম্‌নি আবার জগৎযুড়ে তাঁ'র বীরত্বের খ্যাতি। সে সময়ে পৃথিবীর সকল রাজাই তাঁর নামে অত্যন্ত ভীত হইত। তাঁহার রাজ্যের এত শ্রী, এত পরাক্রম, এত খ্যাতির মূলকে যদি কেহ খোঁজ করিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত যে—রাজার চারিজন অতিশয় বুদ্ধিমান মন্ত্রী। একদিন রাজার সঙ্গে হঠাৎ মন্ত্রীদের কি কারণে একটু মনোমালিন্য হইয়া গেল। রাজা অত্যন্ত মেজাজ গরম করিয়া বেচারী মন্ত্রীদের অপমান করিয়া কাশীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মন্ত্রীরা মনের দুঃখে চলিতে চলিতে অবশেষে একস্থানে একটী গাছের তলায় বিশ্রামার্থে বসিলেন। সেই স্থান দিয়া কিছুক্ষণ আগে একটী উষ্ট্র চলিয়া গিয়াছিল। মন্ত্রীরা সেই উষ্ট্রের পদ-চিহ্নগুলি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী সওদাগর সেইস্থানে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা একটী উটকে এখানথেকে যেতে দেখেছেন?"

মন্ত্রীদের একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উটটার কি এক পা খোঁড়া ছিল?"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার ডান চোখ কি কানা ছিল?" আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার কি লেজটা খুব ছোট ছিল?" চতুর্থ মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার পেটের কি কোন অসুখ ছিল?"

সওদাগর উত্তর করিল, "আপনারা ঠিক বলেছেন, উটটার ঐ সকল দোষই ছিল। উহাকে কোথায় দেখেছেন বলুন্ না।" একজন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমরা আপনার উটকে দেখি নি। রাস্তায় কতকগুলি চিহ্ন দেখে উহার ঐ সব দোষ টের পেয়েছি।"

সওদাগর ইহা শুনিয়া খুব রাগিয়া বলিল, নিশ্চয়ই আপনারা উহাকে পথে পেয়ে বিক্রী কোরে দিয়েছেন। আমি রাজার কাছে নালিশ্ কর্ত্তে চল্লুম।" সে তৎক্ষণাৎ গিয়া রাজাকে এই কথা বলিতেই, রাজা সেই মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন যে, যদি তাঁহারা সত্য না বলেন ত' তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করিবেন।

রাজা বলিলেন, যদি তোমরা উটটাকে নাই দেখে থাক্‌বে ত' কি কোরে জান্‌লে যে উহার ঐ সকল দোষ আছে?"

প্রথম মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি রাস্তায় উটটার তিনটা পায়ের ছাপ দেখে বুঝেছি যে, উহার একটা পা খোঁড়া।" দ্বিতীয় মন্ত্রী বলিলেন, "আমি দেখ্‌লাম যে, রাস্তায় যে গাছের পাতাগুলি পড়েছিল, তার বামদিকের পাতাগুলিকে খেয়েছে এবং ডানদিকের গুলি অভুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই দেখে বুঝেছি যে, উটটার ডান চোখ নিশ্চয়ই কানা ছিল, তাই ডানদিকের পাতাগুলি না দেখ্‌তে পেয়ে সে বামদিকের গুলিই খেয়েছে।"

তৃতীয় মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! রাস্তায় আমি দেখ্‌লুম যে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ রয়েছে। তাই দেখে বুঝেছি যে, মশা কাম্‌ড়াইতে উটের দেহ থেকে ঐ রক্ত পড়েছে এবং তা'র ছোট লেজ থাকার জন্য উহা মশাগুলিকে তাড়াতে পারে নি।"

চতুর্থ মন্ত্রী বলিলেন, "আমি লক্ষ্য কোরেছিলাম যে, উটটার সাম্‌নের পায়ের ছাপ দুটা একটু বেশী স্পষ্ট এবং পিছনেরটার ছাপ একটু অস্পষ্ট এবং তাই দেখে বুঝেছি যে, উটটা নিশ্চয়ই পেটের ব্যথায় সাম্‌নে পাদুটী একটু বেশী জোরে চেপে ছিল, তাই সাম্‌নের পা দুটীর ছাপ একটু বেশী স্পষ্ট।" মন্ত্রীদের মুখে এই উত্তর শুনিয়া রাজা, তাহাদের বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় মন্ত্রী-পদ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন!

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র।

চার পয়সায় ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র

তোমরা বোধ হয় অনেকেই ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র দেখিয়াছ। উহাকে ইংরাজীতে (Camera) ক্যামেরা বলে। ক্যামেরার দাম কম নয়; আর ঐগুলি বাহির হইতে দেখিয়া বাহিক চাকচিক্য হেতু এরূপ কঠিন যন্ত্র বলিয়া মনে হয় যে আমরা নিজেই একটু চেষ্টা করিলে যে উহা প্রস্তুত করিতে পারি তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমরা নিজেই কত সহজে এবং কত অল্প খরচে একটি ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র তৈরী করিতে পারি তাহাই নিম্নে দেখাইব।

প্রথমতঃ একটি ক্যামেরার মধ্যে কি কি থাকে তাহা দেখা যাউক। ভালরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ক্যামেরা একটি বাক্স মাত্র। উহার এক প্রান্তে একটি lens (আলোক সঙ্কর্ষণী কাচ-ফলক) থাকে এবং অন্য প্রান্তে ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য যে ঔষধ-মণ্ডিত কাচ-ফলক ব্যবহৃত হয় তাহা রাখিবার জন্য একটি খাঁজ তৈরী থাকে।

1. ক্যামেরার কক্ষ্য ঢাকনি খোলা।
A. লম্বা চুরুটের বাক্স।
B. কাঁচ বসাইবার খাটক।
C. লেন্স-গুলির কোটায় বসান।

যে সকল চৌকোন টিনের বাক্সে ১০০ শতটি করিয়া সিগারেট বিক্রী হয়, ঐরূপ একটি বাক্স দ্বারাই আমাদের ক্যামেরা তৈয়ার হইতে পারে। উহাতে কাচের lens না হইলেও চলে। এত সহজে ক্যামেরা প্রস্তুত করিতে পারিবার হেতুই এই যে ইহাতে কাচের lens (আলোক সঙ্কর্ষণী কাচ-ফলক)এর পরিবর্ত্তে একখণ্ড টিনের চাকৃতি দ্বারাই lensএর কাজ সাধিত হইতে পারে। একটিআলপিন্ বা ছুঁচেরদ্বারা ঐ টিনের চাকৃতি খানার মধ্যে ছিদ্র করিতে হয়। ঐ ছিদ্র দ্বারাই lensএর কাজ হয়। যাহা হউক ঐ সকল ক্রমে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

যেরূপ সিগারেটের বাক্সে ক্যামেরা প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে তাহাতেই $৪\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ও $৩\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি প্রস্থের ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে। সাধারণ কোয়ার্টার প্লেট ফটোগ্রাফের আকার ঐরূপই থাকে।

প্রথমতঃ সিগারেটের বাক্সটি লইয়া উহার ভিতরে যে সকল কাগজ লাগান থাকে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তারপর ঐ বাক্সের উচ্চতার সমান চারিখণ্ড সরু কাঠ প্রস্তুত করিয়া বাক্সটির এক প্রান্তে দুই পাশে দুই দুই খণ্ড করিয়া গ্লু (এক প্রকার শক্ত গঁদ বা আঠা) দ্বারা লাগাইয়া ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য ব্যবহৃত ঔষধ মণ্ডিত কাচ রাখিবার খাঁজ প্রস্তুত করিতে হইবে। উপরে যে চিত্র প্রদত্ত হইল তাহাতে এই খাঁজ স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। বাক্সটির অপর প্রান্তে অর্দ্ধ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্তাকার ছিদ্র করিতে হইবে এবং তদুপরি গঁদ দ্বারা এক খণ্ড বৃত্তাকার টিনের চাকৃতি লাগাইয়া দিতে হইবে। এই টিনের চাকৃতি খানা পাতলা ও চক্চকে হওয়া আবশ্যক।

2. ছোট লেন্স।
A. গুলির কৌটার ধার।
B. টিনের পাতের লেন্স।
C. ছোট ছেঁদা।
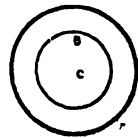
তারপর ঔষধের বটিকা রাখিবার জন্য যে পিজ্‌বোড্ কাগজের কৌটা ব্যবহৃত হয় তাহার একটি সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহার তলায় দু'আনি আকারের একটি ছিদ্র করিতে হইবে। ছিদ্রটি বাহিরের দিকে রাখিয়া কৌটার খোলা মুখটা টিনের চাকৃতিকে বেষ্টন করিয়া আটিয়া দিতে হইবে। টিনের চাকৃতিখানা যেন কৌটার পশ্চাদ্ভাগের ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখা যায়।

এখন যত সূক্ষ্ম সম্ভব একটি ছুঁচের দ্বারা ঐ টিনের চাকৃতিটির মধ্যে একটি ছিদ্র করিতে হইবে। কৌটার ছিদ্রের মধ্য দিয়া চাকৃতির যে অংশটুকু দেখা যায় তাহার ঠিক মধ্যস্থলে এই ছিদ্রটি করা আবশ্যক। ইহাই lensএর কাজ করিবে।

পূর্ব্বে পিজ্‌বোড কাগজের কৌটাটির যে ঢাকনি ছিল তাহা এখন ক্যামেরার ছিদ্রের ঢাকনিরূপে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফটোগ্রাফ লইবার সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ঢাকনি খুলিয়া লইয়া ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়া গেলে পুনরায় উহাদ্বারা ক্যামেরার ছিদ্র ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

ক্যামেরার ছিদ্র পথ ভিন্ন অন্য কোনও স্থান দিয়া যাহাতে ক্যামেরার মধ্যে একটুও আলোক প্রবেশ করিতে না পারে সেরূপ করা যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। অন্য কোনও স্থান দিয়া অতি সামান্য আলোক প্রবেশ করিলেও ফটোগ্রাফের কাচ-ফলক নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই ক্যামেরাটিকে এরূপ-ভাবে মুড়িয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যাহাতে ছিদ্র পথ ভিন্ন অন্য কোনও স্থান দিয়া কিছুমাত্র আলোক প্রবেশ করিতে না পারে।
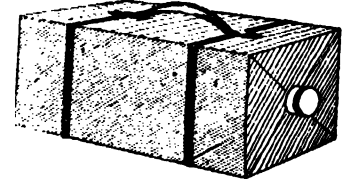
3. সম্পূর্ণ ক্যামেরা।

ইহা একটি সহজ উপায়েই সম্পন্ন হইতে পারে। চারিটি পয়সা দিলেই কোনও ষ্টেসনারি দোকান হইতে ভূষা রংএর ভারী কাগজ বড় এক তা পাওয়া যাইবে। উহা বাক্সটির চারিদিকে দুইবার করিয়া মুড়িয়া পরে বাক্সের উভয় প্রান্তে যে কাগজ বাড়িয়া থাকে তাহা সুন্দররূপ ত্রিভুজচতুষ্টয়ের আকারে ভাঙ্গিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। বাক্সের যে প্রান্তে ছিদ্র-পথটি থাকে সেই প্রান্তে পূর্ব্বোক্তরূপে কাগজ ভাঙ্গিয়া মধ্যভাগটি এমনভাবে গোলাকার করিয়া কাঁচি দিয়া কাটিতে হইবে যে ছিদ্রপথের কৌটাটি যেন উহার মধ্যে থাকিতে পারে। কাটা স্থানটি সুন্দর-রূপে মিশাইয়া দিবার ইচ্ছা হইলে একটুকরা ভারী কাপড় কাটিয়া কৌটার চারিদিকে কাগজের উপর পটি দেওয়া যাইতে পারে। তার পর উহা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই হইবে। এইরূপে ক্যামেরা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয়। তখন ইহা একটি কাগজে মোড়া জিনিষের ন্যায় দেখায় এবং সঙ্গে করিয়া যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়; কেহ বুঝিতেও পারে না যে ইহা একটি ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র।

ফটোগ্রাফ তুলিবার আবশ্যক হইলে একটি দোকান হইতে কয়েকখানা কোয়ার্টার সাইজের প্লেট বা ঔষধ-মণ্ডিত কাচ-ফলক কিনিয়া আনিতে হইবে। যে সকল দোকানে ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম বিক্রী হয় তাহাদের অধিকাংশেরই একটি ডার্ক রুম বা সম্পূর্ণ আলোকহীন ঘর থাকে। উহাতে লাল বর্ণের কাচে আবৃত একটি ক্ষীণ বাতি রাখা হয়। ঐরূপ একটি ঘরে যাইয়া ক্যামেরার কাগজের আবরণ খুলিয়া বাক্সের ডালা উঠাইয়া এক খানা প্লেট খাঁজের মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। প্লেটের যে দিকটি কম চক্‌চকে সে দিক্‌টি ছিদ্রের দিকে রাখিতে হইবে। প্লেট রাখা হইলে বাক্স ডালা দ্বারা বন্ধ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কাগজ দিয়া মুড়িয়া ও বাঁধিয়া বাহিরে আনিয়া ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে।

প্রথম বারে কোনও একটা দৃশ্যের ফটো তোলাই ভাল। যে বাড়ীতে যে বাস করে সে সেই বাড়ীর ফটো তুলিতে পারে। প্রথমতঃ ক্যামেরাটি কিছুমাত্র না নড়িতে পারে এরূপ একটি জিনিসের উপর উহা রাখিতে হইবে। একটা দেওয়ালের উপরে বেশ রাখা যাইতে পারে। তার পর সমস্ত ঠিক হইলে ক্যামেরার ছিদ্রের ঢাকনিটি খুলিয়া দিয়া ছয় সেকেণ্ড রাখিয়া পুনরায় উহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই ফটোগ্রাফ লওয়া হইল।

দিনটি যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ১০ কি ১২ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত ঢাকনিটি খুলিয়া রাখিতে হইবে, আর যদি বেশ সূর্য্যালোক থাকে তবে ছয় সেকেণ্ডই যথেষ্ট। অবশ্য বাড়ীর ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় দৃশ্যের সম্মুখে কিছু নাড়া চাড়া করিলে বা কোন লোক ঐ স্থানে চলিয়া গেলে ফটোগ্রাফটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

তার পর প্লেট খানিকে কিরূপে অন্ধকার ঘরে খুলিয়া ঔষধ মিশ্রিত জলে ধুইতে হইবে এবং পরে উহা হইতে কাগজে ছবি উঠাইতে হইবে তাহা অন্য বারে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইবে। শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত।

সম্পাদকের বক্তব্য

গত তিনমাস 'বালক' প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। এই মাসেও তদ্রূপ হইল। আমাদের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। সম্পাদকের ঠিকানায় গ্রাহকগণের নিকট হইতে অনেক দোষারোপসূচক পত্র আসিয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, যে উপদেশ আমরা বারংবার বালকদিগকে প্রদান করি সেই উপদেশানুসারে আমরা নিজেই কার্য্য সম্পন্ন করি না। কেহ কেহ মনে করেন যে একটু গালাগালি দিলেই সম্পাদক বিরক্ত হইয়া সময়ের মত কার্য্য করিবে। কেহ বা ভয় দেখাইয়াছেন যে, এইপ্রকারে যদি 'বালক' পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কেহ কখনও উহা কিনিবে না। এই সকল কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পাদক একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়—সে দেবতা নয়। সুতরাং যাহা অসম্ভব তাহা সে সম্পাদন করিতে পারে নাই। "বালকের" কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় চারি-পাঁচ মাসযাবৎ পীড়িত হইয়াছেন এবং শেষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আর কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। সেইজন্য তিনি কয়েক মাসের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কাগজের দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং অনেক সময়ে 'বালকের' উপযুক্ত কাগজও পাওয়া যায় নাই। এই সকল কারণেই 'বালক' প্রকাশ করিতে দেরী হইয়াছে। আমাদের যে ত্রুটি হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি এবং 'বালকের' পাঠকসমূহের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আশা করি যে আর বিলম্ব হইবে না এবং পুনরায় পূর্ব্ব প্রথানুসারে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বালক' প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক।

নূতন ধাঁধা

১। গলায় দড়ি গোল গা,
পেটের মধ্যে হাত পা।
সদা সঙ্গে সঙ্গে রাখে,
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে।
চলে কিন্তু নড়ে না,
এটা কি তা বলনা।
(শ্রীদেবীকুমার গোস্বামী)

২। নেত্রাক্ষরে নাম তার, অবনীতে নাই,
আদ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে ভাদ্র মাসে খাই,
মধ্যম অক্ষর বিনা তাহা পদবীতে যায়,
শেষাক্ষর ছেড়ে দিলে গাছেতে জন্মায়।
(শ্রীবলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

আদ্য বর্ণ থাকে মম সকলের অঙ্গে,
পরবর্ণ বলে লোকে শোকের তরঙ্গে,
নেত্র বর্ণে নাম মোর জানে সর্ব্বজনে,
কেহ বা দেখেছে মোরে সুদূর ভ্রমণে।
শক্ত দ্রব্য হই আমি আদ্যহীন হ'লে,
পতঙ্গাদি ভিন্ন তাহা সর্ব্ব জীবে মিলে,
পাইবে জলের ধারে মধ্যম ত্যজিলে,
কিম্বা পাবে তুমি উহা কাপড়ে খুঁজিলে।
সর্ব্বাঙ্গটা হয় মোর ঢিবির মতন,
কি নাম আমার ভাই বলহ এখন।

(শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

বন্য পশুবশ

অনেকের ধারণা এই, যাহারা বন্য পশুদিগকে বশীভূত করে, তাহারা বুঝি কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানে, অথবা তাহারা ভয় দেখাইয়াই তাহাদের বশ করে। একথা কিন্তু সত্য নহে। সিংহ যে, টুলের উপরে দাঁড়ায় অথবা বল ঘোরায়, সে কেবল অভ্যাসের বশে। যখন সে বল ঘোরায়, তখন সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই ঘোরায়; ঐরকম অভ্যাসটা তাহার ভয়ে বা মন্ত্রে হয় নাই, তাহার চালকের ধৈর্য্য, দয়া ও উন্নত বুদ্ধি প্রভাবেই হইয়াছে।

তবে একথা সত্য যে, পশু-ক্রীড়কের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রাণশক্তি প্রখরা হওয়া চাই, নতুবা হঠাৎ কোন বন্য পশু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া তাহার দফা রফা করিয়া দিতে পারে। তাহা ছাড়া তাহার কোনপ্রকার মাদকসেবী হইলে চলিবে না। কোনপ্রকার নেশা করিলে একটা অলীক সাহস জন্মে, কিন্তু স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দক্ষ পশুবশকারী তাহার জানোয়ারগুলিকে বড় ভাল বাসে, এই ভালবাসাটাই পশুবশের প্রধান মন্ত্র। কিন্তু পশুবশকারী কোন পশুকে ভাল বাসিলেই সেই পশুও যে, তাহাকে বিনিময়ে নিশ্চয়ই ভাল বাসিবে, এরূপ কোন কারণ নাই। কোন পশু বিনিময়ে ভালবাসে, কোন পশু উদাসীন হইয়া থাকে, কোন পশু করে। আবার ভালবাসিলেই যে, পশুবশকারীর জীবন সর্ব্বসময়ে নিরাপদ থাকে, তাহাও নহে। তবু ভালবাসা চাই, কেননা ভালবাসিলে বিপদ্ কম, ভাল না বাসিলে বিপদ্ বেশী। ভালবাসায় সহানুভূতি জন্মে, সহানুভূতির ফলে উভয়ের মধ্যে বোঝাবুঝি ভাল হয়, বোঝাবুঝিটুকু থাকিলে পশুবশকারী পশুকে কতকটা বশে রাখিতে সমর্থ হয়। পশুবশকারী পশুকে যদি ভালবাসে, তবে সে অধিকাংশ সময়ে অধিকাংশ স্থানে পশুর কাছে কাছেই থাকে, ইহাতেও পশুবশের সাহায্য হয়।

পশুবশকারীকে প্রথমে পশুর বিশ্বাসভাজন হইতে হয়। দিনের পর দিন তাহাকে খাঁচার বাহিরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া পশুর সহিত আলাপ করিতে, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে, তাহাকে তাহার কণ্ঠস্বর চিনাইতে হয়।

আর যতবার সে তাহার কাছে আসে, ততবারই তাহাকে সেই পশুকে প্রীতি-উপহারস্বরূপে এক-আধটুকরা মাংস দিয়া যাইতে হয়।

পরে তাহাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে হয়। তখন তাহার হাতে হয় একটা লোহার দাণ্ডা, নয় একগাছা ঝাঁটা থাকে। ঝাঁটাটাকে বন্য পশুরা যত অসুবিধাজনক মনে করে; এত আর কিছু করে না। ঝাঁটার কাঠির সূচ্যগ্রমুখ সিংহের মুখে বিঁধিলে তাহার ভারি অসোয়াস্তি-বোধ হয়। একজন পশুবশকারী একটা চৌকী লইয়া সিংহের খাঁচার মধ্যে ঢুকিত, তাহাতেই সিংহটা অসুবিধা-বোধ করিয়া পশু ক্রীড়কের আজ্ঞাকারী হইত। কিন্তু চৌকীখানার উপরে সিংহটার ভারি রাগ ছিল। একদিন সেই পশুর ক্রীড়ক চৌকীখানি খাঁচার মধ্যেই ফেলিয়া গিয়াছিল, পরে আসিয়া দেখে, সিংহটা সেই চৌকীখানাকে ভাঙিয়া চুরমার করিতেছে।

তাহার পর বহুদিন সেই সিংহটা সেই পশুবশকারীকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিতে দেয় নাই। তখন সেই পশুক্রীড়ক ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ খাঁচার বাহিরে থাকিয়া সেই পশুটীর সহিত আবার ভাব করিবার চেষ্টা করিত। ফলে সিংহ ক্রমশঃ তাহাকে কাছে যাইতে তাহার গা ছুঁইতে দিত, তাহার হাতহইতে মাংস খাইতে তাহার কাছে আসিত। তখন তাহার সেই পশুর সঙ্গে আবার ভাব ও বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তখন সেই লোকটী সেই সিংহের কাছে বসিয়া খবরের কাগজপর্য্যন্ত পড়িতে সাহস করিত।

তখন সে তাহাকে দিয়া এক-একটা বাজি করাইত আর খাইতে দিত, খাবার লোভে সিংহ বাজি দেখাইত!

"বিয়ানকা" বলিয়া একজন ফরাসী রমণী পশুদিগকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসিত। একবার একটা "মিনাজেরী" পুড়িয়া যায়, তাহাতে বিয়ানকার পশুরা ছিল, একারণ সেই রমণী এত শোক পায় যে, সে সারকাসের কাজ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হয়। বিয়ানকার বড় ধৈর্য্য ছিল। সে কখন কোন পশুর উপর অত্যাচার করিত না, সকল পশুরই সকল অপরাধ ক্ষমা করিত।

তাহার একদিনকার প্রেম ও ক্ষমার কাহিনীই চিত্রিত রহিয়াছে। কিন্তু এবারে সময়াভাব, বারান্তরে প্রতিশ্রুতি-রক্ষা করিব। (ক্রমশঃ।)

ধাঁধা।

ভৌগোলিক পত্র

প্রিয় "ভারতবর্ষের নদী"—প্রসাদ,

কাল "এসিয়ার হ্রদ" হইতে "এসিয়ামাইনরের অন্তরীপ" জ্বরে পড়িয়াছেন। তাঁহার জন্য কিছু "আরেবিয়া নগর" আনিও। আমার ছোট "প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ" "এসিয়ার গিরি সঙ্কট" মসলা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আনিও। তুমি যে পার্সেল করিয়াছ সে "ভূমধ্য সাগরের দ্বীপ" এখনও পাই নাই। দাদার কোঁড়া "ভারতবর্ষের নগর,' হইয়াছে। এখনও "ইংলণ্ডের নগর" করিতেছে। অনেক "ইংলণ্ডের নগর" পর ও "জাপানের নগর" কে বুঝাইতে পারিলাম না। সে স্থির করিয়াছে "ইউরোপের একটী রাজধানী" "এসিয়ার উপদ্বীপ" দেশত্যাগী হইবে। তাহার জন্য "ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশের নদী" র মত এরূপ "তিব্বতের হ্রদ" ঘরের পাত্রী আর সহজে পাওয়া যাইবে না। এ বৎসর "ভারতবর্ষের নগর" হওয়ায় বড় ক্ষতি হইয়াছে। সে দিন মেলায় এক "রুবিয়ার উপকূলস্থ সাগর" তামাসা দেখিলাম। "ভারতবর্ষের নগর" কথা কহিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। "ইউরোপের বিখ্যাত সমরক্ষেত্র" দেখিয়াছে তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইবে না। কবে আসিবে?

ইতি তোমার ভগিনী

"স্পেনের নগর"।

(শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

আগষ্ট-মাসের ধাঁধার উত্তর

আগষ্ট মাসের "বালকে" যে ধাঁধাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাদের উত্তর নিম্নে লিখিত হইয়াছে। প্রথম ধাঁধার যে কেবল একটা পথ আছে তাহা আমরা বলি না—অন্য পথও থাকিতে পারিবে। একটা দেওয়া আছে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধাঁধার উত্তর লেখা আছে। আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম যে যে বালকসমূহ ঠিক উত্তর দিবে তাহাদের নাম সকল ছাপান হইবে। কিন্তু এইবারের পাঠকগণের বেশ বুদ্ধি। ৯২টী বালক সঠিক উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছে। এত নাম ছাপাইবার নিমিত্ত "বালকে"

স্থান নাই; সুতরাং আমরা ছাপাইতে পারিলাম না। আমরা এমন একটা ধাঁধা খুঁজিয়া থাকি, যাহার উত্তর অল্প বালকই বাহির করিতে পারিবে, তথাপি সকলে একবার উত্তর জানিতে পারিলে, উহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাঁধা বলিয়া স্বীকার করিবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা সেইরূপ ধাঁধা পাই নাই, আশা করি শীঘ্রই এমন একটা ধাঁধা আমাদিগের নিকটে পাঠান হইবে।

১। (Block.) ২। বাটালি। ৩। বেগুনী!

সারকাসে সরকার।

১৬

ছাতুর প্রথমাভিনয়।

এক সহরের মাঠে ছাতুদের সারকাসের তাম্বু পড়িয়াছে। সারকাসের একস্থানে এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে—

"অবনীর অষ্টম আশ্চর্য্য!
জগতের সর্ব্বকনিষ্ঠা অশ্বারোহিকা
বালিকা 'ফুলকুমারী'
এবং
ধরণীর সর্ব্বকনিষ্ঠ অশ্বারোহক
বালক 'বীরবল'
বহুকাল পরে আবার অদ্য
একযোগে সেই চিত্তচমকপ্রদ
যুগলাশ্বের ক্রীড়া—
শৈশবের স্বপ্ন
প্রদর্শন করিবেন।
সকলে আসুন, দেখুন, বিস্মিত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত হউন!!!"

ছাতু একাকী দাঁড়াইয়া এই বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে বুড়া গাড়োয়ান তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দে'খ্‌ছ?"

ছাতু। চরণদাসীর সঙ্গে আজ আর একজন কে বাজী দেখা'বে, কে সে?

বুড়া গাড়োয়ান খানিকক্ষণ ছাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া সে রঙ্গ করিতেছে কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর যখন সে বুঝিল যে, ছাতু রহস্য করিতেছে না, সত্যই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে, তখন সে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাসিয়া পরে কিঞ্চিৎ সংযত হইয়া ছাতুকে সুধাইল, "'বালক বীরবল'কে তুমি কি চেন না, তা'কে কি কখন দেখ নি?"

ছাতু। না, কে সে? আমি তো জা'নতেম যে, আমি আর চরণদাসী ঘোড়ার খেলা দেখা'ব, এ আবার কে?

একথা শুনিয়া বুড়া গাড়োয়ান আরও হাসিতে লাগিল। ছাতু তাহাকে হাসিতে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হা'স্‌ছ কেন? এতে হা'স্‌বার কথা কি আছে?

বুড়া তখন হাসি থামাইয়া বলিল, "আরে, আচ্ছা আহম্মক তো তুমি! বীরবল তো তুমি। বিজ্ঞাপনে তোমার নাম ছাতু ব'লে লি'খ্‌লে ভড়ং হবে কেন?"

এই বলিয়া বুড়া আবার নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। ইহাতে ছাতু রাগ করিবে না হাসিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল, "কেন, আমার যা' আসল নাম, তা'ই বিজ্ঞাপনে দিলে কি হয়? আমার নামটা কি খারাপ?"

বুড়া। না, তা' নয়, তবে বিজ্ঞাপনে নামটা জাঁকালগোছ ক'রে দেওয়াই দস্তুর।

ছাতু কিন্তু ঐ মিথ্যা বিজ্ঞাপন-প্রচারের বড়ই প্রতিকূল হইয়া উঠিল। তাহার মনে সারকাসের উপরে আরও ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।

যাহা হউক, সন্ধ্যাবেলা ছাতু ও চরণদাসী খুব ভাল করিয়াই ঘোড়া খেলা দেখাইল। একটা বাজী তাহাদিগকে দর্শকদিকের "এন্‌কোরের" খাতিরে তিনবার দেখাইতে হয়। তাহার ফলে সে রাত্রিতে সারকাসে লোকে—সস্ত্রীক সজীব-কঙ্কাল বুড়া গাড়োয়ান, তরবারি-ভোজক, এমন কি ধাড়া, আন্তি, গোলামপর্য্যন্ত, তাহাদিগের প্রচুর প্রশংসা করিল। ভুঁদী তো ছাতুকে কোলে করিয়া অনেকবার শিরশ্চুম্বন করিতে থাকিল। আর চরণদাসীর আনন্দের অবধি রহিল না, সে আবার ছাতুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আর একবার—ছি ছি ছি—চুম্বন করিয়া ফেলিল।

খেলা দেখাইবার পর বুড়া গাড়োয়ান ছাতুকে সহরে বেড়াইতে লইয়া গেল। সেদিন ছাতুর মন তাই বেশ একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

—o—

মিঞা সাহেবের বিচার।

খেজুরগাছ গেলেন মিঞা সাহেবের নিকট বিচারের জন্য, মিঞা সাহেব কিনা বনের মালিক, সেখানে যত গাছ-গাছড়া, আগাছা, পরগাছা, বন, জঙ্গল আছে সব তার অধীন প্রজা, তাই খেজুরগাছ মিঞা সাহেবের দরবারে নালিশ ক'র্‌লেন, "দোহাই হুজুর, মানুষেরা আমার গায়ের সব রসটুকু খেয়ে ফেলে, আমার গা কেটে কেটে রস বের ক'রে নেয়, এর একটা উপায় করুন।"

মিঞা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সাক্ষী কে?"

"আক" মহাশয় পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বল্লেন, দোহাই খোদার চেলা, খেজুরগাছ ঠিক বলেছে। মানুষগুলো থাকতে আমাদের আর বাঁচা নাই, খেজুরগাছের রসটুকু খেয়ে প্রাণটুকু থাকতে ছেড়ে দেয়, আর আমাদের ত একেবারেই মেরে ফেলে। উঃ মানুষের বাচ্চাগুলোর দাঁতে কি ধার!

মিঞা সাহেব অনেক ভেবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, মানুষেরা তোমাদের এত কষ্ট দেয় কেন?

খেজুরগাছ বল্লেন, "আজ্ঞে ম'শাই, আমাদের রস খুব মিষ্টি, যে আমাদের রস একবার খেয়েছে—আমাদের দেখলেই তা'র নোলায় জল আসে।"

মিঞা সাহেব বল্লেন, "বটে, বটে তবে একটীবার এস ত বাপু, একটু খেয়ে পরখ করে দেখি, তোমাদের রস কেমন মিষ্টি।"

তখন খেজুরগাছ বল্লে, "হুজুর তবে [illegible] আমি বিদায় হই—আমার আর বিচারে [illegible] নাই।"

শ্রীবনবিহারী বসু।

—o—

বালক।

মাসিক পত্রিকা।

সি, এস, প্যাটারসন
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

১৯১৬

বালক

৫ম বর্ষ।] ডিসেম্বর, ১৯১৬। [১২শ সংখ্যা।

সারকাসে সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৭

গৃহ-যাত্রা

বাড়ী ফিরিতে ছাতুর কত খরচ-পত্র হইবে, তাহা সে হিসাব করিয়া দেখিল। দেখিল, তাহার নিকট যাহা আছে, তাহাতেই খরচ চলিয়া যাইবে। সুতরাং সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হইল।

তখন ছাতু তাহার পুরাতন সঙ্গীদিগের নিকট বিদায় লইতে চলিল। সজীব-কঙ্কাল ও তাহার পত্নী ভুঁদীর সহিত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখের সহিত জানাইল যে, অদ্য রাত্রেই সে পলায়নের ব্যবস্থা করিবে; সে আর ক্ষণমুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না, এবং সেই জন্যই তাহাদের ন্যায় বন্ধুর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। সারকাসে অশ্বারোহণে এত কৃতিত্ব দেখাইয়া হঠাৎ ছাতু মতপরিবর্ত্তন করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে দেখিয়া সজীব-কঙ্কাল ও ভুঁদী তাহাকে বাধা দিল, কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, ছাতু বাড়ী ফিরিবার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তখন তাহার পথের খরচের জন্য ৫৲ পাঁচটী টাকা দিল এবং ভুঁদী প্রচুর খাদ্য তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিল।

সান্ধ্য-অভিনয়ের পর ছাতু চরণদাসীর সঙ্গে শেষ দেখা করিবে স্থির করিল, কিন্তু চরণদাসীর মাতা জানাইল যে, তাহাকে সারকাসে পুনরায় খেলা দেখাইতে হইবে এখন তাহার বেশভূষা ঠিক হয় নাই, সুতরাং ছাতুকে ভগ্নমনোরথ হইতে হইল এবং চরণদাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে পলায়নের পক্ষেও ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, সেজন্য তাহার অপেক্ষা না করিয়া একটা ময়লা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া চরণদাসীকে পত্র লিখিতে বসিল। একে সে ভাল লেখা-পড়া জানে না, সে জন্য চিঠি-লেখা তাহার পক্ষে একটা মুস্কিলের কাণ্ড হইয়া উঠিল; অতি কষ্টে ভ্রমপূর্ণ এই চিঠিখানি লিখিল—

পৃও চরনদাসি,

আয আমী বাড়ি পালাবার মতলোভ কোরেছি। তমার কাছ থেকে বিদেয় নীতে অমার প্রান ফেটে যাচ্চে। আমী যখণ বরো হব, এট্টা সাক্রাস্ ক্করীদ করব আর তোমাতে আমতে ঘোড়র খেল দেখাব। আয আশী ঈতি—

তোমার বন্দু,

ছতু সরকর।

চিঠি ত লেখা হইল, কিন্তু চিঠি লইয়া করা যায় কি? বুড়া গাড়োয়ানকে পত্রখানি দিলে, চরণদাসী পাইতে পারে।

বুড়া গাড়োয়ানের নিকটও ছাতু বিদায়-গ্রহণ করিল এবং তাহাকে চিঠিখানি দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বুড়া গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইতে ছাতু কাঁদিয়া ফেলিল, বুড়াও তাহার জন্য কাঁদিতে লাগিল। বুড়া বলিয়া দিল যে, পলাইয়া দুই-একদিন জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিও নচেৎ আড্ডি আর ধাড়া তোমাকে পাকড়াইতে চেষ্টা করিতে পারে। আর যদি ধরা পড় তো চিরজীবনের জন্য পলায়নের পথ বন্ধ হইবে।

কাপড়ের পুটুলী, ভুঁদীর দেওয়া খাবার ও বুড়া বানরকে লইয়া ছাতু যাত্রা করিল। পলায়নের সময় ছাতু কাহারও নজরে পড়িল না। অর্দ্ধঘণ্টা পথ চলিয়া ছাতু একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

১৮

স্বাধীন জীবনের প্রথম দিন।

ছাতু জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকিবার জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করিল। তথায় লতাপাতা ছিঁড়িয়া শয্যা প্রস্তুত করিল।

ভুঁদীর প্রদত্ত খাদ্যহইতে ছাতু ও বুড়া বানর প্রচুর-পরিমাণে আহার করিল। অবশিষ্ট খাদ্য পুঁটলী করিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

বুড়া বানরকে ছাতু বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, যখন আমরা হর-মামার নিকট পঁহুছিব, তখন কত আনন্দ-অনুভব করিব এবং হর-মামা আমাদিগকে পাইলে কত খুশী হইবে। বুড়া বানর নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া তাহার আনন্দ জানাইল। ছাতু নির্জ্জন স্থানহইতে বাহিরে যাইতে দুই-একদিনের মধ্যে সাহস করিল না। কাজেই সে তাহার চাকু ছুরী দিয়া অসংখ্য লতা-পাতা কাটিয়া হাতে ফোস্কা করিয়া ফেলিল। সেই সমস্ত লতা-পাতা লইয়া গদীর মত বিছানা প্রস্তুত করিল। প্রভাতে উঠিয়া ছাতু জলে হাত-মুখ-প্রক্ষালন করিল এবং বানরটাকে সেইরূপ মুখ ধুইতে অনুরোধ করিল। বানরটা এমন বোকা নয় যে, জল লাগাইয়া তাহার মুখকে বিবর্ণ করিবে, কাজেই সে ছাতুর নিকটহইতে পলাইয়া উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিল। ছাতু ভুঁদীর প্রদত্ত সন্দেশ, রসোগোল্লা, বঁদে, খাস্তা কচুরী, নিম্‌কী, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য খুলিয়া বসিল বানরটা তাহা দেখিয়া গাছহইতে নামিয়া আসিয়া সন্দেশ লইয়া পলাইয়া গেল। ছাতু রাগ করিয়া বলিল, "তোমার এরকম ক'রে পালা-বার দরকার কি? আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব'সে খাও।" বানর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। কখনও গাছে উঠিয়া, কখন নিকটে আসিয়া খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করিতে লাগিল। অবশেষে আহার-কার্য্য-সমাধা হইল। এখনও ছাতুর মনহইতে আড্ডি ও ধাড়ার ভয় দূরীভূত হয় নাই। বনমধ্যে পুনরায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। অদ্য রাত্রিতে ছাতু পূর্ব্ব রাত্রির মত নিদ্রা যাইতে পারিল না, কারণ আজ আর পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত ছিল না, নিশাবিহারী পক্ষীর শব্দে তাহার প্রায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সে বানরটাকে জাগাইয়া সঙ্গী করিয়া লইতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া ছাতু হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরে যাইবার জন্য বাহির হইল, সে প্রতিমুহূর্ত্তে লোকালয় ও মনুষ্য দেখিতে পাইবে ভাবিতে লাগিল কিন্তু, হায়, ক্রমশঃ যে গাঢ় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলিল। ছাতুর ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ শ্বেতবর্ণ-ধারণ করিল এবং ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল।

১৯

বানরের দুষ্টামী ও তাহার অপমৃত্যু।

ছাতু জানিতে পারিল যে, সে জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে সে ভয়ানক ভীত হইল। সে ভাবিল, এক গণিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে এক সেকেণ্ড হইবে, এইরূপ ষাইট সেকেণ্ডে এক মিনিট, আবার ষাইট মিনিটে একঘণ্টা, এইরূপ হিসাব করিয়া গণিতে গণিতে ছাতু পথ চলিতে লাগিল। এই-রূপ একঘণ্টা পথ চলিয়াও ছাতু পথের কোন কিনারা করিতে পারিল না।

সে বানরকে বলিল, "আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি, এখন কি করা যায়? বোধ হয় এই জঙ্গলেই আমাদের ম'র্‌তে হ'বে। হায়! হর-মামা জা'ন্‌তে পা'র্‌লেন না যে আমি বাড়ীথেকে পালিয়ে এসে কত দুঃখিত হ'য়েছি। এখন চল সোজা ডা'নদিকে যাই, হয় পথ পা'ব না হয় ম'র্‌ব।"

বানর যেন তাহার কথায় সায় দিল, ছাতু তাহাতে একটু সাহস পাইল।

পুঁটলী এবং বানরকে বহন করা ছাতুর মত বালকের পক্ষে কষ্টকর। বানরটা কখন কখন ডালে উঠিয়া চলিতে লাগিল, তখন অনেকক্ষণ ছাতু আরাম পাইতে লাগিল আবার কখন আসিয়া তাহার কাঁধে চাপিতে লাগিল। এইরূপে ছাতু পথ চলিতে লাগিল। চলিয়া চলিয়া বুঝিতে পারিল, আর চলা বৃথা, কাজেই সে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইল। ছাতু এখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, সুতরাং আহার করিতে বসিল! তথায় জল ছিলনা, কাজেই মিষ্টান্ন খাইতে ছাতুর ভাল লাগিতেছিল না। বানরটাকে ছাতু বলিল, "জল অভাবে খাওয়া যাচ্ছে না আমাদের এখন খাওয়া বন্ধ ক'র্‌তে হ'বে, খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে, জলের চেষ্টায় বেরুব।"

ছাতু যেমন ধীরভাবে বসিল, নিদ্রা অমনি তাহাকে আসিয়া আক্রমণ করিল; কষ্টে সে সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত ঘুমাইল। উঠিয়া তাহার কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। শুইবার সময় ছাতু খাদ্যের পুঁটলীর দিকে লক্ষ্য রাখে নাই, উঠিয়া দেখে, খাদ্যদ্রব্য সমস্ত ছড়ান রহিয়াছে। বানরটা একবার টাকা ফেলিয়া দিয়াছিল এখন এই খাবার ছড়ান তাহারই কাজ, দেখিয়া ছাতু দুঃখিত হইল। বুড়া বানরটা চোক পিট্‌পিট্‌ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যেন সে কিছু জানে না। ছাতু বলিল, ছি ছি বন্ধু এক সময়ে তুমি টাকা নষ্ট ক'রে বিপদে ফেলেছিলে, আজ আবার খাবার নষ্ট ক'রে আমাদের খাবারের অভাবে প্রাণে মেরে ফে'ল্‌তে ব'সেছ।

বানর যেন এখনই ঘুম ভাঙ্গিল, এমনই ভাণ করিতে লাগিল। ছাতু বলিল, "তুমি আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা ক'র না, আমি জানি, এ তোমারই দ্বারা হ'য়েছে। তুমি আমাকে বোকা বোঝাতে চেষ্টা ক'র না।"

ছাতু যখন তাহার দুঃখের কথা ভাবিতেছে, তখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, সে তখন বানরটাকে বুকে লইয়া শুইয়া পড়িল। এবং নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, সারকাসের লোক তাহাকে ধরিতে আসি-তেছে। কখনও ভাবিল, বন্য জন্তুরা তাহার হাড় চিবাইয়া

খাইবে ইত্যাদি ভয়ে ও ভাবনায় তাহার সময় কাটিতে লাগিল। অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে উঠিয়া নূতন উদ্যমে ছাতু চলিতে লাগিল, কিছুদূরে যাইয়া ছাতু সুপক্ক ফলের গাছ দেখিতে পাইল। প্রচুর পরিমাণে ফল ভক্ষণ করিয়া নূতন উৎসাহে ছাতু চলিতে লাগিল। সমস্তক্ষণ সে চলিতে লাগিল, কিন্তু জানিতে পারিতেছিল না যে, সে ঠিক পথে চলিতেছে কি না? সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া জানিতে পারিল, এখন মধ্যাহ্ন সময়, সুতরাং সে বিশ্রামের জন্য একটু শুইল, বানরটা বড় গাছের ডালে গিয়া বসিল। হঠাৎ কুকুরের শব্দ শুনিয়া ছাতুর আনন্দ হইল, ভাবিল নিকটে কোন লোক নিশ্চয়ই আছে। এমন সময়ে বন্দুকের আওয়াজ ও বানরের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। দেখিল বানরটা আহত হইয়া ডালহইতে পড়িয়া গেল। বানরটার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া ছাতু কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল কে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'র্‌লে? এমন নিষ্ঠুর কে? বানরটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি একবার আমার সঙ্গে কথা কও। তোমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার ক'রেছি তুমি আমায় মাফ কর।"

জল লইয়া বানরটাকে খাওয়ানতে সে একটু সুস্থ বোধ করিল এবং দীননয়নে তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইল। ছাতু নিজের জামা পাতিয়া তাহাকে শোয়াইল এবং কাতরভাবে তাহাকে অনেক কথা বলিতে লাগিল।

১০

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং হর-মামার সাক্ষাৎ-লাভ।

অল্প সময়ের মধ্যে বানরের হত্যাকারী আসিয়া দেখা দিল। হাতে বন্দুক শিকারীর ব্যাগ ও অন্যান্য সরঞ্জাম দৃষ্টে তাহাকে শিকারী বলিয়া জানা গেল। শিকারী একটী বালক, তাহার মুখে দুঃখের ভাব দেখা যাইতে ছিল। তাহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, ভুল করিয়াই বানরটীকে সে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

শিকারী বালকটী বলিল, "আমি জা'নতে পারি নি যে, তোমার প্রিয় বাঁদরটীকে আমি মেরে ফে'লছি। কোন বুনো জানোয়ার মনে করে আমি গুলী ক'রে ফেলেছি। আমাকে মাফ কর।"

ছাতু বলিল, "আমার কাছথেকে তুমি চ'লে যাও, জান না তুমি বাঁদরটাকে মেরেছ, তা'র জন্য তোমার ফাঁসি হ'তে পারে।"

যুবক শিকারী বলিল, "দৈবাৎ এটা হ'য়েছে, দেও ওটাকে, আমি ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দিই।"

ছাতু বলিল, "এ ত ম'র্‌তেই বসেছে। আর তুমি এর কি ক'র্‌বে?"

শিকারী। "এখন এর মাথায় একটা গুলী ক'রলেই ঠিক হয়।"

ছাতু যদি বড় হইত, তাহা হইলে আজ একটা খুনাখুনি ব্যাপার দাঁড়াইত।

রাগে ছাতু বলিল, "যাও, আর এখানে এস না, পৃথিবীতে আমার একমাত্র আদরের জিনিষকে তুমি খুন ক'রেছ।"

ছাতু বানরকে চুম্বন করিল। তাহার পর ক্রমশঃ অবশাঙ্গ হইয়া বানরটা মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

* * * *

ছাতু একদা সন্ধ্যাকালে তাহাদের স্বগ্রামে—হরমামার গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, তাহার বস্ত্র মলিন। এমন সময়ে হরনাথ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেও?"

ছাতু। আমি ছাতু।

হর। অ্যাঁ, ছাতু? কৈ দেখি তোর মুখ।

ছাতুর মুখপ্রতি তাকাইয়া হরনাথ সাশ্রুনয়নে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন ছাতুও হরনাথের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

সাতকড়ি সরকার সারকাসের ক্রীড়ক হয় নাই, সে উকীল হইয়াছে।—জেলার সদরে তাহার বড় পশার, মাসে অনেক টাকা-উপার্জ্জন করে। লোকে তাহাকে দয়ালু ও সাধু ব্যবহারজীবী বলিয়াই জানে।

সমাপ্ত।

বন্যপশু বশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিয়ানকার কাছে যে সমস্ত সিংহ ও সিংহী ছিল, তাহাদের নাম ছিল—"বৌজার," "স্পিট্‌কায়ার," "জুলিয়েট্‌" ও "ক্রটাস্‌"। একদিন স্পিট্‌কায়ার বড়ই ঠ্যাঁটামি করিতে লাগিল। সামান্য একটা কসরৎ শিখিতে সে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে খেলা দেখাইবার সময় প্রায় নিকট হইল, তবু স্পিট্‌কায়ার স্থাণুবৎ স্থির হইয়া রহিল। পশুদিগের কাহাকেও বিদ্রোহী

হইতে দিলে, অন্য পশুরাও, তাহার দেখাদেখি, বিদ্রোহী হয়। তাই বিয়ানকা মুস্কিলে পড়িয়া সেই সারকাসের অধিস্বামী মিঃ বোষ্টক্‌কে খবর পাঠাইল, কারণ স্পিট্‌কায়ারের অবাধ্যতার প্রতীকার অতি অবশ্য করা চাই।

মিঃ বোষ্টক আসিয়া দুইগাছি চাবুক হাতে করিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিলেন। এই অতিকায় পশুবশকারীকে দেখিয়া দর্শক ও পশুদিগের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। বোষ্টক কেবল যে, পশুদিগকে ভালবাসে ও তাহাদের ভয় করে না, তাহা নহে, জনসমাজে তাহার প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ এই যে, পশুপ্রকৃতি যতদূর জানা সম্ভব, তাহা সে জানিত। তাহার পিতামহ ও পিতা পশু বশকারীই ছিল। সে প্রদর্শনীর জীবশালাতেই জন্মিয়াছিল। তাহার উপর তাহার শ্বশুরও ঐরূপ একটি জীবশালার অধিকারী। কাজেই সে, দরকার পড়িলেই, সকল সময়ে সকল পশুর খাঁচার মধ্যে ঢুকিত।

তাহার জীবশালামধ্যে কতিপয় বিভাগ ছিল। এক-এক-বিভাগে এক-একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারিণী বা কর্ম্মচারী ছিল। সুতরাং বোষ্টককে বহুদিন অন্তর বোধ হয় কোন খাঁচার মধ্যে ঢুকিতে হইত। তাহার ফলে সে কোন কোন খাঁচার পশুর কাছে অচেনা হইয়া পড়িত।

বিয়ানকার খাঁচার পশুর সে প্রায় অচেনা হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি সে সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল যে, বিয়ানকা বড় দূরহইতে স্পিট্‌কায়ারকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে তাই সেই পশুর আরও নিকটে গিয়া একগাছি চাবুক তুলিল। তাহাতে স্পিট্‌কায়ার সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া গিয়া আদিষ্ট কার্য্যটি করিল। তাহার পর সে তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করিতে লাগিল, সে "লক্ষ্মীছেলেটির মত" তাহাই করিতে লাগিল। ইহাতে আনন্দে বোষ্টক একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ক্রুটাস্ হয় তো ভাবিল, এ বেটা আমার গৃহিণীকে, দেখিতেছি, বড়ই শাসাইতেছে, এইবার আমি উহার দফা রফা করি। এই ভাবিয়া সে বিশকিট লাফাইয়া উঠিয়া বোষ্টকের উপরে পড়িয়া তাহার জঙ্ঘা কামড়াইয়া ধরিয়া সে কেমন বাহাদুরী করিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই, বোধ করি, সারকাসের অধিকারীকে বিয়ানকার কাছে লইয়া গেল।

বিয়ানকা তখন খুব প্রত্যুৎপন্ন-মতির পরিচয় দিয়াছিল। সে অবিলম্বে ক্রুটাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাণের কাছে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করিল। তখন পশুদিগকে এইরূপ কৌশলে টুলে বসানর অভ্যাস করান হইয়াছিল। কাজেই বৃদ্ধ ক্রুটাস্ অভ্যাসের বশে বোষ্টককে ছাড়িয়া আপন টুলের উপরে গিয়া বসিল।

বোষ্টক পাঁচসপ্তাহ শয্যাশায়ী ছিল। পাঁচ সপ্তাহ পরে বোষ্টক আরোগ্য-লাভ করিয়া ক্রুটাসকে কিছু শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল, কিন্তু বিয়ানকার কাতর অনুনয়ে সে তাহা করিতে পারে নাই। বিয়ানকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলে যে, দোষ তাহারই। সে যদি ক্রুটাসের দিকে পিছন না ফিরিত, তাহা হইলে ক্রুটাস তাহার সহচরীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা পাইত না। কিন্তু ক্রুটাসকে কিছু শিক্ষা দিতে না পারায় এই হইল যে, বোষ্টকের আর তাহার খাঁচায় নিরাপদে প্রবেশ করিবার পন্থা রুদ্ধ হইয়া গেল।

বোষ্টকের মিনাজেরীতে বনাভিটা বলিয়া একজন স্পেনবাসী পশুপোষক ছিল। সেই পশুপোষকদিগের সর্দ্দার ছিল। সে একটা সিংহের মুখবিবরে নিজের মাথা ঢুকাইয়া দিত। একবার সেই সিংহটার দেহে চিকিৎসকের অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়, বনাভিটা সেই চিকিৎসকের অস্ত্রপ্রয়োগকালে সেই সিংহের কাছে বসিয়া তাহাকে ভুলাইতেছিল, তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় নাই, বরং সেই সিংহটা যাহাতে আরোগ্যলাভ করে, তাহার জন্যই তাহাকে অধিক উৎসুক-বোধ হইতেছিল। এই সিংহটাকে বনাভিটা বিশেষভাবে বশীভূত করিয়াছিল বলিয়াই তাহার মুখবিবরে মুণ্ড-প্রবেশ করাইত এবং তাহার শরীরে অস্ত্র-প্রয়োগকালে তাহার কাছে বসিয়া থাকিতে সাহস পাইয়াছিল।

লোকে অনেক সময়ে বনাভিটাকে জিজ্ঞাসা করিত, বাঘের গায়ে জোর বেশী না সিংহের গায়ে জোর বেশী? ইহার উত্তরে বনাভিটা বলিত, একথার উত্তর বিশিষ্ট ব্যাঘ্র বা সিংহের উপরে নির্ভর করে।

সিংহ বা ব্যাঘ্র বুদ্ধিমান পশু নহে, বরং বোকাই। পশু-পোষকদিগের বাঁ-হাতে যে চাবুকটা থাকে, তাহা দিয়া তাহারা সিংহ কি ব্যাঘ্রকে কখন প্রহার করে না, তাই সিংহ ব্যাঘ্রে ঐ চাবুকটাই বেশী ভয় করে। হিংস্র পশুবশে সবিশেষ সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন হয়। বনাভিটা বলিত, যে সিংহ বা ব্যাঘ্রের থাবার আঘাতে আহত হইয়াও ধীরভাবে তাহার উপরে আদেশ-প্রদান করা হয়, সেই সিংহ ও ব্যাঘ্রকে শীঘ্রই বশীভূত করা যায়। একদিন বনাভিটা একটা খাঁচার মধ্যে দুইটি টুলের মধ্যদিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা সিংহ তাহার এক হাত কামড়াইয়া ধরে, বনাভিটা ভয় না পাইয়া ভূমিতে পদাঘাত করিয়া সেই ব্যাঘ্রের উদ্দেশে কহিল, "বাল্‌টিমোর, মৎলবখানা কি?" বনাভিটার পদাঘাতের আওয়াজ পাইয়া সিংহটা অভ্যাস-গুণে টুলহইতে নামিয়া পড়িল।

একবার বনাভিটা বড় বিপদে পড়িয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সে ইণ্ডিয়ানা পলিস বলিয়া একজায়গায় খেলা দেখাইতেছিল। বনাভিটা সাতটা সিংহকে সারকাসে যে খাঁচায় ক্রীড়া-প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে ঢুকাইবার পূর্ব্বে অন্য খাঁচা এই খাঁচার মধ্যবর্ত্তী গলিতে যেই ঢুকাইয়া সারকাসের খাঁচার দ্বারো-দ্ঘাটনের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে ডেনভার-নামে একটা সিংহ তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার দক্ষিণহস্ত কামড়াইয়া ধরিল। তাহা দেখিয়া অন্যান্য সিংহেরাও উত্তেজিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুইটার অধিক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, কেননা অন্যান্য সিংহেরা এ-উহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বনাভিটা মহাবিপদে পড়িল। সারকাস-দর্শিকা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। পুরুষেরা অনেকে ভয়ে পলাইয়া গেল। চারিদিকে ভারি হট্টগোল-আরম্ভ হইল। এদিকে খাঁচার দ্বার সিংহেরা চাপিয়া আছে, তাহা তাই খুলা যাইতেছে না। কোন কোন লোকে পিস্তল তাগ্ করিতেছে, কিন্তু সিংহদিগকে মারিতে সাহস করিতেছে না।

বনাভিটা এই মারাত্মক মুহূর্ত্তে কেবল সাহসপ্রকাশ করিয়াই বাঁচিয়া গেল। ডেনভার বনাভিটার অঙ্গের কোন মারাত্মক অংশ দংশন করিবার অভিপ্রায়ে যেই মুখ হাঁ করিল, অমনি বনাভিটা তাহার মুখবিবরে চাবুকের বাঁটটা খুব খানিকটা ঢুকাইয়া দিল। তাহার পর খাঁচা গলাইয়া তাহার হাতে একটা লগুড় দেওয়াতে, সে তাহার বাড়ি মারিয়া সিংহটাকে হটাইয়া দিল। ডেনভারের দেখাদেখি অন্য সিংহেরাও পিছাইল, তখন সারকাসের খাঁচার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল এবং সিংহেরা লাফাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিল। সকলের শেষে বনাভিটা ডেনভারকে তাড়াইয়া লইয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিল। তাহা দেখিয়া দর্শকেরা হাততালি দিতে লাগিল। কিন্তু বনাভিটা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, তাই সে কয়েকটা বাজি দেখাইলে তাহাকে খাঁচা-হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইল। এই ঘটনার পরে সে কয়েকমাস হাসপাতালে ছিল; কিন্তু ক্রীড়া-প্রদর্শনকালে সে যে কি ভয়ঙ্করভাবে আহত হইয়াছিল, তাহা সিংহেরা বা দর্শকেরা জানিতে পারে নাই। পশুপোষকের সাহস ও সহিষ্ণুতা এইরূপই হওয়া চাই।

খ্রীষ্ট্‌মাস্ ইভ

(গল্প।)

রাত্রি নয়টা, ভবানীপুরে রসারোডের উপর রামহরি বাবুর প্রাসাদতুল্য বাটীতে বড় গোলযোগ;—বাগানের প্রাচীর টপ্‌কাইয়া নাকি চোর আসিয়াছিল, মালি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠায় পুনরায় পলাইয়া যায়। হোমরা চোমরা দাড়ীওয়ালা দরোয়ানের দল লাঠি হাতে রাস্তায় আস্ফালন করিতেছে, পোর্টিকোতে বাবু স্বয়ং পরিজনবর্গের সহিত দণ্ডায়মান।

বিনোদ পিতার একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিসি তাহাকে মানুষ করেন। একে মা-হারা ছেলে,

তার বংশের একমাত্র ছুলাল, তাহার আদরের সীমা ছিল না; দোষের জন্য তাহাকে শাসন করিতেও কাহারও প্রাণ চাহিত না। ফলে মন্দ সংসর্গে তাহার দিন কাটিত হঠাৎ মাতৃতুল্য পিসিমাতাও, তাহার পর ছুইমাস যাইতে না যাইতে পিতা দেহত্যাগ করায় তাহার অধঃপতনের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল। রাত্রিদিন নির্ব্বিবাদে কুসংসর্গে কাটাইতে কাটাইতে অবশেষে এখন একটী পাকা চোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রামহরি বাবুর বাড়ীর উপর তাহার অনেকদিন হইতেই দৃষ্টি ছিল, শীতকালে রাত্রি নয়টার সময় যে কেহ অন্ধকার বাগানে থাকিবে, তাহা ভাবে নাই। সুবিধামত স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া অবশেষে কাজ হাঁসিল করিবে, ইহাই তাহার মতলব। কিন্তু মালি সেই সময় বাহিরে আসায় সব গোলমাল হইয়া গেল।

রামহরি বাবুর বাড়ীর অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র একতল বাড়ী। কোন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দরিদ্র ব্যক্তি তাহাতে বাস করেন। বাড়ী-টীর একটী রেল-বিহীন গবাক্ষ খোলা ছিল। ঘর অন্ধকার দেখিয়া বিনোদ দরোয়ানদের হাত এড়াইবার জন্য টপ করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। ঘরটী ছোট, ছুইটী বৃহৎ সিন্দুক ও দেওয়ালে একটী আনলায় কয়েকটী কাগড় এইমাত্র তাহার আস-বাব। পার্শ্বের একটী ঘরের দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল, সে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বিনোদ শুনিতে পাইল একটী ছোট ছেলে ও মেয়ে কথা কহিতেছে।

"না সুবি, বাবার কাছে কিছু চাস্ নি। বাবা এখন এলেন না, যদি পারেন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কিছু আনবেন।"

"আচ্ছা দাদা, কাল প্রভুর জন্মদিন, আমরা যদি প্রাণভরে প্রার্থনা করি, তাহলেও কি বাবার ভাল হবে না? মা বলতেন বিপদে পড়লেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে।"

"হ্যাঁ দিদি, তাই করিস্। নিশ্চয়ই তিনি শুনবেন।"

"কিন্তু দাদা, আমার খালি গেল বছরের কথা মনে পড়ছে। মা সেই চুপি চুপি রাত্রে বালিসের তলায় কত খেলনা, কাপড়-চোপড় রেখে দিয়েছিলেন আজ তিনি কোথায়?"

"কাঁদিস্ নি সুবি, লক্ষ্মী বোন আমার। মা যা বলতেন সব মনে রাখিস্,—কখন কারুর মনে কষ্ট দিস্ নি; তিনি বলে গেছেন আমরা ছাড়া বাবার আর কেউ নেই, তাঁহাকে যেন সুখী করতে পারি। সে কথা ভুলিস নি।"

"বাবা এখন ফিরলেন না; যদি কিছু আমাদের জন্য আনেন, তিনিও হয় ত বালিসের তলায় রেখে দিবেন। তা যদি হয়,—আঃ কাল সকালে কি মজাই হবে!!"

"হ্যাঁ ভাই, কিন্তু আর জেগে থেক না, রাত হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়।"

বিনোদ একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল একটী সামান্য ঘরে তক্তাপোষের উপর একটী ছোট ছেলে একটী ছোট মেয়েকে বক্ষে জড়াইয়া রহিয়াছে। ছেলেটী ১২।১৩ বৎসরের হইবে, বালিকার বয়স আট বৎসরের অধিক নহে। তাহাদের কথার ভাবে বুঝিতে পরিল যে, তাহারা ভাই বোন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম, খৃষ্টমাস ইত, বা সেই রাত্রে খেলনা পাওয়া সম্বন্ধে তাহার কিছুই জানা ছিল না, শুধু এইমাত্র বুঝিল যে, এই দিনে তাহারা খেলনা ও অন্যান্য উপহার পাইয়া থাকে, তবে তাহাদের পিতার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া যাওয়ায় এবার তাহার সম্ভাবনা কম। সর্ব্বোপরি সে বুঝিতে পারিল বালক বালিকা অল্পদিন হইল মাতৃহীন হইয়াছে।

ভাই বোনের কথোপকথন তাহার কর্ণে কেবলি বাজিতে লাগিল। বাল্যকালে সেও এইরূপ রাত্রে পিতৃস্বসার বক্ষলগ্ন হইয়া শুইয়া থাকিত; তিনি তাহাকে কত উপদেশ দিতেন, কত ভাল ভাল গল্প বলিয়া তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন। পিসীর মৃত্যু-শয্যার কথা মনে পড়িল, মৃত্যুকালে তিনিও বলিয়া গিয়াছিলেন, "বিনু, তোর বুড়ো বাপের আর কেউ রইল না, তুই তাঁর মনে আর কষ্ট দিস্ নে—" সে কি তাহা রাখিতে পারিয়াছে? পিসীর মৃত্যুর পর আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠায় হতাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়েই একপ্রকার তাহার পিতা মারা যান। এইপ্রকারে সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া সে আপনাকে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজ সে কি?

ক্ষুদ্র বালক বালিকার পবিত্র কথোপকথন তাহার মনে অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দিয়াছে। অনেকক্ষণ দেওয়ালে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল:—ছুই চক্ষুহইতে অবিরলধারায় জল পড়িতে-ছিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া দেখে বালক বালিকা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চোস্ত কুর্ত্তির পকেটে হাত দিয়া দেখিল,—চারিটী টাকা সঙ্গে আছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ের উপাধান পার্শ্বে ছুইটী-ছুইটী করিয়া টাকা সন্তর্পণে গুঁজিয়া জানালা টপকাইয়া বিনোদ বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর তাহার পূর্ব্ব সঙ্গিগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া-ছিল, কিন্তু কেহই তাহার আর কোনও সন্ধানই পায় নাই।

পরদিন প্রাতে উপাধানতল দেখিয়া বালক-বালিকার আনন্দ সহজেই অনুমেয়। দরিদ্র পিতা অনেক কষ্টে তাহাদের জন্য সামান্য ছুইটী ছবির বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন মাত্র। টাকা চারিটী ভগবানের দান ভাবিয়া তাঁহাকে সকলে মিলিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ-প্রদান করিলেন। কিন্তু ছুইটী ক্ষুদ্র বালক বালিকার কথোপকথনে যে একটী নির্ম্মম হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে কথা কেহই জানিল না।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

১। সে আজ প্রায় ত্রিশবৎসরের কথা, যখন আমি উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম, তখন যে ঘটনা ঘটে তাহা মনে হইলে, এখনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। বীরেন, নরেন, হরিহর ও আমি এই চারিজন, আমাদের গ্রামস্থ পাঠশালাহইতে বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য মনোনীত হই। যথা-কালে আমরা চারিজন পণ্ডিত মহাশয় সমভিব্যাহারে জেলা স্কুলে পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলাম। পরদিন পরীক্ষা-আরম্ভ হইবে ভাবিয়া মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। সকলে, যাহার যাহা

কৃকি হস্তে ভারতীয় সৈন্য।

কিছু শেষ জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে তৎসমুদয় পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। পরদিন জেলা স্কুলে পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিত মহাশয় "ভয় নাই, ভয় নাই, ফুর্ত্তিসে লিখবে" ইত্যাদি নানাপ্রকার অভয় বাক্য প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের ভয় অপনোদনের চেষ্টা করিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে সকলেই প্রশ্ন পাইলাম। আমার পার্শ্বে নৃপেন নামক গ্রামান্তরের একটী বালক বসিয়াছিল এবং তৎপার্শ্বে আমাদের হরিহর ছিল। অঙ্ক বিষয় একরকম ভালই লিখিলাম তৎপরে বাঙ্গলা সাহিত্য হইল। বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলাম কিন্তু "হুতি" ও "হুতি" শব্দের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা তখন মনে হইল না।

চুপে চুপে নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ "গার্ড" মহাশয় বলিলেন, সাবধান। সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল নাই বা কথাটার প্রভেদ লিখিলাম। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর "গার্ড" মহাশয় বলিলেন "আর দশমিনিট"। আমি তখন লোভপরবশ হইয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিহরের খাতার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম "হুতির" অর্থ হোম এবং "হুতির" অর্থ আহ্বান। দেখিয়াই নিজ খাতায় তৎ-ক্ষণাৎ তাহা লিখিলাম, মনে একটু সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিলাম না। আমি যে একমুহূর্ত্তে কতটা অন্যায় কার্য্য করিলাম তাহা একবারমাত্রও ভাবিলাম না। পণ্ডিত মহাশয়কে "বেশ লিখি-য়াছি" বলিতেও জিহ্বা কম্পিত হইল না।

* * * *

২। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু ফল বাহির হইতে এখনও একমাস বিলম্ব আছে। আমি গৃহে বসিয়া উচ্চশ্রেণীর দুই-একখানি পুস্তক দেখিতেছি এমন সময়ে বীরেন আসিয়া বলিল "চল ভাই বোসেদের বাগানে বেড়াইতে যাই।" পথে যাইতে যাইতে নরেন ও হরিহরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার পিতার জমিদারী সম্পত্তি বড় বেশী থাকুক না থাকুক মাঝারি রকমের ছিল।, বীরেনের পিতা পূর্ব্ববঙ্গে কোনও এক সওদাগরী আফিসে চাকরী করিতেন। নরেনেরও অবস্থা মন্দ

ছিল না, তাহারও আমার ন্যায় মাতা, পিতা ছিলেন এবং সংসারও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় ছিল। কিন্তু হরিহর! ত্রিভুবনে তাহার ছিল কে?

৩। একমাত্র দরিদ্রা, অনাথিনী ও বিধবা মাতা। তিনি একমাত্র পুত্রের ক্লেশ-নিবারণের জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিতেন। বহু কষ্টে হরিহরের পাঠ্য পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় বিনাবেতনে হরিহরকে পড়াইতেন। নানাপ্রকার কথোপকথনের পর আমারা বোসেদের বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোসেদের বাগানে কাশীর পেয়ারার গাছ ছিল এবং গাছগুলিও পেয়ারার ভারে অবনত ছিল। বীরেন ও হরিহর গাছে উঠিল। সকলে মিলিয়া খুব পেয়ারা খাইলাম, স্বধু পেয়ারা নহে কাঁচা আম ও আনারস খাওয়ার পর আমরা নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করিলাম।

৪। হঠাৎ একদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল। বীরেন ও আমি বৃত্তিলাভ করিলাম। পণ্ডিত মহাশয় নম্বর আনাইলেন, দেখা গেল এক নম্বরের জন্য হরিহর বৃত্তিলাভ করিতে পারে নাই। আমার আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদ দেখা দিল। কিছুই ভাল লাগিল না। গৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। বুকে যেন একটা ভারী বোঝা অনুভব করিতে লাগিলাম।

৫। ক্রন্দনের পর যেমন শোকের বেগ কিছু প্রশমিত হয়, সান্ত্বনা বাক্যে যেমন ক্রোধের উপশম হয়, তেমনি মনের আঘাতের কারণ কাহাকেও বলিলে, বেদনার লাঘব হয়। রাত্রে কিছু আহার করিলাম না, মাথা ধরিয়াছে "ছুতা" ধরিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিলাম। পরদিন হরিহরের বাটী যাইলাম। মনে করিলাম তাবৎ বৃত্তান্ত সমুদয় হরিহরকে বলিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব। আর যেমন করিয়া পারি তাহার বৃত্তি তাহাকে ফেরৎ দিয়া নিজের বুকের বেদনার লাঘব করিব। কিন্তু ভগবান্ তাহাতে বাদ সাধিলেন। না, না, ভগবানের দোষ দিই কেন, সে আমার অদৃষ্ট। যাইয়া দেখিলাম হরিহর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। কিয়ৎক্ষণ হরিহরের মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলাম তৎপরে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত হরিহরের মাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজ গৃহে ফিরিলাম। হায়! আমি তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষাও করিতে পারিলাম না।

৬। ঘরে আসিয়া মাতাকে হরিহরের পীড়ার কথা বলিলাম এবং পিতাকে জানাইয়া একজন ডাক্তার আনিবার জন্যও অনুরোধ করিলাম। আমাদের গ্রামের দুই মাইল দূরে একজন ডাক্তার থাকিতেন।

তাঁহার নাম আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি আমাদের গৃহেও দুই তিনবার আসিয়াছিলেন। এজন্যই আমি তাঁহাকে জানি ও তাঁহার নাম বেশ মনে পড়ে বলিলাম।

৭। বৈঠকখানা হইতে পিতাঠাকুর মহাশয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন মা তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন ও ডাক্তার বাবুকে আনিবার জন্য লোক পাঠান আবশ্যক কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তদুত্তরে আমাকে হরিহরের বাটীতে গমন করিতে বলিয়া ডাক্তার আনিবার জন্য আমাদের চাকর নিতাইকে প্রেরণ করিলেন। আমার ত যাইবার ইচ্ছা খুবই ছিল বিশেষতঃ হরিহরের মাতার নিকট কিয়ৎক্ষণের জন্য মাত্র বিদায় লইয়া আসিয়াছি স্নুতরাং এখন যখন পিতাঠাকুর মহাশয়ের আজ্ঞা পাইলাম তখন ত পথ নিষ্কণ্টক। আমি হরিহরদের গৃহে যাইয়া যথারীতি রোগীর যত্ন লইতে লাগিলাম।

৮। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। হরিহরকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "রোগীর অবস্থা তত স্নুবিধা নয় ইহার সন্নিপাতিক বিকার হইয়াছে। তবে বিশেষ যত্ন লইলে ভাল হইতে পারে। আমি দুইপ্রকার ঔষধ দিয়া যাইতেছি ঠিক সময়মত সেবন করান চাই। পরদিন আমি পুনরায় আসিয়া দেখিয়া যাইব।" আমি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া ও ঘড়ি ধরিয়া সময়মত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে হরি এই বলিয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল "অ্যাঁ এক নম্বর কম তবে আমার পড়া শেষ।" পরদিন প্রভাতে রোগীর অবস্থা কিছু ভাল বোধ হইল। আমি নিজ গৃহে ফিরিলাম আমার পরিবর্ত্তে বীরেন তাহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু যেই আমি উহাদের বাড়ীহইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম তৎক্ষণাৎ "অ্যাঁ এক নম্বর কম তবে আমার পড়া শেষ" শুনিতে পাইলাম। কিছুই ভাল লাগিল না। এমন কি ভোজনে, শয়নেও প্রবৃত্তি হইল না। গৃহে আসিয়া দায়ে পড়িয়া কিছু আহার করিতে হইল। কিন্তু মনের মধ্যে কে যেন বলিতেছে, এক নম্বর কমের কারণ তুমি।

৯। আমি হরিহরদের বাটী আর যাইব না, কারণ এই সঙ্কটময় পীড়ায় যদি হরিহর প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে হরিহরের মৃত্যুর কারণ আমি ব্যতীত অন্য কেহ নহে। হায়! আজ আমি আমার প্রাণের বন্ধু হরিহরের মিত্রতাচরণ না করিয়া শত্রুতাচরণ করিলাম। প্রকারান্তরে আজ আমি হরিহরের শত্রু স্নুতরাং হরিহরের গৃহে প্রবেশ করিবার আমার সামর্থ্য নাই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না, হরিহরের বাড়ী যাই, যদি আমি নিয়ত তাহার সেবা করিয়া তাহাকে আরোগ্যলাভ করাইতে পারি তাহা হইলেও কতকপরিমাণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।

ভাল হইলে পর তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। সে নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করিবে।

১০। আমি হরিহরদের বাটী গমন করিলাম। যাইয়া দেখিলাম বীরেন নিদ্রিত হরিহরের মস্তকে হাত বুলাইতেছে। কিঞ্চিৎপরে পিতাঠাকুর মহাশয় ও ডাক্তারবাবু আসিলেন। হরিহরকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন "আজ রোগী কিছু ভাল আছে বোধ হইতেছে। ক্রমে পণ্ডিত মহাশয়ও হরিহরকে দেখিতে আসিলেন। পাঁচজনের কথাবার্ত্তায় হরিহরের তন্দ্রা দূর হইল কিনা বলিতে পারি না সে পুনরায় বলিয়া উঠিল "অ্যাঁ এক নম্বর কম তবে আমার পড়া শেষ।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ডাক্তারবাবু এক নম্বর কম হেতু বালক বৃত্তিলাভ করিতে পারে নাই তজ্জন্য সে অন্তঃকরণে বিশেষভাবে আঘাত পাইয়াছে। অতএব যাহাতে উহার অন্তঃকরণের ব্যথার লাঘব হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। ডাক্তারবাবু বলিলেন পণ্ডিত মহাশয় রোগীর এখন অচেতনাবস্থা। কিরূপে উহার ব্যথার লাঘব হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না তবে আমি তজ্জন্য চেষ্টিত রহিলাম।

১১। আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নতজানু হইয়া বলিলাম "মহাশয় প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিহরই বৃত্তি পাইবে, কারণ পরীক্ষার সময় আমি উহার খাতা দেখিয়া এক নম্বরের সুবিধা করিয়া লই।" খাতা না দেখিলে হরিহরই বৃত্তিলাভ করিত। আমার এইরূপ দোষসত্ত্বেও তাঁহারা আমাকে কিছু বলিলেন না বরং পণ্ডিত ও পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন "বৎস তুমি যে আত্মদোষ নিজে বিবৃত করিতে শিখিয়াছ তজ্জন্য তুমি ক্ষমা ও প্রশংসার পাত্র।" তৎপরে দুই দিবস বেশ ভাল ভাবেই কাটিল। কিন্তু তৃতীয় দিবসে রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। এক দিবস পিতা ও পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ পাঠশালার নিকট সমবেত হইল। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন "তুমি সমবেত জন-মণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ঘৃণায়, দুঃখে, লজ্জায় ও ক্ষোভে আমি নতমুখ হইয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। মনে হইল বক্ষস্থলহইতে ভারি বোঝা নামিয়া গেল।

১২। হরিহরের বাটীতে যাইয়া দেখিলাম, হরিহর নিস্তব্ধ। তাহার মুখ উজ্জ্বল বোধ হইতে লাগিল কিন্তু নির্ব্বাণমুখ প্রদীপের বিষয় ভাবিয়া আমি ভীত হইলাম। হরিহর চক্ষুমেলিয়া বলিল "ভাই তুমি যে আমাদের বাড়ীতে ? এত সব সরঞ্জাম কিসের।" আমি আবেগভরে বলিয়া ফেলিলাম "ভাই তুমিই বৃত্তি পাইয়াছ আমি পাই নাই।" 'অ্যাঁ বৃত্তি'! বলিয়া হরিহর পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু একটী ঔষধ ঢালিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা আর খাওয়াইতে হইল না মৃত্যু সাদরে হরিহরকে আলিঙ্গন করতঃ তাহার সকল জ্বালা অপসৃত করিল। হরিহরের মাতা মূৰ্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।

১৩। তৎপরে হরিহরের সৎক্রিয়ার পর তাহার স্মৃতিচিহ্নের নিমিত্ত তাহাদের বাটীতে যাইলাম কিন্তু তাহার পাঠ্য পুস্তক ও সে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত এমন একখানি মলাট-বিহীন "বালক" ব্যতীত অন্য কিছুই পাইলাম না। সেই "বালক" কয়খানি সযত্নে বাটী আনিলাম।

১৪। তৎপরে আজ ৩০ বৎসর অতিক্রম হইয়াছে পূজনীয় পণ্ডিত ও পিতাঠাকুর মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রতিমাসে ৫৲ করিয়া হরিহরের নিমিত্ত জমা রাখি বৎসরান্তে ঐ টাকাদ্বারা হরিহরের পরলোকে আত্মার উন্নতির জন্য "ব্রাহ্মণ ভোজন" হয়। তাহার স্মৃতিচিহ্ন "বালক" এখনও পেটিকায় সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি কেহ দেখিতে চাহিলে এখনও দেখাইতে পারি কিন্তু ইহাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ?

অদ্ভুত মুদ্রা।

সম্প্রতি জাপানেরা জার্ম্মাণগণের নিকটহইতে কারোলাইন দ্বীপটী কাড়িয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে এই দ্বীপটী অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের আবাসভূমি ছিল। ইয়াপ্ নগর এই দ্বীপের রাজধানী। পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে এই দ্বীপের কতক বিবরণ পাওয়া যায়। বৃহদাকার, গোলাকার এবং পেষক-পাষাণের ন্যায় কেন্দ্রস্থলে ছিদ্রযুক্ত বন্ধুর ও কদাকার প্রস্তর এই দ্বীপের প্রচলিত মুদ্রা। এই সকল মুদ্রার কতকগুলি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত করা হইয়াছে।

এই দ্বীপে বাস করিতে হইলে সরল-জীবনযাপনে অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ এই অসভ্য অধিবাসীগণ আমাদের আধুনিক সভ্যমনুষ্যাপেক্ষা এতই সরল যে তাহাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই দেশে রম্ভা, নারিকেল, ইত্যাদি সকলপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য চাহিলেই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এই দেশে আর একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের আবরণ মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। কোন লোককে পরিধেয় বস্ত্র কিনিতে হইলে তাহাকে কচিৎ এইপ্রকার মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং জীবনে মনুষ্যের এই স্থানে টাকার আবশ্যকে পড়িতে হয় না। এই দুইপ্রকার মুদ্রা উল্লিখিত মিউজিয়মে অনেকগুলি সঞ্চিত আছে।

কোন লোককে বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে

এই বৃহৎ প্রস্তর ব্যবহার করিতে হয়। একটী শূকরের মূল্য একটী পঞ্চশত পাউণ্ড ওজনের একখণ্ড প্রস্তরের সমান। গহনা-পত্র ক্রয় করিতে হইলে লোকে শত পাউণ্ড ওজনের প্রস্তর ব্যবহার করে। অধিবাসীগণ নিকটস্থ পেলোদ্বীপ হইতে ভেলায় আরোহণ করিয়া এই সকল প্রস্তর তাহাদের দেশে আনয়ন করিয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যে তাহার ধন সম্পত্তি বাটীর সম্মুখে রক্ষা করে। এই সকল প্রস্তর অত্যধিক ভারি এবং চোরে তাহা সহজে চুরি করিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীরের সম্মুখে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিয়া থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুকুরের ভালবাসা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোষ্টন নগরের পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটী কুকুরকে একখণ্ড কাগজ মুখে লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে প্রায়ই দেখা যাইত। উক্ত কুকুরের প্রভু একজন সংবাদ পত্র বিক্রেতা এবং এই কর্ম্মশীল পশুটি তাহার ক্ষুদ্র প্রভুর কর্ম্মে সহায়তা করিবার নিমিত্ত এক-একখানি সংবাদপত্র মুখে লইয়া খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিয়া আসিত। কুকুরটির গলদেশে একটী ক্ষুদ্র চর্ম্ম-নির্ম্মিত থলি বাঁধা থাকিত এবং ক্রেতাগণকে পত্র কিনিবার পূর্ব্বে পত্রের মূল্য অগ্রিম ঐ থলিতে দিতে হইত। এইপ্রকারে এক-খানি পত্র বিক্রয় করা হইলে কুকুরটী পুনরায় আর একটি পত্র বিক্রয় করিবার জন্য তাহার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইত।

উল্লিখিতরূপে কর্ম্মশীল পশুটি নিঃশব্দে ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নরনারীগণের নিকট দিবসের সংবাদ লইয়া যাইত ক্রেতাগণ থলিমধ্যে মূল্য রক্ষা করিয়া সংবাদ পত্র লইয়া চলিয়া যাইত। কখন কখন দোকানদারগণ এবং ছেলের দল কুকুরটির সহিত কথা বলিবার জন্য ঐ স্থানে অপেক্ষা করিত। রাস্তায় শত ও তদূর্দ্ধ সংখ্যা ব্যক্তিকে ঐ কুকুরের নিকট হইতে সংবাদ পত্র ক্রয় করিবার আশায় অপেক্ষা করা, একটী স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল। নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী ঐ ক্ষুদ্র কর্ম্মদক্ষ বুদ্ধিমান পশুটির নিকট সংবাদ পত্র কিনিতে ও বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে উদ্‌গ্রীব থাকিত।

প্রতি সপ্তাহে পশুটি প্রায় ৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিত এবং তাহার দয়ালু প্রভু তাঁহার প্রত্যেক দ্রব্যের অংশ ঐ কুকুরটিকে দিতেন। এমন কি গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত ভালবাসারও কিয়ৎ অংশ ঐ প্রিয় পশুটিকে দান করিতেন। পৃথিবীতে পশু ও মনুষ্যের এইপ্রকার ভালবাসা অতি বিরল।

জর্ম্মাণ শেলগোলার আঘাতে চূর্ণীকৃত একটি গির্জ্জার অভ্যন্তর ভাগ।

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হস্তদ্বারা ছায়াবাজী প্রদর্শন

ছায়াতত্ত্বের আলোচনা একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ সকলেই দেখিয়াছ। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীটি সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে সমসূত্রে থাকায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়। তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা ঐ ছায়ার আকৃতি হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে।

একদিকে যেমন ছায়ার আলোচনা করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক

বিষয় জানা যায় সেরূপ অন্যদিকে আবার ছায়াদ্বারা অনেক আমোদও করা যাইতে পারে। শুধু হাতের ছায়া দেয়ালের উপর ফেলিয়া অনেক তামাসা দেখান যাইতে পারে। ইহার জন্য একটি ল্যাম্পের আলো আবশ্যক। আলো বাতাসে নড়িলে তামাসা দেখান যায় না। গ্যাসের আলো বা ইলেক্ট্রিক্ আলো হইলে ত কথাই নাই। ছায়া ফেলিবার জন্য ঘরের একটি সাদা দেয়াল বা একখানি সাদা পরদা চাই। আর কোন উপকরণেরই আবশ্যক নাই।

এ বিষয়ে শিখাইয়া দিবার বিশেষ কিছু নাই। প্রথমতঃ আমাদের হস্তদ্বয় আলো ও দেয়ালের মধ্যবর্ত্তী থাকা চাই। ছবিতে যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া বুদ্ধিমান বালকবালিকারা একটু অভ্যাসের ফলেই নানাপ্রকার পশুর ছায়া দেখাইতে পারিবে। যেপর্য্যন্ত ছায়াটি পরিষ্কার ও সম্পূর্ণরূপে ঠিক না হয় সেপর্য্যন্ত ছবিতে হস্তের অবস্থা যেরূপ দেখান হইয়াছে তাহার অনুকরণ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে ইহাদের প্রত্যেকটি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে শেষে আর ছবি না দেখিয়াও ঐ সকল ছায়া দেখান যাইতে পারিবে।

ছায়া ফেলিবার কৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা হইলে পর বৃদ্ধাঙ্গুলী বা অন্যান্য অঙ্গুলী নাড়িয়া ছায়াময় আকৃতিগুলির খাওয়া, মুখ, পা, কাণ প্রভৃতি নাড়া-চাড়া দেখান যাইতে পারে। ১১ নম্বরের ভল্লুকের ছায়াটির পা, কাণ, মুখ প্রভৃতি নাড়িয়া অনেক প্রকারের তামাসা দেখান যাইতে পারে। এতদুপরি যদি নানারূপ পশু পক্ষীর শব্দ—যেমন কুকুরের শব্দ, হাঁসের শব্দ ইত্যাদি, অনুকরণ করা যায় তবে আরও চমৎকার হয়।

ছবিতে যে কয়টি ছায়ার চিত্র দেখান হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। হস্তদ্বয় ও অঙ্গুলীসমূহের ভিন্নভিন্নরূপ কৌশলে এরূপ শত শত ছায়া দেখান যাইতে পারে। ছায়া দেখাইবার কৌশল অভ্যাস করিতে থাকিলেই নানাপ্রকার নূতন নূতন ছায়া দেখাইবার উপায় আপনাহইতেই মাথায় আসিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হস্ত ঠিক একস্থানে রাখিয়াই উহা একটু বাঁকা বা সোজা করিয়া ধরিবার ফলে এবং একটি বা দুইটি আঙ্গুল একটু এদিক ওদিক নাড়িয়া রাখিবার ফলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছায়ার উৎপত্তি হয়।

আলোটি যতই উজ্জ্বল হইবে ছায়াও ততই কালো হইবে। আর, হাত যতই আলোর সম্মুখে থাকিবে ছায়াতে প্রদর্শিত আকৃতিটিও ততই স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইবে এবং যতই আলো হইতে দূরে ও দেয়ালের নিকটে থাকিবে ততই আকৃতিটি অস্পষ্ট হইবে।

যখন তখন তামাসা দেখাইবার জন্য সাধারণতঃ একটি দেয়াল বা জানালার পরদাতেই কাজ চলিতে পারে। যাহারা নূতন নূতন আকৃতির ছায়া দেখাইতে সিদ্ধহস্ত তাহাদের পক্ষে অনেক লোককে তামাসা দেখাইবার সময় একখানি বিশেষ পরদা বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। সহজেই ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। চারিখানা সরু কাষ্ঠফলক লইয়া যে কোন আকারের একটি চৌকশ ফ্রেম্ তৈয়ার করা যাইতে পারে তারপর, তদুপরি একখণ্ড সাদা ভারী কাপড় আঁটিয়া লাগাইতে হইবে। তামাসা দেখান শেষ হইয়া গেলে উহা অনায়াসে আলমারা বা অন্য কিছুর পিছনে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঐরূপ পরদা ব্যবহার করিবার সময় যে দিকে আলো রাখিয়া উহার উপর ছায়া ফেলিতে হইবে দর্শকগণ তাহার অপরদিকে থাকিবে তাহারা সেই দিকহইতে কেবল পরদার উপর পতিত ছায়া দেখিতে পাইবে।

যাহারা ইহা অপেক্ষাও সুন্দররূপে তামাসা দেখাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যাহাদের তদনুযায়ী সময় আছে তাহারা পরদাখানির উপরিভাগ ও চতুঃপার্শ্ব উপযুক্তরূপে চিত্রিত করিয়া পরদাখানিকে একটি নাট্যমঞ্চের ছবির মত করিতে পারেন। ইহাতে পরিশ্রম ও খরচ অতি সামান্য, কিন্তু ইহাতে ছায়াগুলি দর্শকগণের নিকট অধিকতর মনোরম হইবে।

শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত।
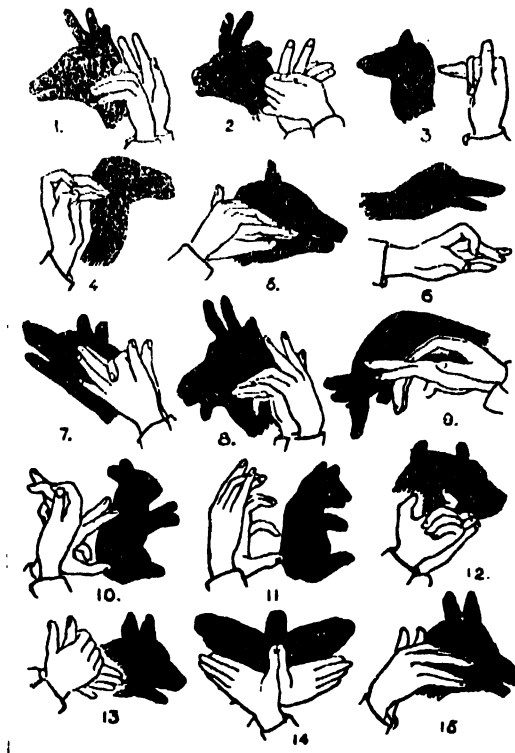
পুতুল ঝাঁপি।

(শিশুদিগের জন্য বিশেষভাবে লিখিত।)

এক বর বিয়ে ক'রে ক'নে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। বরের পাল্কি আগে যাচ্ছে ক'নের পাল্কি শেষে। সকালবেলা বর-ক'নে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছে, ক্রমে ক্রমে দুপুর বেজে গেল, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌ছে, তখনও বরের বাড়ী পৌঁছিতে অনেক দেরী, এমন সময় তারা একটী গ্রামের ধারে এসে পৌঁছিল। বেহারারা সেইখানে পথের ধারে একটা গাছতলায় পাল্কি দুখানা নামিয়ে কেউ বা জল খেতে কেউ বা নাইতে গেল। বরও নিকটের একটি দোকানে জল খেতে চ'লে গেছে, পাল্কির কাছে কেউ নেই ক'নে একলাটি কেবল পাল্কির ভিতর ব'সে আছে এমন সময় সেইখান দিয়ে এক মুচিনী যাচ্ছিল সে দে'খ্‌লে যে বর-ক'নের দুখানি পাল্কি গাছতলায় র'য়েছে কেউ কোথায় নেই, কেবল একটি সুন্দর টুক্‌টুকে ক'নে পাল্কির ভিতর ব'সে রয়েছে। দেখে মুচিনী চারিদিক চেয়ে দে'খ্‌লে কেউ আস্‌ছে কি না—তখন জোর ক'রে ক'নেকে পাল্কিথেকে বার করে ঘাড় মুচ্‌ড়ে মেরে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে—দিয়ে আপনি সেই ক'নের গহনা চেলির শাড়ি, ফুলের মালা, মাথার সিঁথি-ময়ূর, সমস্ত প'রে ক'নে সেজে পাল্কির ভিতর বসে রহিল। খানিক পরে বর আর অন্য লোক জন সকলে জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গাছতলায় ফিরে এল; বেহারারা পাল্কি কাঁধে করে আবার বরের বাড়ীর দিকে চল্‌লো। বরের বাড়ী পৌঁছে—সব মেয়েরা ক'নে তুলতে এসে দেখে যে ক'নে একটা মস্ত 'ধেড়ে মাগী'; ঘোমটা খুলে দেখে—না, কালো, দাঁত উঁচু, নাক থেঁদা, কোটর-চোখ,—ভয়ানক বিশ্রী দেখতে,—ঠিক যেন মুচি-মাগী। ক'নে দেখে মেয়েরা সব বলাবলি ক'র্‌তে লাগলো—"ওমা কোথা যা'ব, একি বৌ,—এ যে ধেড়ে মাগী, ছি ছি, বর কি বৌ নিয়ে এল গো—ইত্যাদি। যাহোক কি আর করবে—যখন বৌ হ'য়ে এসেছে, তখন তো আর ফে'ল্‌তে পারে না—কাজেই মুচিনীকে বরণ ক'রে ঘরে তুললে। বর মনে ক'র্‌ছে শুভ-দৃষ্টির সময় এমন ছোট্ট মুখখানি দে'খ্‌লুম,—আর এক রাত্রির মধ্যে এমন কুৎসিত মাগী কি ক'রে হ'ল। বর তো ভেবে-চিন্তে কিছুই ঠিক ক'র্‌তে পা'র্‌লে না। কি করে—মুচিনীকে নিয়েই ঘরকর্ন্না ক'র্‌তে লাগল।

একদিন বর আর তার ভাই গঙ্গা নাইতে গিয়েছে,—এমন সময় দে'খ্‌লে যে একটী চমৎকার পদ্মফুল ভেসে আসছে। দেখে, তারা দুই ভায়েই পদ্মফুলটী ধ'র্‌তে গেল। কিন্তু বরের ভাই যেই ধরতে যায় অমনি ফুলটী স'রে স'রে যায়; আর বর যেই ধরতে যায়, অমনি কাছে কাছে আসে। বরের ভাই বল্লে,—"দাদা, আমি নিতে গেলে ফুলটী স'রে স'রে যায়, আর তুমি ধ'র্‌তে গেলে তোমার দিকে আসে। এর মানে কি?" বর বল্লে,—"আমিও তাই, তাই ভা'ব্‌ছি। তা' চল ফুলটী নিয়ে বাড়ী যাই।" ব'লে, বর স্নান-শেষ করে ফুলটী নিয়ে ছোট ভায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ী ফিরে বর চালের বাতায় ফুলটী রেখে কাপড় ছা'ড়্‌ছে, আর মুচিনী এসে দেখে না একটা পদ্মফুল রয়েছে। মুচিনী দেখেই চিনেছে যে সেই ক'নে পদ্ম-ফুল হ'য়ে ফুটে রয়েছে, অমনি রাগে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফুলটি ছিঁড়ে ছাইগাদায় ফেলে দিলে।

বর তাকে ফুল ছিঁড়তে দেখে "হাঁ হাঁ কর কি, কর কি, অমন সুন্দর ফুলটি ছিঁড়ো না" বলে দৌড়ে এল; কিন্তু ততক্ষণে সে ছিঁড়ে ছাইগাদায় ফেলে দিয়েছে। তখন আর কি হবে বর মুচিনীকে ব'ক্‌তে লাগলো. বল্লে "কেন তুমি ফুল ছিঁড়লে?" মুচিনী ব'ল্‌লে, "আমি পদ্মফুল দে'খ্‌তে পারি না, পদ্মের গন্ধে আমার অসুখ করে ও বিশ্রী ফুল;" সুতরাং আর কি ব'ল্‌বে, চুপ করে রইলো। ভা'ব্‌লে যেমন চেহারা, তেমনি প্রবৃত্তি।

কিছুদিন পরে সেই ছাইগাদায় একটি লাউগাছ হলো, গাছটি দেখতে দেখতে খুব শীঘ্র বড় হয়ে উ'ঠ্‌তে লাগলো বর লাউগাছ-টিকে ভারি ভাল বাস্‌তো, তাই যত্ন করে ডগাগুলি মাচার উপর তুলে দিলে আর রোজ তা'তে জল দিত, গোড়া খুঁড়ে দিত। বর লাউগাছটির কাছে গেলেই ডগাগুলি যেন বরের গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ধ'র্‌তো আর কেউ কাছে গেলে অমনি মাচার উপর লতিয়ে প'ড়ে থাকতো। কিছুকাল পরে একটি লাউ হল, বর লাউটি পেড়ে দিলে, বরের মা লাউটি কুটে বৌকে দিয়ে বল্লে "ও বৌমা, ছেলে নাইতে গেছে, তুমি শীঘ্র লাউটুকু চড়িয়ে দাও, তার বড় আদরের লাউ গাছের প্রথম ফল, দেখো যেন ভাল করে রেঁধো।" মুচিনী বৌ লাউটি হাঁড়ি ক'রে রাঁ'ধ্‌তে চড়িয়ে দিলে। লাউ তখনও রান্না হয় নি, মুচিনী শাক ধুতে পুকুর-ঘাটে গেছে, এমন সময় বর স্নান করে এসে মায়ের কাছে ভাত চাইলে। মা ছেলের জন্য রান্নাঘরে ভাত বা'ড়্‌তে গিয়ে লাউ সিদ্ধ হয়েছে কি না তাই দে'খ্‌বার জন্য যেমন হাঁড়ির মুখের ঢাকা খুলেছে, অমনি শুনতে পেলে যে লাউ থগড় বগড় করে ফুট্‌ছে আর বল্‌ছে—

থগড় বগড় থগড় বগড়
মুচির মাথা খাই
থগড় বগড় থগড় বগড়
মুচির মাথা খাই।

"ও মা হাঁড়ির ভিতর লাউ কি বলে গো ওগো ও বৌমা,

লাউ কি বলে গো মা—এমন ত কখন শুনি নি" এমন সময় শাকের চুপড়ি হাতে করে মুচিনী রান্নাঘরে ফিরে এসে শোনে—না লাউ ব'লছে "খগড় বগড় খগড় বগড় মুচির মাথা খাই" শাশুড়ি বল্লে, "ও বৌমা, লাউ কি বলে শোন।" বৌ না অমনি হাঁড়িসুদ্ধ লাউ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলে, লাউগাছটা ছিঁড়ে পুকুর-ঘাটে ফেলে দিলে। সবাই হাঁ হাঁ কর কি কর কি বল্লে, আর কর কি—বৌ কি তা শোনে, শাশুড়ী বল্লে, "লাউটা মুচির মাথা খাই বলছে বলে তোমার এত রাগ কেন বাছা তুমি ত আর মুচির মেয়ে নও তোমার যদি এত রাগ তবে বোধ হয় তোমার বাপ সত্যি সত্যিই মুচি।" অমন নকুলকে লাউগাছটি ছিঁড়ে ফেল্লে দেখে বরের বড় দুঃখ হলো মুচিনীর উপর কত রাগ করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে পুকুর-ঘাটে একটি নারিকেল গাছ হলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারাটি খুব বেড়ে উঠলো, বর নধর গাছটি দেখে খুব যত্ন করতো আর লাউগাছের শোক ভুলে গেল। বর নারিকেল গাছের দিকে গেলে মনে হ'তো যেন পাতাগুলি হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বরকে আয় আয় বলে ডাকছে। হাওয়াতে গাছের পাতা ন'ড়ে সর সর শব্দ হলে মনে হ'তো যেন কে গান করছে। বর কাজকর্মে অবকাশ পেলেই নারিকেল গাছের কাছে বসে থাকতো মুচিনী রাগ করে বল্‌তো "এমন মানুষও দেখিনি, দিন রাত পুকুর-ঘাটে বসে থাকা কেন? মেয়েরা কি তোমার জন্যে ঘাটে আস্‌তে পারবে না নাকি?"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছে একটি নারিকেল ফ'ল্‌লো, নারিকেলটি বেশ বড় হলো এখন সেই সময় বরের বাড়ীর সকলে রোজ ভোরে উঠে দেখে যে উঠানে ছড়া ঝাঁট দেওয়া হ'য়ে গেছে উঠান তক্-তক্ ক'র্‌ছে, বাসন সমস্ত মাজা ঝক্-ঝক্ ক'র্‌ছে—তাই ত কে এত ভোরে গৃহস্থের সব কাজ করলে এ ওকে জিজ্ঞাসা করে "হাঁ গা তুমি করেছ" ও একে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁগা তুমি করেছ" সবাই বলে না বাপু আমি ত করি নি তাই ত তবে কে ক'র্‌লে? সে দিন ত এমনি করে কাট্‌লো, তার পরদিন খুব ভোরে সকলে উঠে দেখে যে, সেদিনও ঠিক অন্যদিনের মত সমস্ত ঘর বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—গৃহস্থের কাজকর্ম সমস্ত সারা হয়ে রয়েছে। এমনি প্রতিদিন হ'তে লাগলো, গৃহস্থ অবাক কে কাজ করে যায়, কেউ তাকে দেখ্‌তে পায় না। কেউ বলে ভূতে করে যায়, কেউ বলে পেত্নীতে করে যায়, যার যা মনে আসে সে সেই কথা বলে। একদিন বর ভাবলে যে আমাকে দেখ্‌তে হবে কে এমন ক'রে ঘর-কন্নার কাজ সেরে যায়। রাত্রে মুচিনী ঘুমুলে বর আস্তে আস্তে উঠে আপনার ঘরের জানালার কপাট অল্প খুলে চুপ করে বসে রইল। খানিক পরে দেখলে যে একটি মেয়ে খিড়কির দিক্‌থেকে এসে উঠান ঝাঁট দিলে, রান্নাঘর নিকোলে, বাসন মাজ্‌লে, জল তুল্‌লে, যত কিছু কাজ সব সেরে আবার আস্তে আস্তে খিড়কি দিয়ে চলে গেল। তার পরদিন বর ভাবলে আজ দেখ্‌তে হবে কোথায় যায়, বর আবার তেমনি করে জানালার কপাট অল্প খুলে বসে রইল; কাজকর্ম সেরে যেমন মেয়েটি চলে গেল, বরও তার সঙ্গ নিলে, দেখলে যে পুকুর-ঘাটের সেই যে নারিকেল গাছটিতে নারিকেল ফলেছে, সেই নারিকেলটি দুফাঁক হলো আর মেয়েটি সেই নারিকেলটিতে ঢুকে গেল, আবার নারিকেলটি জুড়ে গিয়ে যেমন ছিল তেমনি হলো। বর ভাবলে এ কি পেত্নী না কি? কিন্তু পেত্নী ত গাছেই থাকে নারিকেলের ভিতর ত থাকে না, এ আবার কিরকমের পেত্নী! যা হোক কাল একে আমি ধরবো। তার পরদিন মেয়েটি যেমন কাজকর্ম সেরে গাছে উঠতে যাবে, অমনি বর তাকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটি বল্লে, "ছাড় ছাড়, আমার হাত ছাড়" বর বল্লে, "তুমি কে আমাকে বল" মেয়েটি বল্লে, "আমি কেউ নয় তুমি আমার হাত ছেড়ে দেও" বর বল্লে, "যখন তোমাকে ধরেছি, তখন কখনই ছাড়বো না, বল তুমি কে, আর কেন রোজ আমার ঘরের কাজকর্ম করে রেখে পালিয়ে যাও মেয়েটি যখন কিছুতেই বল্লে না, তখন বর বল্লে, "আচ্ছা না বল না ব'ল্‌বে কিন্তু গাছে থাকা তোমার আর কিছুতেই হবে না তোমাকে আমার বাড়ীতে থাকতে হবে। এই ব'লে বর তাকে আর যেতে দিলে না এদিকে ভোর হয়ে এলো মেয়েটি আর পালাতে পারলে না, বরের বাড়ী রইল বর তখনি গিয়ে অত সাধের নারিকেল গাছটি এক কোপে কেটে ফেলে দিলে; মেয়েটি আর কোথায় যাবে বরের ঘরেই থাকতে লাগলো। পূর্ব্বের মত সমস্ত ঘরের কাজ সে ক'রতো, মুচিনীকে আর কিছুই করতে হতো না। মুচিনী ভাব্‌লে থাক না, দাসীর মতন কাজকর্ম করবে, তবে যদি বরকে কিছু ব'লে দেয় তাহলে এবার ঘাড় মট্‌কে পুকুরে পুতে ফেলবো।

এমনি করে কিছুকাল কাট্‌লো মুচিনী রাণীর মত থাকে আর কন্যা দাসীর মত কাজকর্ম করে খায়-দায় থাকে, একদিন বর বিদেশে যাবে, তাই বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রলে "আমি বিদেশে যাব তোমাদের জন্য কি আনবো?" সকলেই বল্লে "আমার অমুক এনো তমুক এনো।" যার যা ইচ্ছা সে তাই আনতে ব'ল্‌লে। মুচিনী বল্লে, "আমার জন্য কাপড় এনো, গহনা এনো, ভাল ভাল জিনিস এনো" কন্যাকে সবশেষে বর জিজ্ঞাসা করলে সবাই ত সব বল্‌লে তুমি ত কিছু বল্‌লে না বল তোমার জন্য কি আনবো, সে ব'ল্‌লে "আমার জন্য একটি পুতুল ঝাঁপি এনো।"

কিছুদিন পরে বর বিদেশ থেকে ফিরে এল, যে যা চেয়েছিল তাকে তাই দিলে কন্যাকে পুতুল ঝাঁপি দিলে। রোজ রাত্রে কাজকর্ম সারা হ'লে, গৃহস্থেরা সকলে মলে মেয়েটী উঠে আপনার

পুতুল ঝাঁপিটি পেড়ে প্রদীপের আলোতে বসে বসে পুতুল খেলতো আর বলতো—পুতুল সবাই জাগো—আর নিজেই উত্তর দিত হাঁ আমরা জেগেছি—তার পর একে একে পুতুলগুলি ঘরের মেঝেতে সাজাতো কেউ হলো গিন্নি কেউ হ'ল বৌ—তাদের হ'য়ে নিজে কথা কইত। তারপর পুতুলদের রান্না হ'ত, খাওয়া-দাওয়া হ'ত, পুতুলরা সবাই বসলো তখন মেয়েটি ব'লতো শোন ভাই তোরা আমার দুঃখের কথা শোন, এই বলে আপনার দুঃখের কথা গোড়া থেকে বল্‌তো।

এমনি করে ক'নে পুতুল সাজিয়ে প্রতিরাত্রে পুতুল খেলতো আর পুতুলদের তার দুঃখকাহিনী বল্‌তো। এদিকে গ্রামের চৌকিদার রোজ রাত্রে চৌকি দিয়ে যখন এইখান দিয়ে হেঁকে যেত, তখন অবাক হয়ে শুনতো যে কে একজন প্রতিরাত্রে প্রায় ১২টার সময় যখন সকলেই ঘুমিয়েছে, আর চারিদিক নিস্তব্ধ, গুন-গুন ক'রে কথা কয় কখন বলে বৌ রান্না চড়া কখন বলে ও ছোট বৌ ছেলেকে দুধ খেতে দে কখন বলে কর্ত্তাকে ডেকে দাও তো, এমনি ঘরকন্নার কত কথাই বলে সকল কথা বোঝাও যায় না, চৌকিদার ভাবে যে বাড়ীর লোক ত সবাই খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়েছে, তবে এত রাত্রে আবার রান্না করে কে, আর গল্পই বা বলে কেন? এইরকম পাঁচ-সাতদিন শোনবার পর চৌকিদার একদিন বরকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে, বাবু তোমার বাড়ীতে কি ভূত পেত্নীতে বাসা করেছে? বর বল্লে সে কি কথা কেন কি হয়েছে? চৌকিদার বল্লে বাবু রোজ রাত্রি দুপুরের সময় তোমরা সকলে ঘুমুলে বাড়ী একেবারে নিসুতি হলে কারা রান্না করে। খায়-দায় গল্প করে। আবার ভিতরে আলো জ্বলে, তাও আমি জানালার ফাঁকদিয়ে দেখতে পাই। বর সব শুনে বল্লে, "আচ্ছা আজ রাত্রে আবার যদি কিছু শুনতে পাও তো আমায় আস্তে আস্তে জাগিয়ে দিও।" চৌকিদার রাত্রে আবার কন্যার সেই সব কথা শুনতে পেয়ে, বরকে জাগিয়ে দিলে; বর এসে জানলার কাছে কাণ পেতে সব শুনতে লাগলো পুতুলদের খাওয়া-দাওয়া হলে কন্যা বল্লে, "ভাই তোরা আমার দুঃখের কথা শোন।" এই বলে কন্যা আবার তার বিয়ের কথা সব আগা-গোড়া বল্লে। বর সমস্ত শুনে একেবারে সেই ঘরের ভিতর গিয়েই কন্যার হাত ধরে বল্লে, "বল তুমি কে?" ক'নে বল্লে, না আমি কেউ নই—ছাড় ছাড় আমার হাত ছাড়। বর বল্লে, "আর আমি তোমার কথা শুনবো না। তুমি এইমাত্র পুতুলদের কি সব কথা ব'লছিলে, সব আবার আমার কাছে বল, তা নইলে কখনো ছাড়বো না। কন্যাও কিছুতে ব'ল্‌বে না, বরও কিছুতে ছাড়্‌বে না। তাকে বল্লে, তোমাকে ব'ল্‌তেই হবে; আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তখন অগত্যা কন্যা সব কথা বল্লে। এদিকে গোলমালে বাড়ীর লোক জন সব উঠে পড়েছিল। আরও কন্যার কাহিনী শুনে সব অবাক্ হয়ে গেল, আর মুচিনীকে গালাগালী দিতে লাগলো, বর না তখনি উঠে মুচিনীর গহনা, কাপড় সব কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলে। সকলে সুন্দরী বৌ পেয়ে খুব খুসী হলো বরও মনের সুখে ক'নে নিয়ে ঘরকন্না ক'রতে লাগলো।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

সুদৃশ্য ব্লটার প্রস্তুত করিবার উপায়।

সুন্দর একখানি ব্লটার রাখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিরূপ সহজ উপায়ে একখানি সুদৃশ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী ব্লটার প্রস্তুত করা যায় তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার জন্য দুইখানা শক্ত ও ভারী পিজ্‌-বোর্ড কাগজ আবশ্যক। উহাদিগকে জড়াইবার জন্য এক টুকরা সরু, লম্বা ও শক্ত কাপড়ও চাই। যুক্ত পিজ্‌বোর্ড কাগজ দুইখানার বহিরাঙ্গণের জন্য একখণ্ড ক্রেশ্‌ কাপড় বা কোনরূপ রঙ্গীন কাপড় সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্লটারখানি বাঁধিয়া রাখিবার জন্য উহার মলাটের দুইপ্রান্তে দুইখানি সুন্দর ফিতা লাগাইতে হয়; তাহাও আনিয়া লওয়া আবশ্যক। ব্লটারের উপরে কোনরূপ চিত্র বা নামের নক্সা বসাইবার জন্য একপ্রকার শক্ত ও রঙ্গীন রেশমের সূতা-ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। তাহাও কিছু আনিয়া রাখা ভাল। এই সকল উপকরণের দাম অতি সামান্যই হইবে।
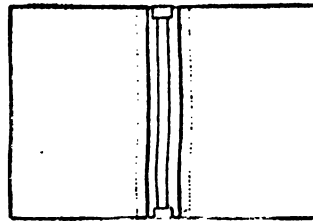
ব্লটারের প্রথম অবস্থা।

ব্লটারের বহিরাবরণের জন্য ক্রেশ্‌ কাপড় ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। ৩৬ ইঞ্চি প্রস্থের ৮৵৯ আনা গজের ক্রেশ্‌ কাপড়ই সাধারণতঃ ব্লটার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যব-হৃত হইয়া থাকে। ইহা শক্ত, অনায়াসে খুলিয়া ধুইয়া লইবার উপযোগী, অথচ ইহার উপর ইচ্ছামত বুটার কাজ করা যায়। বাঁধিবার ফিতার দামও অতি সামান্য।

যেরকম আকারের ইচ্ছা ব্লটার তৈয়ার করা যাইতে পারে।

১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৯ ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট ব্লটার বেশ সুন্দর। উহার জন্য ৩৬ ইঞ্চি প্রস্থের এক হাত ক্রেশ্ কাপড় হইলেই চলে। পিজ্‌বোডের ভারী কাগজ দুইখানা শক্ত ও সাদা হওয়া চাই। ঐ দুইখানা একত্র করিয়া উপরোক্ত আকারে কাটিয়া লওয়া চাই। দুইখানাই যেন ঠিক সমান হয় এবং কাটা যেন ভাল হয় সেজন্য উহা একখানা বড় স্লেট বা অন্য কিছু দিয়া জোরে চাপিয়া রাখিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিদ্বারা কাটিতে হইবে। যে সরু, লম্বা ও শক্ত কাপড়ের টুক্‌রার কথা বলা হইয়াছে তাহা ১$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বা ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ঐ পিজ্‌বোর্ড কাগজ দুইখানা অপেক্ষা একটু বেশী লম্বা হওয়া চাই। এখন পিজ্‌বোর্ড কাগজ দুইখানার ভাল দিকটা নীচে রাখিয়া এবং পৃষ্ঠের দিকটা উপরে রাখিয়া এমনভাবে পাশাপাশি স্থাপন কর যে উহাদের মধ্যে যেন অর্দ্ধ ইঞ্চি অপেক্ষা কিছু কম ফাঁক থাকে। তার পর ঐ সরু কাপড়খানার একদিকে খুব ভাল গঁদ উৎকৃষ্টরূপে মাখাইয়া পিজবোর্ড দুই-খানার পাশাপাশি প্রান্তদ্বয়ের উপর বেশ করিয়া আঁটিয়া দাও। পিজ্‌-বোর্ড দুইখানার প্রান্তদ্বয় সরিয়া আসিয়া যেন একে অন্যের সহিত লাগিয়া না যায় তাহা দেখিবে। কারণ উহারা লাগিয়া গেলে ব্লটার সহজে খোলা বা বুজান যাইবে না। কাপড়-খানা লাগান হইয়া গেলে দুইদিকে উহার যে অংশটুকু বাড়িয়া থাকিবে তাহা উল্টাইয়া ভিতরের দিকে লাগাইয়া সুন্দররূপে মিশাইয়া দিবে। তারপর উহা শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিয়া বহিরাবরণের কাপড়খানা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে।

সম্পূর্ণ ব্লটার

যদি কাপড় বেশ বড় থাকে তবে পিজ্‌বোর্ড দুইখানার বাহি-রের দিকের আবরণ এবং ভিতরের দিকের পকেট (অর্থাৎ চিঠি, কাগজ, খাম প্রভৃতির স্থান) একত্রে রাখিয়াই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছবিতে ব্লটারের মধ্যে যে বিন্দুশ্রেণীদ্বারা রেখা-দ্বয় অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেই উহার মধ্যের দিকের পকেট দুইটির খোলা মুখ দেখান হইয়াছে।

কাপড়ের প্রস্থ ৩৬ ইঞ্চি হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপ বহিরাবরণ ও পকেট একত্রে সেলাই করা যাইতে পারিবে। পিজ্‌বোর্ড দুইখানার বাহিরের দিকের আবরণে ৯ ইঞ্চি করিয়া ১৮ ইঞ্চি ও পিজ্‌বোর্ড দুইখানার মধ্যের ফাঁক প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি এই ১৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লাগিবে। ভিতরের দিকের পকেট দুইটিতে ৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি করিয়া ১৭ ইঞ্চি লাগিবে এবং বাকী অর্দ্ধ-ইঞ্চিদ্বারা দুইদিকের মুড়ি সেলাই করা চলিবে। পকেটের মুখের ভিতরের দিকে উল্টাইয়া সেলাই করিয়া দিলে আর সূতা খসিয়া উহা নষ্ট হইয়া যাইবে না। পকেটের মুড়ি ও অন্য দুইপ্রান্ত সেলাই করিবার পূর্ব্বে যুক্ত পিজ্‌বোর্ড দুইখানা খোলাভাবে উহার উপর ফেলিয়া মাপ ঠিক করিয়া নেওয়া উচিত। কারণ, তাহা না হইলে সেলাইয়ের পর যখন পিজ্‌বোর্ড দুইখানা উহার ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে তখন উহা ঠিকমত না লাগিয়া বড় বা ছোট হইতে পারে। আর বহিরাবরণের উপরের পিঠে যদি বুটা তুলিয়া নাম বা অন্য কিছুর নক্সা বসাইতে হয় তবে মুড়ি ও প্রান্ত সেলাই করিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে কেবল মাপ ঠিক করিবার পরই উহা সমাধা করিতে হইবে
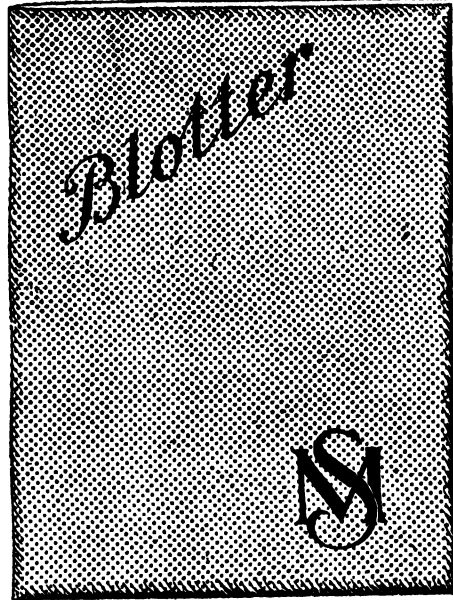
দ্বিতীয় চিত্রে ব্লটারের উপরের একটি নক্সার ছবি প্রদত্ত হইল। ক্রেশ কাপড়ের বহিরাবরণের উপর গোলাপী রঙ্গের একপ্রকার শক্ত রেশমী সূতাদ্বারা বুটা তুলিয়াই ঐরূপ নক্সা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথমে নিজে বা অন্য কাহারও সাহায্যে পেন্সিল দিয়া কাপড়ের উপর নক্সা আঁকিয়া পেন্সিলের দাগের উপর বুটা তুলিলেই সুন্দর হইবে। যদি নক্সা আঁকা সম্ভব না হয় তবে বাজার হইতে তৈয়ারী অক্ষর কিনিয়া লইয়া তাহা কাপড়ের উপর সেলাই করিয়া দিলেও চলিতে পারে। আবার পেন্সিল অথবা টিনদ্বারা যে অক্ষর বা শব্দের খাঁজ প্রস্তুত হয় তাহা আবরণের কাপড়ের উপর যথাস্থানে ফেলিয়া সেই খাঁজের মধ্য-স্থিত ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গিন কালী দিয়া ও নাম বা নক্সা ছাপাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

পকেট সেলাই হইলে ব্লটার যেন বাঁধিয়া রাখা যায় সেজন্য বহিরাবরণের প্রান্তদ্বয়ে দুই টুক্‌রা গোলাপী বা নীল রঙ্গের ফিতা লাগাইয়া দিতে হইবে। পিজ্‌বোর্ড দুইখানা বহিরাবরণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লাগাইয়া দিবার পূর্ব্বে তিন তা ব্লটিং কাগজ পিজ্‌-বোর্ডের সমান করিয়া ভাঁজ করিয়া পিজ্‌বোর্ড দুইখানার মধ্যস্থিত কাপড়ের সহিত খাতার মত সেলাই করিয়া দিতে হইবে।

ইহার পরে তুমি পিজ্‌বোর্ডদ্বয় বহিরাবরণের মধ্যে প্রবেশ-করাইয়া দিতে পার ; তাহা হইলেই ব্লটার তৈরী সম্পূর্ণ হইল।

যদি তুমি তোমার তৈরী একখানা ব্লটার কাহাকেও উপহার-স্বরূপ দিতে ইচ্ছা কর তবে উহা সুদৃশ্য করিবার জন্য উহার উপর আরও সুন্দর নক্সার বুটা তুলিতে পার। আর একপ্রকার গোলাপী বা সবুজ রঙ্গের যে শক্ত রেশমী কাপড় পাওয়া যায় তাহাদ্বারা যদি বহিরাবরণ প্রস্তুত করিয়া দাও তবে ব্লটারটি দেখিতে যার-পর-নাই মনোরম হইবে। তবে, উহাতে একটু খরচ পড়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত।

নূতন ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর।

১। নেত্রাক্ষরে নাম তার রক্তবর্ণ হয়,
প্রথম তুলিয়া নিলে ব্রততী বুঝায়,
শেষটা ছাড়িলে হয় জমির বাধন,
মধ্যম ছাড়িয়া "ফল" সুমিষ্ট ভক্ষণ,
ইহাকে সধবা নারী সমাদর করে,
সুবুদ্ধি পাঠক দেখি কে বলিতে পারে॥

শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। তিন অক্ষরে নাম মোর আছে সকলের ঘরে।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে লোকে আনন্দে ভোজন করে।
দ্বিতীয় অক্ষর ছেড়ে দিলে বাদ্যযন্ত্র হয়।
তৃতীয় ছাড়িলে পরে লোকে পায় ভয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস।

৩। সিন্ধুবুকে ভাসি আমি নাম দু' অক্ষরে।
আমারে খাইলে সবে কেঁদে কেঁদে মরে।
কখন বা স্থল আমি কখন বা জল।
কি নাম আমার বল পাঠকের দল।

শ্রীগোপীচরণ গুপ্ত।
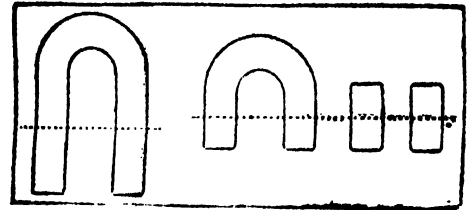
ধাঁধার উত্তর।

"দুই কাটে সাত টুকরা।" সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর। কোনও পাঠক সঠিক উত্তর পাঠান নাই।

সম্পাদকের দ্রষ্টব্য।

এ বৎসর অনেক কষ্টে "বালকের" ব্যয়নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। কাগজের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যেরও দাম চড়িয়া যাওয়ায় "বালকের" প্রকাশকদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। শীঘ্র যে ভবিষ্যতে জিনিষের দাম কমিবে এ আশাও নাই। এ নিমিত্ত অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর "বালককে" চালাইবার জন্য "বালকের" মূল্য বৃদ্ধি আমরা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্থির করিতে বাধ্য হইলাম।

জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ হইতে "বালকের" সডাক বাৎসরীক মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা হইবে। ঐ মাসের "বালকে" একটি রঙ্গীন ক্রোড়পত্র থাকিবে, এবং ঐ মাসের সংখ্যা প্রত্যেকটি ৵০ দুই আনায় বিক্রি হইবে। গ্রাহকদের কিন্তু এ জন্য কিছুই বেশি দিতে হইবে না। অন্যান্য সংখ্যায় ৴১০ দেড় আনা করিয়া প্রত্যেকটির মূল্য হইবে। এজেন্টদিগের জন্য বিশেষ দর ধার্য্য হইবে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য "বালক"-কার্য্যালয়ে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জানা যাইবে ও জানুয়ারি মাসের "বালকে" প্রকাশিত হইবে।

ভারতবর্ষের গল্পে শেয়াল সমস্ত পশু অপেক্ষা ধূর্ত্ত পরিগণিত হয়। কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহে খরগোসকে শেয়ালের চেয়েও চালাক মনে করা হয়। শেয়ালে ও খরগোসে সদাসর্ব্বদাই দ্বন্দ্ব যে কে কাহাকে বুদ্ধিতে পরাজিত করিতে পারে। এই শ্রেণীর গল্পগুচ্ছ জানুয়ারি মাস হইতে "বালকে" প্রকাশিত হইবে। গল্পগুলি সমস্তই সবিশেষ আমোদজনক ও শিক্ষাপ্রদ।

সম্পাদক।

সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

উল্লেখযোগ্য চিত্রসূচী।

(বর্ণানুক্রমিক !)